

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

মহানুভাব

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর কৃত

সারার্থ বর্ষিণী টীকা সমেত ।

শ্রীযুত পণ্ডিতবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামিনা সংশোধিত

শ্রীকেশবদেব দত্ত প্রণীত

রসিক রঞ্জন নাগা বঙ্গানুবাদ সহিত ।

প্রথমমুদ্রণ মুদ্রিত আত্মসংস্কৃতনং জনঃ ।

কারুণ্যাদবশং কৃষ্ণঃ শুদ্ধ ভক্তি সমধিতাং ।

গীতাং সকল বোধার্থ সারাংশেনোপবৃংহিতা ।

সারার্থ বর্ষিণী চম্পা টীকা যা প্রভু সঙ্গীতা ॥

শ্রীশ্রীশ্রী বিশ্বনাথ রচিতা ভাষ্যলোচ্য প্রবৃত্ততঃ ।

বঙ্গানুবাদ মেবেদং কৃতং রসিক রঞ্জনং ।

বৈষ্ণব ডিপাজিটারী বা ভক্তি গ্রন্থালয়ার্থে

১৮২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রামবাগানস্থ,

“শ্রীশ্রীচৈতন্য যন্ত্রে”

আর, পী, দত্ত এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত প্রকাশিত চ ।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ১৯০৪

উপহারঃ ।

—:—

রাকাপতি বংশজ রাজকুলপ্রবর বৈষ্ণবগণাগ্রগণ্য স্বাধীন
ত্রিপুরেশ্বর শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বিদ্ব-
ন্মণ্ডল পরিপালক শ্রীকরকমলেশু । ” .

তো ভূপ ! ত্রিপুরাধীশ ! ভক্তিশাস্ত্রৈকপালক !

গীতানুবাদ মেবেদং সাধিতং ভবদাজ্ঞয়া ॥

তত্রৈব মুদ্রিতং মূলং টীকা সারার্থ বর্ষিণী ।

বিশ্বনাথ কৃতা চাত্র যত্নেন সম্মিবেসিতা ॥

অর্পিতং ভবতঃ শ্রীমৎকরাজে পুস্তকংময়া ।

অনুগ্রহাতু গ্রহাতু গ্রন্থং কারুণ্যভাবতঃ ॥

শ্রীগৌরান্ধ প্রভুং শশ্বৎ প্রার্থয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ ।

ভূয়াৎ শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কৃষ্ণসেবানপায়িণী ॥

নিবেদন মিতঃ

শ্রীশ্রীগৌরান্ধদাসান্ধদাসস্ত

শ্রীকেদারনাথ দত্তস্ত ।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

—*—

অবতরনিকা ।

প্রথমোহ' প্রবৃত্তোদ্ভিন নিত্যানন্দ' সশক্তিক' ।

সনুদে বঙ্গভাষায়াং গীতানুবাদ কঙ্কণি ॥

পরাশক্তি সম্পন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সাধু
দিগের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ বঙ্গভাষায় গীতা শাস্ত্রের অনুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত
হইলাম ।

নিগম শাস্ত্র অত্যন্ত বিপুল । তাহার কোন অংশে ধর্ম, কোন অংশে
কর্ম, কোন অংশে যোগ, কোন অংশে সাংখ্য জ্ঞান এবং কোন অংশে
ভগবদ্ভক্তি বিস্তীর্ণ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর
সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা
কর্তব্য এরূপ ক্রমাদিকার তবু ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয় । কিন্তু
স্বল্পায়ু বিশিষ্ট ও সংকীর্ণ মেধা যুক্ত কলিজাত জীব গণের পক্ষে উক্ত
বিপুল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিচার পূর্বক অধিকার ক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা
অতীব কঠিন । অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত ও সরল
বৈজ্ঞানিক মীমাংসার নিত্যন্ত আবশ্যক । দ্বাপরাস্ত কাল পর্য্যন্ত ধী-
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি গণও বেদ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া,
কেহ কর্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে কেহ বা
অভেদ ব্রহ্ম বাদকে এক মাত্র গ্রাহ্যমত বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে ছিলেন ।
তদ্বারা ভারত ভূমিতে খণ্ড জ্ঞান জনিত অসম্পূর্ণ মত সমূহ, পাকস্থলি-গত
অচর্চিত খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল ।

উক্ত উৎপাত কলি আগমনের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে,
সত্ব প্রতিজ্ঞ পরম কীর্ত্তনিক ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্র নিজ সখা অর্জুনকে লক্ষ্য
করিয়া অগ্নিস্ত্রারের এক মাত্র উপায় স্বরূপ সর্ববেদ সারার্থ মীমাংসা
রূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন । গীতা শাস্ত্র স্মৃত্যং সমস্ত
উপনিষদগণের শিরোভূষণ স্বরূপ দেদীপ্যমান । ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা সকলের
পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদেব চরম লক্ষ্য রূপ পবিত্র হরি ভক্তিই সর্ব জীব-

নিত্য কৰ্ত্তব্য ৰূপে গীতা শাস্ত্ৰে উপদিষ্ট। কোন কোন তৰ্ক প্ৰিয় পণ্ডিত গীতা শাস্ত্ৰকে অভেদ ব্ৰহ্মবাদ মত পোষক শাস্ত্ৰ বলিয়া সিদ্ধান্ত কৰিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত প্ৰবৰ্ত্তক ভগবদাদেশপালকাবতায় শ্ৰীমচ্ছঙ্করাচাৰ্য্য ভগবদগীতার যে ভাষ্য প্ৰস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য কৰিয়া তাঁহারা উক্ত কূতৰ্কের প্ৰতিষ্ঠা কৰিয়া থাকেন।

যে সকল গ্ৰন্থে কৰ্ম্ম বা জ্ঞানকে চৰম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিৰ করা হইয়াছে, ঐ সকল গ্ৰন্থ তত্ত্বব্যবস্থার অধিকাৰী দিগের পক্ষেই কল্যাণ প্ৰদ। সেই সেই ব্যবস্থাব নিষ্ঠা উৎপত্তি কৰিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে চৰম ব্যবস্থা বলিয়া নিশ্চিষ্ট না কবিলে তাহা ত্যাগ কৰিয়া ব্যবস্থান্তর স্বীকার হলে সেই ব্যবস্থাব অধিকাৰী দিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, একপ বিবেচনা কৰিয়া কৰ্ম্ম শাস্ত্ৰে কৰ্ম্মকে ও জ্ঞান শাস্ত্ৰে জ্ঞানকে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। এই প্ৰকাৰ কোণল অবলম্বন করা কৰ্ত্তব্য কিনা তাহা বিচাৰ করা যাইতেছেনা, কেবল উক্ত কোণল বহুতর শাস্ত্ৰে অবলম্বিত হইয়াছে ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে গ্ৰন্থে সাধন কালে কৰ্ম্ম-জ্ঞান-প্ৰধানী ভূতা ভক্তি ও ফল কালে নিরুপাধিক প্ৰীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্ৰন্থই সৰ্ব্ব গীতের নিতান্ত শ্ৰেণী। উপনিষৎ সমূহ, ব্ৰহ্ম সূত্ৰ, ও ভগবদগীতা সৰ্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ভক্তি শাস্ত্ৰ। স্থল বিশেষে আবশ্যক মতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, মুক্তি, ব্ৰহ্ম-লাভ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা ঐ সকল শাস্ত্ৰে পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু চৰম মোমাংসা স্থখে শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা শাস্ত্ৰের পাঠক দিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক ভাগের নাম স্থূল দৰ্শী এবং অপর ভাগের নাম সূক্ষ্মদৰ্শী। স্থূল দৰ্শী পাঠকেরা কেবল বাক্যার্থ লইয়া সিদ্ধান্ত করে। সূক্ষ্মদৰ্শী পাঠকেরা শাস্ত্ৰের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূল দৰ্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ কৰিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে বৰ্ণাশ্ৰম বিহিত কৰ্ম্ম নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করত অৰ্জুন যুদ্ধ ৰূপ ক্ষত্ৰিয় ধৰ্ম্ম স্বীকার কৰিলেন। অতএব বৰ্ণ ধৰ্ম্ম বিহিত কৰ্ম্মাশ্ৰমই গীতা শাস্ত্ৰের তাৎপৰ্য্য। সূক্ষ্মদৰ্শী পাঠকেরা একপ অড় সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হননা। তাঁহারা হয় ব্ৰহ্ম-জ্ঞান বা পরা ভক্তিকে গীতা তাৎপৰ্য্য বলিয়া স্থিৰ করেন। তাঁহারা বলেন যে

অর্জুনের যুদ্ধ অঙ্গীকার করা কেবল অধিকার নির্ণায়ক উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য নয়। মানব গণ স্বভাব অনুসারে কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয় পূর্বক জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবন যাত্রা সম্যক নির্বাহিত হয় না। জীবন-যাত্রা সম্যক নির্বাহিত না হইলেও তত্ত্ব দর্শন স্ফূর্ত হয় না। অতএব তত্ত্ব লাভ সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ ধর্ম্মের একটি সুদূরবর্তী সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মের যে পর্য্যন্ত বন্ধ-মুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ অপরিহার্য্য। অর্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাতে যুদ্ধ রূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কর্তব্য কর্ম্ম। অতএব অর্জুন গীতা শ্রবণ পূর্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায় ইহাই স্থির হয় যে ব্রহ্ম স্বভাব ব্যাক্ত গীতা শ্রবণ করত উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে যে ব্যক্তি যে স্বভাব সম্পন্ন তদনুযায়ী তাহাব অধিকার। সেই অধিকার নির্দিষ্ট জীবন যাত্রোপযোগী কর্ম্ম স্বীকার করত পরতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবে। তাহাতেই শ্রেয়। অধিকার ত্যাগ পূর্বক বন্ধ জীবের পক্ষে তত্ত্ব লাভ সম্ভব নাই।

এস্থলে এক্রপ প্রশ্ন হইতে পারে। পরম বৈকল্য অর্জুন কি ব্রহ্ম স্বভাব সম্পন্ন নন। ইহার উত্তর এই যে অর্জুন যুদ্ধ আত্মা কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চ কালে তাঁহার লীলা পুষ্টির জন্য ক্ষত্র স্বভাব স্বীকার করিয়া ভুবতীর্ণ হন। তাহার তাৎকালিক স্বভাব ক্ষত্রিয়। সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান অধিকার তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড় বন্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বোধিয়া প্রতীত হয়। কোন মঙ্গলময় বিগুহ অবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা তাহার প্রাপ্তি জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বোধ হয়। সেই বিগুহ অবস্থাকে উপেষ বা প্রয়োজন বলি। যদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে উপায়-বলি। শাস্ত্র কার্যের কেহ যজ্ঞকে, কেহ যোগকে, কেহ তর্ককে, কেহ পুণ্যকে, কেহ বৈরাগ্যকে, কেহ তপস্যাকে, কেহ ধর্ম্ম-মুক্তকে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ ধর্ম্মকে, কেহ গুরুপন্থিককে, কেহ প্রায়শ্চিত্তকে ও কেহ দানকে উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিধ নানা নামে অবৈজ্ঞানিক রূপে অভিহিত হইয়া উপায় তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্যে হস্ত

ক্ষেপ করিলে, কাষে কাষেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে ঐ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি তত্ত্বের অধীন। ঐ তিনটি তত্ত্বের নাম কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

স্বতঃ সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিগুপ্ত বিচার দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে জীবের সিদ্ধসত্তা চিন্ময়। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি কেবল ঐ সিদ্ধ সত্তার জড়-বদ্ধ-দশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিন্তাত্ত্বের জড় সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই। তাহা পরিমেষ নরবুদ্ধির সীমান্তগত নহে। অতএব উভয় দশা ভেদে জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব দুই প্রকার অর্থাৎ যে জীব কখন বদ্ধ হয় নাই এবং যে জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। উভয় বিধ মুক্ত জীবই শাস্ত্রাতীত। কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধ জীবে লক্ষিত হয় তাহা মুক্ত জীবে নাই। কৰ্ম ও জ্ঞান ইহারাই প্রেম বৃত্তির উপাধি বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্য ধর্মকে স্পর্শ করে তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবৎ বহির্মুখতা রূপ উপাধি সহকারে প্রেম বৃত্তি বিকৃত হইয়া ধর্ম রূপ একটি আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল বিশেষে জ্ঞানরূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে। সাধন ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে সাধন ভক্তি রূপ আকারটি বদ্ধ জীবের স্বাস্থ্য লক্ষণ, অপর দুইটি আকার জড় সম্বন্ধ রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর সত্তে কৰ্ম অপরিহার্য। শরীর যাত্রা নির্কাহের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে সে সকল কৰ্ম জগতের অমঙ্গল জনক সে সকলকে বিকৰ্ম বলে। মঙ্গল জনক কৰ্ম না করার নাম অকৰ্ম। যে সকল কৰ্ম জগন্মঙ্গল জনক সেই সকলকে কৰ্ম বলে। কৰ্ম চারি প্রকার অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কৰ্ম মার্জেরই একটি একটি অবাস্তব ফল আছে, যথা আহারের ফল শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল সন্তান উৎপত্তি। অবাস্তব ফল গুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শাস্তিই ঐ সকল ফলের চরম ফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে জড় বস্তুগণ হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্ছরণে শাস্তি লাভই পরম শাস্তি। আহাৰ, বিহার, ব্যায়াম, শনিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর পালক

কর্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ কোষে বস, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এই চারিটা শারীর যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইহারা মানস যোগ এবং সমাধি আধ্যাত্মিক যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম। বেদে ও মহাদি-বিংশতি ধর্ম শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম বিহিত সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের আপাততঃ অবাস্তর ফল সমূহ কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শাস্তি লক্ষণ ফলের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ শাস্ত্রে বিভূতি পাদে নানা প্রকার ঐশ্বর্যরূপ অবাস্তর ফল কথিত হইয়া কৈবল্য পাদে কেবল শান্তিকে ফল বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্মই প্রথমে সুখ ভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দর্শাইয়া শাস্তি সুখকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কৈবল্যাদি শাস্তির প্রতি লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শাস্তি ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব মাত্র, স্বয়ং সুখ বিশেষ নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ চিং সুখের অব্যেবণ হয়। অভেদ ব্রহ্ম সুখ পর্যাস্ত সমস্ত অবাস্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎ সেবা সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই কর্ম ভক্তি রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম ফলের চরম উদ্দেশ্য; যে কর্মে চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম ভগবৎ বহিস্থ। তাহাকেই কর্ম বলা যায়। ভগবৎ সেবা পরায়ণ হইলে কর্মের নাম সাধন ভক্তি হয়, তখন কর্ম নাম থাকেনা।

জড় বদ্ধ হইলেও জীব চিন্ময় তত্ত্ব, অতএব জ্ঞানালোচনা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারি প্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা। দর্শন শ্রবণাদিময় জড়ীয় বিষয় জ্ঞানই জড়ীয় জ্ঞান। ধ্যান ধারণা কল্পনা-বিভাবনা ময় মানস জগতের জ্ঞানকে লৈঙ্গিক জ্ঞান বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্য যোগীর অহঙ্করিসন প্রক্রিয়া দ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞান রূপ কূট সমাধি হয়। এই শূন্যে শারীরিক অভেদ ব্রহ্মবাদ অথবা

পাতঞ্জলীয় জৈমিনী সাংখ্যজ্ঞানপ কৈবল্যবাদ উদ্ভূত হয়। নিকৃষ্টপাদিক চিত্তবৈকল্য
 শুদ্ধাবস্থায়, অর্থাৎ স্থল ও লিঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন বা কূট সমাধির ব্যতিরেক
 ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধ চিত্তবৈকল্য সহজ প্রকাশ হয়। তাহার নাম সহজ
 সমাধি বা শুদ্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞানই ভক্তি পোষক। জ্ঞানালোচনা দ্বারা বস্তু
 জীব প্রথমে জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে
 ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম এবং বস্তু সকলের মিলনাবস্থায় সে সমস্ত ধর্ম উদ্ভূত
 হয়, ঐ সকল বিষয় অবগত হইতে থাকে। কখন বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম
 আলোচনা করিয়া সকলের কর্তা ও পালয়িতা রূপ ঈশ্বরকে নির্দেশ করত
 তাহার প্রতি এক প্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে। কখন বা এই জগ-
 ত্বে নব্বয় জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রশংসিত কোন অনি-
 র্কচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অতেন্দ্র ব্রহ্মবাদের কল্পনা
 করে। কখন 'বা অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিও নির্বাণকে স্থখ
 বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার উদ্যোগ করে। বেক্রমেই আলোচনা করুক না
 কেন, অতেন্দ্র চিন্তা ও নির্বাণ চিন্তাকে অকিঞ্চনকর জানিয়া জীব অবশেষে
 কোন পরম তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই
 ভক্তি হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান ফলের চরম উদ্দেশ্য।
 কর্মের অবাস্তুর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের অবাস্তুর ফল মুক্তি এবং তদুভয়ের
 চরম ফল বলিয়া ভক্তিকে বৃষ্টিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকে চরম
 ফল বলিয়া উদ্দেশ্য না করে, সে স্থলে জ্ঞান সোপাদিক ও ভগবৎ বহি-
 শ্রুত। যে স্থলে ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে স্থলে জ্ঞানকে
 সাধন ভক্তি বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে ভক্তির নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্মের
 বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকে ভক্তি বলা যায়। 'এরূপ সিদ্ধান্ত
 ভ্রমাত্মক। স্বল্পদর্শী পণ্ডিত গণ বলেন যে বিশুদ্ধ আত্মার আত্মদান
 বৃত্তির পরিচালনাকে কেবল, অকিঞ্চন বা অনম্যা ভক্তি বলা যায়।
 তাহার অন্যতর নাম প্রেম আত্মার বিচার বৃত্তির পরিচালনাকে জ্ঞান
 বলে। আত্মদান পূন্য বিচার প্রায়ই চরমে ব্রহ্মবাদ বা নির্বাণবাদ
 রূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব স্বভাবতঃ আত্মদান প্রধান। কেবল
 বিচারময় হইতে গেলে স্বাভাবিক ভাব হইতে দূর হয়। জ্ঞানকখন প্রেমের প্রতি

স্বীকার করে, তখন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম প্রাচুর্য্য ক্রমে বিচার বৃত্তিকে স্থগিত করে তখন কেবল ভক্তি রূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা নিত্য, অতএব তাহার আলোচনা বৃত্তিও নিত্য। আলোচনা বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্য সূতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা ভেদে জীবের কার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ নিরূপাধিক ও সোপাধিক। জড় সঙ্গ ক্রমে জড়ভিত্তিক জীবের উপাধি সেই উপাধি ক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারে যে অহংতা ও মমতা জন্মে তাহাই জীবের জড়ভিত্তিক বা দেহাত্মক। জড়বদ্ধ জীবের কার্য্য সোপাধিক জড়ে যাহারা বদ্ধ হন নাই বা যাহারা ভগবৎ রূপা বলে জড় মুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কার্য্য নিরূপাধিক। বিমুক্ত আত্মার নিরূপাধিক কার্য্যের নাম ভগবৎ সেবা। জড় বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নাম কর্ম্ম। জড় মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরূপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্ম্ম অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ তত্ত্বে প্রেম সেবাই সহজ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে সূতরাং আছে। বহির্মুখ কর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত তাহা লুপ্ত প্রায় থাকে। সংসঙ্গ ক্রমে যে সকল জীবে উক্ত বহির্মুখতা ধর্ম্ম হয়, ঐ সকল জীবে সেবা বৃত্তির প্রবলতা হয়। তখন তাহাকে কর্ম্ম মিশ্রা সাধন ভক্তি বলে। সেবা বৃত্তি প্রচুর রূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবৎ বহির্মুখতা রূপ স্বরূপকে পরিত্যাগ করে। তখন উহা কেবল ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

মানব দিগের কর্ম্ম, জড় যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায়, জ্ঞান শূন্য নয়। 'যে কর্ম্ম মানব কর্তৃক কৃত হয় তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনাও কখন 'কর্ম্ম শূন্যতা লাভ করেনা। আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। আলোচনাও একটা কর্ম্ম বিশেষ এজন্ত হুল বুদ্ধি বাস্তবিক নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্মের স্বরূপ ও জ্ঞানের স্বরূপ পৃথক্। স্তররূপ কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারিলেও তাত্ত্বিক বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরূপাধিক চিন্তার প্রেম সেবাই ভক্তির সিদ্ধ স্বরূপ। যদিও জড় বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করা সহজ নয় তথাপি তদ্বারা জ্ঞাত প্রকৃত ব্যক্তি

গণের নিকট তাহা সহজে প্রত্যত। যাহারা কৃতি ক্রমে ভক্তি তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, কেবল তর্ককে তদ্বিষয়ে আদর না করেন, তাঁহারা ই ভক্তি তত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি দ্বিবিধ। কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলা ভক্তি স্বতন্ত্র ও কর্মজ্ঞান গন্ধ শূন্য। তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম, নিরুপাধিক সেবা, অনন্তা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম প্রধানী ভূতা, জ্ঞান প্রধানী ভূতা ও কর্ম জ্ঞান প্রধানী ভূতা। যে কর্মে বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম বা জ্ঞানের ভক্তি হাসতা লক্ষিত হয়, সেই কর্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি বৃদ্ধি আছে, তাহাকে প্রধানীভূতা ভক্তি বলা যায়। যে কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তি বৃদ্ধির প্রাধান্য নাই অথবা কর্ম বা জ্ঞানের প্রভূতা লক্ষিত হয়, ভক্তি কেবল তাহাতে কর্ম বা জ্ঞানের হাস্যের ন্যায় পরিচর্যা করে, সেই কর্মের নাম কর্ম ও সেই জ্ঞানের নাম জ্ঞান। ঐ কর্ম বা জ্ঞানকে ভক্তি নাম দেওয়া যায় না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি স্বভাবতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। অতএব তত্ত্ব বিচার দ্বারা কর্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড ও ভক্তি ইহাদিগকে পৃথক্ করা হইয়াছে। গীতা শাস্ত্রে আঠারটা অধ্যায়, তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গুণী তত্ত্ব অথচ জ্ঞান ও কর্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থ সাধক বলিয়া ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবস্থিধ বিস্তৃত ভক্তিই গীতা শাস্ত্রে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষার্থে ভগবৎ শরণা পত্তিই সর্ব শুভতম উপদেশ ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠক বৃন্দ ভক্তিপূত অন্তঃকরণে চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শাস্ত্র মুহূর্হঃ পাঠ করত জীবন সকল করুন।

চূর্তাপ্য ক্রমে ঐপর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদগীতার যে সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকল ভুলিই অভেদ এক বাদী দিগের রচিত। বিস্তৃত ভগবদভক্তি সম্বন্ধ টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশ হয় নাই। শাস্ত্র ভাষ্য ও অনন্য গিরিন টীকা সম্পূর্ণ অভেদ এক বাদ পূর্ণ। শ্রীধর স্বামির

টীকা ব্রহ্মবাদ পূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক অধৈত বাদের গন্ধ আছে। মধু হৃদনে সরস্বতীর টীকাটি যে রূপ ভক্তি পোষক বাক্য পূর্ণ, সেরূপ চরম উপদেশ স্থলে কল্যাণ প্রদ নয়। শ্রীশ্রীরামানুজ স্বামীর ভাষ্যটি সম্পূর্ণ ভক্তি সম্মত বটে কিন্তু অন্তর্দেশে শ্রীশ্রীগৌরানুজ প্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ শিক্ষা পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপ কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে, বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি আনন্দক দিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয় না। এতদ্বিবন্ধন আমরা যত্ন সহকারে শ্রীগৌরানুজগত মহামহোপাধ্যায় ভক্ত শিরোমণি শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিরচিত টীকাটি সংগ্রহ পূর্বক তদনুযায়ী শ্রীরসিক রঞ্জন নামক ব্রহ্মবাদ সহকারে গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভু শিক্ষা সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত একটি গীতা ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটি বিচার পর কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকাটি বিচার ও প্রীতি রস এতদুভয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটি সর্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায় চক্রবর্তী মহাশয়কেই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত প্রাঞ্জল। সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

রসিক রঞ্জন সাধ্যমত সরল ভাষায় লিখিত হইল। যে সমস্ত দুঃসহ শব্দ অগরিহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হইল, সে সকল শব্দের অর্থ টীকাতেই আছে পূর্ব পূর্ব অনুবাদকেরা অনুবাদ মধ্যেই ঐ সকল শব্দের অর্থ ও সংস্কৃত টীকা কারের শব্দ প্রয়োগ চাতুরী প্রকাশ করিতে গিয়া অনুবাদ গুলি দুর্বোধ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দোষ পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। আমাদের অনুবাদ সহ গীতা শাস্ত্র যদি পাঠক বর্ণের প্রীতিকর হয়, তবে আমরা অনেক শুদ্ধ ভক্তি সম্মত বৈদান্তিক গ্রন্থ বেদান্ত সূত্র ভাষ্য ও উপনিষদাদি সকল এই প্রণালী ক্রমে প্রকাশ করিব।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্ষত সঞ্জয়? ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্মনাথ চক্রবর্তী-কৃত সারার্থ বর্ণিণী টীকা ।

গৌরাং শুকঃ নং কুমুদ প্রমোদী

স্বাভিখ্যায়া গোস্তুমসো নিহন্তা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্মরণিনিধি ধ্যে

মনোহধিতিষ্ঠনু পরতিং করোতু ॥ ১ ॥

প্রাচীন বাচঃ স্মৃতিচার্য্য সোহহ-

মজ্জোহপি পীতামৃত লেশনিপ্পঃ ।

যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র

কন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥ ২ ॥

ইহ খলু সকল শীত্ৰাভিত্যত শ্রীমদ্ভগবৎ-সরোজ-ভজনঃ স্বয়ং ভগবান্নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীবসুদেব
স্বঃ নাক্ষাৎ শ্রীগোপাল পূর্ণ্যামবতীর্ধ্যাপার পরমাত্ম্য স্বরূপাশক্ত্যেব প্রাপকিক সকল লোক-
লোচন-গোচরীকৃতঃ ভবাক্ষি নিমজ্জমানান্ জগজ্জনাহু কৃত্য স্বসৌন্দর্য্যমাহুর্ধ্যাদানরা স্বীয়প্রিয়
মহার্ষীনাং নিমজ্জয়ামাস । শিষ্টরক্ষা হৃষ্টনিপুহ ব্রত নিষ্ঠামহিষ্ট প্রতিষ্টোংপি ভুবোভারহুঃখা-

শ্রীরসিকরঞ্জন নামক অল্পবাদ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় । ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে হৃষ্যোদনাদি আমার পুত্রগণ

অধিষ্ঠিত প্রভৃতি পাণ্ডব সকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ১ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডুবানীকং ব্যাচং দুর্যোধনস্তদা ।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচন মব্রবীৎ ॥ ২ ।

পহারমিবেণ দৃষ্টানামপি স্বদেহীনামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসীভূতানামপি মুক্তিদানসক্ষণং পরম-
রক্ষণমেব ব্রহ্মা আভীক্ষানোত্তর কাশরজনিধমানাননাশাবিধাবাক্ত নিবন্ধন শোকমোহাশাঙ্কুল-
নপি জীবামুদ্বৃত্তং শাস্ত্রকৃষ্ণনিগণ গীষমানযশস্ক বর্জ্যং অপ্ৰিয়সং তাবুশ বেচ্ছানশাশ্বদেব রণ-
মুর্ছন্যাত্ততশোকমোহং শ্রীমদর্জুনং লক্ষীরত্য কাণ্ডজিতয়াত্মক সর্কদেহতাৎপর্য্য পর্য্যবসিতার্থ
রত্নানন্তং শ্রীগীতাশ্রমমষ্টানশাখ্যামন্তভূতাষ্টানশবিশ্যং সাক্ষাচ্ছিন্নমানীকৃতমিদ পরমপুত্রমার্ধ-
মাবিভাবয়াম্ভব । তত্রাখ্যায়ানং ষট্ কেন প্রথমে নিক্রমকর্দ্বযোগঃ, দ্বিতীয়েন ত্রিক্রিয়োগঃ,
তৃতীয়েন জ্ঞানযোগোদ্বিগতঃ । তত্রাপি ভক্তির্যোগস্যাতি রহস্যাত্মভূত-সংজীবকরোভাহি-
তহাং সর্কচুলভভ্যচ্চ মধ্যবস্তীকৃতঃ । বর্জ্যজ্ঞানমোক্তিরাহিতোদৈবৈর্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিত্রে
এব সম্মতীকৃতঃ । ভক্তিস্তু দ্বিবিধ—কেবলা, প্রদানীভূতঃ । তত্রাশ্রমতএব পরম প্রমো ।
তে দ্বেবিতৈব বিদুঃ প্রভাবতী, অকিঞ্চন অনন্যাদি শক্যাত্য । দ্বিতীয়াত্ম কর্দ্বজ্ঞান মিত্রে-
তাবিলম্বিত্রে বিবৃতি ভবিষ্যতি । অথার্জুনদা শোকমোহো কথন্তুতাবিত্যপেক্ষাৎ মহাভারত-
বক্তা শ্রীবেশম্পারনে জনমেভয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপক্ষণি কথ্যমবতারয়তি । হুতরাষ্ট্র উপাচ ইতি ।
বুদ্ধক্ষেত্রে যুৎসবে যুৎসবে সজত মামকা দুর্যোধনশাঃ পাণ্ডবাক দুবিধিরাবহঃ কিং কৃত-
বন্তশুদুহি । নহু যুৎসবে ইতি স্বং ব্রবীকোব অতঃ, যুৎসবে বর্জ্যমুপাত্যন্তে তমপি কিমবু-
র্জতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ বর্জ্যক্ষেত্র ইতি । বুদ্ধক্ষেত্রং দেবযজ্ঞনমিতিক্রমতঃ
তৎ ক্ষেত্রস্য বর্জ্যপ্রকর্তবহং প্রসিদ্ধং । অতন্তৎসংসর্গমহিষ্য বন্যার্থিকানামপি দুর্যোধনা-
নীনঃ ক্রোধনিহুতাঃ বর্জ্যমতিঃস্যাৎ ; পাণ্ডবাস্ত অভাবত এব বার্হিকঃ ততো বক্রুতিংসনমন্তুতি
মিত্যভয়েমাপিবিবেক উদ্বৃত্তে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে । ততঃ মনামন্ম এবেতি সঞ্জয়ঃ প্রতি
জ্ঞাপয়িত্ব ইতোভাবো বাহ্যঃ । আভ্যন্তরঙ্গসকোমতি পূর্বাৎ মকটকমেব রাজ্যং মনোদ-
জ্ঞানামিতি মে দূর্জীর এব বিবাদঃ । তন্মাহমানীনে ভীষ্মশুর্জুনেন দুর্জয় এতৎতাত্য যুৎসবে
শ্রেয়ন্তদের ভূয়াৎ ইতিতু তম্মনোরথোপযোগী হ্রস্বাক্যঃ । অত্র বর্জ্যক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্র পাদেন
বর্জস্য বর্জ্যবতারস্য সপ্তরিকর-দুবিধিরস্য ধানাহানীয়হং, তৎপালকস্য ইত্ৰমস্য রম্যপদ্বাদীদহং
ক্লমকৃত নানাবিধ সাহায্য্য জলশেচন সেতুপনানি স্থানীয়হং, শ্রীকৃষ্ণ-সংহার্য্য দুর্যোধনান-
ধান্যেষ্মি ধান্যাকারত্বং বিশেষ স্থানীয়হক বোধিতং সরসত্যা ১১ ।

বিনিত তমভিপ্রায়কৃষ্ণাংশসিতং যুৎসবে ভাবেৎ, দিত্তবহনোরথ-প্রতিকূলমিতি মনসি

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের দৈন্যসামন্ত সকলকে ব্যাধি মিথ্যাণ
পূর্বক অবস্থান করিতে অব্যোজকন করত রাজা দুর্যোধন শ্রোণাচার্য্যের নিকট
গমন করিয়া কহিলেন । ২ ।

পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীং, চমুং ।
 ব্যাঢ়াং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ।
 অত্র শূরা মহেষ্ঠাসা ভীমার্জুন সমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ।
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুংস্ববঃ ॥ ৫ ।
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রোণদেয়াশ্চ সর্ক এব মহারথঃ ॥ ৬ ।
 অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তারিবোধ বিজোন্তম ।

কৃত্বাং দৃষ্টেতি, ব্যাঢ়ং ব্যাহরচন্যাবহিতং রাজা ছুৰ্য্যোধনঃ সান্তর্ভয়যুবাচ পশ্যেতামিতি নবভিঃ
 স্রোতৈঃ । ২ ।

দ্রুপদপুত্রেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি অবধাৰ্হং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অন্নমধ্য-
 পিত ইতি তব মন্মবুদ্ধিঃ । ধীমতেতি শত্রোরপি দ্বন্দ্বঃ সকাশাৎদ্বন্দ্বধোপায়-বিদ্যা বৃহীতা
 ইত্যস্যমহারুদ্ধিঃ ফলকালেপি পশ্যেতি ভাবঃ । ৩ ।

অত্র চৰ্চাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্চৈত্ৰমশক্যা ইধাসা ধনুঃবিষেবাং তে । যুযুধানঃ সাত্যকিঃ
 সৌভদ্রঃ অভিমত্য়ঃ দ্রোণদেয়ঃ যুধিষ্ঠিরাদিত্যঃ পঞ্চভ্যোজাতাঃ প্রতিবিক্রান্তমঃ । মহারথানীনাং
 লক্ষণং—একোদশ সহস্রানি বোধয়েৎ বস্তু ধনিনাং । শত্রুশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥
 অমিতান্ বোধয়েৎ বস্তু সত্র্যতিরথঃ স্মৃতঃ । রথীচৈকেন বা যোদ্ধা তদ্যনোৎকর্ষকঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৪, ৫, ৬ ।

আচার্য্য! পাণ্ডবগণের মহতী সেনানী নিরীক্ষণ করুন, তাহারা আপ-
 নার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা বৃহ রচনা করিয়া অবস্থান করি-
 তেছে । ৩ ।

এই সেনা নিচয়ের মধ্যে মহেষ্ঠাসা ভীমার্জুন ও উৎসমকক্ষ বীর সমস্ত
 যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ । ৪ ।

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীৰ্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিত, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ
 শৈব্য । ৫ ।

বলবান যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, স্মভদ্রাপুত্র অভিমত্য় ও দ্রোণদেয় গভ-
 জাত পঞ্চপুত্র ইহারা সকলেই মহারথ । ৬ ।

নায়ক। মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ প্রবীমি তে ॥ ৭ ।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ।

অন্যেচ বহবঃ শূরঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।

নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ সর্কে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ।

পর্যাপ্তং হিদ্‌মেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ।

অয়নেষু চ সর্কেষু যথাভাগ মবস্থিতাঃ ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্ক এব হি ॥ ১১ ।

নিবোধ বুধ্যস্ব । সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ॥ ৭ । সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ।

ত্যাক্তজীবিতা ইতি জীবিত ত্যাগেনাপি যদি মহৎপকারঃ স্যাত্তদাতমপি কর্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । বিন্দতস্ত মহৈবৈতে নিহতাঃ পূর্কমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সবাসাচিন্ ইতি ভগবদ্বক্তৃত্বং ধ্যেয়ং ন সন্দেহতী সত্যমেবাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ।

অপর্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ বোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ । ভীষ্মেনাতিমুন্দ্রবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোত্তম পক্ষপাতিহাৎ । এতেষাং পাণ্ডবানস্ত ভীষ্মেনে বুলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজেনাপিরক্ষিতং পর্যাপ্তং পরিপূর্ণং অশ্বাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণ-মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ।

ভবান্ বুদ্ধাভিঃ সাবধানৈর্ভবিষ্য মিতিাহ । অয়নেষু যুদ্ধপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাঃ

হে ভুরো ! আমাদের যে সমস্ত সেনা নায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থে তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি । ৭ ।

রথবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদত্তপুত্র তুরি-
ত্রবা ও অরজ্জব । ৮ ।

এতদ্ব্যতীত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধ-বিশারদ বীরপুরুষগণ
আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন । ৯ ।

ভীষ্ম কর্তৃক পরিরক্ষিত আমাদের দল বল প্রচুর নহে, কিন্তু ভীষ্মসেন
রক্ষিত পাণ্ডবসেনা প্রচুর । ১০ ।

একপক্ষে আপনারা সকলে যুদ্ধ বিভাগানুসারে ব্যাহাদ্যে অবস্থান পূর্বক
ভীষ্ম পিতৃসহকে রক্ষা করুন । ১১ ।

তস্য সংজনয়ন্ হর্বং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ।
 উতঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানকগৌমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহন্যন্তঃ স শঙ্কস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ।
 ততঃ শ্বেতৈর্হরৈর্যুক্তে মহতি সান্দ্র্যেন স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪ ।
 পাঞ্চজন্যং হ্রদীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ।
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রোযুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ।
 কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডীচ মহারথঃ ।

স্বাঃ স্বাঃ রণভূমিং অপরিত্যজ্যাবাহিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাবভিভবন্তা বৃকস্তবধান্যৈর্যুধ্য-
 মানোঃ২২ পৃষ্ঠতঃ কৈকিরহন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ । ১১ ।

ততঃ স্বসম্মান প্রবণজনিত হর্বঃ, তস্য হুর্যোঃনস্য ভরবিধংসনেন হর্বং সংজনয়িতুং কুরু-
 বুদ্ধো ভীষ্মঃ । সিংহনাদমিতি উপমাণে কৰ্ম্মণি চেতি গমুন্ সিংহইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ । ১২ ।

ততঃকোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃপ্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি । পণবাঃ মার্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ
 গৌমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ । ১৩ ।

পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনামানি । ১৫ ।

অতঃপর প্রবল প্রতাপ কুরুবুদ্ধপিতামহ ভীষ্ম হুর্যোধনের হর্ব উৎপাদনের
 জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১২ ।

শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও মোহর
 নামক বাদ্যবস্ত্র সকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল । ১৩ ।

এদিকে শ্রীকুরু এবং ধনঞ্জয় ধ্বজ অর্থাৎ সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরুঢ়
 হইয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিলেন । ১৪ ।

হ্রদীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীম-
 কর্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন । ১৫ ।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেবমণিপুষ্পক
 নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১৬ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিঞ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ।

ক্রপদো দ্রৌপদেয়ান্চ সৰ্কষণঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ।

স যোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

মভশ্চ পৃথিবীক্লেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

প্রব্রুতে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

স্বেনয়োঃক্লভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত । ২১ ।

যাবদেতারিীরীক্ষেহহং যোদ্ধু কামানবস্থিতান্ ।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমগ্নিন্ রণ-সমুদ্যমে ॥ ২২ ।

অপরাজিতঃ কেনাপি পরাক্লেভমপকাহাৎ অথচ তাপেন ধনুনা রাজিতঃ প্রদীপ্তঃ । ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ।

উৎকৃষ্ট ধনুধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি' । ১৭ ।

হে পৃথ্বীপতে হৃতরাষ্ট্র ! ক্রপদ, দ্রৌপদির পঞ্চপুত্র এবং স্নুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিন্নহৃদয় ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন । ১৮ ।

এই সকল শব্দের তুর্ভুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল ঐতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল । ১৯ ।

হে মহারাজ ! তৎকালে শত্রু নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয় হৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে দুহ্মযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলন পূর্বক ত্রিকণকে এই কথা কহিলেন । ২০ ।

অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় পক্ষীর সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর । ২১ ।

বভক্ষণ আমি যুদ্ধকাৰ্য্যনার অবস্থিত সেনা গণের মধ্যে এই রণ সমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ করি । ২২ ।

যোঃস্যমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্ৰুদ্বেযুদ্বেপ্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥ ২৩ ।

সঙ্গর উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।

সেনয়োঃরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা০রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ।

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্কেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ।

উবাচ পার্থ ! পশ্যেতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।

হৃষীকেশঃ সর্কেষদ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জুননাক্ষিঃ অর্জুন-সগিন্দ্রিয় মাত্রেণাপি নিয়ন্তোভূত্বিতি অহো প্রেমবশাহং ভগবত ইতি ভাবঃ । গুড়াকেশেন গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্র প্রকাশকাস্তথা স্বীয় স্নেহরসাস্বাদ প্রকাশকঃ অকেশা বিষ্ণুব্রহ্মশিবাবস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ কোব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ । যত্র সর্গাবতারি চূড়ামণীজঃ স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণএব প্রেমাধীনঃ সন্, আচ্ছাদনবস্ত্রী বভূব তত্র গুণাবতারস্বাদলংগা বিষ্ণুব্রহ্মরূপাঃ কথমেৰ্ব্যং প্রকাশয়ন্ত কিন্ত অকর্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যেব স্বং স্বং রূতর্থে মনান্ত ইত্যর্থঃ । যদন্তঃ শ্রীভগবতা পরম যৌয-নাথেনাপি ভিজান্ধজা মে যুবয়োঃ সৃজুন ইতি । যদ্বা গুড়াকা নিদ্রা তস্য ঈশেন জিতেন্দ্রেণে-ত্যর্থঃ । অত্রাপি ব্যাখ্যাযঃ সাক্ষাদ্বাদ্য্য অপি নিমন্তঃ যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সচাপি যেন প্রেরা বিজিতা বশীকৃতঃ তেনাৰ্জুনেন মায়াহুন্তিনি দ্রঃ বদ্রাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ । ২১, ২২, ২৩, ২৪ ।

ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্কেষাং মহীক্ষিতাং রাজাঞ্চ প্রমুখত ইতি সমাস প্রবিষ্টোহপি প্রমুখতঃ শব্দ আক্লম্যতে । ২৫ ।

যতক্ষণ আমি চর্য্যোধনের প্রিয়কামনার যুদ্ধবাসনার এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি । ২৩ ।

সঙ্গর কহিলেন, হে ভারত ! হে ধৃতরাষ্ট্র ! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যস্থলে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন । ২৪ ।

কহিলেন, পার্থ ! যুদ্ধার্থ সমবেত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর । ২৫ ।

শ্বশুরান্ মুহুদশ্চৈব সেনয়োরুভরোরপি ॥ ২৬ ।
 তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্কান্ বহু নবস্থিতান্ ।
 ক্রুপয়া পরয়াবিষ্টো বিমীদগ্নিদমত্রবীৎ ॥ ২৭ ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ ক্রুঞ্চ ! যুয়ুৎসূন সমবস্থিতান্ ।
 সীদন্তি মম গাত্ৰাণি মুগ্ধাঃ পরিস্থ্যতি ॥ ২৮ ।
 বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
 গাত্ৰীবং অংসতে হস্তাং ভৃকৃ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ।
 নচ শক্লাম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
 নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ।

হর্ষোৎসাদীনঃ যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তাম্ । ২৬, ২৭ ।

দৃষ্টে ত্যত্রহিতস্যোত্যাহার্যঃ বিপরীতানি নিমিত্তানি ২৮ নিমিত্তকোঃ ক্রমত্র মে বাস ইতি-
 বল্লমিত্ত শকোৎসং প্রয়োজনবাচী । ততঃ হুঙ্কে বিভ্রমেনে মম গাত্ৰালাভঃ যুৎসুং নভবিদ্যা ত
 কিত্ত তদ্বিপরীতমসুতাপহুঃ সেব ভাবীভার্থঃ । ২৮, ২৯, ৩০ ।

তখন অর্জুন উত্তরপক্ষীয় দৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য
 মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী মানব সকল উপস্থিত আছেন দেখিতে
 পাইলেন । ২৬ ।

কুন্তীপুত্র অর্জুন বহুবাহুব সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরো-
 নাস্তি ক্রুপাবিষ্ট ও বিষঃ হইয়া বলিলেন । ২৭ ।

অর্জুন কহিলেন, হে ক্রুঞ্চ ! এই সকল আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী
 হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অবশ ও মুগ্ধ পরি-
 ত্ত হইতেছে । ২৮ ।

আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে । হস্ত হইতে গাত্ৰীর
 নিপতিত হইতেছে এবং ভৃকৃ পরিদহ্য হইতেছে । ২৯ ।

আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিন্তা উদ্ভ্রান্ত হইতেছে । হে
 কেশব ! আমি কেবল বিপরীতভাব বিশিষ্ট ঘনিষিত্ত সকল নিরীক্ষণ করি-
 তেছি । ৩০ ।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হৃদা স্বজনমাহবে ।
 ন কাত্তেজ বিজয়ং কৃষ্ণাঃ । নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ।
 কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ । কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেষামর্থে কাক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ।
 ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
 আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ।
 মাতুলাঃ স্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথাঃ ।
 এতানহন্তমিচ্ছামি ব্রতোপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ।
 অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিম্ মহীকুতে ।
 নিহত্যা ধার্তরাষ্ট্রানঃ কা প্রীতিঃ স্যাচ্ছনার্দন ॥ ৩৫ ।
 পাপমেবাপ্রয়েদস্মান্ হত্বেতানাততায়িনঃ ।

শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি “হাবির্মো পুরুষো লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনো । পরিত্রাট্‌বোশ-
 বুদ্ধকঃ সপেচাতিবুধে হতঃ” ইত্যাদিনা হতস্যেব শ্রেয়োবিধানাং হন্তত্ব ন কিমপি মুক্ততঃ ।
 নন্দদ্বৈতঃ কলং যশোরাজ্যং বর্ত্ততে বুদ্ধস্যোতি অতর্জাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ।

ননু রিষো গ্রন্থকৈব শত্রুপাশিহ্ননাপহঃ । কেত্রদারাপহারীচ বদেতে নাততায়িনঃ ॥ ইতি ।
 নাততায়িন মারাত্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ । নাততায়িবধেণোহো হন্তত্ববতি ভারত ॥ ইত্যাদি

রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্তর দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণক ! আমি
 আর বিজয় বাসনা ও রাজ্য সুখ ইচ্ছা করি না ॥ ৩১ ॥

হে গোবিন্দ ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ভোগসুখেরই বা আবশ্য-
 কতা কি ? এবং জীবনধারণেই বা কি কল আছে ? কারণ বাঁহাদের জন্য রাজ্য ও
 ভোগ সুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত ॥ ৩২ ॥

হে মধুসূদন ! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, মাতুল, স্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও
 সম্বন্ধি অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই জীবনধন পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া এই-
 যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোন
 ক্রমে ইহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩, ৩৪ ॥

হে জনার্দন ! পৃথিবীর ত কুখাই নাই, ত্রৈলোক্যের আবিপত্য প্রাণ
 হইলেও ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতিলাভ হইবে ? ৩৫ ॥

তস্মান্নারহী বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবাঙ্কবান্ ।

অজ্ঞনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব । ॥ ৩৬ ।

যদ্যপ্যেতে নপশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্র-দ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্ম্যগ্নিবর্ত্তিতুম্ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনান্দিন ! ॥ ৩৮ ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।

ধর্ম্মে নষ্টে কুলং ক্লেশমধর্ম্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ।

বচনাদেবং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ পাপমিতি । এতান্ হত্বা হিতানহান্ । আততায়িন-
মাত্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্ভিন্নং যদুক্তং বাজবল্ক্যেন অর্থশাস্ত্রাণ্ড বালবল্ক্যশাস্ত্রমিতি
স্বতঃ ইতি । তস্মাচ্চাধ্যাক্ষীণং বধে পাপং স্যাদেব । নচৈহিকং সুখমপিস্যাদিত্যাহ অজ্ঞন-
মিতি । ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৩৯ ।

নবেতে তর্হি কথং বুকে বর্ত্তন্তে তত্রাহ বধ্যপীতি । ৩৭ ।

আততায়িদিগকে বধ করা রাজনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও আচা-
র্যাদি আততায়ি দিগকে হত্যা করা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু পাপ হইবে বলিয়া
আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবাঙ্কবে সংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না । হে মাধব !
আত্মীয় স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে ? ৩৬ ।

হৃদ্যোধন প্রভৃতি লোভ দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্র-
দ্রোহ জনিত পাতক অজ্ঞতব করিতে পারিতেছে না । ৩৭ ।

কিন্তু জনান্দিন ! আমরা কুলক্ষয় জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি নিমিত্ত এই
পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না ? ৩৮ ।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে । কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে
অধর্ম্মিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয় । ৩৯

অধর্মাভিভবাং কৃষ্ণ ! প্রদ্যুস্তি কুলত্রিঃ ।
 ত্রীষু দুষ্টান্স বাঞ্ছের ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ।
 সঙ্করোনরকায়ৈব কুলস্থানাং কুলস্যচ ।
 পতন্তি পিতরোহেমাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ।
 দৌষৈরেতৈঃ কুলস্থানাং বর্ণসঙ্করকাব্যুকেঃ ।
 উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ।
 উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ! ।
 নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুক্রম ॥ ৪৩ ।
 অহো বত মহৎপাপং কর্ত্বুং ব্যবসিতাবয়ং ।
 যদ্রাজ্য সুখলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ।

কুলস্কর ইতি । সনাতনাঃ কুলপরম্পরা প্রাপ্তেহন বহুকালতঃ প্রাপ্তাইতাবঃ । প্রদ্যুস্তীতি
 অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তমতীতি ভাবঃ । ৩৮, ৩৯, ৪০ ।

দৌষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে । ৪২ ।

হে বৃকিবাংশাবতঃস কৃষ্ণ ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলত্রী সকল ব্যভিচারিণী
 হয়, ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৪০ ।

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতক দিগকে নরকগামী করিয়া থাকে ।
 সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ার পিতৃলোক পতিত হয় । ৪১ ।

বর্ণসংকরকারী পূর্ব্বোক্ত দোষ দ্বারা কুলনাশক দিগের সনাতন কুলধর্ম্ম
 ও ত্বাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া থাকে । ৪২ ।

হে জনাৰ্দ্দন ! অনিরাছি, যে সকল মহাব্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়
 তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে । ৪৩ ।

হা ! কি মহৎ পাপ ! আমরা রাজ্যস্বখ লোভে স্বজন বধে সমুদ্যত
 হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকর হইয়াছি । ৪৪ ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রা রণে হনু্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ।

সঙ্গর উবাচ ।

এবমুক্ত্বাৰ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशৎ ।

বিস্ক্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যাং ভীষ্মপর্কণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথোপরি । ৪৫ ।

ইতি সারার্থ বর্ণিত্যাং হর্ষিত্যাং ভক্তচেতসাং ।

গীতানু প্রথমোহধ্যায়ঃ সম্বৃতঃ সম্বৃতঃ সম্বৃতঃ ॥

আমি অস্ত্রহীন ও প্রতীকার পরাশ্রয় হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রগণ আমারে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে । ৪৫ ।

এই কথা বলিয়া অৰ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক শোকাহুনিত চিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন । ৪৬ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সঙ্গর উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং ।
বিশীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ।

ঐভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ।
অনার্যজুষ্টমশ্রুগ্যমকীৰ্ত্তিকরমৰ্জুন ! ২ ।
মা ক্লেব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় । নৈতৎ ত্রয্যাপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্জল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ! ৩ ।

আস্মানাস্ম বিবেকেন শোকমোহতমোহুদন ।

দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোহত্র প্রোচে মুক্তস্যলক্ষণং ॥

কশ্মলং মোহঃ বিষমোহত্র সংগ্রাসকটে ; কুতোহেতোরুপস্থিতং হ্যত্র প্রাপ্তমহুং । অনার্যজুষ্টমশ্রুতিশ্রিত লোকৈরসেবিতং অশ্রুগ্যং অকীৰ্ত্তিকরমিতি পারিত্রিকৈহিক শ্রুতপ্রতিফলমিত্যর্থঃ । ২ :

ক্লেব্যং ক্লীব বর্ধং কাতর্ঘ্যং, হে পার্শ্বতি হং পৃথাপত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তদ্ব্যবসায় গমঃ সাপ্রাপ্তুহি অন্যস্মিন্, ক্ষত্রবর্কো বরমিদমুপপদ্যতাং হস্মি মৎসংখ্যোক্তু নোপব্রজ্যতে । ন-বিবং

সঙ্গর বলিলেন,—তখন কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণ নয়ন বিষম বদন অৰ্জুনকে অবলোকন করিয়া ভগবান বাসুদেব কহিলেন— ১ ।

ভগবান বলিলেন, অৰ্জুন ! এই বিষম সময়ে কিজন্য তোমার ইন্দ্রিয় অনার্য্য অনোচিত স্বর্গপ্রতিবেধক অকীৰ্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ? ২ ।

হে কুতীপুত্র পার্ধ ! তুমি ইন্দ্রিয় ক্লীববর্ধ অবলম্বন করিও না । ইহা তোমার উপদ্রব নহে । হে পরস্তপ ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌৰ্জল্য পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধার্থ উপাসন কর । ৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংশ্যে জ্ঞোঞ্চ মধুসূদন !

ইবুতিঃ প্রতিবোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ! ॥ ৪ ।

গুরুন্ হত্বাহি মহানুভাবান্

শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিক্ষান্ ॥ ৫ ।

শৌৰ্য্যভাবলক্ষণং ক্ৰৈব্যং শশঙ্কিষ্ঠাঃ কিত্ত ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুষু ধৰ্ম্মদৃষ্ট্যা বিবেকোৎসহং ধাৰ্ত্তরাষ্ট্রেহু তু দুৰ্ম্মলেহু মদভ্রাঘাত মাসাদ্য মৰ্ত্ত্যুশূন্যতেষু ন মৈবেয়মিতি তত্রাহ সূত্রমিতি । নৈতে তব বিবেকময়ে কিত্ত শোক মোহাবেব । ভোচ মনসো দৌৰ্জল্যব্যঞ্জকো । তস্মাৎ হৃদয় দৌৰ্জল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ । হে পরম্পর পরান্ শত্ৰুন্, তাপয়ন্, যুধ্যস্ব । ৩ ।

নমু প্রতিবরাতি হি শ্রেয়ঃ পূজাপূজাব্যতিক্রম ইতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রং ; অতোহহং যুদ্ধান্নিবৰ্ত্তে ইত্যাহ কথমিতি । প্রতিবোৎস্যামি প্রতিবোৎস্যে । ন বেষতো যুধ্যতে তর্হি অনয়োঃ প্রতি-বোদ্ধা ভবিতুং হং কিং ন শক্নোমি ? সত্যং ন শক্নোম্যেবেত্যাহ পূজার্হাবিতি । অনয়োঃ পরেণেহু ভক্ত্যা কুস্মান্যোবদাতু মহামি নমু ক্রোধানেন তীক্ষ্ণ শরানিতিভাবঃ । ভো বয়স্যকৃষ্ণ স্বমপি শত্ৰুং নৈব যুদ্ধে হংসি, নমু সান্দীপনিং স্বগুরুং নাপি বধুন্, বধুনিতিাহ হে মধুসূদনেতি । নমু মথবো বধব এবতত্রাহ হে অরিসূদন । মধুনাম নৈতো! যন্তবারিরিতি ব্রবীমীতি । ৪ ।

নশ্বেবং তে বদি অরাজ্যেঃ প্ৰি়ান্তি জিহ্বকা তর্হি কন্যাতৃত্বা জীবিত্যসীত্যত্রাহ গুরুন্, অহত্বা গুরুবধম কৃত্বা ভৈক্ষ্যং কত্রিগৈবগীতমপি ভিক্ষাপাপমমমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ । ঐহিক-দুৰ্গশোভাভেংপি পারিত্রিকম বজলং তু নৈবস্যাংসিতি ভাবঃ । নচৈতে গুরুবোৎসলিন্তাঃ কার্য্য-কার্য্যমজানন্তকর্ষাৎ দুৰ্গোপদান্যমুগতাত্যাজ্যা এব । স্বচুক্তং—গুরোরপ্যবলিন্তস্য কার্য্য-কার্য্যমজানতঃ । উপপথপ্রতিপরস্য পরিভ্যাগো বিধীয়ত ইতি বাচ্যং ইত্যমুহ মহানুভাবানিতি । কালকামাবয়োংপি বৈবদীকৃতান্তেষাং ভীষ্মাভীনঃ কৃতস্তত্তদ্বোধব সম্ভব ইতি ভাবঃ । নমু

অৰ্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন ! আমি কি প্রকারে রূপে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরুর প্রতি বাণ বোজন্য করিব ? ৪ ।

মহানুভাব গুরুজনগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করা ভাল । গুরুহত্যা করিলে রুধিরাক্ত কামাৰ্থ উপভোগ করিতে হইবে । ৫ ।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরম্মোগরীয়ো
 যদ্বা জয়েম যদিবা নো জয়েমুঃ ।
 যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
 স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ।
 কার্ণাণ্যদৌষোপহত স্বভাবঃ
 পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মনংমূঢ়চেতাঃ ।
 যচ্ছ্রয়ঃ স্যারিচ্চিতং ক্রহিতম্বে
 শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥ ৭ ।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তু ধৌন কস্যচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বক্তোন্ম্যর্থেন কোরৈবে
 রিতি" যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মনৈবোক্তং । অতঃ সান্ততমর্থকামদ্বাদেতেবাং মহাত্মাবদ্বং প্রাক্ত
 নং বিগলিতং সত্যং । তদপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ অর্থকামান্ অর্থলুক্ণান্
 অপ্যেতান্ ক্লুপ্তান্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয় কিম্ভে তেবাং কধিরেণ প্রদিক্তান্ প্রলিপ্তানেনব ।
 অরমর্থঃ । এতেবাং অর্থলুক্ণেষুপি মদুঃখং হস্ত্যেব । অতএব, এতদ্বধেষতি গুরুদ্রোহিনো
 মন খলুভোগো দৃকুতমিচ্ছঃ স্যাদিতি । ৫ ।

কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রযুক্তস্যপি মম ক্লয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জায়তে ইত্যাহ ন
 চৈতদ্বিতি । তথাপি নোংম্মাকং কতরং জয়পরাজয়দৌষ্যে কিংখলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবি-
 য্যতি এতন্নবিদ্যঃ ; তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি এতান্ বয়ং জয়েমু নোংম্মান্ বা এভে জয়েমুঃ ইতি ।
 কিঞ্চ জয়েংপ্যম্মাকং কলতঃ পরাজয় এবত্যাহ যানেবেতি । ৬ ।

মম তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং যমেব ক্রবাণঃ কত্রিরোভূত্বা ভিক্কাটনং নিক্তিনোমি
 তর্হ্যনং মদুস্ত্যেতি তত্রাহ কার্ণাণ্যেতি । স্বাভাবিকস্য শৌর্যস্য ত্যাগএব মে কার্ণাণ্যং
 ধর্ম্মস্য হৃদ্যাগতিরিত্যভোগধ্বাবহায়ামপ্যহং মুচ বুদ্ধিরেবাশি । অতদ্বমেব নিক্তিত্য জেরে-

কলতঃ এই সমরে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোনটি গৌরবান্বিত, তাহা
 বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না, বাহাদুরগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত
 থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন । ৬ ।

একশে আমি ধর্ম্মবিমুঢ় চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীর্য্যবাব পরিভ্যাগরূপ
 কার্ণাণ্য দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে
 বাহ্য শ্রেয়স্কর, তাহাই নিষ্কর করিয়া উপবেশন করি । আমি আপনার শিষ্য
 আপনারই শরণাগত হইলাম । ৭ ।

নহি প্রপশ্যামি মমাপমুদ্যাৎ
 যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিন্নাণাম্ ।
 অবাণ্য ভুমাবসপদ্র মুদ্রং
 রাজ্যং সুরাণামপিচাধিপত্যং ॥ ৮ ॥

সত্ত্বয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
 ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা ভূকীং বভূব হ ॥ ৯ ॥
 তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিদীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অহি । নহু সচ্চাত্ত্বং পতিতমানিচ্ছেন যঃ সচিৎকং কথং ক্রমাৎ তত্রাহ শিষ্যস্তেহমস্মি, নাতঃ
 পরং বুধাঃ শুভানীতি ভাবঃ । ৭ ।

নহু স্মি তব সখ্যভাবএব নহু গৌরবং । অতস্ত্বাৎ কথমহং শিষ্যং করোমি তন্মাদ্ বক্ত
 তব গৌরবং তং কমপি ঈষপারনাসিকং প্রপশ্যন্তেত্যত আহ নহীতি । মম শোকমপমুদ্যাৎ
 হুরীকুণ্ডাসেবং জনং ন প্রকর্ষণে পশ্যামি জিজ্ঞাস্যত্যেকং স্থাৎ বিনা । অস্মাদবিক বুদ্ধিমন্তং
 বৃহস্পতিমপি ন জানামীত্যতঃ শোকাক্তএব খলু কং প্রপশ্যেয় ইতিভাবঃ । বদন্তঃ শোকাক্ত-
 জিজ্ঞাস্যং উৎশোষণং যথা নিদাযাং সূত্র সরসামিব উৎকর্ষণে শোষোভবতি । নহু তর্হি সাক্ষাতং
 ত্বং শোকাক্তএব খলু বুধাঃ ততশ্চৈতান্ জিহ্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্তব রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব
 শোকাৎপশ্যাস্যতীত্যত আহ অবাণ্যোতি ভূমৌ নিকটকং রাজ্যং অগ্রে সুরাণামাধিপত্যং বা
 প্রাপ্যাপি হিতস্য মমেষ্মিন্নাণামেতদুচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ । ৮, ৯ ।

অহো ভবাণ্যোভাবান্ খলু বিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অর্নোক্তিত্য একাদেশে

পৃথিবীর নিকটক সমুদ্র রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক
 আমার ইজ্জিগগণকে পরিশোধণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন
 উপায় দেখিতে পাই না । ৮ ।

সত্ত্বয় কহিলেন, জনতার শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জুন “পোষিক । আমি
 হৃদয় করিব না” হৃষীকেশকে এই কথায় বলিয়া ভূকীভাবে অবলম্বন করিলেন । ৯ ।

হে ভারত ! তখন উভয় পক্ষীয় সেনাপতির মধ্যে অবস্থিত বিষাদপ্রভ
 সূর্যকে হৃষীকেশ মহাশয়ে এই কথা কহিলেন । ১০ ।

শ্রীভগবান্মুচ ।

অশোচ্যাননুশোচন্তুং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতান্মনগতান্মুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ।

নহ্ননাহং জাতু নানং নহ্নং নেমে জনাধিপাঃ ।

নৈচ ন ভবিষ্যামঃ সর্বেষ্বনমতঃ পরং ॥ ১২ ।

লজ্জানুশোচ্যে নিমজ্জয়ন্ত ইবেতি ভদ্রানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাস্যমভূতিত মিত্যধরোঃ নিরুৎকর্ষেন হাস্যাদ্রুৎকর্তব্যঃ । জয়ীকেশ ইতি পূর্বং প্রেইবাজ্জুনবাঃ নিরন্যোঃপি সাম্প্রত্যজ্জুন তিতকারিচাং প্রেইবাজ্জুন মনো নিরন্তাপি ভবতীতি ভাবঃ । সেনাধিপতিভাষ্যে মধ্য ইত্যজ্জুনস্য বিষাদো ভগবতঃ প্রবোধক উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যাতো দৃষ্টেবেতি ভাবঃ । ১০ ।

ভো অর্জুন, তবায়ং বক্তব্যহেতুকঃ শোকোক্তঃ শুলক এব । তথা কথং ভীষ্মহং সংক্ষেপে ইত্যাদিকো বিবেকশাপ্রজ্ঞাশুলক এবেত্যাহ । অশোচ্যান্ শোকানহীনেব ভ্রমশোচঃ অনুশোচিতবানসি । তথা হাং প্রবোধয়ন্তং মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে প্রজ্ঞায়াং সত্যানুবধে বাধাঃ কথং ভীষ্মহং সংক্ষেপে ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্ ভাষসে । নতু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ । বতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতান্মনং গতানিস্তাভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্মুলদেহান্ ন শোচন্তি তেবাং নশ্বরভাবদ্বাদিত্যি ভাবঃ । অগতান্মন অনিস্তপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহানপি ন শোচন্তি তে হি মুক্তাঃ পূর্বমনশ্বরাএব উভয়মায়মপি তথা তথা জ্ঞতবস্যা হুশ্রিত্বরূপাঃ । মুখ্যন্ত পিতৃদি দেহেভ্যঃ প্রাণেশ্ব নিঃসৃতেষু শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহাংশ্চ ন তে প্রাণঃ পরিচিগন্ত্যতীন্তুরনং । এত হি সর্বে ভীষ্মাদযঃ সুলক্ষ্মদেহসহিতা আত্মানএব । আত্মানাত্ত নিত্যদ্বিত্তেহু শোকপ্রযুক্তিরেব নাস্তীত্যতস্মা যৎপূর্বমর্ষশাত্তং ধর্মশাত্তং বলবদিত্যন্তং তত্র সমা তু ধর্মশাত্তপি জ্ঞানশাত্তং বলবদিত্যত্যন্ত ইতি ভাবঃ । ১১ ।

অথবা সখে ভগবদেবং পূচ্ছামি । কিঞ্চ শ্রীত্যাশ্রমস্য মরণে দৃষ্টেনসি শোকোক্তাঃ সন্তে, তত্রেহ শ্রীত্যাশ্রমকালো দেহোবা । সর্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্ম্যেব বল্লভ ইতি শুকোক্তোহ্যন্তেব শ্রীত্যাশ্রমমিতি চেত্ত্বিহীতেশ্বর ভৈরবেন ত্রিবিধস্যোচ্ছান্নো নিত্যহাস্যেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ নহ্ননাহমিতি অহং পরমাত্মা জাতুকলচিতপি পূর্বং নানিমিতি

ভগবান বলিলেন, অর্জুন ! তুমি জ্ঞানবানদের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, কেননা পণ্ডিতগণ কি হৃত কি জীবিত কালীর নিমিত্ত শোক করেন না । ১১ ।

আত্মা অবিনশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই । আত্মা বিবিধ পরমাত্মা ও জীবাত্মা । আমি, পরমাত্মা । তুমি ও এই সকল জীবাত্মা

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্র নমুহ্যতি ॥ ১৩ ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণ স্নিগ্ধদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যন্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ! ॥ ১৪ ।

। অপিহাসমেব । তথা স্তম্ভপুজীবাঙ্গা আসীরেব ; তথেষ্মে জনাধিপা রাজনঞ্চ জীবান্তান
হাসস্নেহে ইতি প্রাপ্তভাবাভাবে দর্শিতঃ । তথা সর্কেবয়ং অহংকৃতং ইমে জনাধিপাঞ্চ অতঃপরং ন
চবিষ্যামঃ নহাস্যাম ইতি ন ; অপিহু হাস্যামএবেতি ধ্বংসভাবঞ্চ দর্শিতঃ । ইতি পরাস্থানো
জীবান্তানাঞ্চ নিত্যহাসাঙ্গা ন শোকবিষয় ইতি সাধিতং । অত্র প্রত্যয়ঃ—নিত্যো নিত্যানাং
চতনকেতনানাং একো বহুনাং বা বিদধাতি কামানিত্যাদ্যাঃ । ১২ ।

নমুচাস্ত্বসমক্ষেণ দেহোহপি প্রীত্যাশ্পদং স্যাৎ দেহসম্বন্ধেণ পুত্রভ্রাতৃদ্রোহোপি তৎ-
সম্বন্ধেণ নপুত্রাদ্রোহোপি । অতস্তেষাং নাশে শোকঃ স্যাদেবেতি চেদত আহ দেহিন ইতি ।
দেহিনো জীবস্যান্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমার প্রাপ্তির্ভবতি ; ততঃ কৌমার নাশানন্তরং
যৌবনপ্রাপ্তির্যৌবন নাশানন্তরং জরা প্রাপ্তির্ধ্বা, তথা এব দেহান্তর প্রাপ্তি রিতি । ততঃ কাস্ত-
সম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাশ্পদানাং নাশে যথা শোকো নক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাস্ত-
সম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাশ্পদস্যনাশে শোকো ন কৰ্ত্তব্যঃ । যৌবনস্যনাশে জরাপ্রাপ্তৌ শোকোজায়ত
ইতিচেৎ কৌমারস্যনাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হরৌহপিজায়তে ইতি । অতো ভীষ্ম ভ্রোগাদীনাং
জীর্ণদেহনাশে যথু নব্য দেহান্তর প্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতিভাবঃ । যথাক্ষত্রিয়পি দেহে
কৌমারাদীনাং যথাপ্রাপ্তিস্তথৈ বৈকস্যপিদেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং প্রাপ্তিরিতি । ১৩ ।

নমু সত্যমেব তৎ তদপ্যবিবেকিনো ময় মন এবানর্ধকারিহৃৎশ্বেব শোক মোহব্যাগুঃ স্ত-
বয়তিতি । তত্র ন কেবলং একং মন এব, অপিহু মনসো বৃত্তয়োহপি সর্কাস্তৃগাদীক্রিয়রূপাঃ

সকলেই জীবান্তা । আমি, তুমি ও এই সকল রাজাগণ পূর্বে ছিল না এমন
নয়, পরে থাকিবে না তাহাও নয়, অর্থাৎ আমরা সকলেই এখনও আছি,
পূর্বে ছিলাম, পরেও থাকিব । ১২ ।

যেমন দেহধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমাগত কৌমার, যৌবন ও জরাগ্রস্ত
হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে ; তেননই দেহান্তর ইহিলে, অস্তিত্ব
লোপ হয় না । বরং যেমন কৌমারাবস্থাতে যৌবন প্রাপ্তিতে হর্ষ ও স্নি-
গ্ধ উদয় হয়, তেমনি জরাগ্রস্ত-দেহ-ত্যাগে ভগবন্ত আত্মার উৎকর্ষ ও হর্ষ
উদয় থাকে ; সুতরাং দেহনাশে কেহ অর্থাৎ ধীর ব্যক্তির শোক করিবে
না । ১৩ ।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যোতে পুরুষং পুরুষবৰ্জত ।।

সম দুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্যাতে ॥ ১৫ ।

নাগতো বিদ্যতে ভাবে। নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহিস্তম্বনয়োক্তত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ।

অর্থবিষয়ানুভাব্য অনর্থকারিন্যইত্যাহ । শাস্ত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ান্তেষ্বাংশ্পর্শাঃ অনুভবাঃ শীতোষ্ণেতি আগমপারিণ ইতি । যদেব শীতলজলাদিকমুককালে সুখদং তদেব শীতকালে দুঃখদমতোহনিতত্বাঙ্গাগমপারিণীকৃত্য তন্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব । তেষাং মহন-সেব শাস্ত্রবিহিতোৎপন্নঃ । নহি মাষে মাসি জলস্য দুঃখবৎ বৃষ্টিদ্বাব শাস্ত্রেবিহিতঃ স্নানরূপেণ বর্ষস্ত্যজ্যতে ; বর্ষএব কালে সর্কানর্থ নিবর্তকে। ভবত্যেবমেব যে পুত্রনাট্রাণ্যঃ উৎপত্তিকালে বনাদ্যুপার্কজনকালেচ সুখদাস্তএব বৃত্ত্যফালেদুঃখঃ। আগমপারিণোহনিত্যাস্তানপি তিতিক্ষস্ব ; নতু তদনুরোধেন বৃদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্ববর্ষস্ত্যজ্যঃ । বিহিতবর্ষানীচরণং ধনুকালে মহানর্থরূদেব ইতি ভাবঃ । ১৪ ।

এবং বিচারেণ তন্তৎসহনাভাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিং নাপি দুঃখবন্তি । যদপি নদুঃখবন্তি তদাঙ্গমুক্তঃ সপ্রত্যাসন্নৈবেত্যাহ যমিতি । অমৃতহার মোক্ষার । ১৫ ।

এতচ্চ বিবেকং দর্শনধিকৃষ্টান্ প্রতি উক্তং । বস্ত্তত্ত্বমঙ্গমোহায়ং পুরুষ ইতি ক্রতে জীবাত্মনক স্থলস্থল্ম দেহাভ্যাং তদ্বর্ষেঃ শোকমোহাদিভিক সম্বন্ধো নাস্ত্যেব । তৎ সম্বন্ধ-স্যাবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যাহ নেতি । অসতঃ অনাক্ষর্ষদ্বাদান্বিত জীবে অবর্তমানস্য শোক মোহাদেস্তদাঙ্গস্য দেহস্যচ ভাবঃ সম্ভবান্তি । তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোহভাবো নাশোনাস্তি । তস্মাহুভয়ো রেতয়ো রসৎসতোরন্তো ত্রিগোহয়ং দৃষ্টঃ তেন ভীষাদিহু

হে কুন্তীপুত্র ! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্র বিহিত ধর্ম । যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম, তাহা ত্যাগ করিলে কালে মহান্ অনর্থ সংঘটন হইতে পারে । ১৪ ।

হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ! যে পুরুষ শীতোষ্ণাদি দ্বারা ব্যথিত না হইবে, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন সেই ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বে অর্থাৎ মোক্ষত্বে নীত হইবার যোগ্য । ১৫ ।

শোক-মোহাদি অনুভব ধর্ম কেবল দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে । আত্মা স্বরূপ জীবে তাহাদের সম্ভা নাই । সংস্বরূপ জীবের নাশও হইতে পারে না । অতএব তদ্বদশীগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন । এতদ্বিবন্ধন জীবাত্মাস্বরূপ জীষাদির দেহ নাক্ত নশ্বর । তাঁহাদের বন্ধনভঃ নাশ হইতে পারে না । ১৬ ।

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততং ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্থতি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসৌক্যঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ! ॥ ১৮ ॥

হৃদাদিস্থ চ জীবাঙ্গস্থ সত্যত্বাদনধরেষু দেহৈকৈক বিবেক শোকমোহাদয়ো নৈব সম্ভবিত ।
কথং ভীষ্মাদয়ো নক্ষত্রাণ্ডি, কথং বা তাঁং স্তুং শৌচমীতি ভাবঃ । ১৬ ।

না ভাবো বিদ্যাতে সত ইত্যস্যার্থঃ স্পষ্টয়তি অবিনাশীতি । তৎ জীবাঙ্গস্বরূপং যেন
সৰ্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তং । নহু শরীরমাত্র ব্যাপি চেতন্যাহে জীবাঙ্গেনে, নধ্যম পরিমাণ-
ফেনানিত্য প্রসক্তিঃ । ইমেবং, সূক্ষ্মানামপ্যহং জীব ইতি ভগবদুক্তেঃ ; “এষোংগুদাঙ্ক, চে-
তসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চাঃ সংবিবেশতি ।” ‘বাল্যেণ শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য
চ । ভাগো জীবঃ সবিক্কেয় ইতি ।’ ‘আর্য্যগ্রনাত্রোক্ত্যবযোঃ প দৃষ্ট ইতি’ প্রতীত্যাক
তস্যপরমাণু পরিমাণত্বমেব । তদপি সম্পূর্ণ দেহব্যাপিশ, ক্রমতঃ জটুজটিতস্য মহামণেমহৌষধ
বৃক্ষস্য বা শিরস্বরসি বা দ্ব্যুতস্য সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকরণশক্তিমহিমিব নাসমঞ্জসং । অর্গনরক নানা
ধোনিষু গমনক তস্যোপাধি পারবশ্যানন্দ । তদুক্তং—প্রাণমধিত্ব ত্য দত্তাত্রেয়েন ‘যেন
সংসরতে পুমানিতি ।’ অতএব্যস্য সৰ্ব্বপতঙ্গমপ্যগ্রিমলোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসং । অতএব-
ব্যয়স্য নিত্যস্য—নত্যা নিত্যানাং চেতনকেতনানাং একে বহুনাং যোবিদধাতি কামানতি’
ক্লমতেঃ । যদ্বা নহু দেহো জীবাঙ্গা পরমাত্মাত্যেতদ্বস্তত্রিকং মনুষ্য তির্ধ্যগাদিস্থ সৰ্ব্বত্র
দৃশ্যতে । তজ্জাদ্যয়োদেহ জীবয়োত্ত্বং নাসতে বিদ্যাতে ভাব ইত্যনেনোক্তং । হৃদীয়স্য
পরমাত্ম বস্তনঃ কিং তদ্বসিত্যত আহ অবিনাশিত্বাৎ । তু ভিন্নোপক্রমে ; পরমাত্মনে, মায়া-
জীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যং ইহং জগৎ । ১৭ ।

নাসতো বিদ্যাতে ভাব ইত্যস্যার্থঃ স্পষ্টয়তি অন্তত্ত্ব ইতি । শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য
অতি সূক্ষ্মত্বাদুক্তস্য । তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ইতি শাস্ত্রান্বিতস্য অর্থস্য ত্যাগোংমুচিত ইতি
ভাবঃ । ১৮ ।

যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মরূপে মনুষ্যের সকল শরীর ব্যাপিয়া
আছেন । এবং অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পরিমাণ হইলেও সম্পূর্ণ দেহ-পুষ্টিকারক
মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সৰ্ব্ব শরীর ব্যাপকতা শক্তি আছে । তিনি স্বর্ণ, নরক
ও নানা ধোনি পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে সৰ্ব্বগ বলা যায় ।
তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না । ১৭ ।

এই সকল শরীর অনিত্য কিন্তু শরীরী জীবাঙ্গা অবিনাশী । সেই জীব বা
জীবাঙ্গা অতি সূক্ষ্ম হেতু অপরিমেয় । অতএব হে ভারত ! তুমি পাশ্চ বিহিত
কর্ম পরিভ্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর । ১৮ ।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশৈচনং গন্যতে হস্তং ।

উভো তৌ ন বিজানীতো মায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্মায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ম হন্যতে হন্যমামে শরীরে ॥ ২০ ।

বেদাধিনাশিনং নিত্যং য এনমজগদায়ং ।

ভো ব্রহ্মা অর্জুন, ইন্দ্রাণ্ডা, ন হস্তেঃ কৰ্ত্তা, নাপি হস্তেঃ কৰ্ম্ম ইত্যাহ য ইতি । এনং জীবাত্মানং হস্তারং বেত্তি ; ভীষ্মাদীনর্জুনো হস্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ । হতমিতি ভীষ্মাদিভি রর্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি তা বুভাবপ্যজ্ঞানিনো । অতোহর্জুনোহয়ং গুরুজনং হস্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্বর্ধশসঃ কা তে ভীতিরিত্তিভাবঃ । ১৯ ।

জীবাত্মনো নিত্যং স্পষ্টতয়া সাধয়তি । নজায়তে ম্রিয়তে ইতি জন্মমরণমোবর্ত্তমানত্ব নিবেশঃ । নায়ং ভূত্বা ভবিত্যেতি তয়োভূতত্ববিষয় নিবেশঃ । অতএবাজ—ইতিকালত্রয়েং-প্যজ্ঞস্যজ্ঞানভাবাং নাস্য প্রাগভাবঃ ; শাস্বতঃ শব্দং সৰ্বকাল এব বর্ত্ততে ইতি নাস্যকালত্রয়েংপি ধ্বংসঃ ; অতএবাং নিত্যঃ । তর্হি বহুকালস্থায়িত্বং জগদ্রম্যন্তোহয়মিতি চেন্ন পুরাণঃ পুরাপি নথঃ প্রাচীনোহপ্যয়ং নরীন ইবেতিষড়ভাববিকারভাবাদিত্তি ভাবঃ । নমু শরীরস্য মরণাদোপ-চারিকস্ত মরণমস্যাঙ্ক তত্রাহ নেতি । শরীরেণসহ সম্বন্ধাভাবোপোপচারঃ । ২০ ।

যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন, যে এক জীব অন্য জীবাত্মা কর্তৃক হত হয়েন, তিনি কিছুই জানেন না । জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হয়েন না ।
[ব্রহ্মা অর্জুন ! তুমি আত্মা, তুমি হনন কঁটা নও এবং হতও হইতে পার না । অজ্ঞজন কর্তৃক গুরুজন হস্তা বশিষ্ঠা তুমি যে অবশ লাভ বরিবে এরূপ ভয়েরও প্রয়োজন নাই] ১৯ ।

• জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না । তাঁহার জন্ম নাই । অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না । তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন । তিনি হত হন নাই । জন্ম মরণ শীল শরীরের সহিত তাঁহার কোন সংলগ্ন নাই । ২০ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ। কং ষাতয়তি হস্তিকং ॥ ২১ ।

বাসানসি জীর্ণানি যথা বিহার-

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।

তথা শরীরাণি বিহার্য জীর্ণা-

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ।

অচ্ছেদ্যোহর্ষমর্দাছোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্যএবচ ।

অত এবভূত জ্ঞানেনসি ত্বংযুধ্যমানোহপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজো নৈব ভবাব
ইত্যাহ বেদেতি । নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং ; অবিনাশিনমিতি অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈ
বিনাশজন্যঅশঙ্কয়া নিষিদ্ধাঃ । স পুরুষো মল্লকণঃ কং ষাতয়তি কথংবা ষাতয়তি । তথা
স পুরুষস্তুল্লকণঃ কং হস্তি কথং বা হস্তি । ২১ ।

ননু মনীর যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞকশরীরস্ত জীর্ণান্ভাত্যাক্যতোব ইত্যত সুপ্ৰসিদ্ধং তত্র হেতু
ভবাব এবত্যত আহ বাসানসীতি । নবীনঃ বস্ত্রং পরিধায়িত্বং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কচ্চিৎ কিং
দোষোভবতীতি ভাবঃ । তথা শরীরাণীতি ; ভীষ্ম জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যঃ ন্যান্যনাং
শরীরং প্রাপ্নস্যতীতি, কস্তব বা মম বা দোষো ভবতীতি ভাবঃ । ২২ ।

নচ যুদ্ধে ভয়া প্রযুক্তোভ্যাঃ শস্ত্রাভ্যেভ্যাঃ কাপ্যাত্মনো বাধ্যসম্ভবেদিত্যাহ নৈনমিতি । শস্ত্রানি
ধ্বংসীকরীণি পাবকঃ আরেয়াগ্রমপি যুদ্ধমপি প্রযুক্তং । আগঃ পার্জন্যাত্মমপি মারুতো বায়ব্য-
মস্ত্রং । ২৩ ।

কৃত্বানাত্মারমেবযুক্ত্যত ইত্যাহ অচ্ছেদ্যাইতি । অত্রপ্রকরণে জীবাত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতো-
র্ভেদতঃ পৌনরুক্ত্যং নির্দ্ধারণ প্রয়োজকং সন্ধিদ্ধবীষু জ্ঞেয়ং । যথা কলাবিন্দনং ধ্বংসোহপ্তি

জীবকে যে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জার্মন, হে পার্থ ! সে
পুরুষ কি কাহাকেও হত্যা করে? না হত্যা করিতে আজ্ঞা করে? ২১ ।

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপনু নব বস্ত্রন পরিধান করে,
দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনবদেহ ধারণ করিয়া থাকে । ২২ ।

জীবাশ্মা অস্ত্র শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হননা, অগ্নিতে দহু হননা, জলেন ক্লেদিত
হননা এবং বায়ুদ্বারাও শুক হননা । ২৩ ।

এই জীবাশ্মা অচ্ছেদ্য, অদহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য । তিনি নিত্য, সৰ্ব্ব

নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
 অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 তস্মাদেবং বিদিত্বেনং নানুশোচিতুমৰ্হসি ॥ ২৬ ॥
 অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে যুতং ।
 তথাপি ত্বং মহাবাহো ! নৈবং শোচিতু মৰ্হসি ॥ ২৭ ॥
 জাতস্য হি ক্রুবোমুতুক্রং বং জন্ম যুতস্য চ ।
 তস্মাদপরিহার্যোহর্থেন ত্বং শোচিতুমৰ্হসি ॥ ২৮ ॥

ধৰ্ম্মোহস্তি ধৰ্ম্মোহস্তীতি ত্রি চতুৰ্থা প্রয়োগাঃ ধৰ্ম্মোহস্ত্যেবেতি নিঃশংসয়া প্রতীতিঃ স্যাৎপি
 জ্ঞেয়ং । সৰ্বগতঃ সৰ্ববশাৎ দেব মনুষ্যা তিৰ্য্যগাদি সৰ্বদেহগতঃ । স্থাণুরচলইতিপৌনরুক্ত্যাং
 হৈৰ্ব্যনির্দ্ধারণার্থঃ । অতি সূক্ষ্মবাদযুক্ত স্তমপি দেহব্যাপি চৈতন্যবাদচিত্তাঃ—অতর্ক্যঃ । জন্মা-
 দি ষড়্ বিকারানহঁতাবিকার্যঃ । ২৪ । ২৫ ।

তদেবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বদৃষ্ট্যা ভ্রমহংপ্রাবোধয়ম্ । ব্যবহারিক তত্ত্বদৃষ্ট্যাপি প্রাবোধমান্যবধে-
 হীত্যাহ অর্থেনি । নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিরতং জাতং মন্যসে । তথা
 দেহএব যুতে যুতং নিত্যং নিরতং মন্যসে । মহাবাহোইতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব ত্বমপি
 যুদ্ধমাংশ্যকং স্বার্থঃ । যদুক্তং “ক্ষত্রিয়ানাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ধিতঃ । জাতাপি জাতরং
 হনাদ্ধ্বেন বোরতরন্ততঃ” ইতিভাষঃ । ২৬ ।

হি বসন্তস্য স্মারভক কর্মকরে যুত্ব ক্রবো নিশ্চিতঃ । যুতস্য স্তম্বেহকৃতেন কর্মণা
 জন্মাংশি ক্রবমেব । অপরিহার্যোহর্থেন ইতি যুত্বজ্ঞাচ পরিহর্জ্জ্ মশক্যমেবেত্যর্থঃ । ২৭ ।

গুত ; স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর । ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ।
 তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ২৪ ।

অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে অব্যক্ত বলি, তথাপি দেহ ব্যাপী ধর্ম্মবশতঃ
 তাঁহাকে অচিন্ত্য বলা যায় । জন্মাদি ষড়্ বিকারের অব্যোগ্য বলিয়া তাঁহাকে
 অবিকার্য বলা যায় । জীবাত্মাকে এইপ্রকারে অবগত হইয়া তোমার শোক
 পরিত্যাগ করা উচিত । ২৫ ।

হে মহাবাহো ! জীবকে যদি নিত্যজাত ও নিত্যযুত বলিয়াই মান,
 তাহা হইলেও ত তোমার আর এ প্রকার শোক করিবার কারণ নাই । ২৬ ।

যদি জন্ম হইলেই কর্মকরে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম ফল
 ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তবে এমন
 অপরিহার্য বিষয়ে শোকাহুনিত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে । ২৭ ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ! ।

অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কচ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈবচানাঃ ।

আশ্চর্য্যবচৈনমন্যঃ শৃণোতি-

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কচ্চিৎ ॥ ২৯ ।

তদেবং জীবপক্ষে "ন জায়তে ন ম্রিয়ত ইত্যাদিন দেহপক্ষেচ জাতমাহি ক্রবো মৃত্যুরিত্য-
নেন" শোকবিষয়ং নিরাস্যত ইদানী মুভয়পক্ষেহপি নিরাকরোতি অব্যক্তোতি । ভূতানি দেব-
মমূষা তিষ্ঠাপাদীনি অব্যক্তানি ন ব্যক্তঃ ব্যক্তিরাতো জন্মপূর্ব্বকালে যেবাং কিন্তু তদানীমপি
লিঙ্গদেহঃ স্থলদেহঞ্চ সারভুক্ত পৃথিব্যাং প্রবাসস্থঃ কারণান্নান বস্তুমানোঃ স্পষ্টমাসীদেবে-
ত্যর্থঃ । ব্যক্তং ব্যক্তিমধ্যে যেবাং তানি ; ন ব্যক্তি নিধনানন্তরং যেবাং তানি । মহাপ্রল-
য়েহপি কর্ণমাত্রাদীনাং সঙ্গাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সম্ভব । তথাৎ সর্ব্বভূতান্যাস্তরায়োর
ব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ । বহুত্বং প্রতীতিঃ—“স্থিরচরজাতযঃ স্মারত যোঽধিনিমিত্তে যুজ-
ইতি” । কা পরিবেদনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ । তথাচাক্তং নারদেন “বহুন্যসে ধ্রুবং-
লোক মজ্জবং বা ন বেতসং । সর্ব্বথাহি ন শোচ্যাস্তু স্নেহশক্ত্যত্র মোহজাৎ” ॥ ২৮ ।

নমু কিমিহং আশ্চর্য্যং ক্রবে । কিকৈতদপ্যাকর্ষ্যং যদেবং প্রাণাধ্যমান্যাপ্যবিবেকো
দ্রাপযাতি ইতি গুহ্যসত্যমেবমেকৈতাহ আশ্চর্য্যবদিতি এনং আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্ব্ব-
লোকং ॥ ২৯ ।

হে ভারত ! অপ্রকাশিত ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ
এই অব্যবহিত কাল মধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধন প্রাপ্তেই অব্যক্ত হইয়া যায়,
তবে তজ্জন্য পরিবেদনা কি ? যদিও উক্ত মতটী সাধুসম্মত নয় তথাপি
বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে কজ্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই
কর্তব্য । ২৮ ।

জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্য ভাবে
বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্য জানে শ্রবণ করেন, আর কেহ কেহ
আশ্চর্য্য অনিরাঙ তাঁহাকে বুদ্ধিতে পানেন না । জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই
প্রকার ভ্রম হইতে মুক্তবাদ, অনির্ভর্য্য চৈতন্যবাদ ও কেবল অর্থেতদান রূপ
অনর্থাৎ প্রকৃত হইয়াছে । ২৯ ।

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্বস্য ভারত ! ।

তস্মাৎ সৰ্বাণি ভূতানি নত্বং শৌচিতুমৰ্হসি ॥ ৩০ ।

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্লিতুমৰ্হসি ।

ধৰ্ম্ম্যাক্মি যুদ্ধাচ্ছ্রয়োহন্যং ক্ষত্রিয়ন্য নবিদ্যতে ॥ ৩১ ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বৰ্গদ্বারমপাশ্রিতং ।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ ! লভন্তে দুৰ্দ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ।

অথচেজ্জগিমং ধৰ্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ।

তর্হি নিকৃতা জহি কিমহং কুৰ্য্যৎ কিংবা ন কুৰ্য্যৎ ইতি তত্র শোকং মা কুরু, যুদ্ধতঃ কুর্কিত্যাহ মেহীতি দ্ব্যভ্যং । ৩০ ।

আত্মনো নাশাভাবাদেব বৎস্বিকল্লিত্বং ভেতুং নাহঁসি । স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকল্লিতুমর্হসি ইতি সম্বন্ধঃ । ৩১ ।

কিপ্ত জেতব্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে দৃতানামধিকং সুধমতো ভীতানীন্ হত্বা তান্ প্রভূত সতোঃপ্যাধিক সুখিনঃ কুর্কিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি । স্বর্গসাধনং কর্মবোগমকৃৎসাপীত্যর্থঃ । অপাশ্রিতঃ অপগতাবরণঃ । ৩২ ।

বস্ততঃ দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধারণে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্তব্য । ৩০ ।

স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, তুমি আর এপ্রকার ভীত হইতে না, কেননা ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম আর নাই । মুক্ত ও বদ্ধ দশাভয় ভেদে জীবের স্বধর্ম দুবিধ । মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্ম উপাধিরহিত । জীব অড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে উপাধিযুক্ত হয় । বদ্ধ অবস্থায় জীবের নানাবিধ অবাস্তর অবস্থা আছে । সেই সেই অবাস্তর অবস্থায় স্বধর্মেরও আকার ভেদ অস্মিরিহার্য । জীব যে অবস্থায় মানব শরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্মটা বর্ণাশ্রম ধর্মরূপী হইলেই সৃষ্ট হয় । অতএব বর্ণাশ্রম ধর্মেরই অন্য নাম স্বধর্ম । ক্ষত্রিয়স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ।

হে পার্থ ! বহুজীকমে উপস্থিত অনাবৃত্ত স্বর্গদ্বাররূপ ইদৃশ যুদ্ধ বৈদ্যক্য ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাহারাই সুখী । ৩২ ।

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াং ।
 সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্শ্রবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩২ ।
 ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে জ্বাং মহারথাঃ ।
 যেযাঞ্চ জ্বং বহুগতো ভূত্বা যান্যানিলাঘবং ॥ ৩৩ ।
 অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
 নিন্দন্তস্তব স্যামর্থ্যং ততোদুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৪ ।
 হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষস্যেমহীং ।
 তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় ! দুষ্কায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ।

বিপক্ষে দোষানাহ অথেনি চতুর্ভিঃ । অব্যয়ানবধরং সম্ভাবিতস্য অতি প্রতিষ্ঠিতস্য । ৩২ । ৩৩ ।

যেযাং জ্বং বহুগতঃ অশ্রদ্ধাভ্রুজ্জ্বলন্ত মহাগুর ইতি বহুসম্মানবিশয়োক্তঃ সম্ভ্রুতি যুদ্ধাদুপারমে সতি লাবণ্যঃ যাস্যসি । তে দুর্বোধ্যনাময়ঃ মহারথাস্থাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যর্থঃ । ক্ষত্রিয়ানাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুং কুন্তেহাদিকো নোপগত্য ইতি মন্যেতি ভাবঃ । ৩৩ ।

অবাচ্যবাদান্ কীর্তিতাদি বটুক্রীঃ । ৩৪ ।

কলহঃ তুমি এই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে শীঘ্রধর্ম ও কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইবে । ৩৩ ।

তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তির কথা ঘোষণা করিবে । অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর । ৩৪ ।

যে সকল মহারথ তোমাকে বহমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লুপ্ত জ্ঞান করিবেন । তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রসক্ত যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছ । ৩৫ ।

তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবজ্ঞা কটু কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে । তোমার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? ৩৬ ।

হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধ হত-হইলে স্বর্গলাভ করিবে, অগ্নী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বলিত হইয়া । ৩৫ ।

সুখদুঃখে নমে ক্লম। লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো বুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবংপাপমবাপস্যসি ॥ ৩৮ ।

এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি যোগেভিক্ষিমাংশুগু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তোষয়া পার্থ ! কৰ্ম্মবন্ধংপ্রহাণ্যসি ॥ ৩৯ ।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্য ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪০ ।

নহু যুদ্ধে মম জয় এব ভাবীতাপি নাস্তি নিকরঃ। ততঃ কথং যুদ্ধে প্রবর্তিতব্যং ইত্যত আহ হত ইতি । ৩৭ ।

তস্মাস্তব সৰ্ব্বথা যুদ্ধমেব ধৰ্ম্মস্বকপি যদীয়ং পাপকারণং আশঙ্কসে তর্হি মন্তঃ পাপানুৎপত্তি প্রকারং শিক্ষিত্বা গৃহ্যস্ব ইত্যাহ । সুখদুঃখে সমেতৃত্বা তদ্বৈত্ লাভালাভৌ রাজ্যলাভ রাজ্যচ্যুতৌ অপি তদ্বৈত্ জয়াজয়াবপি সমোন্নত্বা নিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ । তত ঈকবস্তৃত সাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ । যদ্ব্যক্যতে “লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাত্মসা” ইতি । ৩৮ ।

উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এষেতি । সম্যক্ ব্যারতে প্রকাশ্যতে বস্ত্তত্বমনেনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্ জ্ঞানং । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা কথিতা । অধুনা যোগেভিক্ষিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু । যয় ভক্তিবিষয়িন্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ কৰ্ম্মবন্ধং সংসারং । ৩৯ ।

অত্রযোগো দ্বিবিধঃ । প্রাণ কীৰ্ত্তনাদি ভক্তিরূপঃ, শ্রীভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মরূপক । তত্র কৰ্ম্মণ্যেবাধিকার ইত্যতঃ প্রাণভুক্তযোগএব নিক্রপাতে “নিব্রজন্ত্যো ভবার্জুন” ইত্যুক্তে:

সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না । ৩৮ ।

সাংখ্য জ্ঞান সখীজিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল । এক্ষণে ভক্তি যোগ সখীজিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর । হে পার্থ ! তুমি ভক্তি বিবরিনী বুদ্ধিবৃত্ত হইলে সংসার ক্ষয় করণে সক্ষম হইবে । পরে প্রদর্শিত হইবে যে বুদ্ধি যোগ এক মাত্র । যখন সেই বুদ্ধিযোগ কক্ষের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে কৰ্ম্মযোগ বলে । যখন কৰ্ম্মনীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান সীমার অবধিপর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে জ্ঞানযোগ বা সাংখ্য যোগ বলে । যখন তদ্ব্যতীত সীমা অতিক্রম করত ভক্তিরূপে সর্গ করে, তখন তাহাকে ভক্তি যোগ বা বিত্ত্ব ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ বলে । ৩৯ ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ! ।

বহুশাখা হ্যনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ।

যাযিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ ! নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ।

কামাত্মানঃ স্বৰ্গপুরাঃ জন্মকৰ্মফল প্রদাং ।

ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ।

ভক্তিরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তইব পুরুষো নিত্রেগুণ্যাতবতীত্যেকাদশকল্পে প্রসিদ্ধেঃ । জ্ঞান কৰ্ম্মগোষ্ঠ সাধিকস্বরাজসহাভাং নিত্রেগুণ্যাহামুপগতেভগবদপিত নাক্ষণ্য ভক্তিস্বকৰ্ম্মগোষ্ঠৈকল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি ; নহু অন্যভক্তিব্যাপদেশং প্রাধান্যাতাবাদেব । যদ্বিচ ভগবদপিতং কৰ্ম্মাপি ভক্তি রেবেতি মতং তদা কৰ্ম্ম কিং স্যাৎ ? যদ্বভগবদপিতং কৰ্ম্ম, তদেব কৰ্ম্ম ইতি তেন ? “নৈককৰ্ম্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং । কুতঃ পুনঃ শব্দভঙ্গমীশ্বরে নচাপিতং কৰ্ম্ম যদপ্যকারং” ইতি নারদোক্ত্য । তস্য বৈপর্য্য প্রতিপাদনাং । তন্মাত্র ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তিসাংনীভূতা কেবল অবগদীষ্টনাদি বাক্ত্যৈব ভক্তি-নিরূপ্যতে । যথা নিকাম কৰ্ম্মযোগোহপি নিরূপয়িতব্যঃ । উভাব্যপোত্যৌ বুদ্ধিযোগশকাচ্যৌ জ্ঞেয়ো । “নকামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে” ইতি । “দূরেণহ্যবরংবর্ষ বুদ্ধিযোগদ্বন্দ্বয় ইতি” চোক্তেঃ । অথ নিগুণঅবগদীষ্টনাদি ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ নেহেতি ।

ভক্তিসোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয়না ও তাহাতে প্রত্যবায় ও নাই । তাহার পরানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসার রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে । ভক্তিযোগ ছই প্রকার । শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি রূপ মুখ্য ভক্তিযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিকাম কৰ্ম্মরূপগৌণ ভক্তিসোগ । মুখ্য ভক্তিসোগের আমিই এক মাত্র লক্ষ্য । অতএবতৎ সযত্নিনী বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা । মদেক নিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কৰ্ম্মযোগ সযত্নিনী বুদ্ধিহয় । তাহা অনেক বিষয় নিষ্ঠ বলিয়া বহু শাখাময়ী ও অনন্তকামনা লক্ষণী । তাহাতে কৰ্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে । ৪০, ৪১ ।

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, সৰ্বদা বেদবাদে রত, (অর্থাৎ বেদের মুখ্য ভাৎপৰ্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত) সামান্য কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদক্রিয়া বাহুল্য দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের সাধনী হুত আশাভ মনোরম প্রবণ রমণীয় (পরিণামে বিষমর) (পুষ্পিত) বাক্যে অল্প রক্ত । ৪২, ৪৩ ।

ভোগৈর্গুণৈর্থা প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং ।

ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

ইহ ভক্তিবোধে অতিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতংপ্যগ্য ভক্তিবোধস্য নাশোনাশ্চি । ততঃ প্রত্যবায়শ্চ নস্যাৎ । যথা কৰ্ম্মযোগে আরম্ভং ব্রজ্য কৰ্ম্মানমুচ্যেতবতঃ কৰ্ম্মনাশ প্রত্যাহারো স্যাতাং ইতিভাষঃ । নমু তর্হি তস্য ভক্ত্যানুষ্ঠানঃ কামস্য সমুচিত ভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিকলন্ত নৈবস্যাৎ তত্রাহ স্বল্পমিতি । অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভ সময়ে বা কিক্রিয়াত্রী ভক্তিরভূৎ-সাপীত্যর্থঃ মহতোভয়াৎ সংসারাতঃ ত্রায়তএব । স্বরাম সক্রৎ শ্রবণাৎ পুঙ্খশোথপি বিমুচ্যতে সংসারাদিত্যনি শ্রবণাৎ অজামিলাদৌ তবা দর্শনাচ্চ । ‘নহ্যভোগক্রমে ধ্বংসো মদ্বর্ধস্যোদ্ধ বাসপি । ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নিষ্ঠুর্গহাদনাশিষঃ ॥’ ইতি ভগবতোবাচকো মহ অসাধ্যক্য-সৈম্যার্থ্যমেব দৃশ্যতে । কিন্তু তত্রনিষ্ঠুর্গহাৎ নহি গুণাতীতঃ স্বল্প কদাচৎ ধ্বংসঃ ভবতীতি হেতুরূপনাস্তঃ । স চেহাপিষ্টব্যাঃ । নচ নিকামকর্ম্মণোহপি ভগবৎকর্ম্মণমহিমা নিষ্ঠুর্গহমে-বেতি বাচ্যঃ । “মদপর্ণং নিষ্কলং বা সাত্বিকং নিজকর্ম্মতমিতি” বাক্যেন তস্য সাত্বিক-হোক্তোঃ । ৪০ ।

কিঞ্চ সর্গীভ্যোহপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিবোধবিবয়িন্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ ব্যবসায়োতি । ইহ ভক্তিবোধে ব্যবসায়াজ্জিকা নিকরাজ্জিকা বুদ্ধিরেকৈব । মমশ্রীযদ্গুরুপদ্বিষ্টং ভগবৎ কীর্তনস্মরণ চরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধন মেতদেব মমসাধ্যমেতদেব মম জীবাভূঃ সাধন সাধ্যমশ্রয়োস্ত্যক্তমশ্য মেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং নমে কার্য্যং নাপ্যভি-লম্বণীয়ং অপ্ৰোহপীত্যত্র সুখমন্ত দুঃখঃ ঞ্জ সংসারো নশ্যতু বা ননশ্যতু তত্র মম কাপিনক্ষতি-রিতোবঃ নিকরাজ্জিকা বুদ্ধিরেকৈব ভক্তাবেব সম্ভবেৎ । যত্বন্তং “ততো ভজ্যেত মাংভক্ত্যা প্রদ্ধানু দৃঢ়চিন্তয়ঃ” ইতি ততোহন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকৈতাহি বহিঃশিথি বহুঃশাখা বাসাং ভাঃ । তথাহি কৰ্ম্মযোগে কামানা মানন্ত্যাহুদ্রয়োহনন্তঃ । তৎ সাধনানাং কৰ্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ । তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিকামকর্ম্মণিবুদ্ধিততস্তমিন্ শুদ্ধে সত্যিকর্ম্মসংন্যাসেবুদ্ধিঃ । তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানবৈকল্যাভ্যর্থং ভক্তো বুদ্ধিঃ । ‘জ্ঞানক ময়িসংন্যাসেহিতি’ ভগবদুক্তে জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োহনন্তাঃ । কৰ্ম্মজ্ঞানভক্তী-নামিবশ্যানুষ্ঠেয়দ্বাং তত্তৎশাখা অপ্যনন্তাঃ । ৪১ ।

তস্মাদব্যবসায়িনঃ সাকামকর্ম্মণশ্চ তি মদা ইত্যাহ যামিমামিতি । পুশিতাংবাচঃ পুশিতা-বিষলতামিবাপাততোরধীণীয়াৎ প্রবদন্তি একর্ষণে সর্গতঃ প্রকৃষ্টাইয়মেব বেদবাগিতবেদব্রাহ্ম-তেবাঃ তয়া বাচ্য অপহৃত চেতসাং ব্যবসায়াজ্জিকা বুদ্ধি ন বিধীয়তে ইতি ততীরোনাশ্রয়ঃ ।

বাহ্যরা ভোগ ও ঐর্ষ্যা সূখে একান্ত আসক্ত, সেই অবস্থাকেই যুদ্ধান-পণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে এক নিষ্ঠাতা পাত করে না । ৪৪ ।

শাস্ত্র সমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্ভিষ্ট বিষয় ও নির্ভিষ্ট বিষয় । সে

ত্রেঋণ্যবিষয়া বেদা নিঃশ্রেণ্যো ভবার্জুন ।।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বো নির্বেগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ।

তেহু তস্যা অসত্ত্বাৎ সা তেহু নোপশিষ্যতইত্যর্থঃ । কিমিতি তেতথাবদন্তি যতোঃ বিশুদ্ধিতো
মুখ্যঃ তত্রহেত্তঃ—বেদেহু বেদার্থানাঃ—অক্ষযাঃ ইব চাতুর্থায়া যাজিনঃ সূরুতং ভবতি । অশাম
সোম মহতাষভূম ইত্যাদ্যাঃ অনানীশ্বরত্বঃ নাস্তীতি প্রজ্ঞলিনঃ । ৪২ ।

তে কীদৃশীং বাচঃপ্রদন্তি ? জমকর্ষকসপ্রদানীং ভোগৈর্বাগতিং প্রতি যে ক্রিষাবিগে-
হান্তান্ বহু বখাস্যাং তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাং । ৪৩ ।

ততঃ ভোগৈর্বাগ্যোঃ প্রসক্তানাং তয়া পুশ্পিতম্বাবাচা অপহৃতং আকর্ষতং চেতো যেষাং
তে তথা তেষাং সমাধিক্রিতকাক্যঃ পরমেশ্বরৈকোদ্ধৃতং তস্মিন্ নিকম্যাজিকা বুদ্ধির্ন বিধী-
য়তে । কর্ষকর্ষরি প্রয়োগো নোপশস্যত ইতি আভি-চরণাঃ । ৪৪ ।

ত্বত্ত চতুর্ধর্গসাধনেভাঃ সর্কোভোঃ বিরজা কেবলং ভক্তিবোগমোক্ষয় সত্যাই ত্রেঋ-
ণ্যোতি । ত্রেঋণ্যত্রেঋণ্যাজিকাঃ কর্ষজ্ঞানাদ্যাঃ একাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ঐঋণ্য বিষয়া-
বেদাঃ আর্ষে ব্যাক্ এতচ্চ ভূয়ঃ ব্যাপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েনোক্তং । কিন্তু ভক্তিরেবৈনং
নরতীতি যস্যাকবে পরাভক্তি র্থা দেবে তথা গুরাবিত্যা দি ক্ষতয়ঃ পক্ষরাত্রাদি স্মৃত্যক ।
গীতোপনিষৎ গোপাল তাপনাদ্যাপনিষদক নিঃশ্রেণ্যং ভক্তিমপি বিষয়ী বুদ্ধ্যন্ত্যায় বেদোক্ত-
ভাবে ভক্তেরপ্রাধান্যসমস্যাতঃ । ততঃ বেদোক্তা যে ত্রেঋণ্যয়া জ্ঞানবন্ধ্যবিষয়ঃ তেভ্যেব
নির্গতোভব তান্ নমুঃ । যেহু বেদোক্তা ভক্তিবিষয়ঃ তাংস্ত সর্গৈবানুচিষ্ট । তবনহুতানে

বিষয়টী যেষাংয়ের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় । যে বিষয়কে
নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্যকরে সেই বিষয়ের নাম নির্দিষ্ট বিষয় ।
অরুদ্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয় সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত সে স্থল
ভাৱা তাহাই নির্দিষ্ট বিষয় হয় । বেদ সনুঃ নিঃশ্রেণ্য তত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য
করে কিন্তু নিঃশ্রেণ্য তত্ব সহস্র লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সঙ্কল তত্বকে
নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই অন্যই সন, রজঃ ও তমরূপ ত্রেঋণ্যমুখীনারাকেই প্রথম
ত্রেঋণ্যে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধহয় । হে অর্জুন ! তুমি সেই নির্দিষ্ট
বিষয়ে আদব না থাকিয়া নিঃশ্রেণ্য তত্ব রূপ উদ্দিষ্ট তত্ব লাভ করত নিঃশ্রেণ্য
স্বীকার কর । বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজঃতম ও শাস্ত্রক কর্ষ, কোন স্থলে সন-
শ্রেণ্যক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিঃশ্রেণ্য ভক্তি উপাধিষ্ট হইরাছে । গুণ
ময় মানাপমানাদি স্বল্প ভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সহ অর্থাৎ আমার
স্বভাবের সদকরত কর্ষজ্ঞানস্বর্গের অমুনদের যোগ ও ক্ষেমাঙ্গনজ্ঞান পরি-
ত্যাগপূর্বক বুদ্ধি যোগ সহকারে নিঃশ্রেণ্য লাভ কর । ৪৫ ।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

“ঋতি শ্রুতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্র বিংশং বিনা ।” ঐকান্তিকী হরেন্তিক্তিরূপাত্ম্যৈব কল্পাতে ইতি দোষো দৃষ্টীয় এব । তেন সপ্তধানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়ত্বে গুণ্য নিত্ৰৈ-
গুণ্যাক । তত্র বস্তু নিত্ৰৈগুণ্যো ভব । নিত্ৰৈগুণ্য মদ্ভক্ত্যেব ত্রিগুণ্যকৈভ্যঃ তেভ্যো নিত্ৰৈ-
ক্রান্তোভব ততএব নিত্ৰৈগুণ্যঃ গুণময় মানাপমানাদি রহিতঃ । ততএব নিত্ৰৈগুণ্যঃ সত্বেঃ প্রাণিত্ব-
মত্ৰৈগুণ্যেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ । নিত্ৰৈগুণ্যঃ সত্বেঃ ব্যাখ্যায়াং নিত্ৰৈগুণ্যো
ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃ স্যাৎ । অলঙ্কারো ভোগঃ লভ্যস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ । মন্ত্রিত্ব
রমানাদি বশাদেব তয়োন্ননুসন্ধানাৎ । ‘যোগক্ষেমং বহ্যমাহং’ ইতি ভক্তবৎসলেন মমৈর
তত্ত্বারবহনাৎ । আত্মবান্ মদন্ত বুদ্ধিযুক্তঃ । অত্র নিত্ৰৈগুণ্য ত্রৈগুণ্যয়ো বিবেচনঃ ; বহুস্ত-
মেকানশে — ‘মদগুণং নিষ্কলং বা সাহিকং নিজকৰ্ম্মতঃ । রাজসংকলসঙ্কলং হিংসাপ্রাণাদি
তামসং ।’ নিষ্কলং বেতি নৈমিত্তিকং নিজকৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ । ‘কৈবল্যং সাহিকং
জ্ঞানং রজো বৈ কলিতস্ত যৎ । প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মরিত্তং নিত্ৰৈগুণ্য শ্রুতং । বনস্ত
সাহিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে । তামসং দ্যুতসদনং মরিত্তকতস্ত নিত্ৰৈগুণ্য । সাহিকঃ
কারকো সঙ্গী রাগাক্ষো রাজসঃ শ্রুতঃ । তামসঃ শ্রুতিবিভক্তৌ নিত্ৰৈগুণ্য মদগুণ্যঃ ॥ সা-
হিক্যাধ্যাত্মিকৌজ্ঞান কৰ্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী । তামস্যার্থে বা শ্রদ্ধা মৎসেবাস্ত নিত্ৰৈগুণ্য ॥ পথ্যং
পুতমনারস্তং আহাৰ্য্যং সাহিকং শ্রুতং । রাজসং চেন্দ্রিয় প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদান্তচি ॥ চ
কারাস্মিন্নবেদস্ত নিত্ৰৈগুণ্যমিতি আমি চরণানাং ব্যাখ্যানং । সাহিকং সুখমাত্মোপাখং বিব্রোথস্ত
রাজসং । তামসং মোহ মৈনোপাখং নিত্ৰৈগুণ্য মদগুণ্যঃ ॥ ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তুনাপি
প্রদৰ্শ্য নিত্ৰৈগুণ্য সত্ত্বজস্য সম্যগ্গিত্ত্রৈগুণ্যতঃ সিদ্ধার্থং নিত্ৰৈগুণ্যেব ভক্ত্যা অগ্নিন্ কথঞ্চিৎ হিতস্য
ত্রৈগুণ্যস্য নিত্ৰৈগুণ্যপ্যুক্তস্তদনন্তর ইব যথা—স্রব্যং দেশস্তথাকালো জ্ঞানং কৰ্ম্মচ কারকঃ ।

কুপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে উদপান বলে, এবং অতিবৃহৎ জলাশয়কে
সংপ্লুতোদক বলে । একটী একটী কূপে স্নান, বস্ত্র প্রকালন ইত্যাদি কৰ্ম্ম
পৃথক পৃথক কৃত হয় কিন্তু সংপ্লুতোদকে সমস্ত কার্য্যই সুন্দররূপে হইয়া থাকে ।
বেদ শাস্ত্রের এক দেশে এক একটী দেবতার বিষয় লিখিত হইয়া তদ্বারা যে
কার্য্য পাওয়া যায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু সমস্ত বেদ বিচার করিলে
এক মাত্র ভগবান যে আমি আমারই উপাসনা দ্বারা সমস্ত কল লাভ করিয়া
যায়, এইরূপ বেদ তাৎপর্য্যবিশ্ব ব্রাহ্মণেরা স্থির করিয়াছেন । ঋগ্বেদের এক
নিম্ন নিম্নোক্তিক। বুদ্ধি তাঁহারা বুদ্ধাবতই এক মাত্র ভগবৎপূজনাই করিয়া
থাকেন । ৪৬ ।

কৰ্মণ্যোবাধিকারস্তে মা কলেশু কদাচন ।

মা কৰ্মফলহেতুভূম্মা তে নঙ্গোন্তু কৰ্মণি ॥ ৪৭ ।

শ্রদ্ধাবহা কৃতিনিষ্ঠা ত্রৈলোক্যঃ সৰ্ব্বত্র হি । সৰ্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যাক্তা ধিক্ৰিতাঃ । দৃষ্টং
শ্রুতমবুধ্যাতং বুধ্যা বা পুরুষবৰ্জং । এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকৰ্ম্মনিবন্ধনাঃ । যেনেমে
নির্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবে ন চিত্তজাঃ । ভক্তিব্যোগেন মগ্নিষ্ঠো মন্তাব্য প্রপদ্যতে ইতি ।
তন্মাত্তৈল্যব নিগুণয়া ত্রৈলোক্যজ্ঞানান্যথা । অত্রাপ্যগ্রে কথং টেতাঃ জ্ঞান গুণানি বৰ্জতে
ইতিপ্রথমে বক্ষ্যতে । মাঞ্চ যোঃ ব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে । স গুণান্ সমগ্রীত্যেতান্
ব্রহ্মভূমায় কল্পত ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যাচ । চকারোহজ্ঞানধারণার্থঃ । মানব পরমেশ্বর
ব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন যঃ সেবত ইত্যেবা । ৪৫ ।

হস্ত কিং বস্তব্যং নিশ্চয়স্য নিৰ্ভুগস্য ভক্তিব্যাদিন্য মহাত্মাঃ যস্যৈবায়ত্তনয়াত্রেহপি নশ
প্রত্যবায়ো নন্তঃ । স্বল্পধাত্রেহপি কৃতার্ধঃ ইত্যেকাদেশেপ্রাক্ষণ্যাদি বক্ষ্যতে । নচাত্রে-
পক্রমে ধ্বংসোর্মজৰ্ম্মস্যোক্তব্যপি । ময়্য ব্যবসিতঃ সম্যগ্ভিগুণহাননাশিষঃ ইতি ॥ কিন্তু
সকামো ভক্তিব্যোগোহপি ব্যবসায়াজ্জিক বুজ্জিশকেনোচ্যতে ইতি দৃষ্টান্তেনসাধয়তি ব্যা-
খ্যতি । উপপাদ্যে ইতি জাত্যা একবচনং উপপাদ্যেহু কূপেহু যাবানর্থ ইতি । কশিৎ কূপঃ
শোচকর্ম্মার্থকঃ কশিৎ দম্ভাৎনার্থকঃ কশিৎ দ্বন্দ্ব ধানার্থকঃ কশিৎ কেশাদি মর্জনার্থকঃ
কশিৎ স্নানার্থকঃ কশিৎ পানার্থকঃ ইত্যোঃ সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বেনুপপাদ্যেহু যাবানর্থঃ । যাবন্তি-
প্রয়োজনানীত্যর্থঃ । সংপূৰ্ণত্বকে মহাজলাশয়ে সরোবরেহপি তাবানোর্থঃ । তস্মিন্নেক-
দ্বিরেব শোচাদি কর্ম্মসিদ্ধেঃ । কিন্তু তদ্বৎকূপেহু পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণ শ্রমেণ সরোবরেহু
তংবিনেব । তথা কূপেহু বিরহজ্বলেণ সরোবরেহু সুরমজ্বলেনৈবেত্যপি বিশেষো ব্রহ্মব্যঃ ।

কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম এই তিন প্রকার কৰ্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার । বিকৰ্ম্ম
অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকৰ্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্মোত্তেজিত কৰ্ম্ম না করা এই দুইটী
নিভান্ত অমঙ্গলজনক । তদুভয় প্রতি তোমার যেন সজ্ঞ অর্থাৎ অভিলাষ না
হয় । অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তুমি কৰ্ম্মকে লাঞ্ছনাপূর্ব্বক আচরণ
করিবে । কৰ্ম্মমুতিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকৰ্ম্ম, নৈমিত্তিককৰ্ম্ম ও কাম্যকৰ্ম্ম ।
তন্মধ্যে কাম্য কৰ্ম্মও অমঙ্গলজনক । বাঁহারা কাম্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন
তাঁহারা কৰ্ম্মফলের হেতু হন । অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলি-
ভেছি যে তুমি কাম্য কৰ্ম্মশ্রয় করত কৰ্ম্মফলের হেতু হইও না । স্বধর্ম বিহিত
কৰ্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কৰ্ম্মফলে তোমার অধিকার
নাই । বাঁহারা ভক্তি যোগ অবলম্বন করেন তাঁহাদের পক্ষে শরীর বাঁজা
নির্ব্বাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম দীকৃত । ৪৭ ।

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ! ।

সিদ্ধাসিন্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে ॥ ৪৮ ।

দূরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগোদ্ধনঞ্জয় ! ।

বুদ্ধৌ শরণমস্থিচ্ছ ক্রুপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ।

এবং সর্বেষু বেদেষু তত্তদেবতারাধনেন যাবন্তোৎখাতিবান্ একস্য ভগবৎ আরাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য । ব্রাহ্মণস্যোতি ব্রহ্মবেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ । বেদজ্ঞত্বেনপি বেদভাৎপৰ্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ । যথা দ্বিতীয়কক্ষে,—“ব্রহ্ম-র্চিসকামস্ত বজ্রেত ব্রহ্ম-
ণশ্চতিং । ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ । দেবীং মাষাশ্চ শ্রীকাম ইত্যাহুস্ত ।
অকামঃ সর্গকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীরেণ ভক্তিযোগেন বজ্রেত পুরুষং পরং”
ইতি । যেষাম্যমিশ্রস্য সৌরিকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকৰ্ম্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং
জ্ঞেয়ং । অত্র বহুভো্য দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি সৰ্ব্বথা বহুবুদ্ধিহক্ষেণ । একমাত্তগবত
এব সৰ্ব্বকামসিদ্ধি রিতাংশেনৈক বুদ্ধিহাদেকবুদ্ধিহনেব বিষয় সান্-গুণ্যাজ্জ্ঞেয়ং । ৪৬ ।

এবমেকমেবার্জুনং অপ্ৰিয়মথং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানভক্তি কৰ্ম্মযোগান্ অচিহ্ন্য সুৰ্গবান্ জ্ঞান-
ভক্তি যোগৌ প্রোচ্যতযোরার্জুনস্যানধিকারং বিদ্বদ্য নিকামকৰ্ম্মযোগমাহ কৰ্ম্মণীতি । যা
ফলোচ্ছতি ফলাকাঙ্ক্ষিণোঃপি অতাস্তাশুদ্ধচিত্তাভবন্তি । বৃদ্ধপ্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞানৈ-
বোচ্যাসে ইতিভাঃ । নমু কৰ্ম্মণি ক্রুতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ । মাকৰ্ম্মফল-
হেতুত্বঃ ফল কামনয়া হি কৰ্ম্মবুর্কন ফলস্য হেতুত্বংপানকো ভবতি । বৃদ্ধ তাদৃশো যা তু-
ত্যাশীযন্নাদীযত ইত্যর্থঃ । অকৰ্ম্মণি স্বধৰ্ম্মাকরনে বিকৰ্ম্মণি পাপে বা সলুপ্তব মান্ত কিত্ত
শ্বেব এবান্ত ইতি পুনরপ্যাশীর্ষিত ইতি । অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে—“ ব্যাসিচ্ছেঠৈব বাকোন বুদ্ধিঃ-
মোহরসীব মে’ ইত্যৰ্জুনোক্তি দর্শনান্ভাধ্যায়ে পূর্বোক্তর ব্যাক্যানাং অবতারিকাভি নীতীষ
সঙ্গতিঃ বিধিৎসিতা ইতিজ্ঞেয়ং । কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানং সারথ্যানো বধাহং তিষ্ঠামি তথা যমপি
ব্রহ্মজ্ঞানং তিষ্ঠেতি ব্রহ্মার্জুনমো মনোঃশূলাপোঃয়মত্রজ্ঞেয়ঃ । ৪৭ ।

নিকামকৰ্ম্মণঃ জ্ঞকারং শিক্ষয়তি যোগহইতি । তেন জরাজয়মোন্তল্য বুদ্ধিঃ সন্- সংগ্রাম

কলকামনা পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিযোগস্থ হইয়া স্বধৰ্ম্ম বিহিত কৰ্ম্মচরণ
করণ কৰ্ম্মের ফল সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি তাহাকে
যোগ বলে । ৪৮ ।

বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ নিকাম কৰ্ম্মযোগ দ্বারা ভক্তির অহুশীলন করত কাম্য-
কৰ্ম্ম দূর কর । বাহ্যিক ফলাকাঙ্ক্ষী তাহার ব্রুপণ, অতএব বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়
কর । ৪৯ ।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্মৃত্ত দুষ্কৃতে ।

তস্ম ৬ যোগায় যুক্তাস্থ যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলঃ ॥ ৫০ ।

কৰ্ম্মজঃ বুদ্ধিযুক্তোহি ফলং তাক্তা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধনিৰ্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ।

বদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যাতিতরিত্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বৈদং শ্রোতব্যন্ত্য শ্রুতন্ত্যচ ॥ ৫২ ।

শ্রুতি বিপ্রতিপন্নো তে বদা স্তুত্যাতি নিশ্চলো ।

সমাধাবচনো বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্ন্যসি ॥ ৫৩ ।

মেব অর্থঃ বুদ্ধিতি ভাবঃ । অর্থঃ নিকমকৰ্ম্মযোগএব জ্ঞানযোগেহেন পরিণমতীতি । জ্ঞান-
যোগোহেতবাদঃ পূর্বোক্তে গ্রন্থার্থঃ পরিতোষঃ । ৫০ ।

সকাম কৰ্ম্ম নিষ্কতি দূরেণৈতি । অর্থমর্গেনিকৰ্ম্মং কাম্যং কৰ্ম্ম । বুদ্ধিযোগঃ পরমে-
শ্বরার্পিত নিকামকৰ্ম্মযোগঃ ৫০ । বুদ্ধৌ নিকাম কৰ্ম্মযোগঃ, বুদ্ধিযোগো নিকামকৰ্ম্মযোগী । ৫১ ।

যোগায় উক্তলক্ষণায় । যুক্তাস্থ বচন । যতঃ কৰ্ম্মসু সকাম নিকামেশু মধ্যে যোগএব
উদাসীনেষ্টেন কৰ্ম্মকরণমেব । কৌশলঃ নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ । ৫২ । ৫৩ ।

এবং পরমেশ্বরার্পিত নিকাম কৰ্ম্মভ্যাসঃ তব যোগে, ভবিষ্যতীত্যতঃ বদেতি । তব
বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতঃ হৃদিগহনে তরিত্যতি তদাশ্রোতব্যস্য
শ্রোতব্যোবধেয়ং শ্রুতন্ত্য শ্রুততঃপ্যর্থেন নির্বৈদং প্রাপ্ন্যসি । অস্তুত্যাং বিপরীত ভাবন-
য়োনঃস্থঃ কিং যে শাস্ত্রোপদেশে বাচ্যব্রবণেন ? সাস্তুতঃ মে সাধনেবেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ
সৰ্ব্বাধোচিত ইতি মংস্যসে ইতিভাবঃ । ৫২ ।

বুদ্ধিযোগই কৰ্ম্মের কৌশল । অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্মৃত্ত দুষ্কৃত অর্থাৎ
পুণ্য পাপকে এই সংসার অবস্থায় দূর কর । বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত সকল
কৰ্ম্মজাত ফল সমূহকে ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন । অতএব অনাময়
পদ যে ভক্তদিগের চরম অবস্থা তাহা লাভ করেন । ৫০, ৫১ ।

এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিকাম কৰ্ম্ম অভ্যাস কবিত্তে করিতে যখন
মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন স্তুমিশ্রো-
তব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিগুহ্ণ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত
হইবে । ৫২ ।

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি যেদেব নানা প্রকার অর্থধুরা আর বিচলিত হই-
বেনা, তখন সহজ সমাধিতে আসিয়া হইয়া বিগুহ্ণ ভক্তিযোগ লাভ করিবে । ৫৩ ।

অর্জুনউপাচ ।

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাসেনেত কিমাসীত ব্রজেত কিম ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজ্ঞহাতি বদাকামান্ সৰ্বান পার্থ ! মনোগতান্ ।

আত্মন্যোবাগ্ননা তুষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

তৎক প্রভিষু নান। লৌকিক বৈদিকার্থপ্রাপণমু বিপ্রতিপন্ন। অসম্মত। বিরক্তেন্তি যাবৎ । তত্র হেতুঃ নিষ্কলা তেহু তেবর্ষেস্ত চলিতং মুখীভূতেত্যর্থঃ । কিন্তু সমাধা বষ্টেৎধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ লক্ষণে অচলা ইহ্যাবতী । তদ। যোগমপারোক্ষাত্বেন প্রাপ্ত্য জীবমুক্ত ইত্যর্থঃ । ৫৩ ।

সমাধাবচলাবুদ্ধিরিতিশ্রদ্ধা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পুঙ্খতি স্থিতপ্রজ্ঞমোতি । স্থিত। স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যমোতি । কা ভাষা ভাব্যতেমনয়েতি ভাবানলক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ । কৌদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধোপাস্যতীতি অস্ম্যর্থঃ । এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবমুক্তস্য সংজ্ঞাঙ্গয়ং । কিং প্রভাসেনেত স্তং ভ্রঃখযোগানাপমানয়োঃ স্ততিনিম্নয়োঃ স্নেহদ্বেনমোবাঃ সমুপস্থিতমেঃ কিং প্রভাসেনেত স্পষ্টং স্বপতং বা কিং বর্ণনিত্যর্থঃ । কিমাসীত তদ্বিক্রিয়ং বাতাপিবষেষু চমনাভাঃ কৌদৃশঃ ? ব্রজেত কিং তেহু চলনং বা কৌদৃশ-মিতি । ৫৪ ।

চতুর্থাং প্রশ্নানং ক্রমেণোত্তরাচ প্রজ্ঞহাতি যাবৎধ্যাষসমাপ্তিঃ । সৰ্বানিতি কামিন-পার্ষে যসাকিঞ্চিদাত্রেঃ পিনাভিলানইত্যর্থঃ । মনোগতানিতি কামানানাত্ত্বং স্বহেন পরি-ত্যাগে যোগ্যতা দর্শিত । যদি চেভ্যঃ স্বার্থঃ স্যাপুদাতং স্ত্যক্তমশক্যেন বহুরৌকবধিতি ভাবঃ । তত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহতে মনসি প্রাপ্ত্য য আত্মানানন্দরূপস্তেন তুষ্টিঃ । তথাচ প্রভিঃ--যদ। সর্বপ্রমুখান্তে কাণিবেঃ স্যাদবস্থিতঃ । অথমতেঃ যতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমপ্ত-তেইতি । ৫৫ ।

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জুন মহাশয় কহিলেন হে কেশব ! স্থিত প্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিবৃত্ত বাক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিত প্রজ্ঞ, সমা-ধিস্থ বা জীবমুক্ত, পুরুষগণ মানাপমান স্ততিনিম্ন। স্নেহদেব উপস্থিত হইলে কি বলেন এবং বাহ্যবিষয় সম্বন্ধে কি রূপ আচরণ করেন সে সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করি । ৫৪ ।

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! যে সময়ে জীব সমস্ত মনোগত কাম পরি-ত্যাগ করেন এবং আত্মার অর্থাৎ প্রত্যাহত মনে আনন্দ বরূপ আত্মার বরূপ দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা । ৫৫ ।

দুঃখে নুদ্বিগমনাঃ সুখে যু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীর্নুরাগ্যতে ॥ ৫৬ ।

যঃ সৰ্বত্রানভি স্নেহস্তুতং প্রাপ্য শুভাশুভং ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ।

কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ দুঃখেষিতি দ্ব্যভাঃ । দুঃখেষু স্পৃহং পিপাসা জ্বর শিরো
রোগাদিষাধ্যাত্মিকেষু, সৰ্ববাধিাদ্যখিতেষাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্টিাদ্যখিতেষাধিদৈবি-
কেষু, উপহিতেষনুদ্বিগমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিত্তং পৃষ্টঃ
সন্ স্পষ্টকং ক্রবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ । তস্য তাদৃশ মুখবিক্রিয়াভাব এবানুচ্ছেদলিঙ্গং
সুধিরাগম্যং । কৃত্রিম্যানুচ্ছেদলিঙ্গং কপটী সুধিরা পরিত্যজ্যে ভ্রষ্ট এবোচ্যতে ইত্যভাবঃ ।
এবং সুখেবশ্যাপহিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রারব্ধ মিতমবশ্য ভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টকং ক্রোধাদ্য
তস্য মুখস্পৃহারাহিত্যালিঙ্গং সুধিরাগম্যমেবেতিভাবঃ । তত্ত্বমিহ স্নেহ স্পষ্টরূপে দৰ্শয়তি ।—
বীতো বিগতো রাগোঃসুরাগঃ সুখেষু । বীতঃ ভয়ং অতোজ্ঞাত্যো ব্যাধাদিভ্যঃ বীতঃ
ক্ৰোধঃ অহস্তং বহুজনেষু বদ্য সঃ । বৈধৰ্ম্মী ভরতস্য দেব্যঃ পাৰ্শ্বং প্রাপিতস্য অচ্ছেদ
চিকীৰ্ষো বৃষলরাজাঃ নতবং নাপিতত্ব ক্ৰোধোভূমিতি । ৫৬ ।

অনভিন্নেহঃ সোপাধি স্নেহশূন্যঃ স্নানুদ্বাষিকপাদিরীষমাত্রস্নেহস্ত তিষ্ঠেদেব । তত্ত্বং
অসিদ্ধং সংযান ভোজনাদিভ্যঃ অপরিচরণং শুভংপ্রাপ্য অন্তঃমনাদরণং মুক্তিপ্রহারাদিকঞ্চ
প্রাপ্যক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি । ইং ধার্মিকঃ পরমহংসসেবী সুখভবেতি নজ্ঞতে ।
নদ্বেষ্টিহং পাপাত্মা নরকে পড়তি নাভিশপতি । তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতিস্থিতা,
স্থিত প্রজ্ঞা উচ্যতে ইত্যর্থঃ । ৫৭ ।

কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ বশেতি । ইন্দ্রিয়ার্কেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়ার্ণি জ্যোত্বাদীনি
সংহরতে । আধীন্যং ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চরনং নিবন্ধ্যাস্তরেব নিবলতয়াহাপনং

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্রেশ উপস্থিত হইলেও যাহার মন
উদ্বিগ্ন হয় না, তত্ত্বদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি
অসুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিত প্রজ্ঞা । ৫৬ ।

র্তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি সমস্ত জড় বিষয়ে স্নেহ শূন্য ও জড়ীয়
শুভাশুভ লাভ করিবার তাহাতে রাগ ঘেব করেন না । শরীর যে পর্যন্ত
ব্যাকিবে সে পর্যন্ত জড় ও জড়সম্বন্ধীয় লাভালাভ অনিবার্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ
পূর্বক সেই সকল লাভালাভে (অসুরাগ বা বিদেব ক.রন না, যেহেতু র্তাহার
প্রজ্ঞা সন্মারিতে স্থিত হইয়া থাকে । ৫৭ ।

যদা সংহরতে চায়ং কুৰ্মোহঙ্গানীৰ সৰ্ৰ্গণঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ।

বিষয়া বিনিবৰ্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবৰ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টী নিবৰ্ত্ততে ॥ ৫৯ ।

যততোহপি কোন্তেয়। পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।

ইন্দ্রিয়ানি প্রসাধীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ।

হিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিতার্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ—কুৰ্মোহঙ্গানি মুখেনেত্রাদীনি যথা সান্তবেরং বেচ্ছয়া স্থাপয়তি । ৫৮ ।

নম্ মুচস্যাপ্যপাসতো রোগাদিবশাৎ ইন্দ্রিয়ানং বিষয়েষুচলনং সম্ভবেত্তদ্রাহ বিষয়া ইতি । রসবৰ্জং রসোহপ্যং অভিশেষন্তঃ বৰ্জয়িত্বা অভিশেষন্তঃ বিষয়েষু নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ ।

ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যবিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না । বুদ্ধির অনুজ্ঞা মত কার্য করে । কুৰ্ম যে রূপ অঙ্গ সকল ইচ্ছাপূৰ্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিত প্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উপযুক্ত বিদয়ে চালিত হয় । ৫৮ ।

দেহ বিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায় সে অত্যন্ত মুঢ় লোক সম্বন্ধীয় বিধান । অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়ান প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা ঐ প্রকার লোক সম্বন্ধীয় বিধি । কিন্তু স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষগণ সৰ্ব্বদে সে বিধি স্বীকৃত হয় না । স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম ভবের ঐক্য দর্শনপূৰ্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন । অতি মুঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, জীবের রাগ মার্গ ব্যতীত নিত্য মঞ্চল লাভ হয় না । উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে । ৫৯ ।

কেননা স্বাভাবিক বিধি মার্গ দ্বারা জড়ীয় চিত্তকে রাগ রহিত করিবার ব্যর্থ করেন, তাহাদের অত্যন্ত স্নোহকারী ইন্দ্রিয় সকল মনকে বিষয়ে সর্বদা লিপ্ত করিয়া রাগমার্গে সে রূপ সন্তনের অসম্ভব নহি । ৬০ ।

তানি সর্কানি সংযস্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ ।

বশে হি বস্যোদ্ভিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩১ ।

ধ্যায়তো দিষ্যান্ পুংনঃ সঙ্গন্তেব্ পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৩২ ।

ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশ্যাতি ॥ ৩৩ ।

অন্য হিতপ্রজ্ঞস্যাত্ম পরং পরমান্বিতং দৃষ্ট্বা বিষয়েষু ভিত্তিমাষো নিরস্তং ইতি ন সক্ষমং ব্যভিচারঃ ।
আত্মসাক্ষীংকার সমর্থস্যাত্ম সাধক ইমেব নহু সিক্ষয়িত্তিভাবঃ ॥ ৩০ ॥

সাধকাবস্থাস্ত বহুত্রা মহান ন হি ক্রিয়াণি পরাবর্তিষিতুং সর্কশক্তি রিত্যাহ যতত ইতি
প্রমাথনি প্রাথম শীলানি কৌতুকাগীত্যাঃ ॥ ৩১ ॥

মৎপরে। মত্তত্ব ইতি মত্তভূতং বিনা নৈবেক্রিয়জ্ঞ ইত্যগ্রিম এতৎপি সর্কসম্পদ্যৎ
বহুত্বমুদ্বোধনঃ—প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক যুক্ততঃ যোগিনোমেনঃ । বিধৌক্তাসমাদানামনেন নিগ্রহ
কৰিতাঃ । অথাত অননুভবং পলায়জং হংসাত্মরমিতি । বশেহীতি হিতপ্রজ্ঞস্যোদ্ভিয়াণি
বনীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদিশেষ উক্তঃ ॥ ৩২ ॥

হিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকারএব বাহ্যক্রিয়বশীকার কারণং সর্পৎ মনোবশীকারভাবেতু
সংস্যাভং স্থিতিয়াত ধারয়তীতি । সঙ্গ আসক্তিঃ আসক্ত্যা চ তেবদিকঃ কামোভিলাষঃ
কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধঃ ক্রোধঃ সংমোহঃ কার্যাকার্য পিতৃকোভাবঃ । তস্মাচ্চ
শাভ্রোপদিষ্ট আত্মসা স্মৃতিনাশঃ তস্মাচ্চ বুদ্ধিঃ সঙ্ঘাসাধস্য নারঃ ততঃ প্রাণশ্যাতি সংসাররূপে
পততি ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

অতএব পূর্বোক্ত যুক্ত বৈরাগ্যাক্ষপ যোগ মার্গ হিত পুণ্য আমার প্রতি
উত্তমভক্তি আচরণ করত ইচ্ছিন্ন সকলকে যথা স্থানে নিয়মিত করেন । অত-
এব তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৩১ ।

পক্ষান্তরে বিধি মার্গ গত কহু বৈরাগ্য যোগের অনর্থ আলোচনা কর ।
বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয় ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন
ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্গাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম
হইতে ক্রোধ আদিগা উপস্থিত হয় । ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি
বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্কনাশ উপস্থিত
হয় । বিধি-মার্গ-গত কহু বৈরাগ্য যোগের অনেক দ্রষ্টে এরূপ গতি, অতএব
যোগ সর্কনা বিষয়ক । ৩২, ৩৩ ।

রাগধ্বম নিমুক্তৈস্ত বিময়ানিচ্ছিস্যৈশ্চরন ।

আত্মবৈশ্যবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ।

প্রসাদে সৰ্বদুঃখানাং হানিরন্যোপজায়তে ।

প্রসন্নচেতনোহ্যাত্মা বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ।

নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।

নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কূতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ।

মানসবিষয় গ্রহণাভাবে সতি অবৈশ্যবিশ্রিত্যে বিষয়গ্রহণেখপি ন দোষ ইতি বদনং স্থিত-
প্রজ্ঞা ব্রজেত কিং ইত্যন্যোত্তরমাহ রাগেতি । বিধেয়ে বচনেহিত আত্মা মনোবস্তু সঃ ।
বিধেয়ে বিনমগ্রাহী বচনে হিত আত্মব । বস্তুঃ প্রণেয়ে নিভৃত বিনীত প্রসূতঃ সমাইত্যমরঃ ।
প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যোতাদৃশস্যাদিকারিণেঃ বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রভূত
ঐশ্বর্যেতি । স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারান্নাং আদ্যন ব্রজনে তে উভে অপিতস্য ভজ্ঞে
ইতিভাবঃ । বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে সৰ্বদেতঃ ভাবেন কাভীষ্টংপ্রতিস্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভা-
বাপি সমুচিত বিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ । প্রসন্ন চেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যে-
বেতি জ্ঞেয়ং । তয়া বিন তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমং স্বক্কেএব প্রপঞ্চিতং । কূত বোদ্ধশান্ত-
স্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টস্য ভক্ত্যেব চিত্ত প্রসাদদৃষ্টেঃ । ৬৪ । ৬৫ ।

উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়মতি নাস্তীতি । অযুক্তসাধনীকৃত মনসো বুদ্ধিরাত্মবিবৰিণী
প্রজ্ঞা নাস্তি । অযুক্তস্য তাদৃশ প্রজ্ঞাদেহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বর ধ্যানতঃ । অভাবয়তঃ অবৃত
ধ্যানস্য শান্তি বিষয়োপরাদে নাস্তি । অশান্তস্য সুখং আত্মানন্দো ন । ৬৬ ।

অযুক্তস্য বুদ্ধিরাস্তীত্যপগময়তি । ইচ্ছ্যাণাং স্বাবিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদন এক-

যুক্ত বৈরাগ্য যোগ অবলম্বন করিলে স্থিত প্রজ্ঞা দ্বারা রাগ ধ্বম ত্যাগ-
পূৰ্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথা যোগ্য সমস্ত জড় বিষয়ে চালিত করিয়াও
বিধেয়াত্ম পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্ত প্রসাদ লাভ করেন । চিত্ত প্রসাদ
অর্থাৎ ভক্তি উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয় । ভক্তগণের বুদ্ধি সৰ্ব-
তোভাবে স্বীয় অভীষ্ট প্রতি স্থির থাকে । ৬৪, ৬৫ ।

আর দেখ বাহাদের পরম রস ধ্যান নাই তাহাদের নিকট রস হইতে
শান্তি কি রূপে হইতে পারে? অশান্ত ব্যক্তির বা পরম সুখ কি রূপে লাভ
হয়? অতএব অযুক্ত লোকের বুদ্ধি এবং পরম রস ভাবনা রূপ ভগবদ্ধ্যান
কখনই সম্ভব হয় না । ৬৬ ।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে ।

তদন্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ।

তস্মাদন্য মহাবাহো ! নিগৃহীতানি সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি না নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥ ৬৯ ।

ইন্দ্রিয়ঃ অনুবিধীয়তে । যুগ্মা সর্বক্ৰিয়ানুবর্তিঃ ক্রিয়তে তদন্য মনঃ অস্যপ্রজ্ঞাং বায়ুঃ হরতি । যথাক্রমি নৌযমানং নাবং প্রতিক্রমো বায়ুঃ । ৬৭ ।

যস্য নিগৃহীত মনসঃ হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রুং নেহুপি তথা মনোহপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ । ৬৮ ।

হিতপ্রজ্ঞস্য কুলভঃ সিক্তঃ সন্তোষ্য নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি । বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয় প্রবণা চ । তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ সঃ সর্বভূতানাং নিশা । নিশায়াং কিং কিংস্যান্ধিতি তস্যাং দপত্যেতন্নঃ যথ ন জনন্তি তথৈবাত্ম প্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্তু সর্বভূতানি ন জানন্তি । কিন্তু তস্যাং সংযমী হিতপ্রজ্ঞাজাগর্তি নতু অপত্যঃ আত্মবুদ্ধিনিষ্টানন্দং সাক্ষানভুভবতি । যস্যাং বিষয় প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতান জাগর্তি তন্নিঃ বিষয়বুদ্ধ-

প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যে রূপ অস্থির করে সেই রূপ ইন্দ্রিয়ে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়ানুবর্তী হইয়া অযুক্ত লোকের প্রজ্ঞাকে হরণ করে । ৬৭ ।

অতএব, হে মহাবাহো ! বাহ্যর ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্ত বৈরাগ্য যোগ দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে । ৬৮ ।

হে অর্জুন ! বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ আত্ম প্রবণা ও বিষয় প্রবণা । আত্ম প্রবণা বুদ্ধি সর্বভূতের অর্থাৎ জড়মুখ সাধারণ জীবের পক্ষে রাজি বিশেষ । জড়মুখ জীব সকল ঐ রাজিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্যমান বস্তু জান লাভ করিতে পারে না । কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেইরাজিতে আগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধি নিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অমুভব করেন । বিষয় প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুখ জীব আগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠ বিষয় শোক মোহাদি সাক্ষাৎ অমুভব করে । কিন্তু তাহাই হিত প্রজ্ঞ মূনির সম্বন্ধে রাজি বিশেষ । তিনি তাহাতে সংসারী লোকের মুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয় সকল উদাসীন্যভাবে দেখিতে দেখিতে যতোগ্য বিষয় সকল যথোচিত নিলেপভাবে স্বীকার করেন । ৬৯ ।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তিস্বদ্বং ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্কো

স শাস্তিমান্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ।

বিহার কামান্ যঃসর্কান্ পুমান্শ্চয়তি নিম্পৃহঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তি মধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ।

শোকমোহাদিকং সাক্ষাদমুভবতি ন চুতত্র অপস্থি । সা যুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যনিশা তদ্বিঃ কিমপি-
নাশুভবতীত্যর্থঃ । কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখ প্রদান্ বিষয়ান্ তত্রোদাসীন্যোনা-
বলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নিজে পশাদদানস্যোত্যর্থঃ । ৬৯ ।

বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাষ্ট্রত্যমেব নিলেপতেত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি । যথা বর্ষাহু ইত্যন্ততো
নাদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশস্তি কৌদূশং অঃ দৈবদপি অপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যস্তিঃ পুরষিত্বং
নশকাং অচলপ্রতিষ্ঠং অনতি ক্রান্তমর্থ্যাৎ তদ্বদেব কামা বিষয়া যঃ প্রবিশস্তি ভোগ্যদ্বেনারাস্তি ।

যথা অপঃ প্রবেশে অপ্রবেশেণ সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে এবমেব যঃ কামানং
ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এবস্যং স স্থিতপ্রজ্ঞঃ । শাস্তিঃ জ্ঞানং । ৭০ ।

কিন্তু কামেবিশ্বসন নৈতান্ ভুংক্তে ইত্যাহ বিহারেতি নিরহঙ্কারো নিম্মম ইতি
দেহ লৈহিকেষুভা মমতাশূন্যঃ । ৭১ ।

কাম কামী কখনই শাস্তি লাভ করে না । অন্যান্য জল যে রূপ অপূর্য্য-
মান সমুদ্রতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কাম
সকল সেই স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহাব ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না । অত-
এব তিনিই শাস্তিলাভ করেন । ৭০ ।

কাম সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিম্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার
ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন তিনি শাস্তি লাভ করেন । ৭১ ।

এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । হে গুপার্ব ! যিনি ঐ স্থিতি
লাভ করেন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না । অতকালে খট্কার রাজার ন্যায়
ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্মাণ লব্ধ হয় । ব্রহ্ম আপেক্ষা স্থিতিকে
ব্রাহ্মী স্থিতি বলে । ব্রহ্মপ্রাপক লব্ধ যুক্তিকে ব্রহ্ম নির্মাণ বলে । অতঃ

এবা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্যামুচ্ছতি ।

স্থিহ্যন্যামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উপসংহরতি এষেতি । ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা । অস্তকালে ব্রহ্মসময়েহপি কিং পুনরা-
বাস্যঃ । ৭২ ।

জ্ঞানং কৰ্মচ বিস্পষ্টং অস্পষ্টং ভক্তিযুক্তবান ।

অতএবারমধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসুত্রমুচ্যতে ॥

ইতি সারর্থ বর্ষণাং হর্ষণাং ভক্তচেতসাং ।

শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়েহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ নতান্ ॥

বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম । সেই তত্ত্ব অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত রস লাভ হয় । ৭২ ।

এই অধ্যায়কে গীতা সূত্র বলা যায় যে হেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কৰ্ম ও জ্ঞান ও অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জায়নী চেৎকৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনার্দন !

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ! ॥ ১ ॥

নিকামমৰ্শিতং কৰ্ম্ম তৃতীয়েহু প্রাপ্যতে ।

কাম ক্রোধ জিগীষাঃ বিবেকোহপি প্রদৰ্শ্যতে ।

পূৰ্ব্ববাক্যেণ জ্ঞানযোগঃ নিকামকৰ্ম্মযোগাচ্চ নিব্রৈণ্ডণ্য প্রাপকস্য গুণাভীত ভক্তিশ্ৰেণ
গম্য উৎকৰ্ম্মাকলম্ব্য তত্রৈব কোৎসুক্যামভিব্যক্তমন অধৰ্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্তকঃ ভগবন্তঃ সখ্য-
ভাবেনোপাশ্রিতঃ । জায়নী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিব্যবসায়ান্নিকা গুণাভীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ । ঘোরে
যুদ্ধরূপে কৰ্ম্মণি কিং নিযোজয়সি প্রবৰ্ত্তয়সি । হে জনার্দন, জনান্ স্বজনান্ স্বজ্ঞান্য পীড়য়-
সীত্যর্থঃ । নচ তদা জ্ঞানো কেনোপাশ্রিত্য কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব, কোব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ
তাপি বয়সে বশীকরোষি । ১ ।

ভাবয়স্য অৰ্জুন ! সত্যং গুণাভীতা ভক্তিঃ সৰ্ব্বোৎকৃষ্টেব কিন্তু সা বাদৃচ্ছিক মনৈক-
মন্তিক মহাভক্ত ক্লিপৈক লভাত্বং পুরষোদ্যমসাধ্যা নভবতি । অতএব নিব্রৈণ্ডণ্যো ভব গুণা-
ভীতয়া মদ ভক্ত্যা হং নিব্রৈণ্ডণ্যো ভূয়াইতাশীর্কান এবদন্তঃ । সচ যদা ফলিষ্যতি তদাতা-
দুশ যাদৃচ্ছিকৈকান্তিক ভক্তরূপয়া প্রাপ্তামপি লপ্যাসে । সাম্প্রতিক কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তেইতি
মহাভক্তমেবেতি দেখ্যসত্যং তর্চিকর্ষেব নিকিত্য কথং ন জ্ঞেবে কিমিতি সন্দেহসিদ্ধো মাং
ক্লিপসীতাহ ব্যামিশ্রেণেতি । বিশেষতঃ অসম্যাক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং যত্র তেন
বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি । তথাহি “কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে” ইতুক্ত্যপি “বুদ্ধিযুক্তো
জহাতিহ উতে যুক্ততদ্বৃক্তে । তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কোশল মিতি ।” সিদ্ধ্যা-
সিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগউচ্যতে । যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি । যদা তে মোহ-

হে জনার্দন ! হে কেশব ! কৰ্ম্মাদি অপেক্ষা ব্যবসায়ান্নিকা গুণাভীতা
ভক্তি বিষয়িনী বুদ্ধি যদি তোমার মুতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কি জন্য আমাকে ঘোর
যুদ্ধরূপ কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবার অহুমতি প্রদান করিতেছ ? ১ ।

ব্যাগিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াং ॥ ২ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানব ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ।

কলিমিত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি । কিঞ্চাত্রেব শঙ্কেন হৃদ্বাক্যস্য বস্তুতোনাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং নাপি রূপালোস্তব মন্যোহনেচ্ছা । নাপি মম তত্ত্বদর্শনভিত্তত্বং, বিস্তৃষ্টত্বত্যাএব তবকথনমুচিতমিতিভাবঃ । অয়ং গূঢ়োহতিপ্রায়ঃ—এজসাৎ কর্মণঃ সকাশাৎ সাহিকং কর্ম-শ্রেষ্ঠং তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং তচ্চ সাহিকমেব । নিগুণাভক্তিস্ত তস্মাদতি শ্রেষ্ঠৈব । তত্র সা যদি ময়ি নসম্ভবেদিতি ক্রোধে, তদা সাহিকংজ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ । ততএব দুঃখময়ঃ সংসারবন্ধনানুস্তো ভবেয়মিতি । ২ ।

তুমি যে সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবা মাত্র পরস্পর অমিলিতার্থবোধক বলিয়া বোধ হয় । কোন স্থলে তুমি ভক্ত রূপালভ্য নিগুণ ভক্তির উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্মাদিকার প্রকাশ কবত আমাকে কর্মানুষ্ঠানের অহুজ্জা করিলে । ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে রাজস কর্ম হইতে সাহিক কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানও সাহিক কর্ম বিশেষ । যদি আমার নিগুণ ভক্তি লাভের অধিকার নাই হইয়া থাকে, তবে আমাকে সাহিক কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান শিক্ষা দেও । সেই জ্ঞান দ্বারা আমি সংসার বন্ধ মুক্ত হই । কর্মাদিকারীকে কর্মই শিক্ষা দেওয়া ভাল । অন্তএব নিশ্চিত বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান কর । ২ ।

ভগবান কহিলেন, আমি যাহা পূর্বাধ্যায়ে বলিয়াছি তাহাতে আমার এ রূপ উপদেশ নয় যে সাংখ্য যোগ ও কর্ম যোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষ-সাধনোপায় । ভক্তি যোগ ব্যতীত মোক্ষ সাধনোপায় আর কিছুই নয় । সেই ভক্তি যোগ সাধন বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার । যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধাত্মঃ করণ, তাহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ় । তাহাদের সাংখ্যজ্ঞান যোগ দ্বারা নিষ্ঠা । অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম যোগ নিষ্ঠা তাহা তাহাদের আদরণীয় নয় । তাহারা সাংখ্য যোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তি যোগে অধিরূঢ় হয় । যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান

ন কর্মণামনারস্তান্নৈকস্ম্যং পুরণমোহমুতে ।

নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মক্লং ।

কার্যতে হবশঃ কর্ম সর্বং প্রকৃতিজৈশ্চৈবৈঃ ॥ ৫

অজ্ঞোত্তরং যদি ময়া পরম্পর নিরূপক্ষাৎ যেন মোক্ষসাধনং তেন কর্মযোগে জ্ঞানযোগোত্তরো
স্যাভ্যং তদা তদেকং বদ নিশ্চিত্য ইতি স্বপ্রাপ্তা ঘটতে । যদাতু কর্মনিষ্ঠা জ্ঞান নিষ্ঠাবশেন
যদৈকবিধমুক্তং তৎখলু পূর্ণাভ্যাসে দশাভেদাদেব । নহু বস্ততো মোক্ষং প্রত্যধিকারি
ঈদমিত্যাহন্যাকে ইতি দ্বাভ্যং । দ্বিবিধা দ্বিঃপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতিমর্যাদা ইত্যর্থঃ ।
পূর্ণা প্রোক্তা পূর্ণাধ্যায়ে কথিতা । তাসম্বাচ সাংখ্যানাং সাংখ্যং জ্ঞানং তদ্ব্যভ্যং । তেবাং
শুদ্ধান্তঃ করণতেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্যাদা স্থাপিতা । অত্র
লোকে তে জ্ঞানিহেনৈব ব্যাপিতা ইত্যর্থঃ । তানি সর্বাণিসংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যো-
দিনা । তথা শুদ্ধান্তঃকরণতাত্পরেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়াঃ সমর্পণাৎ যোগিনাং তদারোহণার্থ-
মুণারবতাং কর্মযোগেন মদর্পিত নিষ্কাম বর্জনা নিষ্ঠামর্যাদা স্থাপিতা । তে খলু কর্মিহেনৈব
ব্যাপিতা ইত্যর্থঃ । ধর্ম্যাদ্বিগুহ্যং প্রয়োজন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বদ্যতে ইত্যাদিনা । তেন
কর্মিণো জ্ঞানিন ইতি নাম মাত্রৈবৈব দ্বিবিধ্যং । বস্ততন্তকর্মিণএব কর্মিভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞান-
নো ভবন্তি জ্ঞানিনএব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্য সমুদায় ইতি ভাবঃ । ৩ ।

চিন্তাশুদ্ধাত্মনো জ্ঞানানুগতিমাহ নেতি । শাস্ত্রীয়কর্মণামনারস্তান্নৈকস্ম্যং জ্ঞানং
প্রাপ্নোতি নচাশুদ্ধচিত্তঃ—সংন্যাসনং শাস্ত্রীয়কর্মত্যাগং ॥ ৪ ।

কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃত সংন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্মপরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্মণি নিষ্কলিতীত্যাহ
নহীতি । নহু সংন্যাস এব তস্য বৈদিক লৌকিক কর্ম প্রযুক্তি বিরোধী তদ্রাহ কার্যত ইতি ।
অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ । ৫ ।

ভূমিতে আরোহণপূর্বক অবশেষে ভক্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ করে । বস্তত ভক্তি
ভূমি লাভ করিবার যে সোপান তাহা একই মাত্র । আরোহীদিগের অবস্থা
ক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয় । ৩ ।

শাস্ত্রীয় কর্ম অমুষ্ঠান না করিলে নৈকস্ম্যরূপ জ্ঞান লব্ধ হয় না । শাস্ত্রীয়
কর্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ চিন্ত পুরুষ কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিবে ? ৪ ।

অশুদ্ধ চিন্ত পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি সিদ্ধ ভণ দ্বারা
উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম সকল করিতে থাকে । অতএব
তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র নির্দিষ্ট চিন্ত শৌধক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয় । ৫ ।

কর্মেজিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইজিয়ার্থান্ বিমূঢ়াঃ মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ ৬ ।

যস্মৈজিয়াণি মনসা নিয়ম্য রভতে হর্জুন !

কর্মেজিয়ৈঃ কর্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ ।

শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ ॥ ৮ ।

নম্ তাদৃশোহপি সংন্যাসী ককিৎ ককিদিজিয় ব্যাপার শূন্যে মুক্তিতাক্ষো দৃশ্যতে তজ্জাহ
কর্মেজিয়াণি । বাক্যপাদ্যাদীনি নিগূহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্তে স মিথ্যাচা-
রো ভাস্কিকঃ । ৬ ।

এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্মকর্তা গৃহস্থশ্চ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বভূতি । কর্মযোগঃ শাস্ত্রবিহিতঃ ।
অসক্তোহক্ষণাকাক্ষী বিশিষ্যতে । অসন্তোষিত প্রসাদভেন জ্ঞাননিষ্ঠাঃ পি পুরুষাঃ পিষ্ট ইতি
শ্রীমাদ্ভজাচার্যচরণঃ । ৭ ।

তস্মাৎ নিয়তং নিত্যং সন্তোষাপাসনাদি, অকর্মণঃ কর্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ জায়ঃ শ্রেষ্ঠঃ ।
সংন্যাস্ত সর্বকর্মণস্তব শরীর নির্বাহোহপি ন সিধ্যোৎ । ৮ ।

নম্ তর্হি কর্মণা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতেঃ কর্মণিরূপে বন্ধঃ স্যাৎসিদ্ধি চেন্ন । পরমেশ্বরার্পিতঃ
কর্ম ন বন্ধকমিত্যাহ স্বভাবাদিতি । বিকৃপিতো নিকায়ো ধর্ম এব বন্ধ উচ্যতে । তদর্থং
বৎকর্ম ততোহন্যত্বেব অরণ্যলোকঃ কর্মবদনঃ কর্মণা বধ্যমানে ভবতি । তস্মাৎ ত্বং তদর্থং
তাদৃশ ধর্মসিদ্ধার্থং কর্ম সমাচর । নম্ বিকৃপিতোহপি ধর্মঃ কাগনামুদ্দিশ্য কৃত্যৎকৎ বন্ধকো

চিত্ত বাহার শোধিত হয় নাই তাহার কর্মেজিয় সংযম করিলে কি হইবে ?
সেই ব্যক্তি কর্মেজিয় সমুদায় সংযম করিয়া মনে মনে ইজিয়ার্থের আলোচনা
করিতে থাকিবে । অতএব সেই মুঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায় । ৬ ।

যিনি মনের দ্বারা ইজিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া 'কর্মেজিয় দ্বারা
গৃহস্থ ধর্মে কর্ম' যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে অশক্ত হইলেও
মিথ্যাচারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যে হেতু আপাততঃ অশক্ত হইলেও কর্ম যোগ
করিতে করিতে ক্রমশঃ ফলাকাক্ষা ত্যাগপূর্বক শক্ত হইবেন । ৭ ।

অসক্তিকারী ব্যক্তির কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ । তোমার কর্ম ত্যাগ
দ্বারা যখন শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয় ।
অতএব কাম্য কর্ম ত্যাগপূর্বক সন্তোষ উপাসনাদি নিত্য কর্ম করিতে করিতে
চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান ভূমি ক্রান্তিক্রম করত নিগুণ ভক্তি লাভ করিবে । ৮ ।

যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কৰ্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষাধ্বমেষবোহন্সিষ্ঠকামধুক্ ॥ ১০ ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ।

ভবত্যেব ইত্যাহ । মুক্তসঙ্গঃ কলাকাজ্জ্জ্বলিতঃ । এবমেবোদ্ধবং প্রতাপি শ্রীভগবতোক্তং—
‘অধর্মহো যজন যজ্ঞৈরনাশীঃ কামউজ্জ্বল । ন যাতি ধর্ম নরকো যদ্যন্যথনসমাচরেৎ । অগ্নিন্
লোকে বর্তমানঃ অধর্মহোহনবঃ শুচিঃ । জ্ঞানং বিমুক্তমাপ্নোতীতি ॥’ ৯ ।

তদেব অনুদ্ধচিত্তো নিকামং কর্মেব কুর্য্যৎ নতু সন্ন্যাসং ইত্যুক্তং । ইদানীং যদিচ
নিকামোহপি ভবিতুং ন শক্যঃ তদাসকামমপি ধর্মং বিকর্মপিতং কুর্য্যৎ নতু কর্মত্যাগমিত্যাহ
সহেতি সগুণিঃ । যজ্ঞেন সহিতঃ সহযজ্ঞাঃ বোপসর্জনস্যোতি সহস্যাদদেশাভাবঃ । পুরা

ভগবদর্পিত নিকাম ধর্মকে যজ্ঞ বলে । সেই যজ্ঞ উদ্দেশে যে কর্ম করা
যায় তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম সে সমুদায়ই কর্ম বন্ধন বলিয়া জানিবে । তুমি
যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্ম আচরণ কর । কামনা উদ্দেশে ভগবদর্পিত কর্মও বন্ধন
হেতু হয়, অতএব কর্মকলাকাজ্জ্বলিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম কর । এবম্বিধ
কর্ম, ভক্তি যোগের সাধক স্বরূপ হইয়া, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করত নিগুণ
ভক্তি লাভ করাইবে । ৯ ।

অগুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির নিকাম কর্মই কর্তব্য । কর্ম সন্ন্যাস তাহার পক্ষে
শ্রেয় নয় । যদি নিকাম কর্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয়
তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করিবেন । কোন মতেই কর্ম
ত্যাগপূর্বক অকর্ম ও বিকর্মকে বরণ করিবেন না । ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা-
গণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্মকে
আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও । এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান
করুন । ১০ ।

এই যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন । দেবতা
সকল প্রীত হইয়া, তোমাগিকে ইষ্ট কল দান দ্বারা প্রীতি প্রদান
করুন । ১১ ।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দান্যাস্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।

তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যোভুঙক্তে স্তেন এবসঃ ॥ ১২ ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যাস্তে সর্সকিৰিষেঃ ।

ভুঞ্জতে তে ভৃংগাপাণা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥ ১৩ ।

বিকর্পিত ধর্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ । ব্রহ্মা উবাচ অনেন ধর্মেণ প্রসবিষ্যৎ প্রসবোবুদ্ধিঃ
উত্তরোত্তরমতি বুদ্ধিঃ সতর্কসিত্যর্কঃ । তস্যৈ স কামমহাভয়ক্যাহ এষযজ্ঞো ব ইষ্টকামধুন্
অভীষ্টভোগপ্রদোহুত্যাঃ । ১০ ।

কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞঃ ভবেত্তুত্বাহ দেবানিতি । অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবিত
ভাববতঃ ব্রহ্মত । ভাব প্রীতিবৃদ্ধজান্ ব্রহ্মত প্রোথয়ত ইত্যর্থঃ । তে দেবা অপি বঃ
প্রাণবন্ত । ১১ ।

এতদেব স্পষ্টীকৃত্য কথ্যকারণে দোষমাহ ইষ্টাশিনেতি । তৈর্দত্তান বৃষ্টাদি দ্বারেনাশ্রীণ
উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ । এভ্যোদেবেভ্যঃ পক্ষমতাবজ্ঞাদিভিরনহঃ যো ভুঙক্তে সতু চৌর-
এব । ১২ ।

বিশেষদেবাদি যজ্ঞাবশিষ্টঃ বে স্মৃতি তে পক্ষ্মনাক্রুতঃ সর্সকঃ পাপৈমুচ্যাস্তে । পক্ষ-
মূনাং সত্বাক্তাঃ—“কণী পেযণী চুরী উবুড্ভিচ মর্জ্জনী ! পক্ষ্মনা গৃহস্মা তাভিঃ সর্গ-
নবিস্তি ।” ১৩ ।

জগচ্চক্র প্রবৃত্তি চেতুর্ভাবপি যজ্ঞং কুর্যাদেবেত্যাহ । অন্নাদ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি
ভূতান্যং হেতুরন্যং । অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতঃ প্রাণিশরীর সিন্ধেঃ । তস্যান্নস্য-
হেতুঃ পর্জন্যঃ বৃষ্টিভিদেবান্নসিন্ধেঃ । তস্যাপর্জন্যস্য হেতুর্ধর্মঃ । লৌকিক ক্রুতেন যজ্ঞেনৈব
সমুচিত বৃষ্টিপ্রদমেবসিন্ধেঃ । তস্যযজ্ঞস্যহেতুঃ কর্ম ; ঋত্বিক্ যজমান ব্যাপারাত্মকহাঃ কর্ম-
এব যজ্ঞসিন্ধেঃ । তস্য কর্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ । বেদোক্ত বিদিত্যাকাশবর্ণাদেব যজ্ঞং
প্রীতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ । তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম । ব্রহ্মতএব বেদোৎপত্তেঃ । তথাচ-
শ্রুতিঃ—“অস্মা মহতোভূতস্য নিষসিতমেতদৃশে দো যজ্বেদঃ স্যামবেদোহুত্যাশ্রিত ইতি ।”
তস্মাৎ সর্সগতঃ সর্সব্যাপকঃ ব্রহ্ম যজ্ঞ প্রতীকীত মিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ ।

পক্ষ মহা যজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্টাদি দ্বারা
উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চৌর স্বরূপ জ্যেব
ভাক্ হইয়া থাকেন । ১২ ।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি বাহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা উদ্যম জন্য অপরিহার্য
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন । বাহারা কেবল স্বার্থপন হইয়া অন্নাদি ভোগ
করে তাঁহারা পাপাচরণপূর্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে । ১৩ ।

অন্নাস্তবন্তি ভূতানি পৰ্জন্যাদন্ন সমুৎ ।

যজ্ঞাস্তবন্তি পৰ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ।

কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অবাসুরিন্দ্রিয়ারণো মোহঃ পার্থ ! স জীবতি ॥ ১৬ ।

অত্র বদ্যপি কার্যাকারণভাবেনান্নান্না ব্রহ্মপৰ্য্যন্তঃ পদার্থ উক্তাস্তদপি তেহু মধ্যো ব্রহ্মএব
বিবেকহীন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি । সএব প্রস্তুতঃ । অর্থো প্রাপ্তাহতিঃ সমাধা দিত্যুপস্থিতঃ ।
আদিভ্যাক্ষরতে বুদ্ধি বৃত্তেরসং ততঃ প্রজঃ ইতি স্মৃতেঃ । ১৪ । ১৫ ।

এতদনুষ্ঠান প্রত্যায়মাহ এবমিতি । চক্রং পূৰ্ণপঙ্কভাগেন প্রবর্তিতং । ব্রহ্মাৎ-
পৰ্জন্যঃ পৰ্জন্যাদন্নং অন্নং পুরুষঃ পুরুষাৎ পুনর্ব্রহ্মঃ ব্রহ্মাৎ পৰ্জন্যইত্যেবং চক্রং যো নানু-
বর্তয়তি ব্রহ্মানুষ্ঠানেন ন পরিবর্তয়তি স অবাসুঃ পাপব্যাপ্তায়ঃ । কো নরকে ন মজ্জতি ইতি
ভাবঃ । ১৬ ।

অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয় । বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় । যজ্ঞ
দ্বারাই পৰ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয় । যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন । কৰ্ম্ম ব্রহ্ম
হইতে উদ্ভূত । অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম যে বেদ তাহা উৎপন্ন । অতঃ-
এব জগচ্চক্র প্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে
নিতান্ত কর্তব্য । তাহাতে সৰ্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন । ১৪, ১৫ ।

হে পার্থ ! কাম্যকৰ্ম্মাদিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্র
প্রবর্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয় সেবক হইয়া
বৃথা জীবন ধারণ করেন । তাৎপর্য্য এই যে ভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মযোগে পাপ
পুণ্যের অধিকার নাই । কেননা সেই পস্থা নিৰ্গুণ ভক্তি লাভের প্রশস্ত পস্থা
বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে । সেই পস্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কবায় নান্যরূপ
চিত্তগুহি অনায়াস-লভ্য । যে সকল ব্যক্তি ভগবদর্পিত নিকাম কৰ্ম্মযোগের
অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সৰ্ব্বনা কামনা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কণীভূত
অভাব পাশুরত । তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সংকোচ করিবার জন্য পুণ্য কৰ্ম্মই
এক মাত্র উপায় । পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয় । যজ্ঞ
ব্যবস্থাই ধর্ম্ম অথবা পুণ্য কৰ্ম্ম । তাহাতে সমষ্টিজীবনের শুভ এবং জগচ্চক্রের

যজ্ঞাত্মবতির্যেবস্যা'ৎ অ'ত্মতুগুশ্চ মানঃ ।

অ'ত্মন্যোব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ।

নৈব তস্য ক্রুতেনার্থো নাক্রুতেনেহ কশ্চন ।

তদেবং নিকামত্বাসামর্থ্যে সকামোহপি কৰ্ম্ম কুৰ্য্যাদেবেত্যান্তঃ । যজ্ঞ ওজ্ঞাস্তঃ করণত্যাং
জ্ঞানভূমিকায়াক্রমঃ স তু নিত্যং কাম্যক ন করোতীত্যাহ যজ্ঞিতি জ্ঞাত্যাং । আত্মরতিঃ আত্মা-
রামঃ যত আত্মত্বং আত্মানন্দাস্বতবেন নিবৃত্তঃ । নবাস্তানি নিবৃত্তো বহির্বিষয়ভোগেহপি
কিকিরিত্বতো ভবতু তত্র নৈবুপত্যাহ আত্মন্যো । নতু বহির্বিষয়ভোগে তস্যাকার্যং কৰ্ত্তব্যত্বেন
কৰ্ম্মনাতি ॥ ১৭ ।

গতি শূন্য-রূপে সাধিত হয় তাহাই পুণ্য । পুণ্য ব্যবস্থা দ্বারা পঞ্চস্থনা প্রভৃতি
অপরিহার্য পাপ সকল নষ্টহইয়া পড়ে । অমুষ্ঠাতার স্বীয় শ্রুত ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি,
যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষা পূৰ্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাদ্ব হইয়া
পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হয় । যে সকল অলঙ্কিত বিধি দ্বারা জগন্মঙ্গল রূপ
ফলের উৎপত্তি হয় তাহারা ভগবৎ শক্তি-জাত দেবতা বিশেষ । সেই বিধি-
রূপ দেবতা দিগকে প্রীত করিয়া তাহাদের অমুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে
আর কোন পাপ থাকেনা । ইহাকেই কৰ্ম্ম চক্র বলে । এই রূপ দেবতা
পূজার দ্বারা যে কৰ্ম্ম স্বীকার, তাহাকে ভগবদর্পিত কাম্য কৰ্ম্ম বলে । সেই বিধি
সকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা কেবল নৈতিক,
বিশুদ্ধিপিত কৰ্ম্মাচারী নয় । অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত কাম্য কৰ্ম্মাচার
করা ভদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গল জনক । ১৬ ।

এবমুত্ত কৰ্ম্ম-চক্রে বর্তমান জীব সকল কৰ্ত্তব্য বলিয়া কৰ্ম্মাছুষ্ঠান করেন ।
কিন্তু যিনি আত্মরতি অর্থাৎ অনাস্ব ও আত্ম তত্ত্বকে পুণ্যরূপে বিবেচনা
করিতে সক্ষম হইয়া আত্ম বস্তুতেই রত, তিনি আত্ম তৃপ্ত এবং আত্ম বস্তুতেই
সন্তুষ্ট । তিনি কৰ্ত্তব্য বলিয়া, কৰ্ম্মাছুষ্ঠান করেননা । কেবল শরীর বাজা
নির্কাহের জন্য কৰ্ম্ম করিয়া কৰ্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপ শান্তিকে অমুসন্ধান
করেন । অতএব সীমন্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য ও কাম্য কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান
করেন না । এই জন্য তাঁহার কৰ্ম্মকে কৰ্ম্মনামে অভিহিত করা যায়না ।
তাঁহার কৰ্ম্মসকলকে জঘন্য ভেদে জ্ঞান নয় ভক্তি বলা যায় । ১৭ ।

আত্মানন্দাত্মত্বী ব্যক্তির কৰ্ত্তব্যাছুষ্ঠানের অর্থ পুণ্য এবং কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান জন্য পাপ লব্ধ হয় না । আত্মদ্ব দ্বাবর পর্যন্ত ভূত সকলের মধ্যে

ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদৰ্থ ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পূৰুষঃ ॥ ১৯ ।

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ সাংস্থিতা জ্ঞানকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুর্গর্হসি ॥ ২০ ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ।

কুতেনাস্থিত্যেব কৰ্ম্মণানার্থঃ ন ফলঃ । অকুতেন কৰ্ম্মন প্রত্যাবায়োৎপি ন । যস্মানস্য সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডে হাবয়াদিষু মধ্যে ককিৰপাখীর অপ্রয়োজন্যং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীরো নভবতি । পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে । যথা বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিহুবহতাং নৃণাং । জ্ঞানবৈরাগ্য বীৰ্য্যাণাং নেহ ককিৰ্য্যাপাশ্রয়ঃ । ইতি । তথা যদপাশ্রয়ঃ শুভ্যন্তীতি সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ইত্যাদাবপ্যাপেহ্যপসর্গস্যানধিকার্যং দুইং । ১৮ ।

তস্মাস্তব জ্ঞান ভূমিকা রোহণে নাস্তি দোষাঃ । কাৰ্য্যকৰ্ম্মণি তু সন্ধিবৎকবতন্তব নৈবাধিকারঃ । তস্মাদ্ভিক্ষাং কৰ্ম্মৈব বুর্জিত্যাহ তস্মাদিতি । কাৰ্য্যবশ্য কর্তব্য এন বিহিতং পরং মোক্ষং । ১৯ ।

অত্র সমাচারং প্রমাণয়তি কৰ্ম্মণেতি । যদি বা হুং আত্মনঃ জ্ঞানাদিকারিণং মন্যাসে তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণ্যং কৰ্ম্মৈব বুর্জিত্যাহ লৌকেতি । ২০ ।

লোকসংগ্রহ প্রকারমেবাহ যদ্যদিতি । ২১ ।

যে সকল সার্থ আছে তাহা তাঁহাব আশ্রয়ণীয় নয় । আত্মরতি দ্বারা সংতুষ্ট হইয়া তাঁহার পাপ পুণ্যের উদ্দেশ থাকে না । তিনি স্বভাবতঃ সাহা করেন বা বাহা না করেন সমস্তই মঙ্গলস্বর । ১৮ ।

কৰ্ম্ম ফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সৰ্ব্বনা কর্ম্মাহুষ্ঠান কর যেহেতু অনাসক্ত ভাবে কৰ্ম্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষ লাভ হয় । মোক্ষ আর কিছুই নয় কেবল কৰ্ম্ম সকলের চরম পরিপাক অবস্থায় যে পরমাশুক্তি তাহাই মাত্র । ১৯ ।

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাদিকারী ব্যক্তিগণ কৰ্ম্ম দ্বারা ভক্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব লোক শিক্ষার্থেও তুমি কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য হও । ২০ ।

শ্রেষ্ঠ লোক যি রূপ আচরণ করিয়া থাকেন অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন । তিনি বাহ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তি হয় । ২১ ।

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

নানবাঞ্ছনবাঞ্ছনং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২ ॥

যদি ছহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতশ্চিদতঃ ।

মম বজ্রানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

উৎগৌদেষুরিমে লোকা ন কুর্য্যাম কৰ্ম্ম চেদহং ।

সঙ্করন্য চ কৰ্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্য্যন্তি ভারত !

কুর্য্যাদ্বিধাঃ স্তথা সক্তশ্চিকীৰ্ষ লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥

অত্রাহমেব দৃষ্টান্তইত্যাহ ত্রিভিঃ । ২২ ।

অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরনির্ভর্য্যঃ । ২৩ ।

উৎগৌদেষুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য স্বর্গমকুর্য্যাম জংশোভঃ । তত্চক বর্গসম্বৎসরভবেৎ তস্যাণ্য-
'হমেব কৰ্ত্তব্যং এবমহমেব এজ. ইত্যং মলিনাঃ কুর্য্যাম ॥ ২৪ ॥

তস্যাং প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি । ২৫ ।

অনং কৰ্ম্মজড়িতং হংকৰ্ম্মসংন্যাসংকৃত্য জ্ঞানাত্মাসেনাত্মিব কৃতার্থী ভবেতি বুদ্ধিতেষং ন
জনয়েৎ কৰ্ম্মসজ্জিনামশুদ্ধান্তঃকরণেহন কৰ্ম্মসংবাসিত্ত্বমহং । কিন্তু হংকৃতার্থী ভবিষ্য-
নিকাম কৰ্ম্মেব কুর্য্যন্তি কৰ্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারণেৎ । অত্রকৰ্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তী-
ভবেৎ । নহু "অনং নিজেসং বিধানবৃত্ত্যজ্ঞায় কৰ্ম্মতি । ন রতি রোগিনোঃপথ্যং বাত-
তোঃপি ভিষক্ তঃ ॥" ইত্যাজিত বাক্যেনৈতদ্বিকৃত্যভে, মহং । তৎকনু ভক্ত্যুপদেশক-
বিষয়ং ইদন্ত জ্ঞানোপদেশক বিষয়মিত্যবিরোধঃ । জ্ঞানন্যাত্মকেরণশুদ্ধাধীনহং তচ্ছ

হে পার্থ ! আমি পরমেশ্বর, আমার এই ত্রিলোক মধ্যে কিছু কৰ্ত্তব্য
নাই । তথাপি আমি কৰ্ম্মাচরণ করিতেছি । ২২ ।

অতঃপিত হইয়া যদি আমি কৰ্ম্মত্যাগ কবি তবে মৰ্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া সকল
মহুয্যই কৰ্ম্মত্যাগ করিবে । ২৩ ।

আমি কৰ্ম্ম না করিলে কৰ্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং
আমাত্মস্বার্থ বিধি স্মার্ক্য উৎপত্তি হইলে, সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে । ২৪ ।

অতঃপিত লোক সংগ্রহের জন্য বিধান ব্যক্তি অনাসক্তভাবে সেইরূপ কার্য্য
করুন, যেমত অবিধান ব্যক্তি আগন্ত হইয়া কৰ্ম্ম করেন । অতঃপিত বিধান
কর্ত্ত অবিধানের কৰ্ম্মের প্রকার পৃথক নয়, কেবল তাহারদের আসক্তি ও অনাসক্তি
সম্বন্ধীর নিষ্ঠা পৃথক, ইহাষ্ট জ্ঞানিবে । ২৫ ।

ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্মসঙ্গিনং ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সঙ্গাচরন্ ॥ ২৬ ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণ নি শুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বদাঃ ।

অহঙ্কারবিনৃতা জ্ঞা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ।

দেহে নিকামকর্ম্মাধীনহাং । ভক্তদেহে অতঃপ্রাপ্ত্যাং অর্ন্তঃকরণগুণিণ্যন্তানপেক্ষহাং । বুদ্ধি-
ভেদো অজ্ঞানপাদয়িতুং শরৎকালং তস্মৈ কর্ম্মিণাঃ বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ ভক্তোপ্রজ্ঞাবতাং
কর্ম্মানধিকারীং । 'তাং কর্ম্মাণি বৃক্ষাণি ন নির্মিত্যভাবত' । মৎকথাশ্রবণার্থো বা জ্ঞাতা
যাঃ সঙ্গাচরতে ।' ইতি । 'কর্ম্মান্ সংতাজ্য যঃ সর্বান্ মাংভজেৎ স চ সন্তমঃ ।' ইতি ।
সর্বকর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি । 'তাত্ত্বাৎ অর্থম্ চরণাশ্রয়ং হরে র্ত্তজরণ-
কোঃ পতেন্ততে: যদি' ইত্যাদি বচনেভ্য ইতি বিবেচনীযং । ২৬ ।

নহি যদি বিদ্বানপি কর্ম্মকর্ম্মান্তঃ পিছনবিচুযোঃ কোবিশেষ ইত্যশঙ্ক্য তয়োর্বিশেষং
দর্শয়তি প্রকৃতেঃ প্রতি ভাষাং । প্রকৃতেঃ স্তম্ভৈর্গুণকাঠৈর্গতিরিক্তৈঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারেণ জিহ্ম-
মাণানি যানি কর্ম্মানি তান্যাহমেব কষ্টং করোমিতি মন্যমান্ মন্যতে । ২৭ ।

গুণকর্ম্মণো বোঁ বিভাগো তয়োস্তস্বং বেত্তীতি সঃ । তত্র গুণবিভাগঃ সহরজন্যমাংসি ।
কর্ম্মবিভাগঃ সহাদিকার্যভেদাৎ দেশতেঃ প্রয বিহয়াঃ । তয়োস্তস্বং অঙ্গপঃ তজ্জ্ঞান গুণাঃ

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান তাহা যিনি না জানেন তিনি
অজ্ঞ । সেই অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মের অবাস্তুর কলরূপ ইতর কামকে স্বীকার
করেন, অতএব তিনি কর্ম্মসঙ্গী । অজ্ঞ ও কর্ম্মসঙ্গী পুরুষকে তাৎপর্য্য বলিলে
প্রকার সহিত আগ্রহতা প্রকাশ করে না । অতএব তাহাকে কর্ম্ম জড়তা ত্যাগ
করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিকাম কর্ম্ম যোগ সহকারে
দয়ঃ কর্ম্মাচরণপূর্ব্বক তাহাকে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন ।
সহসা তাহার বুদ্ধি ভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না ।
জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে । বাহারা ভক্তি
উপদেশ করেন তাহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয়, যেহেতু ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ-
করণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই । ইহা পরে বিশেষরূপে বিচার করিব । ২৬ ।

বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি শ্রবণ কর । অবিদ্যা দ্বারা জড় প্র-
কৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ
সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করেন ।
ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ । ২৭ ।

তদ্বিক্তু মহাবাহো ! গুণকর্মবিভাগয়েঃ'।

গুণাগুণেবু বর্জন্ত ইতি মন্তা 'ন সঙ্জতে' ॥ ২৮।

প্রকৃত্তেগুণ সংমূঢ়াঃ সঙ্জন্তে গুণকর্মসু।

তানক্লংস্রবিদো মন্দান্ ক্লংস্রবিন্ বিচালয়েৎ' ॥ ২৯।

ময়ি সর্কাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্তচেতসা।

দেবতা প্রযোক্তানীশ্বর্যিণি চক্ষুরানীশ্বর্যেণ রূপাদিহু বিষয়েহু বর্জন্তে। অহন্ত ন গুণঃ, নাপি গুণকার্য্যঃ। কোপি, 'না'পি গুণেহু গুণকার্য্যেহু তেহু কোংপি মে সম্বন্ধঃ ইতিমহা বিদ্যাংস্ত ন সঙ্জতে। ২৮।

'মহু' ব'দি জীবা গুণেভো। গুণকার্য্যভ্যক পৃথগ ভূতাস্তনসম্বন্ধাস্ত ই' কথং তে বিষয়েহু সঙ্জন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ। প্রকৃত্তেঃ গুণৈঃ সংমূঢ়ান্ভাশোং প্রাপ্তসংসারোঃ যথা ভূতাবিষ্টো-
মহুযা আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈব প্রকৃতিগুণাদিষ্টাঃ জীবাঃ আনু গুণানেব মন্যন্তে।
অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেহু বিষয়েহু সঙ্জন্তে। তান ক্লংস্রবিদো মন্দমতীন ক্লংস্রবিন্
সর্কাঃ। ন বিচালয়েৎ হংগুণেভ্যঃ পৃথগ ভূতো জীবঃ নতু গুণইতি বিচারং প্রাপদিতুং ন
যততে। কিন্তু গুণাশেষনিবর্তকং নিষ্কামকর্মেব কারয়েৎ। নহি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যাস্তুং ন
ভূতঃ। কিন্তু মনুষ্যএবেতি শতকৃৎপোপাদেশেন আহা মাপদাতে কিন্তু তদ্রবর্তকৌষধ
বিধিস্বাদি-প্রায়োগেনৈবেতি ভাবঃ। ২৯।

তদ্ব্যক্তিং ময়ি অধ্যাত্তচেতসা আত্মনীত্যঃ। এবমধ্যাত্ম ময়ামীভাব সমাসাৎ ততশ্চ আত্মদি
'যচ্চেতস্তদধ্যাত্তচেতন্তেন আত্মনি-ষ্টেনৈব চেতসা'নতু বিষয়'ন-ষ্টেনেত্যর্থঃ। ময়িকর্ম্মাণি সং-
ন্যাস্য সমর্প্য নিরানীনি কামঃ নির্মমঃ সর্কজ মমতাপূনোধ্যাত্ম। '৩০।

হে মহাবাহো! তদ্বিৎ বিদ্বান পুরুষ প্রাকৃত গুণ কর্ম্মকে আত্মা হইতে
পৃথক্ জানিয়া তাহাতে সং করেন না। এই মাত্র মনে করেন যে আমি
পৃথক্। ঘটনা বশতঃ প্রকৃতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম দ্বারা কার্য্য
করিতেছি। ২৮।

মূঢ় ব্যক্তি গুণ সেরূপ বুজি না করিয়া প্রাকৃত বলিয়া আপনাকে বোধ
করেন এবং প্রকৃতির গুণ কর্ম্মে সীমিত সম্বন্ধ বোঝনা করেন। সেই অল্প জ্ঞান
বিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তি দ্বিগুণে তবজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করেন না।
তাই দ্বিগুণে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারহু তব জ্ঞান প্রদান
করেন। ২৯।

অতএব হে অর্জুন! তুমি তব জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যাত্ম চেতা হইয়া প্রাকৃত
অবস্থা ও কল-কামনা পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর। এবং

নিরাশীর্নির্মমো ভূজ্ঞা যুধ্যস্ব বিগতক্লয়ঃ ॥ ৩০ ।

যে মে মতমিদং নিত্যমুত্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহননুমন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ।

যে ত্বেতদভ্যাসুস্তো নানুত্তিষ্ঠন্তি মে মতং ।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তানু বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ।

সক্কতোপদেশে প্রবর্তয়িতুমাং যে ম ইতি । ৩১ ।

বিগতক্লোষমাং যে হিতি । ৩২ ।

নম্ রাজাইব তব পরমেশ্বরস্য মত মনুষ্ঠিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতানি বহুভাষ্যগ্রহাৎ কিং ন বিভাতি, সতঃ । যে খলি স্মিরাণি চারয়ন্তো বর্তন্তে তে বিবেকিনোঃপি রাজঃ পরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তঃ নশকুংসতি । তথৈব তেবাং স্বভাবোহভূদিত্যাহ সদৃশমিতি । জ্ঞানবানপোষং পাপেক্রতে সত্যোবং নরকো ভবিষ্যত্যোং রাজকৃতো ভবিষ্যতি এবং চূর্ণশক ভবিষ্যতিতি বিবেকবানপি অস্যাঃ প্রকৃতে ক্লিরজ্ঞন পাপাত্যাসোখ-হঃখভারস্য সদৃশমন্ত্রপমেব চেষ্টতে । তন্মাং প্রকৃতিং স্বভাবং বাস্তি অনুসরন্তি-। তত্র নিগ্রহঃ তৎশাস্ত্রান্নাৎ নৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুচ্যচিন্তান্ উভয়লক্ষণে নিকাম কর্মযোগঃ, শুদ্ধচিন্তান্ জ্ঞানযোগক সংকর্ত্তং প্রবো-ধয়িতুং চ শক্যোতি । নহত্যশুচ্যচিন্তান্ ; কিন্তু তানপি পাপিষ্টস্বভাবান্ সাদৃশ্যিক নৎ-কৃতপোষতত্ত্বযোগএব উক্তত্বং প্রভবেৎ । যদুক্তংহ্যস্মে—“অহোথন্যোঃসি দেবর্ষে-কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ । নীচোণ্ডংগুলকো লেভে লুভকো রতিমুচ্যতে ।” ৩৩ ।

যস্মাকুঃ স্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তন্মাং বাবৎ পাপাত্যাসোখ-ভূঃস্বভাভো নাভূস্তাৎ যথেষ্ট মিস্মিরাণি ন চারয়েদিত্যাহ । ইন্দিয়স্যোন্নিয়সেতি বীণু-সাদ্ভ-ভ্যেকং সর্বেস্মিরাণাযথার্থে স্বস্ববিষয়ে পরস্মীয়াত্র গাত্রদর্শনস্পর্শন তৎপরিচরণ তৎস্বজনানক জ্ঞানানানো শাস্ত্রনিষেধংপিরাগঃ তথা গুরু বিপ্র তীর্থীতিধি দর্শন স্পর্শন পরিচরণ তৎ সন্ধ্য-

চিন্তা ও সন্দেহ পরিভ্যাগ পূর্বক তোমার স্বধর্ম যে যুদ্ধ তাহা অবলম্বন কর । ৩০ ।

এই-নিকাম 'ভগবদর্পিত কর্মযোগ যিনি সর্বদা অজ্ঞান করেন এবং অহ্মা শূন্য হইয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তিনি কর্ম বদ্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন । ৩১ ।

যিনি এই উপদেশের প্রতি অহ্মা প্রকাশ পূর্বক আমার এই উপদেশ পালন না করেন তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইতে ও নির্বোধ হইতে জানিবে । ৩২ ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বল্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি ।

প্রকৃতিং বাস্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ।

ইন্দ্রিয়স্যোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তয়ো ন বশমাগচ্ছন্তৌ হ্যস্য পরিপস্থিতৌ ॥ ৩৪ ।

দানক ধনবিভরণাদৌ শাস্ত্রকিহিতেষু। দ্বেষঃ ইত্যোত্যৌ বিশেষণাবাহিতৌ বর্তেতে ; তয়ো বশবধীনহং ন প্রাপ্নুয়াৎ । বহা ইন্দ্রিয়ার্থে জীৱর্ণনাদৌ রাগঃ তৎ প্রতিঘাতে কেনচিৎ ক্রতে-
নতি দ্বেষ ইতি অন্য পুরুষার্থ সাধকস্য কচিৎ মনোহুতুলেহর্থে হ্রসসম্বন্ধান্নাদৌ রাগঃ ।
মনঃ প্রতিফুলেহর্থে বিরস কক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ । তথা অপজাদি দর্শন জ্ঞবণাদৌ রাগঃ বৈরি
পুত্রাদি বর্ণন জ্ঞবণাদৌ দ্বেষঃ । তয়োবশং ন গচ্ছন্তিতি ব্যাচক্ষতে । ৩৪ ।

একরূপ মনে করিবেন। যে বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মা বিচার পূর্বক
প্রাকৃত গুণ কর্মকে সহসা ত্যাগ করত সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল
হইবে। জ্ঞানবান হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহু কালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা
করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি পরিত্যাগ হয় তাহা নয়।
বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন
করিবে। সেই প্রকৃতি ত্যাগের উপায় এই যে সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত
বাকিয়া উদযুগ্মীয়ী কর্ম সকল একটু সর্কভার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তি-
যোগ লক্ষণ যুক্ত বৈরাগ্য যে পর্যন্ত হৃদয়াত না হয় সে পর্যন্ত নিকাম ভগবদর্পিত
কর্মযোগই এক মাত্র শ্রেয় পন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম পালন ও স্বধর্ম সংস্কার
উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম ত্যাগ করিলে উৎপথ গমনই চরম ফল হয়।
যে স্থলে মৎকৃপা বা তক্ত কৃপা দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদয়াত হয় সে স্থলে নিকাম
মদর্পিত কর্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা লাভ বশত একরূপ স্বধর্ম পালন বিধি
অবলম্বন পায় না। তদ্ব্যতীত সর্বত্রই এই নিকাম মদর্পিত কর্মযোগই
শ্রেয় । ৩৩ ।

যদি বল ইন্দ্রিয়ার্থ রূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিধির
বন্ধনই সম্ভব, কর্মযুক্তি সম্ভব হইবেনা তবে শ্রবণ কর। বিষয় সকলই যে
জীবের বিরোধী তাহা নয়। বিষয়ে সে রাগ দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু।
অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে। তাহা
হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিবার ভূমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবেনা। যে পর্যন্ত

শ্রয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মোঃ স্মৃষ্টিতঃ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ।

অর্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ ।

ততঃ যুক্তরূপস্য ধর্মস্য বর্ণাবল্লভাংঘেবাদিরাহিতোন কর্তৃমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্যচাহিং-
সাদেঃ স্করদ্বাং ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্রপ্রবর্তিতু মিচ্ছন্তঃ প্রত্যাহ শ্রয়ানিতি । বিগুণঃ কিঞ্চি-
দ্বাং বিপিন্দিষ্টাংপি সম্যগনুষ্ঠাতৃশক্যোপি পরধর্মোঃ স্মৃষ্টিতঃ সাক্ষেবানুষ্ঠাতৃশক্যাদপি
সর্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রয়ান্ তত্রহেতুঃ স্বধর্ম ইত্যাদি । বিধর্মঃ পরধর্মঃ আত্মস
উপসাহিত্যঃ । অধর্মশাখাঃ পক্ষ্মা ধর্মজ্যোঃ ধর্মবস্ত্রাজেদিতি সপ্তমোক্তেঃ । ৩৫ ।

বহুতঃ রাগদ্বेषৌ ব্যবহিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেংপীড়িত্যর্থে পরমী সন্তোষানৌ রাগ-
ইত্যত্র পুচ্ছতি অথোতি । কেন প্রয়োজক কত্রা অনিচ্ছরপি বিধি নিষেধ শাস্ত্রার্থজ্ঞানবদ্বাং

প্রাকৃত দেহ আছে সে পর্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে । কিন্তু
সেই সেই কার্যে দেহাত্মাভিমান বশতঃ যে সকল রাগদ্বেষ-ঘটিয়া থাকে, তাহা
ধর্ম করিতে করিতে তুমি বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিবে । বিষয় সম্বন্ধে যে
ভগবৎ সহজি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গীপক বস্ত্তে বা কার্যে রাগ ও
ভক্তি বিঘাতক বস্ত্ত বা কার্যে দ্বেষ তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না,
কিন্তু আত্মসুখ সহজি রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম
জানিবে । ৩৬ ।

অতএব নিদান মনর্পিত কর্মযোগ বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্মও
ভাল । উত্তম রূপে তত্ত্বটিত হইলেও পর ধর্ম ভাল নয় । স্বধর্ম পালন করিতে
করিতে উচ্চ ধর্ম লাভ করিবার পূর্বেই যদি মরণ হয় তাহাও মঙ্গলজনক,
যেহেতু পরধর্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভর হয় না । তবে নিগুণ ভক্তি উপ-
স্থিত হইলে আর স্বধর্ম ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না ; যেহেতু তখন জীবের
নিত্য ধর্মই স্বধর্ম রূপে প্রকাশ পায়, তপাধিক স্বধর্ম, তখন পরধর্ম হইয়া
পড়ে । ৩৭ ।

এতাবৎ প্রবণ করত অর্জুন কহিলেন, হে বাগ্ধেয়! কাহা কর্তৃক নিযুক্ত
হইয়া, জীব জীব ইহার বিপরীত হইলেও বাধ্যরূপে পাপ আচরণ করে?
আপত্তি কহিয়াছেন যে জীব নিত্য শুদ্ধ চিত্তরূপ, যখন জড়ত্ব ও ক্রিয়াময়

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্ছয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অভয়াবাস্থ্যং ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপশ্চ বিদ্যোনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে ব্রহ্মি র্থবাদশৌমলেন চ ।

পাপেপ্রবর্তিতুমিচ্ছারহিতোহপি বলাদিবৈতি প্রয়োজক প্রেরণাশাং প্রয়োজ্যস্যাপিইচ্ছা সমা-
ক্ৰমণ্যত ইতিভাবঃ । ৩৬ ।

এষ কাম এষ বিষয়াভিসান্নাকঃ পুরুষঃ পাপে প্রবর্তয়তি । তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপঃ
চরতীত্যর্থঃ । এষ কাম এষ পৃথক্ হেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধোভবতি । কাম এষ
কেনচিৎ প্রতি তো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ । কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজ-
স্যং কামাস্তেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ । কামস্যাপেক্ষিত পুরঞ্জন নিহৃতিঃ স্যাদিতি
চেষ্টয়াই মহাশনঃ মহাশনঃ বসত্য সঃ । " বৎ পৃথ্ব্যাঃ ব্রীহি ববঃ হিরণ্যঃ পশবঃ জীৰঃ ।
নালমেকস্য তৎসর্গ মিতিম্ভাশনং ব্রজে দতি " শ্রুতং কামস্যাপেক্ষিতং পুরঞ্চিতুমশক্যমেব ।
নমু শানেন সদ্ধাতুমশক্যকেৎ সামভেরাভ্যাং সমাবলী কর্তব্যঃ । তত্রাহ মহাপাপশ্চ
ব্রহ্মাঃ । ৩৭ ।

নচ কস্যচিদেবারং বৈরী অপিতু সর্গস্যাবেতি সদৃষ্টান্তাহ ধূমেনৈতি । কামস্য-
গাঢ়ত্বাৎ গাঢ়ত্বেন্ভিত্যিগাঢ়ত্বং চ ক্রমেণদৃষ্টান্তঃ । ধূমেনাব্রিতোহপি মলিনোবদ্বিহ্বলান্নক্ষণং
অকার্য্যত্বং করেতি । মলিনাব্রিতো ন পূর্ণত্বং অচ্ছত্বাৎ বর্জিতরোধানাং বিশ্বগ্রহণং অকার্য্যং ন

হইতে পৃথক্ । তবে জড় জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয় ।
কিন্তু দেখা যায় যে সর্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে । অতএব আপনি
আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে কে জীবকে পাপে রত করে ? ৩৬ ।

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান কহিলেন, অর্জুন! রজোগুণ সমুদ্ভূত কামই
পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয় । কাম বিষয়াভিনাষ স্বরূপ । কামই অবশ্য
ভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয় । কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপা-
দ হয় এবং ক্রোধন অন্তিলাষ সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তখন তমোগুণপ্রয় করিয়া তাহাই
ক্রোধ হইয়া পড়ে । কামই অতিশয় উগ্র এবং সর্বভুক্ । কামকেই জীবের
প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে । ৩৭ ।

সেই কামই এই জগতকে কোন স্থানে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন স্থানে
সঙ্কীর্ণরূপে এবং কোন স্থানে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে । উদাহরণ

যথোদেনান্নতো গতুং তেনৈদমাবৃতং ॥ ২৮ ॥

অবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

করোতি স্বরূপতত্ত্ব উপলভ্যতে । উল্লে ন জরায়ুনা আবৃতো গচ্ছন্ত স্বকার্য্যং করচরণাদি
প্রসারণং নকরোতি ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি । এবং কামস্যাগাচ্ছে পরমার্থস্বরণং কর্ত্ত্বং
শক্যোতি গাঢ়ত্বেন শক্যোতি । অতি গাঢ়ত্বেষুচেতনম্বেব স্যাৎসিদ্ধং জগদেব । ৩৮ ।

কাম এত্ৰি জীবস্যাধিক্য ইত্যাহ আবৃতমিতি । নিত্যবৈরিণা ইত্যতোহসৌ সৰ্ব্ব
প্রকারেণ হস্তব্যইতিভাবঃ । কামরূপেণ কামাকারেণাচ্ছানেনেত্যর্থঃ । চকার ইবার্থে অনলো
যথা হবিষা পুরয়িতু মশকাস্থা কামোহপি ভোগেনেত্যর্থঃ । যদুক্তং—“ন জাহু কামঃ
কামানামুপভোগেন শম্যতি । তবিষা ব্রহ্মবজ্রো বভূব এনাভিবদ্ধত ইতি । ” ৩৯ ।

স্থল নিয়া বলি প্রদণ কর । ধূমাবৃত বহির নায় জীব চৈতন্য কাম কর্ত্ত্বক
কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎ স্বরণাদি কার্য্য করিতে
পারে । এস্থলে মুক্লিষ্ট চেতনরূপে নিকাম কর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অব-
স্থিতি । মলাহর আনর্শের নায় জীব চৈতন্য কামকর্ত্ত্বক গাঢ়রূপে আবৃত
হইয়া নররূপে অবস্থিতি স্থলেও পরমেধরকে স্বরণ করিতে পারে না । এস্থলে
সংকোচিষ্ট চেতন স্বরূপে নিত্য নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি ।
তাহারা পশু পক্ষী তুলা । উছন ছারা আবৃত গর্ভেব নায় জীব চৈতন্য
কাম কর্ত্ত্বক অতি গাঢ়রূপে আবৃতচিত্ত-চেতনরূপী বুদ্ধাদি ভাবে অবস্থিতি
করে । ৩৮ ।

সেই কামই জীবের অবিদ্যা । তাহাই জীবের নিত্য বৈরি । তাহা
হুঁসারিত অগ্নির ন্যায় জীব চৈতন্যকে আবরণ করে । আমি যে ভগবান যেমত
চিৎপদার্থ জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ । আমাতে ও জীবতে স্বরূপ তেঁন এই যে
আমি পূর্ণ স্বরূপ সৰ্ব্ব শক্তিমান । জীব অচৈতন্য এবং মন্দত্ব শক্তিহারা সমর্থ
হয় । আমার মিত্য দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম । তাহারই নাম প্রেম বা
নির্দামজৈব ধর্ম্ম । চেতন পদার্থ মাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র । শুদ্ধজীব স্বভাবতঃ
স্বতন্ত্র, অতএব বেছা পূর্বক আমার নিত্যদাস । কাম বা অবিদ্যা বাহ্যকে
বলি তাহা, সেই বিতন্ম স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি । সে সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা
ধারী, আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে তাহার স্বতন্ত্রা সেই পবিত্র স্বভাব
অপগত ভাব রূপ কামকে বরণ করে । তাহারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে

কামরূপেণ কোন্তেয় ! দুস্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরন্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাত্রত্যা দেহিনং ॥ ৪০ ।

তস্মাত্ত্ব মিস্রিয়াণ্যাদৌ নিষম্য ভরতবর্ষত ।

পাপ্‌মানং প্রজ্জহি ছেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনং ॥ ৪১ ।

কালো তিষ্ঠত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণীতি । অস্য বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজ-
ধান্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়ান্ত তস্যারাজো কেশা ইতিভাঃ । এতৈরিন্দ্রিয়াণিভিঃ । দেহিনঃ
জীবঃ ॥ ৪০ ।

বৈরিণঃ খন্যাজরে জিতে সতি বৈরী জীরতে ইতি নীতিরতঃ কামস্যাঙ্গরেহু ইন্দ্রিয়াদিহ
বশোভনং দুর্জয়ধিক্যঃ । অতঃ প্রথম প্রাণানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জয়ানাপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজ-

আচ্ছাদিত চেতন স্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে । ইহারই নাম জীবের কর্ম বন্ধ বা
সংসার বাতনা । ৩৯ ।

বিভক্ত জ্ঞান স্বরূপ জীব নেহ ধারণ পূর্ষক দেহী নামে বিখ্যাত । সেই
কাম তাহার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি রূপ অধিষ্ঠান দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া
রাখে । বিভক্ত অহঙ্কার স্বরূপ অগুচৈতন্য জীবকে কামের স্তম্ভতবে যে
অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত অহঙ্কার রূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত
বুদ্ধিই অধিষ্ঠান রূপেকার্য্য করে । পরে প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ব হইয়া মনরূপী
দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে । মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান
প্রস্তুত করে । এই অধিষ্ঠান ত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে
নিক্ষেপ করে । যতদ্ব ইচ্ছা দ্বারা আমার সান্নিধ্যকে বিদ্যাবলিয়া উক্তি করে ।
যতদ্ব ইচ্ছা দ্বারা আমার বৈমুখ্যকে অবিদ্যা বলা যায় ॥ ৪০ ।

অতএব, হে ভরতবর্ষত ! তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কাম-
কে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর । অর্থাৎ তাহার অপগত
ভাবকে নাশ করত তাহাকে য য ভাবে আনয়নপূর্ষক তাহার প্রেমাত্মক
স্বরূপকে স্বরূপস্বয়ন কর । জড়বৎ জীবের প্রথম কর্তব্য এই যে প্রথমে যুক্ত
বৈরাগ্য ও অর্থপালন ; ক্রমে সাধন ভক্তি লাভ করত প্রেম ভক্তি সাধন
করিবে । যৎকথা বা কৃত্য রূপে দ্বারা বৈনিরপেক ভক্তি লাভ, তাহা নিম্নোক্ত
বিষয় ও কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রকারে উদিত হয় ॥ ৪১ ।

ইন্দ্রিয়ানি পরাণাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরাবুদ্ধি বুদ্ধে র্থঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ।

মানি প্রথম তে । জীৱন্তামিত্যাহ তদ্বাদিতি । ইন্দ্রিয়ানিনিবৃত্ত্যতি বদ্যাপি পরস্তী পরব্রহ্মা-
ব্যপহরণে ছিন্নবীরঃমনো গচ্ছত্যেব তবপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারহ-
গণনাং ইন্দ্রিয়ানি ন গময় ইত্যর্থঃ । পাপমানমত্যাগং কামং জহীতি ইন্দ্রিয় ব্যাপারহগণন-
সতি কালেন মনোহপি কামাচ্ছিত্যতঃ ভবতীতি ভাবঃ । ৪১ ।

নচ প্রথমম্বেব মনাবুদ্ধিজন্ম বতণীর মশকাহাণিত্যাহ ইন্দ্রিয়ানি পরানীতি । মশাদিবি-
জয়িত্বরপি বীরৈর্দুর্জয়হাতিবদেহেন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বাৎমনঃ
পরং স্বপ্নে ধলিঃশ্রিয়েষপি নষ্টেদনধরহাতিভাবঃ । মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধি
বিজ্ঞানরূপা । সুব্রহ্মো মনস্যপি নষ্টেভ্যাসাঃ সামান্যাকারী অনধরহাতিভাবঃ । তস্য-
বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিকেন যো বর্ততে তস্যামপি জ্ঞানাত্ম্যমেন নষ্টায়াং সত্যং
যোবিরাজতে ইত্যর্থঃ । সহ প্রসিক্তো জীবাত্মা কামস্য জেতা ! তেন বস্ততঃ সৰ্ব্বতোহুপাতি
প্রবলেন জীবাত্মন । ইন্দ্রিয়ানীন্ বিজিত্য কামো বিজেতৃঃ শত্রোএসেতি নাত্মাসংভা-
নার্যোতিভাবঃ । ৪২ ।

উপসংহরতি এবমিতি । বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সৰ্ব্বোপাধিভ্যঃ পৃথগ ভূতং জ্ঞাত্ব
আত্মনা পেনৈব আত্মানং স্বং সংসৃত্য নিকলং কৃত্বা ইবামকং দুর্জয়মপি কামং জহি-
নশির । ৪৩ ।

সংক্ষেপতঃ বলি, তুমি যে জীব তোমার নিজ তত্ত্ব এই । আপাততঃ জড়বস্তু
হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত
ভ্রম । জড় হইতে ইন্দ্রিয় সকল হুস্ত ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অগোচ্য মন হুস্ত ও
শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি হুস্ত ও শ্রেষ্ঠ । আত্মা যিনি জীব তিনি বুদ্ধি হইতেও
শ্রেষ্ঠ । ৪২ ।

এই রূপ আপনার অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীর সবিশেষ ও
নির্কিশেষ চিত্তা হইতে আপনাকে বিমুক্ত ভগবদাকরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিয়া
আপনাকে চিং শক্তি দ্বারা নিষ্কল করত দুর্জয় কামকে ভ্রম মার্গ অবলম্বন-
পূর্বক নাশ কর । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমহাভারত শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরা-
নিক্যং ভীষ্ম পৰ্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যা-
য়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে কৰ্মযোগো নাম
তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

অধ্যাত্মেহস্মিন্ সাধনত্য়া নিকামসৌভ কৰ্মণঃ ।

প্রাধান্যমুচে তৎসাধ্য জ্ঞানত্যা গুণতাংবদন ॥

ইতি সারর্থ বৰ্ণিত্যাঃ হৰ্ষিত্যাঃ ভক্তচেতনাঃ ।

তৃতীয়ঃ খণু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যঃ ॥

এই অধ্যায়ে নিকাম কৰ্ম সাধন এবং তৎসাধ্য জ্ঞানের স্বগুণ কথিত
হইল ।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

ঐভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ । ১ ।

এবং পরম্পরা প্রাপ্ত মিমং রাজর্ষয়োবিদুঃ ।

সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্পর ! ২ ।

সএবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মেসখা চেতি রহস্যং হেতদ্ব্যক্তমং ৩ ।

তুয়ো দাবির্ভাব কোহো নির্ভাবঃ জন্মকর্মণোঃ ।

অসম্যোক্তং ব্রহ্ম যজ্ঞাদি জ্ঞানান্যকর্ষপ্রপঞ্চম্ ॥

অখ্যায়ক্সেনোক্তং নিকামকর্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তোতি ইমমিতি । ১ । ২ ।

জ্ঞাঃ প্রত্যোবাস্য প্রোক্তহেহেতুঃ ভক্তোদাসঃ সখা চেতি ভাববয়ং অন্যন্তুর্কাচীনং
প্রত্যোবাস্যব্যবহেতুঃ রহস্যমিতি । ৩ ।

উক্তমর্থমসম্ভবং ময়া পৃচ্ছতি । অপরং ইহানীন্তনং । পরং পুরাতনং । অতঃকথমেতৎ
প্রত্যোমীতিভাব । ৪ ।

ভগবান কহিলেন, আমি পূর্বে হৃদ্যকে এই অব্যয় নিকাম কর্ম সাধাজ্ঞান
যোগ বলিয়াছিলাম । হৃদ্য তাহাই মনকে বলেন এবং মন তাহাই ইক্ষাককে
বলিয়াছিলেন । ১ ।

এই প্রকার পরম্পরা প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত হন । হে পরম্পর !
সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে । ২ ।

সেই সনাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম, যে হেতু তুমি আমার
ভক্ত ও সখা অতএব এই উত্তম যোগ অধ্যয়ন রহস্য হইলেও তোমাকে আমি
উপদেশ করিলাম । সমস্ত বেদ শাস্ত্রে ইহাই আমার উপদেশ বিনির্দেশ
এই যোগ অবলম্বনপূর্বক যুক্ত কর । ৩ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতে। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্কুন ।।

তানাহং হৈদ সৰ্ক গি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ! ॥ ৫ ।

অক্কেহপি সন্নব্যাস্মা তুতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

অবতারান্তরেণোপস্থিত্বানিত্যভিপ্রায়েনাহবহুনীতি । তবচেতি বদ্য। বদৈব সমাবতা-
রন্তস্যসং পার্শ্বদ্বয়ান্তব্যাপ্যবিভাবোহভূতবেত্যর্থঃ । বেদ বেঙ্গি সৰ্কৈশ্বরত্বেন সৰ্কৈজ্ঞাত্বং ।
ত্বং ন বেথ ময়েব সুলীলা সিদ্ধার্থং স্বজ্ঞানাবরণানিতি ভাবঃ । অতএব হে পরন্তপ, সাম্প্রতিক
কৃত্তীপুত্রস্বাভিমানমাত্রেনৈব পরান্ শত্ৰুংস্তাপসি । ৪ ।

অসাজ্জন্মপ্রকারমাহ । অক্কেহপি জন্মরহিতোহপি সন্, সন্তবামি, দেবমুখ্য তিৰ্য্যগাদিনু
আবির্ভবামি । নহু কিমত্রচিত্রং জীবোহপি বস্ততোজএব স্থলদেহনাশান্তরং জায়তএব তত্রাহ
অব্যাস্মা অনবরশরীরঃ । কিঞ্চজীবস্য সন্দেহভিন্ন সঙ্গরূপেণ অজতমেব আবিদ্যাকেন দেহসম্ব-
ন্ধেনৈব তস্যাজন্মবৎ সমতু জীবরহাৎ সন্দেহভিন্নস্য অজতঃ জন্মবৎ ইত্যভিন্নমপি সঙ্গপদিসং ।

বিবস্বান পূৰ্ণ কালে জন্মিয়াছিলেন, এবং তুমি ইদানিন্তন জন্ম গ্রহণ
করিয়াছ । তুমি যে এই যোগ পূৰ্ণে বিবস্বানকে অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করি-
য়াছিলে এ কথা কি প্রকারে বিবস্বান করা যায় ? ৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পরন্তপ অৰ্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম
বিগত হইয়াছে । পরমেশ্বরই হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি ।
তুমি অশুচৈতন্য জীব সে সমুদায় স্মরণ কবিতে পার না । আমি যখন বখন
জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা দিগ্ধ ভক্ত, আমার লীলা পৃষ্টিজন্য আমার সহিত
জন্ম লাভ কর, কিন্তু আমি এক মাত্র সৰ্ব্বজ্ঞ পুরুষ ধলিয়া সমস্ত অবগত
আছি । ৫ ।

বদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই তথাপি
আমার আগমন ও তোমাদের আগমানে বিশেষ ভেদ আছে । আমি সমস্ত
যুগের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ অসংশয়িত এবং অব্যয় স্বরূপ । খীর চিহ্নিত আশ্রয়
পূৰ্ণক তদ্বারা সম্বৃত হই ।, কিন্তু জীবসকল আমার মায়া শক্তি প্রভাবে বশী-

প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

তচ্চ দ্রুঘচিৎতাং চিত্রং অতর্ক্যমেব । অতঃ পুণ্য পাশাদিমতো জীবন্তেব সদমদ্যোনিষু ন মে
জ্ঞানশক্য মিত্যাহ । ভুতানামীষরোহপি সন্ কৰ্ম্ম পারতন্য রহিতোহপি ভূবা ইত্যর্থঃ । নমু
জীবোহি লিঙ্গশরীরেণ স্ববন্ধকেন কৰ্ম্মপ্রাপ্যান্ দেবাদি দেহান্ প্রাপ্নোতি ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গ-
রহিতঃ সৰ্ব্বব্যাপকঃ কৰ্ম্মকালাদি নিয়ন্তা । বহুশ্রামিতিশ্রুতেঃ সৰ্ব্বজগদ্রূপো ভবন্তেব তদপি
যদ্বিশেষত এবভূতোহপ্যহং সম্ভবামীতি ক্রমে তদ্বশে সৰ্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্য-
মেব লোকে প্রকাশয়িতুং ভজ্যম্ ইত্যবগম্যতে । তৎখলু কথমিত্যত আহ প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠা-
য়েতি । অত্র প্রকৃতি শব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াজক্তিক্রিয়াতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্বারা
জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ । তস্মাৎ সংসিদ্ধি প্রকৃতি ইমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ
ইত্যভিধানাৎ অত্র প্রকৃতি শব্দেন স্বরূপ মেবোচ্যতে । ন ত্বং স্বরূপভূতা মায়াজক্তিঃ স্বরূপঞ্চ
তস্ত সচ্চিদানন্দএব । অতএব স্বাং শুদ্ধ সত্যস্বিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । প্রকৃতিং
স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ । ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্য
চরণাঃ । প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দ বনৈকরসং মায়াং ব্যাবৰ্ণয়তি স্বামিতি নিজস্বরূপ
মিত্যর্থঃ । স ভগবতঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্মহিম্নি ইতি শ্রুতেঃ । স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত
এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্বাবহরামীতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ ।
নমু বদব্যায়ান্না অনধর মৎসুকুর্মান্দিস্বরূপএব ভবসি তর্হি তবপ্রাচুর্ভবৎ স্বরূপং পূর্বপ্রাচুর্ভূত
স্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে তত্রাহ । আত্মভূতাব্য মায়া, তয়া । স্ব স্বরূপাবরণ
প্রকাশন কৰ্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তি বৃত্তা যোগমায়য়েত্যর্থঃ । তয়াহি পূর্বকালাবতীর্ণ স্বরূপাণি
পূর্বমেব আবৃত্তা বর্তমান স্বরূপং প্রকাশ্য সম্ভবামি । আত্মমায়য়া সমাগপ্রচ্যুত জ্ঞান বলবী-
র্যাদি শক্ত্যেব ভবামীতি স্বামিচরণাঃ । আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন । মায়া কল্মষজ্ঞান মিতি
জ্ঞান পর্যায়েহেত্ৰমায়াজক্তিঃ । তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ । মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভা-
শুভমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ । ময়ি ভগবতি বাহুদেবে দেহদেহি ভাবশূন্তে ভক্তপেণ
প্রীতিঃ মায়ামাত্র মিতি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ ॥ ৬ ॥

ভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্ম স্মৃতি থাকেনা।
জীবের কৰ্ম্মবশত লিঙ্গ শরীর বলিয়া যে শরীর আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া
পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেব তির্য্যগাদি রূপে আবির্ভাব সে কেবল
আমার স্বাধীন ইচ্ছা বশতই হইয়া থাকে। জীবের শ্রায় আমার বিস্তৃত
চিত্ত শরীর, লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ অবস্থায় আমার
যে নিত্য শরীর তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলা ক্রমে প্রকাশ
করি। যদি বল প্রপঞ্চকে চিন্তাশ্রের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে, তবে শ্রবণ
কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সৈমন্ত চিন্তার অতীত। অতএব ভূদ্বারা

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানি ভবতি ভারত !।

অভ্যুত্থান মধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

কদা সংভবামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্হানিরধৰ্ম্মস্ত অভ্যুত্থানং বুদ্ধিতে যে সোচ্চৈশ্বর্যবান্ তস্মৈবৈপরীত্যং কর্তৃত্বমিতি ভাবঃ। আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব তং সৃষ্টমিব দৰ্শয়ামি মারয়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতী পাদাঃ ॥ ৭ ॥

যাহা যাহা হইতে পারে তাহা তোমরা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞান দ্বারা এই মাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে অবিচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন ভগবান কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিগুঢ় রূপে জড় জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সে স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদ্ভিত হইয়াও যে পূর্ণ রূপে শুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়া দ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎ শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়া শক্তি এবং প্রকার নানা বিধ প্রভাব যুক্ত ॥ ৬ ॥

আবার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার নির্বাহক বিধি সকল অজেয়। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণ বশত বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কাল দোষ ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া পড়ে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদয় হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্লানি নিবৃত্তি করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও তাহা নয়। আমি দেব তির্থাগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যক মত ইচ্ছা পূর্ব্বক উদয় হই, অতএব স্বেচ্ছা ও অন্ত্যজ দিগের রাজ্যে উদয় হই না তাহা মনে করিওনা। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে ততটুকু ধর্ম্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের ক্ষুদ্র শক্ত্যাবশ্য অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

নমু বৃন্দভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োহপি বা ধর্মহান্ত ধর্ম বৃদ্ধী দুরীকর্তুং শত্রুবন্তোব এতাবদর্থ-
মেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎসত্যং । অন্তদাপি অন্তহুঙ্করং কর্ম কৰ্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ
পরীতি । সাধুনাং পরিভ্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদর্শনোৎকণ্ঠাস্কূট চিত্তানাং যদৈয়ত্র্যরূপং
দুঃখং তস্মাৎভ্রাণায় । তথা দুষ্কৃতাং মন্ত্রলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্তরবুদ্ধ্যানাং রাবণ কংস
কেশাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্মসংস্থাপনার্থায় মদীয় ধ্যান যজ্ঞন পরিচর্যা সংকীর্তন লক্ষণং
পরম ধর্মং মদন্ত্রেঃ প্রবর্তয়িতুং অশক্যং সম্যকপ্রকারেণ হাপয়িতুমিতির্থঃ । যুগে যুগে প্রতি-
যুগং প্রতিকল্পং বা । ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অন-
রাণাং স্বকর্তৃক বধেন বিবিধদুষ্কৃত ফলান্নরক সহ প্রণিপাতাং সংসারান্ন পরিভ্রাণতন্তুস্ত স খলু
নিগ্রহোহপ্যনুগ্রহএব নির্ণীতঃ ॥ ৮ ॥

ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সৃষ্টু রূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদেধবাসী
আমার প্রজাসকলের ধর্ম সংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি ।
অতএব যুগাবতার অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার তাহা ভারত
ভূমিতেই লক্ষ করিবে । যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই, সেখানে নিকাম কর্ম
যোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞান যোগ ও চরম ফল রূপ ভক্তি যোগ সৃষ্ট রূপে আচরিত
হয় না । তবে যে অন্ত্যজগণ মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা
যায় তাহা ভক্ত রূপা জনিত আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত তাঁহাদের ন্যায় আমি
শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধু গণের
অভক্ত ব্যক্তিগণ হইতে সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা ।
অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধু দিগকে পৃথক
করিয়া নাস্ত্র ধর্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া
জীবের নিত্য স্বধর্ম সংস্থাপন করি । আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এই কথা
দ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহা স্বীকার করিবে কলিকালের
অবতার কেবল কীর্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবে, তাহা হইলে
অন্ত তাৎপর্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের
নিকট গোষ্ঠীয় । আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্তৃক
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমি ও তৎ সাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সৌহর্দ্বন ! ॥৯॥

উক্তলক্ষণে মজ্জয়নঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকৰ্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থঃ স্তাদিত্যাহ জয়েতি । দিব্যং অপ্ৰাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাশ্চ । দিব্যমলৌকিকমিতি ষামিচরণাঃ । লোকানাং প্রকৃতি যষ্টেহাং অলৌকিকং শব্দস্তাপ্ৰাকৃতত্ব-
মেবার্থেস্তেযামপ্যভিপ্রেতঃ । অতএব অপ্ৰাকৃতত্বেন গুণাভীতত্বাভগবজ্জন্ম কৰ্ম্মণো নীতিত্বং । তচ্চ ভগবৎ সন্দৰ্ভে “ন বিদ্যতে যন্ত চ জন্ম কৰ্ম্ম বেত্যত্র লোকে জীবীষ গোষামি চরণৈরুপ-
পাদিতং । যদা যুক্ত্যা অমুপপন্নমপি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যবলাদতৰ্ক্যমেবেদং মন্তব্যং । তত্র পিঙ্গ-
লাদি শাখায়াং পুরুষ বোধনীশ্রুতিঃ । ‘একোদেবো নিত্যলীলাসুরক্লেঃ ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যা-
স্তুরায়েতি’ । তথা জন্মকৰ্ম্মণো নীতিত্বং শ্রীভাগবতায়ুতে বহশ্চ এব প্রপকিতং । এবং যো
বেত্তি তত্ত্বত ইতি অজোহপি সন্নব্যায়য়েতি অগ্নিস্তথা জন্মকৰ্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যগ্নিশ্চ মদবা-
ক্যে এবাস্তিক তঃ । মজ্জয়ন কৰ্ম্মণো নীতিত্বং মেব যো জানাতি নতু তয়ো নীতিত্বং কাকিদনুজি-
মপ্যপেক্ষ মানো ভবতীত্যর্থঃ । যদা তত্ত্বতঃ ও তৎসদৃশি নির্দেশে ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ
ইত্যগ্নিনেত্যন্তচ্ছন্দেন ব্রহ্মোচ্যতে । তত্ত্বভাবন্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ ।
স বর্তমানং দেহং তাত্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু মামেবেতি । অত্রদেহং তাত্ত্বা ইত্যন্ত আধিক্যা-
দেবং ব্যাচক্ষতেষ্ম । স দেহং তাত্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু দেহমতীক্ৰেব মামেতি । মদীয়
দিব্যজন্মচেষ্টিত বাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্ত মৎসমগ্রগণবিরোধি পাপা অগ্নিনেব জন্মনি
মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়োমানেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৯ ॥

পাইবে । কলিজন নিস্তারকোবতার কর্তৃক ছক্ষুত জনের ছক্ষুতি বিনাশ ব্যতীত
অন্যর বিনাশ কার্য্য নাই ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্ত ॥ ৮ ॥

অচিন্ত্য চিংশক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কৰ্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা
পূৰ্ব্বোক্ত মত তত্ত্ব বিচার ক্রমে যিনি অবগত হন তিনি দেহ ত্যাগ পূৰ্ব্বক
পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না । কিন্তু আমার চিহ্নস্তি প্রকাশ রূপ হ্লাদিনী
শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্য সেবা প্রাপ্ত হন । যাহারা তত্ত্বজ্ঞান
অভাবে আমার জন্ম, কৰ্ম্ম ও প্রপঞ্চ প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক
বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যা বশত সংসার লভিকরে । কৰ্ম্মজড়
পুরুষেরা প্রায় ঐ রূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কৰ্ম্ম জড়তাতে আবদ্ধ থাকে । সাধু
রূপা ব্যতীত তাহাদের বিমল ভক্তি উদ্ভিত হয় না ॥ ৯ ॥

আমার জন্ম কৰ্ম্ম ও শরীরের চিন্ময় ও বিশুদ্ধ বিচার সম্বন্ধে মুহু
মোকেরা তিনটি প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়, যথা ইতররাগ, ভয় ও ক্রোধ ।

বীতরাগ ভয় ক্রোধা মম্বয়া মায়াপাশ্রিতাঃ ।

বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

ন কেবলমেকএব আধুনিকএব মজ্জমকর্ষতত্ত্বজ্ঞানমাত্রেনৈব মাং প্রাপ্নোতি অপিতু
প্রাক্তনা অপি পূর্ব পূর্ব কল্পাবতীর্ণস্ত মম জন্মকর্ষতত্ত্বজ্ঞানবন্তো মাং আপুরেব ইত্যাহ
বীতেতি । জ্ঞানং উক্তলক্ষণং মজ্জমকর্ষগোন্তত্ত্বতোহমুভবরূপমেব তপস্তেনপূতা ইতি
শ্রীরাামানুজাচার্য্যচরণাঃ । যবাজ্ঞানে মজ্জম কর্ষণো নির্ভায নিশ্চয়ানুভবে যন্নানা কুমত
কুতর্ক কুযুক্তি সর্পা-বিষদাহ সহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ । তথাচ রামানুজভাষ্যতাক্রতিঃ—
“তত্ত্বধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিমিতি ॥” ধীরাঃ ধীমন্তএব তত্ত্বযোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তী-
ত্যর্থঃ । বীতাত্মাভাঃ কুমত প্রজলিতেষু জনেবুরাগাদ্যা যৈ স্তেন তেষুরাগঃ প্রীতিনাপি
তেভ্যোভয়ং নাপি তেষু ক্রোধো মদভক্তানামিত্যর্থঃ । কূতো মম্বয়া মজ্জমকর্ষানুধান মনন-
প্রবণ কীর্তনাদি প্রচুরাঃ । মদভাবং ময়ি প্রেমানং ॥ ১০ ॥

যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়-বদ্ধ তাহারা জড়তত্ত্বে এত দূর অনুরাগ প্রকাশ
করে যে চিন্তিত্ব বলিয়া কোন নিত্যবস্ত আছে তাহা স্বীকার করে না । ইহারা
স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্য কারণ
বলিয়া চিন্তিত্বের জনক রূপে নির্দিষ্ট করে । ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী
বা চৈতন্ত্যহীন বিধিবাদীগণ ইতর রাগ দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্ব রূপ
চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয় । কোন কোন বিচারক চিন্তিত্বকে
একটি নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সঁহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ
করত সর্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন । তাহাতে, জড়ে যত প্রকাশ
গুণ ও কর্ষ দৃষ্টি করণ সে সকলকে সতর্কতার সহিত অতঃ বলিয়া পরিত্যাগ
করত, অক্ষুট, জড়বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটি অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা
করেন । তাহা আর কিছুই নয় কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশ
মাত্র । তাহা আমার নিত্য স্বরূপ নয় । পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায়
কোন প্রকার জড় ধর্ম আশ্রয় করে এই ভয়ে আমার স্বরূপ ধ্যান ও স্বরূপ
লিঙ্গ পূজা হইতে বিরত হন । সেই ভয় দ্বারা তাহারা পরম তত্ত্বের স্বরূপ
হইতে বঞ্চিত । কেহবা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধা-
বিষ্ট চিত্তে শূন্য ও নির্বাককেই পরম তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন । বৌদ্ধ জৈনাদি
মত তাহা হইতেই হয় । এই প্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া আমা-
কেই সর্বত্র দর্শন ও আমাকে সর্বত্র আশ্রয় পূর্বক পূর্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহং ।

মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সৰ্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

নমু হৃদেকান্তভক্তাঃ কিল ভজন্ত্য কৰ্ম্মণো নীত্যাং মন্তন্ত্যএব কেচিত্তু জ্ঞানাদি সিদ্ধার্থঃ
ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ভজন্ত্যকৰ্ম্মণোনিত্যং নাপি মন্তন্তে ইতি তত্রাহ যে ইতি । যথা
যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাং স্তেনৈবপ্রকারেণ ভজ্যামি ভজনফলং
দদামি । অরমর্থঃ—যে মৎপ্রভৌজ্ঞান্যকৰ্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্যাণাস্তত্ত্বলীলায়া
মেব কৃতমনোরথ বিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎকৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমন্তথা কৰ্ত্তৃ-
মপি সমর্থন্তেযামপি জন্মকৰ্ম্মণো নীত্যাং কৰ্ত্তুং তান্ স্বপার্বদীকৃত্য তৈঃ সাক্ষং এব যথা-
সময় মবতরন্তদধানশ্চতান্ প্রতিক্ষণ মনুগৃহ্নেব তদভজনফলং প্রেমাগমেব দদামি । যে
জ্ঞানি প্রভৃতয়ো মজ্জন্মকৰ্ম্মণো নবরত্নং মহিগ্রহন্ত মায়াময়ত্বক মন্ত্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহ-
মপি তান্ পুনঃ পুনর্নবরত্নকৰ্ম্মণবতো মায়াপাশ পতিতানৈব কুর্যাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যু-
দুঃখমেব দদামি । যে তু মজ্জন্মকৰ্ম্মণো নীত্যাং মহিগ্রহন্ত চ সচ্চিদানন্দং মন্ত্যমানা জ্ঞানিনঃ
স্বজ্ঞানসিদ্ধার্থঃ মাং প্রপদ্যন্তে তেবাং স্বদেহস্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্শুণাং অনবরং ব্রহ্মানন্দ-
মেব সংপাদয়ন্ত ভজনফলমাবিদ্যাক জন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি । তন্মাত্রকেবলং মন্ত্যন্ত্যএব
মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বৈহপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরো-
পাসকান্চ মম বন্ধানুবর্তন্তে । মম সৰ্ব্বস্বরূপত্বাং জ্ঞান কৰ্ম্মাদিকং সৰ্ব্বং মামকমেব বস্ত্বেতি-
ভাবঃ ॥ ১১ ॥

করত এবং পূৰ্ব্বোক্ত কুযুক্তি বিষদাহ সহনরূপ তাপ দ্বারা পূত হইয়া আমার
পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাহাকে
সেই ভাবেই ভজন করি । সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলে-
রই প্রাপ্য । যাহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্র-
হকে নিত্য কাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ কয়েন । যাহারা নির্বিশেষ
বাদী তাহাদের আত্ম বিনাশ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ আমি নির্বাণ মুক্তি
প্রদান করি । আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির নিত্য স্বীকার না করায়, তাঁহাদের
চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয় । তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে
কাহাকেও নব্বয় জন্ম প্রদান করি । যাহারা শূন্যবাদী আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া
তাহাদের সত্যকে শূন্যগত করিয়া ফেলি । যাহারা জড়, জড়কৰ্ম্ম বা জড়বিধি
বাদী তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রাণ করিয়া জড়রূপে
আমি তাহাদের প্রাপ্য হই । যাহারা কৰ্ম্মী তাহাদিগের নিকট কৰ্ম্ম ফল দাতা

কাজ্জলন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥১২ ॥

চাতুৰ্বৰ্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকৰ্ম্ম বিভাগশঃ ।

তস্মৈ কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্ব্যকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তত্রাপি মনুষ্যেব মধ্যো কামিনস্ত মম সাক্ষাদভূতমপি ভক্তিমার্গঃ পরিহার্য শীঘ্রফলসাধকং কৰ্ম্মবন্ধ এবানুবর্তন্তে ইত্যাহ কাজ্জলন্ত ইতি । কৰ্ম্মজাসিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

নহু ভক্তিজ্ঞান মার্গো মোচকো কৰ্ম্মমার্গস্ত বন্ধক ইতি সৰ্বমার্গত্রয়ৈরু য়ি পরমেধরে বৈষমাং প্রসক্তং তত্র নহি নহীত্যাহ চাতুৰ্বৰ্ণ্যমিতি । চহ্মারো বর্ণাএব চাতুৰ্বৰ্ণ্যং স্বার্থেব্যঞ্ । অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃত্রাক্ষণ্য স্তেবাঃ শমদমাদীনি কৰ্ম্মাণি । রজঃ সত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়া স্তেবাঃ

ঈশ্বর রূপে প্রাপ্য হই। বাহারা যোগী তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বর রূপে বিভূতি প্রদান করি অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সৰ্বস্বরূপ হইয়া আমি সৰ্ববাদীর পক্ষে প্রাপ্য হইয়া থাকি। এই সমুদায় প্রাপ্তির মধ্যে আমার সেবা প্রাপ্তিই সৰ্ব প্রধান বলিয়া জানিবে। সমস্ত মনুষ্যই আমার বিবিধ বস্ত্রের অন্তর্ভুক্তমান ॥ ১১ ॥

অৰ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাংস্কৃতিক তত্ত্ব স্পষ্ট রূপে বলিয়া ভগবান পুনরায় পূৰ্ব প্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কৰ্ম্ম তত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অৰ্জুন! আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি যে কৰ্ম্ম তত্ত্ব ভাল রূপে বুঝিতে পারিলে কৰ্ম্ম বন্ধ দূর হয়। পূৰ্বেই বলিয়াছি যে বিকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম পরিত্যজ্য। কৰ্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কৰ্ম্ম তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকৰ্ম্ম ও বিকৰ্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকৰ্ম্মও ভাল। তাহাতে কৰ্ম্ম সিদ্ধির জন্ত মানবগণ ফলকামী হইয়া বহু দেবতা উপাসনা করেন। তদ্বারা মনুষ্য লোকে কৰ্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নব্বয় সংসারের উন্নতি কামনার মনুষ্যাগণ যে সকল কৰ্ম্ম করেন তাহাতে সেই সেই কৰ্ম্ম ফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে সকল দেবতা কে তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

গুণ কৰ্ম্ম বিভাগ পূৰ্ব্বক বর্ণ চতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কৰ্ত্তা নাই অতএব বর্ণ ধর্মের ও বর্ণ সকলের কৰ্ত্তা আমি বই আর কেহই নয়। — কিন্তু আমাকে বর্ণধর্মের কৰ্ত্তা বলিয়াও অকৰ্ত্তা ও

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিন' স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাদ্ভং পূৰ্বেঃ পূৰ্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

শৌধ্যবুদ্ধাদীনি কৰ্ম্মাণি । তমোরজঃ প্রধানাঃ বৈশ্বা স্তেবাং কৃষি গো রক্ষাদীনি কৰ্ম্মাণি । তমঃপ্রধানাঃ শূভ্রা স্তেবাং পৰিচর্য্যাকং কৰ্ম্ম ইত্যেবাং গুণকৰ্ম্ম-বিভাগশঃ গুণানাম্ কৰ্ম্মণাম্ বিভাগৈকত্বাৱে বর্ণাঃ ময়া কৰ্ম্মমার্গাপ্রিতহেন সৃষ্টাঃ । কিন্তু তেবাং কৰ্ত্তারংপ্রস্তারমপি মাং অকৰ্ত্তারং অপ্রস্তারং এব বিদ্ধি । তেবাং প্রকৃতি গুণ সৃষ্টহাং প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিহাং প্রস্তার-মপি মাং বস্ত্তত্বপ্রস্তারং মনপ্রকৃতি গুণাভীত স্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ । অতএব অব্যয়ং সৃষ্টত্ব-ইপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিৎবেতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নশ্চেতস্তাবদাস্তাং সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেহবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কৰ্ম্মাণি প্রতাহ্য কৰ্ম্মোষ্যেব তত্র কা বার্ভেত্যত আহ ন মামিতি । ন লিম্পন্তি জীবমিব ন লিপ্তী কুৰ্ব্বন্তি । নাপি জীবস্যেব কৰ্ম্মফলে স্বৰ্গাদৌ স্পৃহা । পরমেশ্বরত্বেন স্বানন্দ পূর্ণত্বপি লোকপ্রবৰ্ত্ত-নার্থমেব মে কৰ্ম্মাদি করণমিতিভাবঃ । ইতি মামিতি যন্ত ন জানাতি স কৰ্ম্মভি ৰ্ধ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

এবং এবস্ত্ততমেব মাং জ্ঞাত্বা পূৰ্বে জনকাদিভিরপি লোক প্রবৰ্ত্তনার্থমেব কৰ্ম্মকৃতং ॥ ১৫

কিঞ্চ কৰ্ম্মাণি ন গতানুগতিকত্বায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কৰ্ত্তব্যং কিন্তু তস্য প্রকার বিশেষঃ জ্ঞাত্বৈব ইত্যতন্তস্য প্রথমং দুজ্জেরহমাহ ॥ ১৬ ॥

অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে । জীবের অদৃষ্ট বশত আমার মায়ী শক্তি দ্বারা আমি এই বর্ণধৰ্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি । বস্ত্ততঃ চিহ্নক্লির অধীশ্বর যে আমি আমার কৰ্ম্ম মার্গ সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না । জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য ধৰ্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

জীবের অদৃষ্ট বশত যে কৰ্ম্ম তত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না । কৰ্ম্ম ফলেও আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু অতি তুচ্ছ কৰ্ম্ম কল আমি যে ষড়ৈশ্বৰ্য্য পূর্ণ ভগবান আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর । জীবের কৰ্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূৰ্ব্বক যিনি আমার অব্যয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন তিনি কখনই কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হননা । শুদ্ধ তত্ত্ব আচরণ করত আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব মুমুক্শুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবয়োহপ্যত্রমোহিতাঃ ।

তত্ত্বৈ কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞান মোক্ষ্যসেহুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কৰ্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্মণঃ ।

অকৰ্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কৰ্মণ্য কৰ্ম যঃ পশ্চেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃত্ত্বকৰ্মকৃত্ত্ব ॥ ১৮ ॥

নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকং ইতিতৎ । তথা অকৰ্মণঃ কৰ্মাকরণস্তাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কৰ্মা করণং শুভদমিতি অন্তথা বিশেষণঃ কথং হস্তগতং স্তাদিতিভাবঃ । কৰ্মণ ইতু্যপলক্ষণং কৰ্মাকৰ্মবিকৰ্মণাং গতিতত্ত্বং গহনা দুর্গমা ॥ ১৭ ॥

তত্র কৰ্মাকৰ্মণোন্তত্ত্ববোধমাহ কৰ্ম্মগীতি । শুদ্ধান্তঃকরণস্ত জ্ঞানবৎহেপি জনকাদেবিকৃত সন্ন্যাসস্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠায়মানে নিকাম কৰ্ম্মযোগে অকৰ্ম্ম, কৰ্ম্মেণং ন ভবতীতি যুগপ্তেং তৎকৰ্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতিভাবঃ । তথা শুদ্ধান্তঃকরণস্ত জ্ঞানাতাবেহপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাং জ্ঞানবাবদুস্ত সন্ন্যাসিনোহকৰ্ম্মণি কৰ্ম্মাকরণে কৰ্ম্মপণ্ডেং দুর্গতিপ্রাপকং কৰ্ম্মবন্ধমেবোপলভতে স এব বুদ্ধিমান্ স তু কৃত্ত্ব কৰ্ম্মাণ্যেব কৰোতি । নতু তন্তজ্ঞানবাবদুস্ত জ্ঞানিমানিনঃ সন্দেশাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং কৰোতীতি ভাবঃ । তথাচ ভগবদ্বাক্যং—“যত্নসংযত যদ্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয় সারথিঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত শ্রিদগুমুপজীবতি । হরানান্নানমায়ং নিরুতে মাক ধৰ্ম্মহা । অবিপক্ব কবায়োহপ্যাদমুদ্রাচ্চ বিহীয়ত ইতি ” ॥ ১৮ ॥

নিকাম মদর্পিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন । অতএব তুমিও জনকাদি পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব মহাজন অনুষ্ঠিত নিকাম কৰ্ম্ম যোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

কাহাকে কৰ্ম্ম ও কাহাকে অকৰ্ম্ম বলে তাহা স্থির করণ সম্বন্ধে কবিদিগেরাও মোহ হয় । আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি । তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অন্তত হইতে মোক্ষলাভ কর ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্মের গতি, বিকৰ্ম্মের গতি ও অকৰ্ম্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জ্ঞান কর্তব্য । কৰ্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম । কর্তব্য্যাচরণই কৰ্ম্ম । নিষিদ্ধাচরণই বিকৰ্ম্ম এবং তাহা দুর্গতি প্রাপক । কৰ্ম্মের অকরণই অকৰ্ম্ম । কৰ্ম্মই শুভদ । তাহার অকরণ দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের ক্লিরূপ বিশেষণ লাভ হয়, ইহার তত্ত্ব জ্ঞান উচিত ॥ ১৭ ॥

যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মহাব্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত-এং সম্পূর্ণ কৰ্ম্মাধীষ্টাভা । তাৎপর্য্য এই যে নিকাম কৰ্ম্ম

যন্ত সৰ্ব্ব সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবৰ্জিতাঃ ।

জ্ঞানায়ি দন্ধ কৰ্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

ত্যান্ত্ৰ। কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যভূণ্ডো নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিংকরোতি সঃ ॥ ২০ ॥

নিরাশীৰ্যত চিত্তান্না ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাম্নোতি কিম্বিষং ॥ ২১ ॥

উক্তস্বৰ্ণং বিবৃণোতি বস্ত্ৰেতি পঞ্চতিঃ । সমাগারভাস্তইতি সমারম্ভাঃ কৰ্ম্মাণি । কামঃ
ক্লং তং সংকল্পেন বৰ্জিতাঃ । জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দধানি কৰ্ম্মাণি ত্ৰিয়মানানি বিহিতানি
নিষিদ্ধানি চ যন্ত সঃ । এতেন বিকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধবা মিথাপি বিবৃতং । এতাদৃশাধিকারিণি
কৰ্ম্ম যথা অকৰ্ম্ম পশ্চেৎ তথৈব বিকৰ্ম্মাণি অকৰ্ম্মেব স্ত্যক্তেতি পূৰ্ণলোকসৌব সঙ্গতিঃ ।
যদগ্রে বক্ষ্যতে । “অপি বেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ । সৰ্গঃ জ্ঞানপ্রবেশেন
বৃজিনং সংভরিবাসি । যথৈধাসি সমিক্তোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে হর্জুন ! জ্ঞানায়িঃ সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি
ভস্মসাৎ কুরুতে তথেষতি” ॥ ১৯ ॥

নিভাতৃপুঃ নিভাং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ । নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমার্থং ন কামপাশ্রয়তে ॥ ২০ ॥

জ্ঞান্না হুলদেহঃ । শারীরং শরীর নিকাহার্থঃ কৰ্ম্ম অসং প্রতিগ্রহাদিকং । কুৰ্ব্বন্নপি
কিম্বিষং পাপং নাম্নোতি ইত্যেতদপি বিকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধবাঃ ইত্যসা বিবরণং ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

বোণীর সমস্ত কৰ্ম্মই কৰ্ম্ম সন্ন্যাস রূপ অকৰ্ম্ম । এবং কৰ্ম্মত্যাগই তাঁহার
নিকাম কৰ্ম্মাহুষ্ঠান । অর্থাৎ সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তিনি কৰ্ম্মী নন । অকৰ্ম্ম
ও কৰ্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

বাহার কাম সংকল্প শূন্য সমস্ত কৰ্ম্ম সম্যক অনুষ্ঠিত হয় তিনি জ্ঞানায়ি দ্বারা
দন্ধ কৰ্ম্মা ও পণ্ডিত বলিয়া উক্ত হন । বিহিত ও নিষিদ্ধ যে কিছু কৰ্ম্ম তিনি
করিয়াছেন, তাহা সমুদায় নিকাম কৰ্ম্ম যোগ লব্ধ জ্ঞানায়ি দ্বারা দন্ধ হয় ॥ ১৯ ॥

যোগ ও ক্ষেম লাভের আশয় শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কৰ্ম্ম-
ফলাসঙ্গ ত্যাগ পূর্বক সমস্ত কৰ্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন তিনি সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াও
কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কৰ্ম্ম ফলে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া কলাশা ও সমস্ত
পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করত কেবল শরীর বাত্মা নির্বাহের
জন্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কৰ্ম্ম জুনিত পাপ বা পুণ্য তাঁহার কিছুই
হয় না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসম্ভবো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্রক্ষাণৌ ব্রহ্মণাহতং ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম সমাধিনা ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞো বক্ষ্যমাণ লক্ষণস্তুদ্বয়ং কৰ্ম্মাচরতন্তুং কৰ্ম্ম প্রবিলীয়তে । অকৰ্ম্মভাবে মাপদাত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যজ্ঞায়াচরত ইত্যুক্তং স যজ্ঞ এব কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ব্রহ্মকতি । অর্পণতে অনেক ইত্য-
র্পণং । জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমানঃ হবিরপি ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মাণ্যাবিতি হবনাধিকরণমগ্নি-
রপি ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মণেতি হবনকর্ত্তাপি ব্রহ্মৈব । এবং বিবেক বতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং
প্রাপ্তবাং নতু ফলাভুরং । কৃতঃ ব্রহ্মায়কং যৎকৰ্ম্ম তত্রৈব সমাধি চিষ্টৈবকাগ্রাং যস্য তেন । ২৪ ।

যজ্ঞাঃ ঋণু ভেদেনাশ্চেহপি বহবো বর্ত্তন্তে তাংস্বশৃণুতাহ দৈবমেবেতাষ্টভিঃ । দেবা ইন্দ্র
বরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ তাদৈবমিতি । ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিতাং দর্শিতং । সাস্য দেবতেতি
তৃণ । যোগিনঃ কৰ্ম্মাযোগিনঃ । অপরে জ্ঞানযোগিনস্ত ব্রহ্ম পরমাত্মৈবায়িত্ত্বস্মিন্তৎপদার্থে
যজ্ঞঃ হবিঃ স্থানীয়ঃ তং পদার্থঃ জীবঃ যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্বৈনৈব জুহ্বতি । অন্নমেব জ্ঞান-
যজ্ঞোহগ্রে দ্রোষ্যতে । অত্র যজ্ঞঃ যজ্ঞেন ইতি শব্দৌ কৰ্ম্মকরণ সাধনৌ প্রথমাত্তিশব্দয়োঃ
শুদ্ধজীব প্রণবা বাহতুঃ ॥ ২৫ ॥

অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন । সুখ দুঃখ, রাগ ঘেব
ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না । মাৎসর্য্যকে দূর করেন । কার্য্য সিদ্ধি
ও কার্য্য অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন । অতএব যে কৰ্ম্মই করুন তাহাতে
স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কৰ্ম্ম আচরিত
হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায় । কৰ্ম্ম মীমাংসকেরা বাহাকে অপূৰ্ণ
বলেন, নিকাম কৰ্ম্ম যোগীর কৰ্ম্ম সকল সেই অপূৰ্ণতা লাভ করে না । কৰ্ম্ম
মীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃত কৰ্ম্ম অপূৰ্ণ স্বরূপ লাভ করত
জন্ম জন্মান্তরে ফলদান করে । নিকাম যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞ রূপী কৰ্ম্ম বিকল্পে জ্ঞানোৎপত্তি করে তাহা ভ্রবণ কর । যজ্ঞ বত
প্রকার হয় তাহা পরে বলিতেছি । সম্ভ্রতি যজ্ঞের মূল তত্ত্ব বলি শুন । সমস্ত

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পক্ষ্যপাসতে ।

ব্রহ্মায়াবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্তে নৈষ্টিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়ানি, সংযমঃ সংযতঃ মনএব, অগ্নয়ন্তেযু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি অবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্তে ততো নানাব্রহ্মচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়ান্তেবাগ্নয়ন্তেযু জুহ্বতি। শব্দাদীনীন্দ্রিয়েষু অবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অপরে শুদ্ধহংপদার্থবিজ্ঞাঃ। সর্বাদীন্দ্রিয়াণি তৎ কর্ম্মাণি শ্রবণ দর্শনাদীনিচ। শ্রোত্র-কর্ম্মাণি দশপ্রাণাঃ। তৎকর্ম্মাণিচ : শ্রোত্রস্য বহির্গমনং, অপানস্যাদোহগমনং, সমানস্য ভূক্ত-পীতাদীনাম্ সন্যাসকরণং, উদানসোচ্চৈর্নয়নং, বানস্য বিত্থকনয়নং।—“উল্গারে নাগ আখাতঃ কুর্ধ্ব উন্নয়নে শ্বতঃ। ত্রকরস্ত কুতিজ্জয়ো দেবদত্তো বিজ্ঞস্তপে। ন জহতি মৃতঞ্চাপি সর্ক-ব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ” ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎ কর্ম্মাণি। আয়নস্বং পদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধি-রেবাগ্নিত্বম্ভিন্ন জুহ্বতি। মনো বুদ্ধাদীন্দ্রিয়াণি দশপ্রাণাণাঞ্চ অবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগা-ত্মৈবান্তি নান্তে মন আদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জড় জগৎ হইতে চিত্তই বিলক্ষণ। জড়বদ্ধ জীবের জড় কার্য্য অনিবার্য্য। সেই জড় কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা অর্জু রূপে করার নাম যজ্ঞ। চিত্তাব লড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে ব্রহ্ম বলি। সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতি বা কিরণ। অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল এই পাঁচটা যজ্ঞের অঙ্গ। এই পাঁচটা যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মা-ঙ্গক করত তাহাতে ঐহার চিত্তৈকাগ্র রূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞ রূপে অর্জুষ্ঠান করেন। ঐহার অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা সমুদায় ব্রহ্মাঙ্গক। অতএব তাহার গতিও ব্রহ্ম ॥ ২৪ ॥

যিনি এবল্লুত যজ্ঞে ব্রতী হন তিনি যোগী। যজ্ঞ সকলের প্রকার ভেদে যোগী সকলেরও প্রকার ভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও ততপ্রকার। একরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক প্রকার হয়। বিজ্ঞান সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম যজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞ এবং জ্ঞান যজ্ঞ বা চিদালোচন রূপ যজ্ঞ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি শুন। কর্ম্ম যোগীরা দৈব যজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র বরুণাদি রূপ

সৰ্বাণীন্দ্রিয় কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাণৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেবাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । তপঃ কৃচ্ছ্ৰ চান্ধার্যাণাদি এব যজ্ঞোযেবাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগোহষ্টাঙ্গ এব যজ্ঞো যেবাং তে যোগযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়ো বেদসাপাঠঃ তদ্বৰ্ণসা জ্ঞানক যজ্ঞো যেবাং তে । যতনো যত্নপরাঃ ; সৰ্ব্বএতে সম্যক্ শিতং তীক্ৰীকৃতং ব্রতং যেবাং তে ॥ ২৮ ॥

অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ । অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণঃ উৰ্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি । পূৰ্বকালে প্রাণ-মপানে নৈকী কুৰ্ব্বন্তি । তথা রেচক কালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি । কুন্তককালে প্রাণ-পানরোগ্তী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণা ভবন্তি । অপরে ইন্দ্রিয় জয়কামাঃ । নিয়তাহারাঃ অপ্রা-হারাঃ । প্রাণেৰু আহার সংকোচনেনৈব জীৰ্য্যমানেৰু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়ানি জুহ্বতি । ইন্দ্রিয়ানাং প্রাণাধীন বৃত্তিভ্যাং প্রাণদোর্ধ্বলে সতি স্বয়মেব স্বস্ববিষয় গ্রহণসমর্থানীন্দ্রিয়ানি প্রানেষেবলুপী-রন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আমার মায়িক সামর্থ্য বিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে । তদ্বারাও তাহারা ক্রমশঃ নিজাম কৰ্ম্ম যোগ প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান যোগী সকল তত্ত্বমসি মহাবাক্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক ভূংপদার্থ যে জীব প্রাণব রূপ মস্ত্বেৰ দ্বারা ভূংপদার্থ যে ব্রহ্ম তাহাতে হোম করেন । ইহার শ্রেষ্ঠতা পূরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

নৈষ্ঠিক গণ মনঃসংযম রূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন । ব্রহ্মচারী সকল শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধান কারী কৈবল্যবাদি পাতঞ্জল যোগী সকল সমস্ত ইন্দ্রিয় কৰ্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কৰ্ম্ম সমূহ ভূংপদার্থ স্বরূপ শুদ্ধ জীবাশ্মা রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন । বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম পরাগাত্মা । বিষয় ত্যাগী আত্মার নাম প্রত্যগাত্মা । তাহারা এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতি কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

এই সকল যজ্ঞকে দ্রব্য যজ্ঞ, তপো যজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ, স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞ বলিয়া চারিভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে । দ্রব্য ময় যজ্ঞকে দ্রব্য

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণাঃ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকরিতকল্মষাঃ ।

যজ্ঞশিক্ষামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞশ্চ কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

সর্বৈহপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিলম্বমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মযান্তি । অত্রা-
ননুসংহিতং কলমাহ যজ্ঞশিষ্টঃ যজ্ঞাবশিষ্টঃ বদন্তঃ ভোগৈবর্থা সিদ্ধাদিকং তদুভূজীত ইতি ।
তথা অনুসংহিতং কলমাহ ব্রহ্মযান্তীতি ॥ ৩০ ॥

তদকরণে প্রত্যাবারমাহ নায়মিতি । অয়মল্পহংসো মহুযা লোকোহপি নান্তি কুতোহন্তো
দেবাদিলোকন্তেন প্রাপ্তবা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র, চাক্রায়ণ, চাতুর্ধাস্য প্রভৃতি তপো যজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ যোগকে যোগ যজ্ঞ,
বেদার্থ বিচার পূর্ব চিদচিৎ বিচারকে জ্ঞান যজ্ঞ বলা যায় । এই চারি
প্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে তীক্ষ্ণ ব্রত যতি বলা যায় ॥ ২৮ ॥

বেদ শাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি শাস্ত্রে এই চারি প্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয় ।
এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থ বিস্তৃতি রূপ তত্ত্বাদি শাস্ত্রে হঠযোগ ও
নানাবিধ সংযম ব্রতরূপ যজ্ঞ সকল উপদিষ্ট হইয়াছে । তদনুগত ব্যক্তিগণ
প্রাণায়াম নিষ্ঠ হইয়া অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ুকে এবং প্রাণ বায়ুতে অপান
বায়ুকে রুদ্ধ এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান গতিরোধ দ্বারা কুণ্ডল অভ্যাস করেন ।
কেহ কেহ আহার ধর্ম করত প্রাণ সকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥ ২৯ ॥

ইহারা সকলেই যজ্ঞ তত্ত্ববিৎ । যজ্ঞ দ্বারা ক্ষীণ পাপ হইয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট
অমৃত ভোজন করত অবশেষে পূর্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

অতএব হে কুরুসত্তম অর্জুন ! অযজ্ঞ কৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই
সম্ভব হয় না, তখন পর লোক কি রূপে সম্ভব হইবে ? অতএব যজ্ঞই কর্তব্য
কর্ম । ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে স্মার্ত বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ
বৈদিক যাগাদি সমস্তই যজ্ঞ । ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞ বিশেষ । যজ্ঞ ব্যতীত
অন্য কর্ম নাই । হা হা আছে, তাহা বিকর্ম ॥ ৩১ ॥

এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত । ইহারা

এবং বহুবিধাযজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণোমুখে ।

কৰ্মজান্ বিজ্ঞিতান্ সৰ্ব্বান্বেবং জ্ঞাত্বাবিমোক্ষসে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্রব্যজ্ঞাজ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ । ।

সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলংপার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণো বেদসামুখেঃবেদেন অমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তাহিতার্থঃ । কৰ্মজান্ বাহ্মনঃ কায়কৰ্ম্ম-জনিতান্ ॥ ৩২ ॥

তেষাংমধ্যে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি রিতি লক্ষণাদপি দ্রব্য ময়াদ্ যজ্ঞাৎ ব্রহ্মায়াবিতানেনোক্তঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ । কৃতঃ জ্ঞানে সতি সৰ্বং কৰ্ম্ম অখিলং অব্যর্থং সংপরিসমাপ্যতে সমাপ্তী-ভবতি জ্ঞানানন্তরং কৰ্ম্মণ তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ তদ্বিতি । প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি ভুরৌ দণ্ডব্রহ্মমন্ত্রাণেণ “ভগবন্ ! কুতোহয়ং মে সংসারঃ কথং নিবৰ্ত্তিষ্যত ইতি” পরিপ্রশ্নেন চ সেবয়া তৎ পরিচর্য্যয়াচ তদ্বিজ্ঞানার্থং স্বগুরুমেষাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠমিতিক্রতেঃ ॥ ৩৪ ॥

সকলেই বাক্য মন কায় কৰ্ম্মজনিত । অতএব কৰ্ম্মজ । এইরূপে কৰ্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কৰ্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

যদিও এই সকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মত্তক্ৰিয়ালাভ রূপ জীবের মঙ্গল উদয় হয়, তথাপি এই যজ্ঞ সমুদায় সম্বন্ধে একটা নিগূঢ় বিচার আছে তাহা জাতব্য । নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ হয় কখন জ্ঞানময় যজ্ঞ হয় । দ্রব্য-ময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ । হে পার্থ ! সমস্ত কৰ্ম্মই জ্ঞানে পরি সমাপ্তি লাভ করে । যজ্ঞ সকল অগুপ্তিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন রহিত হয়, তখনই ব্যাপার সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয় । যখন চিদালোচন ক্রম চলিতে থাকে তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময় অবস্থাকে কার্য্যকাণ্ড বলে । জ্ঞানময় অবস্থাকে জ্ঞান কাণ্ড বলে । যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ মতক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥ ৩

যদি বল এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ বিচার, জ্ঞোদার পক্ষে

যজ্ঞজ্ঞান ন পুনর্মোহমেবং শাস্যসি পাণ্ডব ! ।

যেন ভূতাত্মশেষেণ দ্রাক্ষ্যস্যাশ্রয়তো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপিত্যঃ সর্বৈভ্যঃপাপকৃতমঃ ।

সর্বং জ্ঞানপ্লেবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যথেষাংসি সন্নিহ্নোহগ্নির্ভস্মাৎ কুরুতেহর্জুন ! ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানস্য বলমাহ যজ্ঞাহেতি সাত্বিকব্রিতিঃ । যজ্ঞজ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবাক্তেতি লক্ষণং জ্ঞানম্। এবং মোহমন্তঃকরণধর্মং ন প্রাপ্যসি । যেন চ মোহবিগমেন স্বাভাবিক নিত্যসি-
দ্ধজ্ঞান লাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্যা তির্থাগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিভেদে-
ন হিতানি পৃথক্ দ্রাক্ষ্যসি । অধোময়ি পরম কারণে চ কার্যভেদে হিতাণি দ্রাক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ অপিতেদिति । পাপেভ্যঃ পাপকৃতঃ অপি সকাশাৎ বদ্যপ্যতিশ-
য়েন পাপকারী হমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎ পাপসহে কথমন্তঃকরণশুদ্ধিঃ? তদভাবেচ কথং
জ্ঞানোৎপত্তিঃ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানসৈতদ্দুরাচারহঃ সংভবেদতোহত্রবাধ্যা শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-
পাদনানঃ । অপি চেদিত্যসংভাবিতাত্ম্যপগম প্রদর্শনাথো নিপাতো বদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভব-
ত্যেব তথাপি জ্ঞানকল কখনারাত্ম্যপেত্যোচ্যতে ইত্যোবা ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধান্তঃকরণসোৎপন্নং জ্ঞানং তু প্রারব্ধভিন্নং কর্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ
বথেনি । সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

কঠিন, অতএব আমার উপদেশ এই যে তুমি এই ভেদ বিচারপূর্বক জ্ঞানলাভ
জন্য তবদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর । তুমি তবদর্শী গুরুকে প্রণি-
পাত পূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তব বিষয়ক প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা কর । তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অন্য তুমি মোহ বশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছ ।
এরূপ মোহ গুরুপদটি তবজ্ঞান লাভ করিলে আর তোমাকে আশ্রয় করিবে
না । সেই তবজ্ঞান দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে মনুষ্যা তির্থাগাদি ভূত
সকল এক জীবাত্মা রূপ তব্বে অবস্থিত । উপাধি দ্বারা লব্ধীয় তারতম্য
ঘটিয়াছে । এ সমুদায়ই পরম কারণ রূপ ভগবৎ স্বরূপ আমাতে শক্তি
কার্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

যদিও তুমি অভ্যস্ত পাপাচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত
আরোহণ পূর্বক সমস্ত ধ্বংস করিয়া পার হইয়া বাইবে ॥ ৩৬ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্চতি ।

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্ত্বং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

ইহ তপোযোগাদিবৃত্তেবু মধ্যো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রেনাস্তি । তজ্জ্ঞানং ন সৰ্ব্বহলভং, কিন্তু যোগেন নিকাম কৰ্ম্মযোগেন সমাক্ সিদ্ধএব, নহুপরিপক্ঃ; সোহপি কালেনৈব, নতু সদাঃ । আত্মনি স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি । নতু সন্ন্যাস এহণমাত্রেণৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

তর্হি কৌদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ । শ্রদ্ধা, নিকাম কৰ্ম্মণৈবাস্তঃকরণত্বৈচ্ছাব-জ্ঞানং স্তাদিতি শাস্ত্যৰ্থে আত্মিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্এব । তৎপরস্তদমুঠাননিষ্ঠঃ । • তাদৃশোহপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্তাতদা পরাং শাস্তিং সংসার-নাশং ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানাধিকারিণমুক্তা তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ । অজ্ঞঃ পষাদিবদ্ব্যকৃতঃ । অশ্রদ্ধধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবহেতি নানাবাদিনাং পরম্পরা বিপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা । ন কাপি বিষন্তঃ । শ্রদ্ধাবৎসেহপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যোন্নবেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ । তেষাপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষভেদে নিব্দতি নারয়িতি ॥ ৪০ ॥

প্রবল রূপে জালিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে ; হে অর্জুন ! সেই রূপ সমস্ত কৰ্ম্মকে জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময় তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই । তুমি স্বীয় আত্মায় নিকাম কৰ্ম্মযোগ ফল স্বরূপ সেই জ্ঞানকে কাল ক্রমে লাভ করিবে । এই বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে শাস্তি তাহাই জ্ঞানের ফল । জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই বলিলেই জ্ঞানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব নাই একথা বলা হইল না ॥ ৩৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন । নিকাম কৰ্ম্ম যোগে বাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয় । শ্রদ্ধা সহকারে নিকাম কৰ্ম্ম-যোগ অমুঠান পূর্বক অতি শীঘ্রই পরা শাস্তি লাভ করেন । পরা কাহাকে বলে তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩৯ ॥

কৰ্ম্ম তত্ত্বের অনন্তিষ্ঠ ও অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তি সর্বদাই সংশয় আত্মা । সে প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না । তাহাদের ইহলোকে বা পরোলোকে

যোগসংন্যস্ত কৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ং ।

আত্মবস্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবধন্তি ধনঞ্জয় ! ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসঙ্কৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।

ছিহ্নৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীভগবদগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নৈকৰ্ম্ম্যং হেতাদৃশস্ত ত্বাদিত্যাহ । যোগারিকামকৰ্ম্মযোগানন্তর মেব সংস্কৃতকৰ্ম্মাণং
সংভাসেন তত্তকৰ্ম্মাণং । ততশ্চ জ্ঞানাত্মানসন্তরং ছিন্নসংশয়ং । সংশয়চ্ছেদানন্তরং
আত্মবস্তং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কৰ্ম্মাণি ন নিবধন্তি ॥ ৪১ ॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি । হৃৎস্থং হৃদগতং সংশয়ং ছিদ্ভা যোগং নিকামকৰ্ম্মযোগং আতিষ্ঠ
আশ্রয়, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কৰ্ত্তুমিতি ভাবঃ । ৪২ ॥

উক্তেষু মুক্ত্যপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশম্যতে ।

জ্ঞানোপায়স্ত কৰ্ম্মৈবেত্যধ্যায়ার্থে নিরূপিতঃ ॥

ইতি সারার্থবৰ্ণিণ্যাং হৰ্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাশ্রয়ং চতুর্থোহি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ॥

মুখ লাভ হয়না, যেহেতু সংশয় রূপ দুঃখই তাহাদিগের শাস্তি নাশ
করে ॥ ৪০ ॥

অতএব, হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিকাম কৰ্ম্ম যোগ দ্বারা কৰ্ম্ম সম্ব্যাস করেন,
জ্ঞান দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে
কোন কৰ্ম্মই বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

অতএব, হে ভারত ! তোমার এই যে নিকাম কৰ্ম্ম যোগ বিষয়ে সংশয়
হইয়াছে, তাহা অজ্ঞান সঙ্কৃত ; তাহাকে জ্ঞান খড়্গ দ্বারা ছেদন কর এবং
নিকাম কৰ্ম্ম যোগাশ্রয় পূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

এই অধ্যায়ে মুক্তির উপায় সকলের মধ্যে জ্ঞানের প্রেষ্ঠতা এবং কৰ্ম্মই
যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নিরূপিত হইল ।

ইতি চতুর্থ সূধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহন্যায়ঃ ।

—:—

অৰ্জুন উবাচ ॥

সংশ্রাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ ! পুনর্যোগঞ্চ শংসমি ।

যচ্ছৈয় এতয়োরেকং তন্মে ক্রুহি স্থনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিশ্চেষ্টস করা বুভৌ ।

তয়োস্তু কৰ্ম্মসংশ্রাস্তাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

প্রোক্তং জানাদাপি শ্রেষ্ঠং কৰ্ম্ম তদাচ্যসিদ্ধয়ে ।

তৎপদার্থস্ত চ জ্ঞানং সামান্যাদপি পঞ্চমে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রত্যেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি সংশ্রাসবিভিঃ । “বোধ-
সংস্রুতকৰ্ম্মণাং জ্ঞানসংহিংসঃশয়ঃ । আশ্রবন্তঃ ন কৰ্ম্মাণি নিবধুস্তি ধনঞ্জয় ॥” ইতি বাক্যে
হং কৰ্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্ত কৰ্ম্ম সংশ্রাসঃক্রবে । “তন্মাদজ্ঞান সত্ত্বতঃ সংহং জ্ঞানাসিনা-
জ্ঞনঃ । হিইবৈনং সংশয়ঃ যোগমাতিটোস্তিষ্ঠ ভারত ॥” ইত্যনেন পুনস্তত্ত্বৈব কৰ্ম্মযোগঞ্চ
ক্রবে । নচ কৰ্ম্মসংশ্রাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ একত্বৈকদৈব সম্ভবতঃ, ইতিগতি বহিষ্কৃত্য স্বরূপত্বাৎ ।
তন্মাদজ্ঞানী কৰ্ম্মসংশ্রাসং কুৰ্য্যাৎ কৰ্ম্মযোগং বা কুৰ্যাদিতি তদভিপ্রায়ানবগতো, হং পৃচ্ছামি
—এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়স্বয়া স্থনিশ্চিতং তন্মেক্রুহি ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ কৰ্ম্মকরণে ন কোহপিদোষঃ । প্রত্যুত নিকামকৰ্ম্মণা
চিত্তবৃত্তি দাচ্যাত্ম জ্ঞানাদাচ্যমেব শ্রাস্তাৎ । সন্ন্যাসিনস্ত কদাচিচ্চিত্ত বৈগুণ্যে সতি তদুপশম-
নার্থং কিং কৰ্ম্মনিবন্ধঃ জ্ঞানাত্যাস প্রতিবন্ধকস্ত চিত্ত বৈগুণ্যমেব বিষয় গ্রহণেতু বাস্তবিক-
মেব স্তাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে যে যোগ দ্বারা কৰ্ম্মত্যাগ করা
এবং পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদ পূৰ্ব্বক যুদ্ধ রূপ কৰ্ম্ম করিতে বলিলে ।
অতএব আমাকে নিশ্চয় রূপে বল কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্ম যোগের মধ্যে কি
করিব ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কৰ্ম্ম যোগ উভয়ই মঙ্গল জনক । তন্মধ্যে
কৰ্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা নিকাম কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । কৰ্ম্মে আসক্তি ত্যাগকেই সন্ন্যাস
বলা যায় । প্রকৃত প্রস্তাবে কৰ্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ সনিত্যঃ সন্ন্যাসী যো ন হেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 নিব্বন্ধো হি মহাবাহো ! হৃৎ বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
 একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্ভূতয়ো বিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥
 বৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপিগম্যতে ।
 একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

নচ সন্ন্যাস প্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃত সন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যং ইত্যাহ জ্ঞেয় ইতি । স তু শুদ্ধচিত্তঃ কল্পী নিত্য সন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ । হে মহাবাহো ! ইতি মুক্তিনগরীঃ জ্ঞেতুং সএব মহাবীর ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তন্মাং যচ্ছ্রেয় এতরোরিতি ভদ্রভূতমপি বস্তুতো ন ঘটতে ; বিবেকিভিরুভয়োঃ পার্থক্য-
 ভাবভূতদৃষ্টবাৎ ইতাহ সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদ্বৎ সন্ন্যাসো
 লক্যতে । সন্ন্যাস কৰ্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, নহু বিজ্ঞাঃ । জ্ঞেয়ঃ স
 নিত্যসন্ন্যাসীতি পূর্বোক্তেঃ । অত একমপীত্যাদি ॥ ৪ ॥

এতদেব স্পষ্টরূপে বর্ণিত । সাংখ্যৈঃ সন্ন্যাসেনযোগৈর্ নিক্রম কৰ্ম্মণা বহুবচনং গৌরবেণ ।
 অতএব তদ্বৎ পৃথক্ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশুতি সপশুতি ; চক্ষুস্থান পণ্ডিত
 ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কিন্তু সম্যক চিত্ত শুদ্ধি মনিকারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ কৰ্ম্ম যোগস্ত হৃৎ বন্ধ এবতি
 পূর্ব ব্যঞ্জিত নর্থঃ স্পষ্টমেবাহসন্ন্যাসস্থিতি । চিত্ত বৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ । অযোগতঃ কৰ্ম্ম-
 যোগাভাবাৎ চিত্ত বৈগুণ্য প্রশমক কৰ্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসিন্ভাবাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ ।
 সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুং ভবতি । তদ্বৎ বার্ত্তিককৃতিঃ ।—“প্রমাদিনো বহিষ্কৃতাঃ পিশুনাঃ

যিনি নিব্বন্ধ এবং কৰ্ম্ম ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা ঘেব করেন না
 তিনি নিত্য সন্ন্যাসী । তিনিই পরম স্থখে কৰ্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ
 করেন ॥ ৩ ॥

তোমাকে সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি শ্রবণ কর । অপণ্ডিত
 মুঢ় কীমতসিকেরাই সাংখ্য যোগ ও কৰ্ম্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া
 প্রকাশ করে, পণ্ডিতগণ তাহা বলিবেন না । সাংখ্যযোগ বা কৰ্ম্মযোগ যাহা
 হৃৎ বন্ধ রূপে আচরণ কর তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে, যেহেতু উভয়
 পদ্ধতিই এক । কেবল নাম দুইটা দিষ্ট । যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক
 জানিয়া জানেন তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংশ্যাসন্ত মহাবাহো ! হৃঃখমাণু মযোগতঃ ।

যোগ যুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্তোত তত্ত্ববিৎ ।

পশ্যন্ শৃণুন্ জিহ্মন্নশন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ নিষম্মিষম্মপি ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৮ ॥

কলহোংহকাঃ । সন্ন্যাসিনোহপি দৃশ্যস্তে দৈবসংসৃষিতাশয়াঃ ॥” ইতি প্রতিরপি ।—‘বধি ন সমুদ্বয়ন্তি যতরো হৃদি কামজটা’ ইতি । ভগবতাপি ।—বস্তুং সংবত যড় বর্গ ইত্যাদুঃকৃতং । তন্মাৎ যোগযুক্তঃ নিকাম কর্ণবান্ মুনিজ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীঘ্রং প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

কৃতেনাপি কর্ণণা জ্ঞানিন স্তস্য ন লেপ ইত্যাহ যোগেতি যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ ।—বিশুদ্ধাত্মা বিজিত বুদ্ধিরেকঃ, বিজিতাত্মা বিশুদ্ধচিত্তো দ্বিতীয়ঃ, জিতেন্দ্রিয় তৃতীয়ঃ । ইতি পূর্ব্বমুর্ক্বেবাং সাধন তারতম্যাদুঃকর্ব্বঃ । এতাদৃশে গৃহে তু সর্কেহপি জীবা অমুরজ্যস্তী-তাহ । সর্কেবামপি ভূতানাং আশ্রভূতঃ প্রেমান্দীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

যেন কর্ণণা লেপ স্তৎ প্রকারং শিক্যতি নৈবেতি । যুক্তঃ কর্ণযোগী দর্শনাদীনী কুর্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিনন্ নিরতিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্তোত ॥ ৮ ॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস হৃঃখ জনক । যোগ যুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যোগ যুক্তজ্ঞানী ত্রিবিধ । বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় । ইহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট । ইহারা সর্ব্বজীবের অমুরাগ ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হননা ॥ ৭ ॥

কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, জ্ঞান, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও স্বাসাদি স্রীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ আমি কিছুই করি নাই এরূপ মনে করেন । প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্য গ্রহণ, উন্নিবণ ও নিমিষণ কার্য্য কালে মনে করেন যে আমি যে জড় দেহে আছি, তাহাই এ সকল করিতেছে । আমি কিছু করি না ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মগয়াধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা। করোতি যঃ ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাভুসা ॥ ৯ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাঙ্গশুদ্ধয়ে ॥ ১০ ॥

যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা। শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীং ।

অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১১ ॥

সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি মনসা সংশ্রুতান্তে স্থখং বশী ।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মণি পরমেধরে ময়ি কৰ্ম্মাণি সৰ্গ্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা। সান্তিমাত্মোহপি কৰ্ম্মাসক্তিং বিহার
যঃ কৰ্ম্মাণি করোতি । পাপেনেতুপলক্ষণং । সোহপি কৰ্ম্মমাত্রাশ্রয়ে ন লিপ্যাতে ॥ ৯ ॥

কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরতি । ইন্দ্রিয়বাহেত্যাদিনা হবিষ্যাদার্গণকালে, যদ্যপি মনঃ
ক্কাংপাত্তত্ব তদপীত্যর্থঃ । আঙ্গশুদ্ধয়ে মনঃ শুদ্ধার্থঃ ॥ ১০ ॥

কৰ্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তীএব মোক্ষবন্ধ হেতু ইত্যাহ যুক্তো যোগী নিষ্কাম কৰ্ম্মার্থঃ ।
নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিঃ মোক্ষমিত্যর্থঃ । অযুক্তঃ স কামকৰ্ম্মার্থঃ । কামকারেণ
কামপ্রযুক্তা ॥ ১১ ॥

অতোহনাসক্তঃ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসীতি পূৰ্ব্বোক্ত বৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী
এবোচ্যতে ইত্যাহ । সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি মনসা সংশ্রুত্যা কায়াদি ব্যাপারেণ বহির্কৰ্ম্মণি বশী
জিভেত্রিয়ঃ স্বৰ্গমাস্তে । কৃত নবদ্বারে পুরে পূরবদহং ভাবশূন্তে দেহে দেহী উৎপন্ন জ্ঞানো-
জীবঃ নৈব কুৰ্ব্বন্নতি কৰ্ম্মমুখ্যতা বস্তুতঃ কৰ্ত্তব্যং নৈবাশীতি জ্ঞানান । ন কারয়ন্নতি নাপি
তেষু বস্যা প্রয়োজন কল্পমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মে কৰ্ম্মার্পণ পূৰ্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কৰ্ম্ম করেন, পদ্ম পত্র
বেশত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয়না, তিনি তদ্রূপ কৰ্ম্ম পাশে লিপ্ত হন না ॥৯॥

চিন্তা তদ্বির জন্য যোগী সকল, কৰ্ম্ম ফলাসক্তি ত্যাগ করত কার মন
বুদ্ধি দ্বারা কখন কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কৰ্ম্মাচরণ করেন ॥ ১০ ॥

যোগী কৰ্ম্ম ফলত্যাগ পূৰ্ব্বক নৈষ্ঠিকীশান্তি অর্থাৎ কৰ্ম্মমোক্ষ লাভ করেন ।
পূৰ্ব্বোক্তে অযুক্ত পূৰ্ব্বক অর্থাৎ সাকাম কৰ্ম্ম কাম প্রযুক্তি দ্বারা ফলাসক্তি
সহকারে কৰ্ম্মবদ্ধ হন ॥ ১১ ॥

বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কৰ্ম্ম পূৰ্ব্বোক্ত বীতি
করেন সন্ন্যাস করত নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ রূপ গৃহে জীব পরম স্থখে বাস

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।
 ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৩ ॥
 না দত্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্নকৃতং বিভুঃ ।
 অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জস্তবঃ ॥ ১৪ ॥
 জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নার্ষিত মাত্মনঃ ।
 তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৫ ॥

মহু চ যদি জীবস্য বস্ততঃ কর্তৃত্বাদিকং নৈবান্তি, তর্হি পরমেশ্বর সৃষ্টে জগতি সর্বত্র জীবস্য কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি দর্শনায়ত্তে পরমেশ্বরেণৈব বলাত্তস্য কর্তৃত্বাদিকং সৃষ্টং । তথাসতি তস্মিন্ বৈবশ্য নৈবুণ্যে প্রসক্তে তত্র নহি নহীতাহ ন কর্তৃত্বমিতি । নাপি তৎ কর্তব্যম্বেন কর্ম্মাণ্যপি । নচকর্ম্ম কলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি । কিন্তু জীবস্য স্বভাবোহনাদ্যবিদ্যেব প্রবর্ততে । তং জীবঃ কর্তৃত্বাদ্যভিমান মারোহয়ি তু মিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বশ্মাদসাধু সাধুকর্ম্মণাঃ ঈশরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিস্বমিতাহ । নাদত্তে ন গৃহ্নতি । কিন্তু তদীয় ধনু বা শক্তি রবিদ্যা সৈব জীবজ্ঞানমাবুণোতীতাহ । অজ্ঞানেনাবিদ্যায় । জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং ; তেন হেতুনা ॥ ১৪ ॥

যথা অবিদ্যা তস্যজ্ঞানমাবুণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যা শক্তিরবিদ্যাঃ বিনাশ্ত জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । জ্ঞানেন বিদ্যাশক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাঃ তেষাং জীবানাং জ্ঞানমেব কর্তৃত্ব, আদিত্যবদ্বিতি । আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্ত ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যা বা দিদ্যাং বিনাশ্ত তজ্জীব নিষ্ঠং জ্ঞানং পরং অপ্ৰাকৃতং প্রকাশয়তি । তেন পরমেশ্বরেণ ন কর্ম্মপি বধাতি, নাপি কর্ম্মপি স্কোচয়তি । কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্মে ক্রমেণ

করিতে থাকেন । তিনি নিজের কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১২ ॥

জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে পরমেশ্বর কর্তৃত্ব সমস্ত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতেছে । লোকের কর্তৃত্বও কর্ম্ম পরমেশ্বর কর্তৃত্ব বলিলে তাঁহার বৈবশ্য ও নিব্বশ্য স্বীকার করিতে হয় । কর্ম্ম ফল সংযোগও তৎ কর্তৃত্ব নয় । এসকল জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয় ॥ ১৩ ॥

জীবের সৃষ্টি হ্রস্বতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না । জীব স্বাভাবিক জ্ঞান স্বরূপ, অবিদ্যাশক্তি কর্তৃত্ব সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ার জীবের বদ্ধ দশা প্রবর্ত্তই জীব দেহাভ্যভিমান রূপ মোহ লাভ করত আপনাকে কর্তৃত্ব কর্তা বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৪ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদান্বনস্তম্ভিতাস্তংপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরারুতিং জ্ঞান নির্দ্ধূত কল্মষাঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭ ॥

বধাতি মোচয়তি চ ; কর্তৃৎ ভৌক্তৃৎ তৎপ্রয়োজকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ ; অনাসক্তি শাস্ত্যাদয়ো-
মোচকাস্ত্ৰ প্রকৃতেষেব ধর্ম্মাঃ । কিন্তু পরমেশ্বরস্যাস্ত্ৰধারিত্বাৎ এব প্রকৃতে স্তে তে ধর্ম্মা উদ্ভূত্বাৎ
ইত্যোতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্য নিয়ুগ্যে ॥ ১৫ ॥

কিন্তু বিদ্যা জীবাত্ম জ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, নতু পরমাত্মজ্ঞানং, ভক্ত্যাহ্নেকর্যা গ্রাহ্যইতি
ভগবদুক্তেঃ । তন্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিত্বিরপি পুনর্কিংশেষতো ভক্তিঃ কার্ধ্যা । ইত্যতআহ
তদ্বুদ্ধয় ইতি । তৎপদেন পূর্বপ্রজ্ঞাস্তো বিভূঃ পরামৃশতে । তন্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধি-
র্থেবাং তে, তদ্বননপরা ইত্যর্থঃ । তদান্বনস্তদ্বননকাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ । তন্নিষ্ঠাঃ “জ্ঞানক-
ময়ি সংস্তমসিতি” ভগবদুক্তেঃ । দেহাদ্যতিরিক্তাত্ম জ্ঞানেহপি সাহিত্যিক নিষ্ঠাং পরিত্যজ্যা
তদেকনিষ্ঠাস্তংপরায়ণা স্তদীয়শ্রবণ কীর্তন পরাঃ । বহুক্ষ্যতে,—“ভক্ত্যামাত্মজ্ঞানাত্তি যাবান্
বন্দ্যামি তদ্বতঃ । ততো মাং তদ্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি” । জ্ঞাননির্দ্ধূত কল্মষাঃ
জ্ঞানেন বিদ্যায়ৈব পূর্বমেব ক্ষণ্ত সমস্তাবিদ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

ততস্ত গুণাতীতানাং তেষাং গুণময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময় বিশেষমজ্জিহ্বকৃণাং সম-
বুদ্ধিরেব সাদিত্যাহ বিদ্যেতি । ব্রাহ্মণে গবি ইতি সাহিত্যিকজাতিত্বাৎ হস্তিনি মধ্যমে শুনি চ
স্বপাকেচেতি তামসজাতিত্বাদধমেহপি তত্বিশেষাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ গুণাতীতাঃ
বিশেষাগ্রহণেব সনং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্বদ্বৈতং শীলং যেষাং তে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত । যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি
স্বকীয় জ্ঞান বলি তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা । অপ্রাকৃত জ্ঞানই
বিদ্যা । যে সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহা-
দের নিকট পরম জ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া, অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে
প্রকাশ করেন ॥ ১৫ ॥

সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ বিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি
লাভ করে, তাঁহারা অবিদ্যারূপ কল্মষ বিদ্যার দ্বারা ধোত করত অপুনরা-
হুতি রূপ মোক্ষ লাভ করেন । আমাতে যাহাদের অপ্রাকৃত রতি তাহা-
দের আর জড়রতি হয়না । তখন তাহারা আমারই শ্রবণকীর্তনের প্রিয়
হইয়া পড়ে ॥ ১৬ ॥

অপ্রাকৃত গুণ লব্ধ জ্ঞানী সকল প্রাকৃত গুণ দ্বারা উত্তম মধ্যমধম

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেমাং সাম্যোস্থিতঃ মনঃ ।
 নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রুক্কাণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥
 ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ংপ্রাপ্য নোদ্বিজ্যেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ং ।
 স্থির বুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদব্রহ্মাণি স্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
 বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং ।
 স ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২০ ॥
 যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয়এব তে ।
 আদ্যন্তবস্তুঃ কোন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২১ ॥

সমদৃষ্টিঃ স্তোতি । ইহৈব ইহলোকএব স্বজাত ইতি স্বর্গঃ । সংসারোজিতঃ পরা-
 কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

এবং লৌকিক প্রিয়াপ্রিয়াদোরপি তেবাং সাম্যমাহ ন প্রহৃষ্যেদिति । ন প্রহৃষ্যেৎ
 ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজ্যেৎ নোদ্বিজতে । সাধন দশায়ামেব মত্যসেদिति বিবক্ষয়া বা লিঙ্ ।
 অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাং অভিমান নিবন্ধনহেন সংমোহমাত্রায়াঃ । স চ বাহ্যস্পর্শে
 বিষয়সুখেণ অসক্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ । তত্র হেতুঃ আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি
 সতি প্রাপ্তে যৎসুখং তৎ অক্ষয়ং সুখং । সএব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি । নহি নিরন্তর মন্বত্যা-
 নাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

বিবেকবানেষ বস্তুতো বিষয় সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ যে হীতি ॥ ২১ ॥

রূপ যে বৈষম্য তাহা পরিত্যাগ পূর্বক বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গুরু,
 হস্তি, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সম দর্শনপ্রযুক্ত পণ্ডিত সজ্জালাভ
 করেন ॥ ১৭ ॥

বীহাদের মনু সাম্যোস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ লোকেই স্বর্গ অর্থাৎ সং-
 সার জয় করিয়াছেন । ব্রহ্ম সমস্ত প্রযুক্ত নির্দোষ । অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই
 অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাসক্ত মন হইয়া স্থির
 বুদ্ধি হন । জড় জগতের প্রিয় বস্তু লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় লাভে উবেগ স্বী-
 কার করেন না । তিনি চিদগত সুখ লাভ করেন । তিনি ব্রহ্ম যোগ যুক্ত
 হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

এরূপ বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় সুখে আসক্ত হননা ।
 •ইন্দ্রিয়ার্থ জনিত সুখ সকল দুঃখকে প্রসব করে । তাহারা কেবল সংস্পর্শ

শক্নোতীহৈব যঃ সোদুঃ প্রাক্ষরীর বিমোক্ষণাৎ ।

কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স মুখী নরঃ ॥ ২২ ॥

যোহন্তঃ হৃথোহন্তরান্নন্তধান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহপি গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণ মুষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ ।

ছিন্ন দ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্ব ভূত হিতেরতাঃ ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যত চেতসাং ।

অভিতে! ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৫ ॥

সংসারসিদ্ধৌ পতিতোহপ্যেব এব যোগী এবএব মুখীত্যাহ শক্নোতীতি ॥ ২২ ॥

বস্ত সংসারাতীত স্তস্ত তু ব্রহ্মামৃতং এব মুখমিত্যাহ য ইতি । অন্তরান্নন্তেব হৃথংবস্ত
সঃ । যতোহন্তরান্নন্তেবরমতে, অতোহন্তরান্নন্তেব জ্যোতির্দৃষ্ট যন্ত সঃ ॥ ২৩ ॥

এবং রহবএব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহলভন্ত ইতি ॥ ২৪ ॥

জাতং পদার্থানাং অপ্রাপ্ত পরমাত্মজ্ঞানানাং কিমতাকালেন ব্রহ্ম নির্বাণং হৃথং স্তাদিত্য-
পেক্ষায়ামাহ কামেতি । যতচেতসাং উপরত মনসাং ক্ষীণনিঃশরীরানামিতি যাবৎ । অভিতঃ
সর্বতোভাবেনৈব বর্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্বাণে তন্ত নৈবাতিবিলম্ব ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্ত বিশিষ্ট বলিয়া নিত্য নয় । হে
কৌন্তেয় ! সেই সকল অনিত্য সুখে পূর্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ক্রমেই
প্রতি লাভ করেন না । দেহ যাত্রার জন্ত কেবল তৎ সম্বন্ধীয় কৰ্ম সকল
নিষ্কাম রূপে স্বীকার করেন ॥ ২১ ॥

জড় শরীর ত্যাগ পর্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া, যিনি
নিষ্কাম কৰ্মযোগ দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহন করিতে সক্ষম হন, তিনিই
প্রকৃত মুখী ॥ ২২ ॥

যিনি বাহু জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিকে অনিত্য জানিয়া অন্তর্জ-
গতের সুখ আরাম ও জ্যোতিরূপ সাবিদ্যক জ্ঞানকে স্বীকার করত ব্রহ্ম
ভূত হন, তিনি যোগী এবং তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

যতচিত্ত, সর্ব ভূত হিত কার্যেরত, এবং সংশয় রহিত ক্ষীণ পাপ ঋষি স-
কল ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

কাম ক্রোধ হীন, যতচিত্ত, আশ্রিতব্যক্ত ব্যতিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্ম নির্বাণ সর্ব-
তোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয় । সংসার হিত নিষ্কাম কৰ্ম যোগী সর্ব

স্পর্শান্ কৃৎস্না বহির্কাহ্যাং চক্ষুঃশ্রবাস্তরে ক্রবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্না নাসাত্যস্তর চারিণৌ ॥ ২৬ ॥

যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি মূর্নির্মোক্ষ পরায়ণঃ ।

বিগতেচ্ছাতয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭ ॥

তদেবমীশ্বর্যপিত নিকাম কর্মযোগেনাস্তঃকরণ শুদ্ধিঃ । ততোজ্ঞানং হং পদার্থবিষয়কং ।
তত শুৎপদার্থ জ্ঞানার্থ ভক্তিঃ । তদ্বৎজ্ঞানেন শুণাতীতেন ব্রহ্মাহুতব ইত্যুক্তং । ইহানীং
নিকাম কর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃ করণশ্রাষ্টাঙ্গ যোগঃ ব্রহ্মাহুতব সাধনঃ জ্ঞানযোগাদপ্যুৎকৃষ্টত্বেন
বঠাধায়ে বজ্রং তৎ সূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ স্পর্শানিতি । বাহ্যএব শব্দ স্পর্শরূপ রসগন্ধাঃ
স্পর্শশব্দ বাচ্যাঃ । মনসি প্রবিষ্টা যে বর্তন্তে তান্ তন্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো
মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ । চক্ষুঃশ্রবোরস্তরে মধ্যেকৃৎস্না নেত্রয়োঃসংপূর্ণ নিমীলনে নিজায়
মনোলীয়তে উন্মীলনে বহিঃ প্রসরতি । তদ্বৎ দোষ পরিহারার্থং অর্দ্ধনিমীলনে ক্রমধ্যে
দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাস নিবাস রূপেণ নাসিকায়োরস্তরে চরন্তো প্রাণাপানৌ উচ্ছ্বাধোগতি
নিরোধেন সমোকৃৎস্না যতা বশীকৃত্য ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

সং বিচার পূর্বক সর্বস্ত যে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম, তাহাতে অবস্থান করেন ।
তাহাতে জড় হুঃখ রূপ ক্লেশ নির্মাণ হয় । ইহাকেই ব্রহ্ম নির্মাণ বলে ॥ ২৫

হে অর্জুন ! ঈশ্বর্যপিত কর্ম যোগ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি । অন্তঃকরণ
শুদ্ধি হইতে হং পদার্থ নিরূপক জ্ঞান । সেই জ্ঞান জনিত তৎ পদার্থ জ্ঞান
স্বরূপ ভক্তি । ভক্তি জনিত শুণাতীত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাহুতব । এই সকল ক্রম
তোমাকে বলিলাম । সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মাহুতব সাধন রূপ
অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব । তাহার আভাস রূপ কএকটি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত
করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করত চক্ষুকে ক্রমের মধ্যবর্তী রাখিয়া
নাসিকার মধ্যভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে । সম্পূর্ণ নিমীলন দ্বারা নিজার
আশ্রয় এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন দ্বারা বহিদৃষ্টির আশ্রয় থাকায় অর্দ্ধ নিমীলন
পূর্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে যে, ক্রমধ্যে দৃষ্টিপাত হয় । উচ্ছ্বাস
নিবাস রূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু চারিত করিয়া
উচ্ছ্বাধোগতি নিরোধ পূর্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে । এই
প্রকারে আসীন ও মুদ্রাহুত হইয়া, ভিত্তেন্দ্রিয়, ভিত মন ও ভিত বুদ্ধি মোক্ষ
পরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মাহুতব অভ্যাস করিলে,

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরং ।

স্বহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং যাস্তি মৃচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পৰ্বণি শ্রীভগবদগীতা সুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সংন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

এবমুত্তম যোগিনোহপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্ম জ্ঞানেনৈব মোক্ষইত্যাহ ভোক্তার-মিতি । বজ্ঞানাং কৰ্ম্মকৃতানাং, তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং, ভোক্তারং পালয়িতারমিতি কৰ্ম্মিণাং-জ্ঞানিনাং চোপাস্তং, সৰ্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিরন্তারং অন্তর্ধামিনং যোগিনামুপাস্তং, সৰ্বভূতানাং স্বহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানাং উপাস্তাং মাং জ্ঞাহেতি স্বভক্তগময় জ্ঞানেন নিগুণস্ত মমামুভবাসম্ভবাৎ “ভক্ত্যাহ মেকয়াগ্রাহ” ইতি মন্ত্রভেদে । নিগুণরাত্তৈজ্যব যোগী যোপাস্তং পরমাত্মানং মাং অপরোক্তানুভব গোচরী কৃত্য শাস্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি । ২৮ ॥

নিষ্কাম কৰ্ম্মণাজ্ঞানী যোগী চাত্ত্র বিমুচ্যতে ।

জ্ঞাত্বাত্ম পরমাত্মানা বিত্যাধ্যায়ার্থং দ্বৈরিতঃ ॥ ১ ॥

ইতি সারার্থ বৰ্ণিণ্যাং হৰ্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাসু পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥ ২ ॥

শুণাতীত ধৰ্ম্ম রূপ জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন । অতএব নিষ্কামকৰ্ম্মযোগ সাধনকালে অর্ষ্ঠাঙ্গযোগকেও তদঙ্গ বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

এবমুত্তম যোগীগণও ভক্তিজ্ঞানিত পরমাত্মজ্ঞান দ্বরাই মোক্ষ লাভ করেন । কৰ্ম্মদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্তা সমূহের ভোক্তা অর্থাৎ পালয়িতা বলিয়া আমাকেই জানিবে । যোগীদিগের উপাস্ত অন্তর্ধামী পুরুষ রূপ আমি সৰ্বভূতের স্বহৃৎ । আমিই রূপা করিয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্তি উপদেশ পূৰ্ব্বক জীবের হিত সাধন করি । যোগীগণ যোপাস্ত পরমাত্মাচিন্তা দ্বারা নিগুণতা লাভ করিলে ভগবৎ স্বরূপ আমাকে জানিতে পারেন । আমি সৰ্ব লোক মহেশ্বর । আমাকে ভগবৎ স্বরূপে জানিতে পারিলে, যোগীগণ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানী ও যোগী নিষ্কাম কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

বৰ্ত্তোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।
ন সংশ্রাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি নচাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥
যং সম্মাসামিতি প্রাহুৰ্বোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব !!
নহ্যসংশ্রাস্ত সংকল্পো যোগীভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

যঠেৰু বোগিনোবোগ প্রকাৰ বিজিতাস্থনঃ ।

মনসশ্চকল শ্রাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে ॥

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিকামকৰ্ম্মসহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ ।
কৰ্ম্মফলবনাশ্রিতঃ অপেক্ষ্যমাণঃ কাৰ্য্যং অবশ্ত কৰ্ত্তব্যাহেন শাস্ত্রবিহিতং কৰ্ম্ম যঃ কৰোতি,
সএব কৰ্ম্মফলসংশ্রাসাৎ সম্মাসী, সএব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ বোগীচোচ্যতে । নচ
নিরগ্নিঃ অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম্মমাত্র ত্যাগবানেব সম্মাস্থ্যচ্যতে । নচাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্তঃ
অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রএব যোগীচোচ্যতে ॥ ১ ॥

কৰ্ম্মফলত্যাগএব সম্মাস শব্দার্থো । বস্ত্ত স্তথা বিষয়েভাশ্চিত্ত নৈশ্চল্যমেব বোগ-
শব্দার্থঃ । তন্মাৎ সম্মাস বোগশব্দরোরৈকার্থ্যমেবাগত মিথ্যাহ য় মিতি । 'অসংশ্রাস্ত ন
সংশ্রাস্ত্যুক্তঃ সংকল্পঃ কলাকাজ্জা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ ॥ ২ ॥

নিরগ্নি অৰ্থাৎ অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম্মত্যাগ কৰিলেই যে সম্মাসী হয়, এক্লপ
মনে কৰিবেনা এবং অৰ্দ্ধ নিমীলিত নেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টা শূন্ত হইলেই যে
অষ্টাঙ্গ যোগী হয় তাহাও নয় । কিন্তু কৰ্ম্মফল ত্যাগ পূৰ্ব্বক যিনিকৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম
সকল আচরণ করেন, তাহাকেই সম্মাসী এবং যোগী উভয় নাম প্রয়োগ করা
যাইতে পারে ॥ ১ ॥

হে পাণ্ডব ! বাহাকে সম্মাস বলা যায়, তাহাকেই বোগ বলা যায় । কাম
সকল পরিত্যাগ না কৰিলে জীব কখন যোগী পদ বাচ্য হইয়না । পূৰ্বে আমি
তোমাকে সাংখ্য ও কৰ্ম্ম যোগের যে রূপ একতা দেখাইয়াছি সেইরূপ অষ্টাঙ্গ
যোগ ও কৰ্ম্মযোগের একতা এখন দেখাইব । বাস্তব বিচারে সাংখ্য, কৰ্ম্ম

আরুণকোমুনৈবোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুণকতন্ত্ৰৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বশুভজ্ঞতে ।

সৰ্ব্ব সংকল্প সংশ্রাসী যোগারুণকতদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনা ত্ৰানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

নহু তর্হ্যষ্টাকযোগিনো যাবজ্জীবনেষ নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যশঙ্ক্য তস্তাবধিমাংস
আরুণকোচিত । মুনৈবোগাত্ম্যাসিনো যোগঃ নিশ্চলধ্যানযোগঃ আরোচুমিচ্ছাঃ তদা-
রোহে কারণঃ কৰ্ম্মচোচ্যতে, চিত্তশুদ্ধিকরতঃ । ততস্তন্ত্ৰযোগঃ ধ্যানযোগমারুণকস্য ধ্যান-
নিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপক সৰ্ব্বকর্মেপরমঃ কারণঃ ॥ ৩ ॥

তদেবং সম্যক্ চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুণকঃ । সম্যক্ শুদ্ধচিত্তস্ত যোগারুণকতন্ত্ৰজ্ঞাপকং
লক্ষণমাহ বদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু । কৰ্ম্মহু তৎসাধনেষু ॥ ৪ ॥

যশ্রাদিইন্দ্রিয়ার্থসক্ত্যা এবাত্মা সংসারকূপে পাতিত স্তং যত্নেনোদ্ধরেদিতি । আত্মনা
বিষয়াসক্তি রহিতেন মনসা । আত্মানং জীবঃ উদ্ধরেৎ । বিষয়াসক্তি সহিতেন মনসাত্ম
আত্মানং নাবসাদয়েৎ ন সংসারকূপে পাতয়েৎ । তন্মাদাত্মা মনএব বন্ধুর্মনএব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

যোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ ইহার। কেহ পৃথক্ নয় । মূৰ্ত্তেরাই ইহাদিগকে পৃথক্
পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

যোগ একটি সোপান বিশেষ । জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থা অর্থাৎ
জড় ভূল্য জড় বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিগুহ্ব চিদাবস্থা পর্য্যন্ত একটি
সোপান আছে । সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটি নাম আছে ।
কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম । যোগ সোপানের দুইটি স্থল বিভাগ ।
যোগারুণক হুনি সকল অর্থাৎ যাহারা আরোহণ কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়া-
ছেন, তাঁহাদের কৰ্ম্মই কারণ বা লক্ষ্য । আরুণ পুরুষদিগের শম বা শান্তিই
কারণ বা লক্ষ্য । ঐ দুইটি স্থল বিভাগের নাম কৰ্ম্ম ও শান্তি ॥ ৩ ॥

সেই সময়েই জীবকে যোগারুণক বলা যায়, যে সময় ইন্দ্রিয়ার্গ্গ সকলে
এক কৰ্ম্মে আসক্তি থাকে বা এবং যোগী পূর্ণ রূপে সঙ্কল্প সন্ন্যাস আচরণ
করেন ॥ ৪ ॥

বিষয়াসক্তি রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত জীবকে
উদ্ধার করিবে । আত্মাকে সংসার সর্ব্বের দ্বারা অবসর করিবে না । মনই
জীবের অবস্থা ভেদে বন্ধ ও পক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মানন্তস্ত যেনৈবাত্মান্নাজিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্ৰুত্বে বৰ্ত্তেতাশ্চৈব শত্ৰুবৎ ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাব মানয়োঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্চাকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্ৰায়ুদ্দাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুযু ।

কস্য স বন্ধুঃ কস্য স रिपुः रितापेक्षारामाह बहुरिति । येनात्माना जीवेन आत्मा मनो-
जितः तस्यजीवस्य स आत्मा मनोबद्धः । अनात्मानो अजित मनसस्त आश्रैव मनएव शत्रुबत्
शत्रुतवे अपकारकतवे वर्तते ॥ ६ ॥

अथ योगारूढस्य चिह्नानि दर्शयति त्रिभिः । जितान्मनोजितमनसः प्रशान्तस्य आत्मादि
रहितस्य योगिनः परमतिशयेन समाहितः समाधिश्च आत्मा तवेत् । शीतादिषु सत्त्वपि
मानापमानयोः प्राप्तयोरपि ॥ ७ ॥

ज्ञानमोपदेशिकं विज्ञानमपरোक्षगुणवः ताताः तृप्ता निराकाङ्क्ष आश्वाचित्तं यस्य
सः । कूटस्थः एकैनेव स्वभावेन सर्वकालं बाधरहितः, सर्वबन्धनासक्तश्चात् । समानि
लोष्ट्रादीनि यस्य सः । लोष्ट्रः मृत्पिण्डः ॥ ८ ॥

सुहृन् स्वभावेन हितान्शी ॥ मित्रः केनापि न्नेहेन हितकारी । अरिर्घातकः । उदा-
सीनः विवदमानयोरपेक्षकः । मध्यस्थः विदवमानयो विवादापहारार्थी । द्वेषाः अपकारक
श्चात् द्वेषार्हः । बद्धः सम्बन्धी साधवो धार्मिकाः । पापाः अधार्मिकाः । एतेषु समबुद्धि
विशिष्यते । समलोष्ट्राश्रकाঞ্চनात् सकाशादपि श्रेष्ठः ॥ ९ ॥

যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মন তাঁহার বন্ধু । অজিত মন ব্যক্তির
শত্রু মনই তাঁহার শত্রু ॥ ৬ ॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে । তিনি মনকে জয় করিয়া-
ছেন । তিনি রাগাদি রহিত । তিনি সমাধিহ । শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখ ও
মানাপমান, প্রাপ্ত হইয়াও অবিচালিত ॥ ৭ ॥

তিনি উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষাত্মত্ব রূপ বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত
চিৎ স্বভাবেহিত । জিতেন্দ্রিয় । লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমুদায়ই
যে ভদ্র পরিণতি এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্ত ॥ ৮ ॥

সুহৃৎ, मित्र, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, द्वेष, বন্ধু, ধার্মিক ও পাশাচরী এ
সকলের প্রতি সমবুদ্ধি দ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

সাধুযপি চ পাপেবু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
 যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিহিতঃ ।
 একাকী শ্বতচিন্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
 শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাত্যচ্ছিতং নতি নীচং চেলাজিন কুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
 তত্রৈকাগ্রং মনঃকৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
 সমংকায়শিরোত্রীং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
 প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বন্ধচারিব্রতেস্থিতঃ ।
 মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তোযুক্তআসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অথ সাঙ্গং যোগং বিধন্তে যোগীতাদিনা স যোগী পরমোমত ইত্যন্তেন । যোগী যোগা-
 রূঢ় আত্মানং মনোযুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্ধ্যাৎ ॥ ১০ ॥

প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা! চেলাজিন কুশোত্তর মতি। কুশাসনোপরি যুগচন্দ্রাসনং,
 তত্স্থপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েতঃ। আত্মনোহস্তঃ করণস্য বিশুদ্ধয়ে বিক্লেপ শূন্যত্বেনাতি
 হৃদয়তর্য্যাক্রম তাক্ষাৎকার যোগ্যতায়ৈ । “দৃশ্যতে তদগ্র্যম্ বুদ্ধোতি ক্রতেঃ” ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

কারো দেহমধ্যভাগঃ । সমং অবক্ৰং, অচলং নিশ্চলং । ধারয়ন্ কুর্স্বন্ । মনঃ সংযম্য প্রত্যা-
 ক্ষত মচ্ছিত্তো মাংচতুর্ভুজং হৃদয়াকারং চিন্তয়ন্ । মৎপরঃ মন্তস্তি পরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্বদা একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ।
 তিনি দেহযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে অপক্লিষ্ট-
 অর্থাৎ অসং পরিগ্রহ বর্জন করিবেন ও ফল কামনা শূন্য হইবেন ॥ ১০ ॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে কুশাসনোপরি যুগচন্দ্রাসন, তত্স্থপরি
 বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ
 ভূমিতে স্থাপন পূর্বক, তাহাতে আসীন হইবেন । তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত,
 ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্ত শুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া
 যোগাভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শরীর মন্তক ও ঐবাকে সমান ভাবে রাখিয়া অন্য দিকে দুইটিকে নিক্ষেপ না
 হয় তত্ক্ষণ নাসিকাগ্রভাগ দুই করত প্রশান্তাত্মা তর শূন্য, ও ব্রহ্মচারী ব্রতে-

যুগ্মম্বেং সদাঙ্গানং যোগী নিয়ত মানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি নচৈকান্তমনগ্নতঃ ।

ন চাতি স্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতোনৈব চার্জুন ! ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহার বিহারস্ত যুক্তচেষ্ঠস্ত কৰ্ম্মস্থ ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধস্ত যোগভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।

নিম্প্রহঃ সৰ্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

আঙ্গানং মনোযুগ্মং ধ্যানযোগ যুক্তং কুর্স্বন । যতো নিয়ত মানসঃ বিবরোপরতচিত্তঃ ।
নির্বাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্যো যসাং । ময়োরব নির্বিশেষ ব্রহ্মণি সম্যক জ্ঞা হিত্তির্বস্যাং
তাং শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ স্বাত্মাঃ । অতগ্নতঃ অধিকঃ ভুগ্নানস্য । বহুজ্ঞঃ—
“পুরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু । বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্ত চতুর্থমবশেষয়েৎ ইতি ।” ॥ ১৬ ॥

যুক্তো নিয়তএব আহারো ভোজনঃ বিহারো গমনক যস্য তস্যকৰ্ম্মস্থ ব্যবহারিক পায়-
মার্খিক কৃতোযু যুক্তা নিয়তাএব চেষ্ঠা বাণ্ণাপারাদ্যা যসা তসা ॥ ১৭ ॥

যোগী নিম্প্রহ যোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষামাহ যদেতি । বিনিয়তঃ নিরুদ্ধঃ চিত্তং
আত্মনি শাস্ত্রেনেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমন পূর্বক চতুর্ভুজ স্বরূপ
আমার বিষু মূর্তিতে পরমাত্ম পরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন । ১৩ । ১৪ ॥

এই রূপ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড় সম্বন্ধীয় চিত্তবৃত্তি নি-
রুদ্ধ হয় । যদি ভক্তি-পরায়ণতার অভাব নাহয় তবে ক্রমে মৎসংস্থ নির্বাণ
পরশান্তি অর্থাৎ জড় মোক্ষ ও চিত্ত প্রকৃতিকে যোগী লাভ করেন । ১৫ ॥

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয়, এবং নিতান্ত
নিদ্রাপূক্ত ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, কৰ্ম্ম সকলে যুক্ত চেষ্ঠ, যুক্ত নিদ্রা, যুক্ত জাগ্রত
ব্যক্তিদিগেরই ক্রম চেষ্ঠা দ্বারা জড় দুঃখ নাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

যখন যোগীর চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা
পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত কৃশব সমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত
হয় তখন সমস্ত জড় কম শূন্য হইয়া পুরুষ যোগ যুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্রতে সোপমান্বতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমান্বনঃ ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবান্বনান্বানং পশুন্নান্বনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

নিবাতস্থো নির্বাত দেশস্থিতো দীপো নেদ্রতে ন চলতি যঃ সএব দীপ উপমা যথা যথা-
বদিত্যর্থঃ। সোহচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ কসোপমা ইত্যত আহ যোগিন
ইতি ॥ ১৯ ॥

নাত্মনস্ত যোগোহন্তীত্যাদৌ যোগশব্দেন সমাধিরূপতঃ। সচ সংপ্রজাতঃ অসংপ্রজা-
ততঃ। সবিতর্ক সবিচারাদি ভেদাৎ সংপ্রজাতো বহুবিধঃ। অসংপ্রজাত সমাধিরূপো
যোগঃকীদৃশঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রৈতাদি সাক্ষিস্থিতিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে
বস্ত্রমাত্রমেব ন স্পৃশ্যতীত্যর্থঃ। তত্রাহেতুনিরুদ্ধমিতি। তথাচ পাতঞ্জলি সূত্রং—“যোগশিত্ত-
বৃত্তি নিরোধ ইতি।” যত্রৈতাদিপদানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনাশয়ঃ। আন্বনা
পরমান্বাকারান্তঃকরণেন আন্বানং পরমান্বানং পশুন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রতাং সূত্রং
প্রাপ্নোতি। ২০ ॥

বায়ু শূত্র গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত
তজ্জপ ॥ ১৯ ॥

এই রূপ যোগোভ্যাস দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতি ক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়
বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়। তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই
অবস্থায় পরমান্বাকারান্তঃকরণ দ্বারা পরমান্বাকে দর্শন করত তজ্জনিত সূত্র
লাভ করেন। পতঞ্জলি মুনি যে দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ
অষ্টাঙ্গ যোগ বিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে নাপারিয়া তাঁহার
টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদীগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে
মোক্ষ বলেন, তাহা অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্য অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে
সংবেদ্য সংবেদন স্বীকার রূপ দ্বৈততাব দ্বারা কৈবল্য হানি হইবে। পতঞ্জলি
মুনি তাহা বলেননা। তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এই মাত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষার্থ শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যংস্বরূপ

প্রতিষ্ঠা বা চিত্ত শক্তিরিতি।”

সকল ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ শূত্র হইলে কণিক বিকার

সুখমাত্যন্তিকং যত্ত্ববুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং তদেব যত্র সমাধৌ সতিবেত্তি । বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়েব গ্রাহ্যং ।
অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিতং । অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্ম স্বরূপায়ৈব
চলতি । ২১ ॥

অতএব যং লাভং লব্ধা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে ॥ ২২ ॥

উদ্ভব করিবে না । তখন চিত্তশ্রমের কৈবল্য হয় । তদ্বারা তাহার স্বরূপ
প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয় । তাহাকে চিতি শক্তি বলে । গাঢ় রূপে দেখিলে
চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেননা । কেবল গুণ স-
কলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন । চিতিশক্তি শব্দে চিত্তশ্রম বুঝিতে হয় ।
অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ ধর্মোদয় হইয়া থাকে । প্রাকৃত সম্বন্ধ যোগে
আত্মার দে দশা তাহারই নাম আত্ম গুণবিকার । তাহা গেলে আত্মশক্তি,
আত্মগুণ বা আত্মধর্ম যে আনন্দ তাহা লোপ হইবে এরূপ পতঞ্জলির শিক্ষা
নয় ! প্রকৃতি বিকার শূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে । সেই আনন্দই সুখ
স্বরূপ । তাহাই যোগের চরম ফল । তাহাকেই ভক্তি বলে, ইহা পরে
প্রদর্শিত হইবে ॥ ২০ ॥

সমাধি দুই প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত । সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসবিতর্ক,
সবিচারাদি ভেদে বহুবিধ । অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি একই প্রকার । সেই অসম্প্র-
~~জ্ঞাত সমাধিতে~~ বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিত, আত্মাকারাবুদ্ধি গ্রাহ আত্যন্তিক
সুখ লাভ হয় । সেই বিমুক্ত আত্ম সুখে অবস্থিত যোগী—চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে
বিচলিত হয়না । এই অবস্থা না লাভ করিতে পারিলে অষ্টাঙ্গ যোগে জীবের
মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতি রূপ অবান্তর লাভ আছে,
তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম উদ্দেশ্য রূপ সমাধি সুখ হইতে বিচা-
লিত হয় । এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ সাধন সময়ে অনেক অমঙ্গল
ভয় আছে । তীক্ষ্ণযোগে যে সেরূপ আশঙ্কানাই, তাহা পরে কথিত হইবে ॥ ২১ ॥
সমাধিতে যে সুখলাভ হয় তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে যোগী

তং বিদ্যাদ্ধুঃখ সংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং ।

সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্ন চেতসা ॥ ২৩ ॥

দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রাণ্যপি বিরোগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাপ্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাৎ । যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং মে যোগঃ সংসংস্যাভ্যেবেতি যো নিশ্চয়ঃ তেন । অনির্বিগ্নচেতসা এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃপরং কষ্টে নেত্যনুতাপো নির্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা । ইহজন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে দ্বরয়া ইতি ধৈর্য্যবৃন্তেন মনসা ইত্যর্থঃ । তদেতদোড়পাদা উদাজর্হঃ;—“উৎসেক উদধেৰ্ষৎ কুশাগ্রৈশ্চৈক বিল্লুনা । মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিগেদতঃ, ইতি । উৎসেক উৎসেচনং ; শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি বাবৎ । অত্র কাচিদ্ধাখ্যায়িকাস্তি ।—কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোহুণানি ভীরুস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোজহার । সচ সমুদ্রং শোষয়িত্বাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈককং জনবিল্লুমুপরি প্রচিক্ষেপ । ততশ্চ স বহতিঃপক্ষিভির্বল্লুভি-
যুক্তা বার্থ্যমানোহপি নৈবোপররাম । যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোহপি অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িত্বাম্যেবেতি তদগ্রেহপি পুনঃ প্রতিজ্ঞে । ততশ্চ দৈবামুকুলাৎ কৃপালু নারদঃ গরুড়ং তং সাহায্যায় প্রেরয়ামাস । সমুদ্রস্তদীয় জ্ঞাতিদ্রোহেন স্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন ততো গরুড় পক্ষ বাতেন শুধ্যন্ সমুদ্রোহতিভীতস্তান্যণানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি । এবমেব শাস্ত্রবচনান্তিকোন যোগে জ্ঞানে ভক্তো বা প্রবর্তমান মুংসাঃ বস্তং অধ্যবসায়িনঃ জনঃ ভগবান্বেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যং ॥ ২৩ ॥

শ্রেষ্ঠ মনে করেন না অর্থাৎ দেহ যাত্রা নির্বাহ কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ দ্বারা যে সকল ক্লমিক সুখোৎপত্তি হয় সে সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই, দেহ যাত্রা নির্বাহের জন্য স্বীকার করেন । দুর্বটনা, পীড়া, অভাব ও মরণপর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখ সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অধেষণীয় সমাধি সুখ সম্ভোগ করেন । সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম সুখ পরিত্যাগ করেন না । ২২ ॥

দুঃখ সকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্লম থাকে না, ইহাদের বিরোগ শীঘ্রই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন । যোগকল লাভ সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্বেদ সহকারে যোগাত্যাস পরিত্যক্ত করিবেন না । অর্থাৎ যোগকল লাভ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে অধ্যবসায় করিবেন । ২৩ ॥

সংকল্প প্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বাসর্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেজ্জিয় গ্রামং বিনিযম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদবুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা স কিস্বিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং ।

ততস্ততো নিযমৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হেন যোগিনং স্তথমুত্তমং ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকলুষং ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশ যোগভাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যং । অন্ত্যং কৃত্যমাহ সংকল্পেতি দ্ব্যভ্যাং ।

কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকং কৃত্যং । ২৪ ॥

নকিস্বিদপি চিন্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যং । ২৫ ॥

যসিচ প্রাক্তন দোষোদগমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টঃ মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদাপুনর্বোগ-
মভ্যাসেদিত্যাহ যতো যত ইতি ॥ ২৬ ॥

ততশ্চ পূর্ববদেব তস্য সমাধিস্থং স্যাদিত্যাহ প্রশান্তেতি । স্থং কৰ্ত্ত্ব, যোগিনমুপৈতি
প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

যোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য এই যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামসিদ্ধ
ফল সঙ্কল্প জনিত কাম সমূহ সর্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইঞ্জিয়
সকলকে সম্যক্ৰূপে নিয়মিত করিবে। ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধি
দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে
ধ্যান ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্ম সমাধি
করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবেনা। দেহযাত্রার জন্য বিষ্-
য়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবেন না, ইহাই উপদিষ্ট হইল।
ইহাই যোগের অত্যন্ত কৃত্য। ২৪ ॥ ২৫ ॥

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির। কখন কখন বিচলিত হইলেও তাহাকে
বদ্ধপূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। ২৬ ॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিয় বিনাশ পূর্বক বাঁহাঙ্গ-মন প্রশান্ত হয় সেই ব্রহ্ম-
ভূত, পাণশূন্য, প্রশান্তরজঃ যোগী-পূর্বোক্ত উত্তম স্থখ লাভ করেন। ২৭ ॥

যুঞ্জস্নেবং সদাঙ্গানং যোগী বিগতকল্মষং ।

স্থথেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং স্থখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ কৃতার্থ এব ভবতীতাহ যুঞ্জমিতি স্থখমশ্নুতে । জীবন্তু এব ভবতীতার্থঃ ॥ ২৮ ॥

জীবন্তুত্মা তস্য ব্রহ্ম সাংস্পর্শকঃ দর্শয়তি সর্বভূতহু মাত্মানমিতি । পরমাত্মনঃ সর্ব-
ভূতাদিষ্টাভূতঃ । আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্বভূতাদিষ্টানঞ্চ । ঈক্ষতে অপরোক্ষতয়া অনুভবতি
যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ । সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

এবমপরোক্ষানুভবিনঃ কলমাহ যোগমিতি । তস্যাহং ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষী ভবামি ।
তথা মে প্রত্যক্ষতয়া, শাবতিকাঃ সত্যং স যোগী মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি, ন কদাচিদপি
ব্রশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগত কল্মষ ইহয়া ব্রহ্ম সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত
স্থখভোগ করেন । অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ
করেন । ইহাই ভক্তি । ২৮ ॥

সেই ব্রহ্ম সংস্পর্শ স্থখ কিরূপ তাহা সংক্ষেপতঃ বলি । সমাধি প্রাপ্ত
যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া । তাঁহার ভাব ব্যবহার
এইরূপ হয় । আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ।
ক্রিয়া ব্যবহারে তিনি সর্বত্র সমদর্শী । পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও এক
শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি । ২৯ ॥

‘‘তিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন
আমি তাঁহার হই,’’ অর্থাৎ শাস্ত্ররূপে অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে আমি
তাঁহার সে আমার এইরূপ একটা সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয় । সে সম্বন্ধ
করিলে আর আমি তাহাকে ঈশ্বর নির্ধারণরূপ সর্বনাশ প্রদান করি না । সে
আমাদের দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না । ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকহৃদমস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি সযোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহজ্জুন ! ।

স্বখংবা যদিবা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ ॥ ৩২ ॥

এবং মদপরোক্ষাত্মভবাৎ পূর্বদশায়ামপি সর্বত্র পরায় ভাবনয়া ভজতো যোগিনো ন বিধি কৈরর্থ্য ইত্যাহ সর্কেতি । পরমাত্মৈব সর্বকারণবাদেকোহতীত্যেকহৃদমস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণ শ্রবণাদি ভজন যুক্তো ভবতি । স সর্বথা শাস্ত্রোক্তং কৰ্ম কুর্কর কুর্কর বা বর্তমানো ময়ি বর্ততে, নতু সংসারে ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ সাধন দশায়াং যোগী সর্বত্র সমঃসাদিত্যুক্তং । তত্র মুখং সাম্যং বাচ্যে আত্মো-
পম্যেনেতি । স্বখং বা দুঃখং বেতি । যথা মম স্বখং প্রিয়ং দুঃখমপ্রিয়ং, তথৈবান্যোষামপীতি
সর্বত্র সমং পশ্যন্ স্বখমেব সর্কেবাং যো বাহতি, নতু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো
মমাত্মিনতঃ ॥ ৩২ ॥

যোগীর সাধন কালে যে চতুর্ভূজাকার দৈব ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহা
সমাধিকালে নির্বিকল্প অবস্থায় পরমত্বের সাধনও সিদ্ধ কাল গত বৈত বুদ্ধি
রহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যাম সুন্দর মূর্তিতে একস্থ বুদ্ধি হয় । সর্ব-
ভূতস্থিত আমাকে যে যোগী-ভজন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীৰ্ত্তন দ্বারা ভক্তি
করেন, তিনি কার্যকালে কৰ্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি
করিয়াও আমাতে বর্তমান থাকেন । শ্রীনারদ পুঙ্খরাব্রো যোগ উপদেশ
স্থলে কথিত আছে:—

দিক্ কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষে চেতো বিধায়চ ।

তন্ময়োভবতি ক্ষিপ্ৰং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥

দিক্ ও কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি তাহাতে চিত্ত বিধান
করিলে তন্ময়তা দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম সংস্পর্শ স্থখ উদ্ভিত হয় ।
কৃষ্ণভক্তিই যোগ সমাধির চরমতা । ৩১ ॥

যোগীর ক্রিয়া ব্যবহার কিরূপ তাহা বলি শুন । তিনিই পরমযোগী যিনি
সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন । সমদৃষ্টির অর্থ এই যে অন্য সুমন্ত জীবকে ব্যব-
হার স্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ অন্য জীবের স্বখ নিজ স্বখের
ভায় স্বধকর এবং অন্য জীবের দুঃখ নিজ দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক একরূপ
জানেন । অতএব সমস্ত জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ
কার্য করেন । ইহাকেই সমদর্শন বলে । ৩২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগন্তুয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ! ।

এতস্যাংহংনপশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাং ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদুতং ।

তস্যাংহং নিগ্রহংমন্যো বায়োরিব স্তূচ্ছকরম্ ॥ ৩৪ ॥

ভগবন্তু লক্ষণসা সামাস্য দুষ্করত্ব মালক্ষ্যাহ যোহয়মিতি । এতস্য সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগসাহিত্যঃ সার্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি । যে যোগঃ সৰ্বদা ন তিষ্ঠতি । কিন্তু ত্রিচ-
তুর দিনানোবেতঃকঃ, কৃতচঞ্চলত্বাৎ । তথাহি আন্তঃস্থদুঃখসময়েব সৰ্বজগদ্বর্জিতানাং
স্বপ্ন দুঃখঃ পশোদিতসাম-মুতং । তত্র যে বদ্ধবস্তটস্থান্, তেহু সাম্য-ভবেদপি । যে রিপবো
ষাতকাঃ ষেষ্টারো নিলকান্ তেহু ন সম্ভবেদেব । নহি ময়া স্বসা যুধিষ্ঠিরস্য দুৰ্যোধনস্য চ
তদ্বৎসুখে সৰ্বথা তুলো ব্রহ্মঃ শকোতে । যদি চ স্বসা স্বরিপুণাঞ্চ জীবান্ত পরমাত্ম প্রাণে-
ন্দ্রিয় দৈহিক ভূতানি সমানোবেতি বিবেকেন পশোত, তদাতংগু স্থিতি দিনানোব
স্যাৎ । বিবেকেনাতি প্রবলস্যাতি চঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহনাশকত্বাৎ । প্রভূত বিষয়া
সন্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য প্রসামান্য দৰ্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

এত দেবাহ চঞ্চলমিতি । নবাস্ত্রানঃ রথিনঃ বিদ্ধি শরীরং রথ মেব চ । ইত্যাদি
শ্রুতঃ । “ প্রাহঃ—শরীরং রথমিল্লিয়াপি হয় ন ভীবুং মন ইল্লিয়েশং । বদ্ধাতি মাত্ৰা-
ধিরণাঞ্চ স্তমিতি স্পৃতেচ বুদ্ধেম্মনোনিয়ন্তুত্ব দৰ্শনাদিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা মনোবশীকর্তৃৎ
শক্যমেবেতি চেতত্ব আহ । ‘প্রমাথি বুদ্ধিমপি প্রকর্ষণে মগ্নাঃ’ ইতি, তৎ কৃত ইতি চেদত
আহ বলবৎ । স্বপ্রশমক মোহধমপি বলবান্ রোগো যথা নগণয়তি, তথৈব স্বভাবাদেব
বলিষ্ঠ মনোবিবেকবতীমপি বুদ্ধিং । কিঞ্চ দৃঢ়ং অতি স্তূচ্ছবুদ্ধিস্তচাপি লোহমিব সহসা
ভেদুশক্যং । বায়োরিতি আকাশে দৌৰ্ভয়মানস্য বায়োরনিগ্রহ কুন্তকাদিনানিরোধমিব
যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোহপি নিরোধঃ দুষ্করং মন্যো ॥ ৩৪ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন ! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা
সাম্যবুদ্ধি সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে । তাহা আমি বুঝিতে
পারি না । হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ যে বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে
নিয়মিত করিতে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি যে বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রক-
টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনের আছে, অতএব সেই বায়ুরূপ্যায় নিতান্ত
চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে ।
বিবেকবতঃ শত্রু মিত্র প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই চারি মিনি থাক। সম্ভব । তত্কা-

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনোহুনি গ্রহংচলং ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অসংযতান্না যোগো দুপ্রাপইতিমে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহবাণ্ডুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্তমর্থমঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি অসংশয়মিতি । তন্নোক্তং সঁতামেব । কিন্তু বলবানপি যোগঃ তৎপ্রশমকৌবধ সেবয়া সৈধ্য প্রযুক্ত প্রকারয়া মুহুরভ্যাস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যতোব, তথা হুনিগ্রহমপি মনঃ অভ্যাসেন সদগুরুপদিষ্ট প্রকারেণ পরমেধর ধ্যান যোগস্য মুহুরমুশীলনে বৈরাগ্যেণ বিবরেখনাসন্ধেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্তৃঃ শক্যত ইত্যর্থঃ । তথাচ পাতঞ্জল সূত্রং । “অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ ইতি ।” মহাবাহো ইতি সংগ্রামে ভয়া যম্মহাবীরা অপি বিজীয়েন্তে । সচ পিণাকপাদিরপি বশীকৃতভূতানপি কিং যদি মহাবীর শিরোমণি মনোনামা প্রাধানিকোভটো মহাযোগাত্ম প্রয়োগেন জেতুং শক্যতে, তদেব মহাবাহতেতি ভাবঃ । হে কৌন্তেয়! ইতি তত্র স্ব মাভৈবীঃ । মংপিভুঃ স্বহঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রেহরি নয়্যাসাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ । অসংযতান্না অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনোবশ্য তেন । তাভ্যাং তু বশ্যান্না বশীভূত মনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্ববতৈব যোগো মনো নিরোধ লক্ষণঃ সমাধিরূপায়তঃ সাধনভূয়ন্তাং প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বারিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুক্তিতে অক্ষম ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান কহিলেন হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে । কিন্তু যোগ শাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে হুনিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

আমার উপদেশ এই যে যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না । কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন তিনি যোগ সিদ্ধ অবশ্যই হইয়া থাকেন । যথার্থ উপায় সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যিনি ভগবদর্পিত নিকাম কর্মযোগ দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি দ্বারা নিয়ত চিন্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহ বাজা নির্বাহের অন্য বৈরাগ্য সহকারে বিবর স্বীকার করেন তিনি যোগ সিদ্ধি ক্রমশঃ লাভ করিতে থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাংগতিংকৃষ্ণ ! গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিহ্নান্নমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো ! বিমূঢ়ো বুদ্ধগঃপথি ॥ ৩৮ ॥

নহু অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং প্রবৃত্তবৈব পুংসা যোগোলভ্যত ইতি দ্রোচ্যতে । যস্য
এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কাংগতিরিতি পৃচ্ছতি । অযতিঃ অলপযত্নঃ । অনবগীর
বাগুরিতি বদল্পার্থে নঞ । অথচ শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগশাস্ত্রান্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, নহু লোকবৎকন্ডেন মিথ্যচারঃ । কিন্তু, অভ্যাস বৈরাগ্যরোর-
ভাবেন যোগাচ্চলিতঃ বিষয় প্রবণীভূতঃ মানসঃ যস্য সং । অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং
সম্যক্ সিদ্ধিং অপ্রাপ্যতি যৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিত্ব প্রাপ্ত এবতি যোগাকরুণাকৃতমিকাতোহ
প্রিমাং যোগারোহ ভূমিকারঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

কুচিং ইতি প্রপ্নে উভয় বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাক্রান্তঃ । যোগমার্গক্ সম্যগপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ।
হিহ্নান্নমিবেতি । যথা হিহ্নং অন্নং মেঘঃ পূৰ্ণস্নাদজারিগ্নিষ্ট মজ্জান্তরং চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে
বিলীয়তে । তেনাস্য ইহলোকে যোগমার্গেহপ্রবেশাদিষয় ভোগত্যাগেচ্ছা সম্যগৈরাগ্যা
ভাবাদিষয় ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টং । পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্য কৰ্ম্মণোহভাবাৎ মোক্ষসাধ-
নস্য যোগসাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যভয় লোকে এবাস্য বিনাশ ইতিদ্যোতিতং ।
অতো ব্রহ্ম পাণ্ডুগায়ে পথিমার্গে বিমূঢ়োহয়ঃ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাপদমপ্রাপ্তঃ সন্
কুচিং কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছাসে ॥ ৩৮ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে সম্যক্
যত্ন সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয় কিন্তু যে সকল ব্যক্তি
যোগ উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ~~শ্রদ্ধা~~
কিন্তু যতি হইতে পারেন না অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন । সেই সকল ব্যক্তির
মন অভ্যাস ও বৈরাগ্য অভাবে বিষয়-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত
হয় । তাহাদের কি গতি হয় ? ॥ ৩৭ ॥

সকাম কৰ্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত যোগ চেষ্টা হয় না । সকাম কৰ্ম্মই মূঢ় লোকের
পক্ষে উচিতকর, যেহেতু তদ্বারা ইহলোকে সুখ, ও পুণ্য দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি
লাভ হয় । বোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন্ত সেই সকাম কৰ্ম্ম দূরীভূত হইল,
কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত কারণ প্রযুক্ত তাহার যোগ সংসিদ্ধি হইল না । অতএব

এতন্মে সংশয়ংকৃৎ ! ছেতুমহস্যশেষতঃ ।

হৃদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্মৈ বিদ্যতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যংকৃতাং লোকানুষ্টিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

এতৎ এতং ॥ ৩৯ ॥

ইহলোকে অমৃত পরলোকেহপি কল্যাণং কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সঃ ॥ ৪০ ॥

তর্হি কাংগতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ প্রাপ্যতি । পুণ্যকৃতাং অবশেধাদিবাঞ্ছিতাং লোকামিতি যোগশ্রুতং নোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি । তত্রপক্ যোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যং যোগব্রংশেষতি ভোগএব । পরিপক্ যোগিনস্ত ভোগেচ্ছায়া অসন্তবান্যোকএব । কেচিত্ত্ পরিপক্ যোগিনোহপি দৈবাভোগেচ্ছায়াং সত্যং কৰ্ম্ম সৌভাগ্যাদি দৃষ্ট্যা ভোগমপ্যা-
হরতি । শুচীনাং সদাচারিণাং শ্রীমতাং ধনিক বণিগাদীনাং রাজ্ঞাং বা ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মলাভের যে পথ তাহাতে বিমূঢ় হইয়া অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িল । সে উভয় মার্গ ভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ভায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে ? ॥ ৩৮ ॥

শাস্ত্রকারেরা সর্বজ্ঞ নন, তুমি পরমেশ্বর অতএব সর্বজ্ঞ । তুমি ব্যতীত অত্র কেহ এই সংশয় ছেদ করিতে ক্ষমবান হইবে না । অতএব ক্রুপাপূর্বক আমার এই সংশয়টা সম্পূর্ণ রূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

হে পার্থ ! ইহকালে বা পরকালে কখনই যোগাভুতান কর্তার বিনাশ
কল্যাণ প্রাপক যোগ অভুতাতার কখনই দুর্গতি হইবে না । মূল
কথা এই যে মানব সকল ছই ভাগে বিভাজ্য, অবৈধ ও বৈধ । যে সকল
ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় মাত্র তৃপ্তি করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা
পশুদিগের ভায় বিধি শূন্য । সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্থই হউক
বা গণ্ডিতই হউক, দুর্বল হউক বা বলবান হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ
সর্বদাই পশু তুল্য । তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ লাভের সম্ভা-
বনা নাই । বৈধ নীরগগণকে কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত
কর্ম্মী বার । কর্ম্মীগণকে সকারকর্ম্মী ও নিকারকর্ম্মী এই দুইভায়ে বিভাজ্য

অথবা যোগিনাং যাব কুলে ভবতি ধীমতাং ।

এতচ্চিৎ হুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশং ॥ ৪২ ॥

অল্পকালান্তান্ত যোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা । চিরকালান্তান্ত যোগভ্রংশেতু পক্ষান্তরমাহ
অথবেতি । যোগিনাং নিমি প্রভৃতীনাং মিতার্থঃ ॥ ৪২ ॥

করা যায় । সকামকর্ম্ম সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখার্থেই অর্থাৎ অনিত্য
সুখাভিলাষী । তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে,
কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য, অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে কল্যাণ বলা
যায় তাহাদের প্রাপ্য নয় । জীবের জড়-মোচনান্তর নিত্যানন্দ লাভই
কল্যাণ । সেই নিত্যানন্দ লাভ যে পক্ষে নাই সে পক্ষেই নিরর্থক । কর্ম্ম-
কাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয় তখনই কর্ম্মকে কর্ম্ম-
যোগ বলা যায় । সেই কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তভক্তি, তদন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর
ধ্যান-যোগ ও চরমে ভক্তিরযোগ লব্ধ হয় । সকাম কর্ম্ম যে সমস্ত আত্মসুখ
পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ স্বীকারের বিধান আছে তাহা দ্বারা কর্ম্মকেও তপস্বী
বলা যায় । তপস্যা যতই হউক সে সকলের অবধি ইন্দ্রিয় সুখ বই আর
কিছুই নাই । অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করত ইন্দ্রিয় তপস্বী
করিয়া থাকে । ইন্দ্রিয় তপ্পন রূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের
কল্যাণ উদ্দেশ্যক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে । সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যান-
যোগী বা জ্ঞানযোগী অধিকতর কল্যাণ কারী । সকাম কর্ম্ম দ্বারা জীবের
যাহা কিছু লভ্য হয় তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল অবস্থার ফলই
ভাল ॥ ৪০ ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে যাহারা ভ্রষ্ট হন তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া
থাকেন অর্থাৎ অল্পকালান্তান্ত-যোগভ্রষ্ট ও চিরকালান্তান্ত-যোগভ্রষ্ট । অল্পা-
ভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন তিনি সকাম পুণ্যবানদিগের প্রাপ্য
স্বর্গলোকাদিলোক সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে
অথবা শ্রীমান ধনিক বর্ণিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

চিরভ্যাসের পর যাহার যোগভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে
জন্মগ্রহণ করেন । এই প্রকার সংকুলে জন্মলাভ করা হুর্লভতর বলিয়া

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্কদেহিকং ।

যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন ! ॥ ৪৩ ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তেহবশোহপি সং ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধ কিলিষঃ ।

অনেক জন্মসংসিক্তস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

তত্র বিবিধেহপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাস্বনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌর্কদেহিকং
পূর্বজন্মভবং ॥ ৪৩ ॥

ক্রিয়তে আকৃষ্যতো যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি । অতঃ শব্দ ব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতি
বর্ততে বেদোক্তকর্ম্মমার্গমতিক্রম্য বর্ততে । কিন্তু যোগমার্গ এবতিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং যোগব্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব । “অযতিঃ শ্রদ্ধারোপেত ইত্যুক্তেঃ ।” তস্তচ
যত্ন শৈথিল্যবতো যোগব্রহ্ম জন্মান্তরে পুনর্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা, নতু সংসিক্তিঃ । সংসিক্তিত্ব
বাবত্তির্জন্মভিত্তিক্তযোগস্য পরিণাকঃস্তাৎ, তাবত্তিরেবেত্যবসীয়তে । যন্ত ন কদাচিদপি যোগে
শৈথিল্য প্রযত্নস্ত সন্ যোগব্রহ্ম শব্দবাচ্যঃ । কিন্তু বহুজন্ম বিপকৈশ্চ সমাগ্বেগসমাধিভিঃ ।
‘ব্রহ্মং যতন্তে যতয়ঃ শৃঙ্গাগারেষু যৎপদমিতিকর্দমোক্তেঃ । সোহপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতী-
ত্যাহ’প্রযত্নাদ্যতমানঃ প্রকৃষ্ট যত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ । তুকারঃ পূর্বোক্তাং যোগব্রহ্মাদস্ত ভেদং
বোধয়তি । সংশুদ্ধকিলিষঃ সম্যক্ পরিপক্ কষায়ঃ । সোহপি নৈকেনজন্মনা সিধ্যতীতি
সঃ । পরাং গতিং মোক্ষং ॥ ৪৫ ॥

জানিবে । যেহেতু তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ
বশত জীবের অধিক উন্নতির সম্ভব ॥ ৪২ ॥

হে কুরুনন্দন ! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্কদেহিক বুদ্ধি সংযোগ
লাভ করেন । অতএব নৈসর্গিক ক্রটিক্রমে যোগ সংসিক্তির জন্ত পুনরায়
যত্নবান থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নিসর্গ বশতঃ পূর্বাভ্যাসের দ্বারা যোগ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত
সকাম কর্ম্ম মার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন । অর্থাৎ সকাম কর্ম্মমার্গে বে-
কল নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

জন্ম প্রকৃষ্ট রূপ যত্ন সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ
পরিপক হইয়া এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে । অনেক জন্ম পর্যন্ত

তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিক ।

কশ্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন ! ॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সনে যুক্ততমোমতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রী মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কৰ্মজ্ঞানতপো যোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ । তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি
তপোনিত্যো জ্ঞানিত্যো ব্রহ্মোপাসকেত্যোহপি যোগী পরমাত্মোপাসকোহধিকোমতঃ
ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ । যদি জ্ঞানিত্যোহপি অধিকন্তু কিং ; উত কশ্মিভ্য ইত্যাহ
কশ্মিভ্যশ্চৈতি ॥ ৪৬ ॥

তর্হি যোগিনঃ সকাশাশ্রিত্যধিকঃ কোহপীত্যবসীয়তে ; তত্র মৈবং বাচ্যমিত্যাহ যোগি-
নামিতি । পঞ্চমার্গে ষষ্ঠী নির্দ্ধারণা যোগাং । তপস্বিত্যো জ্ঞানিত্যোহধিক ইতি পঞ্চমার্গ-
মার্চ্চযোগীভাঃ সকাশাশ্রিত্যর্থঃ । ন কেবলং যোগিত্যো একবিধেভ্যঃ সকাশাং অপিতু
যোগিত্যঃ সর্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগীভ্যেভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাত সমাধাসংপ্রজ্ঞাত সমাধিমন্ত্যো-
হপীতি । যত্র যোগাঃ উপায়াঃ কৰ্মজ্ঞানতপো যোগভজ্ঞাদয়স্তত্ত্বতাং মধ্যে যো মাং ভজতে,
মন্তন্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বতমঃ । কস্মা তপস্বী জ্ঞানীচ যোগীমতঃ । অষ্টাঙ্গযোগী
যোগিতরঃ । শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি ভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ । যদ্বক্তং শ্রীভাগবতে—“যুক্তা-
নামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ । স্বদ্বন্দ্বভঃ প্রশান্তাশ্চ কোটিবপি মহামুনে ইতি ॥” ৪৭ ॥

অগ্রিমাধ্যায়ষ্টকং যদভক্তি যোগনিরূপকং ।

তস্ত সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণঃ ॥

প্রথমেণ কথা সূত্রং গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ ।

• ষিঠীয়েন তৃতীয়েন তুর্ধ্যোনাকাম কৰ্ম্মচ ॥

যোগাত্ম্যস করিতে করিতে অবশেষে কিসিখ শূত্র হইলে যোগী পরম গতি
রূপ সৌক লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

উক্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখ বে সকাম কৰ্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা
কৰ্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানযোগী তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সর্বাদ্র কৰ্ম্ম অপেক্ষা
যোগীই শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ যতেন কীর্তিতঃ ।

প্রাধান্যেন তদপোত্তং ষট্ কং কৰ্ম্ম নিরূপকং ।

ইতি সারার্থবর্ষণ্যাঃ হর্ষণ্যাঃ তত্ত্বচেতসাং ।

গীতাহৃষটোহধায়াঃসং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ।

যত প্রকার যোগী আছে সৰ্ব্বাপেক্ষা ভক্তিয়োগাহুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ । যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাকে ভজনা করেন তিনি সৰ্ব্ব যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কৰ্ম্মীকে যোগী বলা যায় না । নিকাম কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিয়োগাহুষ্ঠাতা ইহারা যোগী । বস্তুতঃ যোগ এক বই ছই নয় । যোগ একটা সোপান ময় মার্গ বিশেষ । সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্ম-পথারূঢ় হন । নিকাম কৰ্ম্ম যোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম । তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রম রূপ জ্ঞানযোগ হয় । তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগ রূপ তৃতীয় ক্রম হয় । তাহাতে ভগবৎ প্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তি-যোগ রূপ চতুর্থ ক্রম হয় । ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান তাহারই নাম যোগ । সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয় । ঐহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন । কিন্তু প্রতি ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ-পূর্বক তাহার উপরস্থ ক্রম গমনের জন্ত পূর্ব ক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয় । যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না । অতএব যেখানে আবদ্ধ থাকেন সেই ক্রমের নাম সংযুক্ত একটা খণ্ড যোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা । এই জন্যই কেহ কৰ্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী কেহ বা ভক্তি-যোগী বলিয়া পরিচিত হন । অতএব হে পার্থ ! ঐহাচার চরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তিকরা তিনি ঐ সমস্ত যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তুমি সেই প্রকার যোগী হও ॥ ৪৭ ॥

নিকাম কৰ্ম্ম দ্বারা জ্ঞান, তদ্বারা ধ্যান যোগ ও অবশেষে ভক্তি

যোগই জীবের লভ্য, ইহা এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি ব্রহ্ম অধ্যায় ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ! যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তস্মৈ ॥ ১ ॥

কদা সদানন্দ-ভূষণে মহাপ্রভোঃ

কৃপাস্বতাকে শরণ্যে প্রিয়ামহে ।

যথা তথা প্রোজ্জ্বিত মুক্তিভংগা

ভক্তাধনা প্রেমস্থধাময়া মহে ॥

সপ্তমে ভজনীয়ন্ত শ্রীকৃষ্ণৈশ্বৰ্য্যমুচ্যতে ।

ন ভজন্তে ভজন্তে যে তেচাপুস্তোভশ্চবিধাঃ ॥

প্রথমোদ্যায় ষট্‌কেনাস্ত'করণ শুদ্ধকর্ষক নিকাম কর্ম সাপেক্ষে মোক্ষফলসাধকো জ্ঞান-
যোগাবুক্তো । ইদানীমনেন দ্বিতীয়াধ্যায় ষট্‌কেন কর্মজ্ঞানাদি মিশ্রশ্রবণাৎ নিকামস্ব সমাম-
দ্যাতাং চ সালোক্যাদি সাধকঃ, তথা সর্বমুখাঃ কর্মজ্ঞানাদি নিরপেক্ষএব প্রেমবৎ পার্শ্বদৃ-
শকণমুক্তিফল সাধকঃ, তথা “যৎকর্মভি যত্তপসা জ্ঞান বৈরাগ্যায়োচযৎ” ইত্যাদৌ “সর্বং

হে পার্থ ! অন্তঃকরণ শোধক নিকাম কর্মযোগ সাপেক্ষ মোক্ষ ফল
সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে বলিলাম । দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে
ভক্তিযোগ বলিতেছি শ্রবণ কর । আমাতে আসক্ত চিত্ত ~~হইয়া~~ ~~সমাস~~
যোগ অভ্যাস করিলে মৎ সম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে ইহাতে কিছু
মাত্র সন্দেহ নাই । ব্রহ্মজ্ঞান রূপ যে জ্ঞান তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা
সবিশেষ জ্ঞান নয় । জড়ীয় বিশেষ পরিত্যাগ পূর্বক যে একটা নির্কিংশেষ
চিন্তালাভ করা যায় তাহাতেই নির্কিংশেষ চিন্তার বিষয় রূপ আমার নির্কি-
শেষ আবির্ভাব রূপ ব্রহ্ম উদয় হয় । তাহা নিশ্চয় নয়, কেন না তাহা
দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্বিক জ্ঞান তাহাই মাত্র । ভক্তি নিশ্চয় বৃত্তি
যিহা, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নিশ্চয় স্বরূপ যে আমি, জীবের নিশ্চয়
চক্রে পরিলক্ষিত হই ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

মদভক্তিযোগেন মন্ত্ৰোক্তো লভতেহংগমা । স্বর্গাপবর্গং মক্ষ্যামি ইত্যাদ্যুক্তে বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদি নিখিল সাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্বদ্বন্দ্বরোহপি সর্বদ্বন্দ্বকরঃ শ্রীমদ্ভক্তিযোগ উচ্যতে । নমু 'তমেব বিদিত্বা অতি মূঢ়ো মেতীতি' শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যাবকীর্ণং মোক্ষং ক্রমে । 'মৈব', তমেব তৎপদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদ-মুভয়, নতু তৎ পদার্থ মাত্মানং নাপি প্রকৃতিং নাপি প্রাকৃতিং বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মূঢ়ানতোতীতি অন্তাঃ শ্রুতেরর্থঃ । তদ্বাসিত শর্করা রসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণং, নতু চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকং ; তথৈব পরব্রহ্মাসাদে ভক্তিরেব কারণঃ । ভক্তেগুণাতীত-ভাবত্বেনৈব গুণাতীতস্ত ব্রহ্মণো গ্রহণং সম্ভবেৎ ; নতু দেহাদ্যতিরিক্তায়জ্ঞানেন সাহিত্বেন । ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ ইতি ভগবদুক্তেরিতি । "ভক্ত্যা মানভিজ্ঞানানি যাবান্ মশ্যামি তবতঃ" ইত্যত্রনিবেশং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ । জ্ঞান যোগয়ো মুক্তিসাধনত্ব প্রসিদ্ধিস্ত তত্র গুণীভূত ভক্তি প্রভাবাদেব ; তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চিৎকরদ্বয় বহশঃ অবগাৎ । *কিঞ্চাত্মাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরং এবকারন্তাপ্রয়োগাদেবা যোগব্যানচ্ছেদাভাবে জাপিতে সতি, তন্মাদেব পরমাত্মনো বিনির্ভাৎ কুচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভাতে । ততশ্চ ভক্ত্যাখেন নিষ্ঠাধেন পরমাত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ । কুচিৎ ভক্ত্যাখং তজ্জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তি-মাত্রেন মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্যাবস্তুতি । যথা মৎস্তগুণিকা পিণ্ডাদ্রসনা দোষণালক্ স্বাদাদপি ভুক্তান্তদেক নাশ্চো ব্যাধি ন'শ্রুতোবাত্র ন সন্দেহঃ । মৎস্তগুণিকানিতে খণ্ড বিকারে শর্করাসিতে ইত্যমরঃ । শ্রীমদ্বাক্বেনাপুংক্তং,—“নখীখরোহপি ভজতোহবিদ্ব্যেহপি সাক্ষাচ্ছেদয়ন্তনো-গদরাজ ইবোপগুতঃ 'ইতি । মোক্ষধর্মে নারায়ণেহপুংক্তং,—“যাংৈ সাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে । তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ' ইতি । একাদশেহপুংক্তং,—“যৎকর্ম্ম-ভির্ভরণা জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চ যৎ' ইত্যাদৌ "সর্বংমদ্ভক্তিযোগেন মন্ত্ৰোক্তোলভতেহংগমা" ইতি । অতএব "যদ্বান স কৃৎশ্রবণং পুঙ্কসোহপি বিমুচ্যতে স'সারাত্" ইত্যাদি বহুশো বাট্যো ভক্ত্যেব মোক্ষঃ প্রতি পাদ্যতে ইতি । অথ প্রকৃত মনুসরামঃ । "যোগিনামপি সর্বেষাং মঙ্গলং তেনান্তরাত্মনা । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমেবুক্ততমোমতঃ "ইতি তদ্বাক্যেন ত্বন্ন-স্বহৃৎসতি স্বদ্বজন বিষয়ক শ্রদ্ধাবত্বমিতি ত্রয় স্বতন্ত্র বিশেষ লক্ষণ মেব কৃতমিত্যব গম্যতে । কিন্তু স চ কীদৃশোভক্তস্বদীয়জ্ঞান বিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতীত্যপেক্ষায়ামিহ মধ্যাসক্তেতি স্বাভ্যাং । যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি রেকত্র চৈষ ত্রিকএককালঃ । প্রপদ্যমানস্য যদাধিতঃ স্য ভক্তিঃ পুটঃ ক্ষুদ্রপায়োহুঘাসং" ইত্যুক্তে মদভজন প্রকৃতমুভব মদমুভব পক্ষ-মোহপি ভবতি । তদপ্যেক প্রাস মাত্র ভোজিনো যথা তুষ্টিপুষ্টি-ন স্পষ্টে ভবতঃ । কিন্তু বহুতর

আমার ভক্তসকল আমাতে আসক্ত হওয়ার পূর্বেই মৎ সুস্থ হই যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা ঐশ্বর্যময়, অতএব তাহাকে জ্ঞান বলা যায় । আনুসক্তি

যজ্ঞাত্মা নেহ ভূয়োহন্যজ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

গ্রাসে ভোজিন এব । তথৈব ময়ি শ্রাম হৃন্দরে পীতাস্বরে আসক্তঃ আসক্তি ভূমিকারূঢ়ঃ মনো
বস্য তথাভূত এব হং মাং জ্ঞাসামি ; যশাম্পষ্ট মনুভবিষ্যসি, তৎশূণ । কীদৃশঃ যোগঃ ময়াসহ-
সংযোগঃ যুগ্মন শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্ মদাশ্রয়ঃ মামেব ; নতু জ্ঞানকর্মান্দিকং আশ্রয়মাণঃ অননা-
ভক্ত ইত্যর্থঃ । অত্র অসংশয়ঃ সমগ্রমিতি পাদাভাঃ মদীয় নির্দিশেষ ব্রহ্মরূপজ্ঞানং । ‘ক্লেশো-
হধিকতরন্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাং । অব্যক্তাহি গতি দুঃখঃ দেহবন্তিরবাপাতে ।’ ইত্যগ্নি-
মোক্তেঃ সংশয়মেব । তথা জ্ঞানিনা মুপাসাং তদ্ব্যক্ত পরম মহতো মম মহিম স্বরূপমেব ।
যদ্ব্যক্তং ময়ৈব সত্যতঃ প্রতি মৎসাক্ষপেণ ।—‘মদীয় মহিমানকং পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং ।
বেৎস্যাসানুগৃহীতং মে ইতি ।’ অত্রাপি ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি । অতো মজ্ঞানাপেক্ষয়াত
জ্ঞানমসমগ্রমিতি দোষিতং ॥ ১ ॥

তত্র মদন্তেরাসক্তি ভূমিকারূঢ়ঃ পূর্বমপি মে জ্ঞানমৈবধাম্যম্ ভবেৎ । তদ্ব্যক্তং বিজ্ঞানং
মাধুর্য্যমুভবময়ং ভবেৎ । তদ্ব্যক্তমপি হং শৃণুতাহ জ্ঞানমিতি । অমুজ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত
ইতি মন্বিক্রিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানে অপোতদন্তভূতে এবৈত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্ঞানং পূর্বমধ্যায় ষট্কে প্রোক্ত লক্ষণে জ্ঞানিতি যোগিভিরপি
ছিন্নভূমিতি বদন্ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ মনুষ্যাণামিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চি
দেব মনুষ্যোভবতি । মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে । তাদৃশানামপি
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্রামহন্দরাকারং তত্ত্বতো বেত্তি সাক্ষাদমুভবতীতি নির্দিশেষ
ব্রহ্মামুভবাননাং সহস্র গুণাধিকঃ সবিশেষ ব্রহ্মামুভবানন্দঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৩ ॥

লাভের পর আমার যে নিগূঢ় জ্ঞান লাভ করেন, তাহা মাধুর্য্যময় । তাহার
নাম বিজ্ঞান । আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ
করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । যাহা অবগত হইলে জগতে ~~সকল~~ কিছু
জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

পূর্ব ছয় অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগী সকল চিন্তাধারা ব্রহ্মজ্ঞান
সহজে লাভ করিতে পারেন । কিন্তু চিন্তার বিষয় বিলক্ষণ রূপ ভগবজ্ জ্ঞান
তীহাদের পক্ষে ছিন্ন ৩ । অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎকেহই মনুষ্য হয় ।
সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ সিদ্ধির জন্ত ব্রত পায় । সহস্র
সহস্র ব্রতসিদ্ধিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ স্বরূ-
পকে উদ্ভূতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্তৃণ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অথ ভক্তিমতে জ্ঞানং নাম ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমেব ; নতু দেহাদাতিরিক্তাস্বজ্ঞান মেবেতি ।
অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যজ্ঞানং নিরূপয়ন্ পরাপর ভেদেন স্বীয়প্রকৃতি স্বয়মাহ ভূমিরিতি
স্বাভাঃ । ভূমাদি শব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সৃষ্টভূতৈর্গন্ধাদিভিঃ সহৈকী কৃত্য সংগৃহ্যন্তে
অহঙ্কার শব্দেন তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি । তৎকারণভূত মহত্ত্বমপি গৃহ্যতে ; বুদ্ধিমনসোঃ
পৃথগুক্তিভেদে তয়োঃ প্রধাতাং । ইয়ং প্রকৃতিবহিরঙ্গাশক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা ; জড়-
ভাং । ইতোহত্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরানুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যভাং । অন্তা-
উৎকৃষ্টে হেতুঃ বয়া চৈতনয়া ইদং জগৎ চৈতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভগবৎ স্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানের নাম ভগবজ্ জ্ঞান । তাহার
বিবৃতি এই । আমি সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত শক্তি সম্পন্ন তত্ত্ব বিশেষ । ব্রহ্ম
আমার শক্তিগত একটি নির্কির্শেষ ভাব মাত্র । তাহার স্বরূপ নাই । সৃষ্ট
জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সম্বন্ধিক অবস্থিতি । পরমাত্মা ও আমার
শক্তি-গত জগন্মধ্যে আবির্ভাব বিশেষ । তাহাও ফলতঃ অনিত্য জগৎ
সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । তাহারও নিত্য স্বরূপ নাই । আমার ভগবৎ স্বরূপই
নিত্য । তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে । শক্তির
একটি পরিচয়ের নাম বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তি । তাহাকে জড় জননী বলিয়া
অপরা শক্তিও বলা যায় । আমার অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তি মধ্যে
আটটি তত্ত্ব সংখ্যা লক্ষ্য করিবে । ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই
পাঁচটিতে মহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র এই
প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয় । অহঙ্কার তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয় সকল
ও কারণ ভূত মহত্ত্ব গৃহীত হইবে । বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি কেবল তত্ত্ব সমু-
হের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত, ফলতঃ
তাহারা এক তত্ত্ব । এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত । এতদ্ব্যতীত
আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায় ।
সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা । সেই শক্তি হইতে জীব সমস্ত

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীভ্যুপধায় ।

অহং কৃৎস্নজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ! ।

ময়িসৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ ৭ ॥

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় ! প্রভাস্মি শশি সূর্য্যয়োঃ ।

এতচ্ছক্তিময় স্বাৰৈব স্বস্ত্রজগৎ কারণমাহ এতদেতি । এতে মায়াশক্তি জীবশক্তি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজরূপে যোনী কারণভূতে যেবাং তানি স্বাবর জগন্মায়াকানি ভূতানি জানীহি । অতঃ-
কৃৎস্ন সৰ্বসামা জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিময় প্রভূতহাং অহমেব ব্রহ্ম । প্রলয় তচ্ছক্তিমতি
মযেব প্রলীনভাবিহাদহমেবাসা সংহর্তা ॥ ৬ ॥

স্বাদ্যাদেবং তন্মাদহমেব সৰ্বমিত্যাহ । মন্তঃ পরতরমনঃ কিঞ্চিদপি নাস্তি কার্যাকারণ-
য়োৰৈক্যাৎ শক্তি শক্তিমতোৰৈক্যাচ্চ । তথাচশ্রুতিঃ—“একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেতি ।” এবং স্বম্য সর্গায়কত্বমুক্তা সৰ্বাস্তর্য়ামিহকাহ ময়ীতি । সৰ্বমিদং চিজ্জড়া-
জকঃ জগৎ মৎকার্যহাং মদায়কমপি পুনম যাত্তর্য়ামিনি প্রোতং গ্রথিতং যথা সূত্রে মণিগণাঃ
প্রোতাঃ । মধুহৃদন সরস্বতী পাদান্ত সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্ত গ্রথিতমমাত্রৈ নতু
কারণহে । কনকে কণ্ডলাদি বদিতি তু যোগোদৃষ্টান্তঃ ইত্যাহঃ ॥ ৭ ॥

স্বকার্যে জগতঃ যথাহমন্তর্য়ামিকপেণ প্রবিষ্টোবর্তে, তথা কুচিং কারণকপেণ, কুচিং
কার্যেবু মদুনাদিবু সাররূপেণাপ-হং বর্তে ইত্যাহ রসোহমিতি চতুর্ভিঃ । অঙ্গুরসস্তৎকারণ
ভূতো মহিভূতি রিতার্থঃ । এব সর্পহাগ্নেঃপি প্রভাকপ প্রণবঃ ওঁকারঃ সর্পবেদকারণঃ ।
ষে আকাশে শব্দস্তৎকারণঃ নৃপৌরুসঃ সফল উদগম বিশেষ এব মনুষ্যসারঃ ॥ ৮ ॥

নিঃসৃত হইয়া এই জড় জগৎকে চৈতন্য বিশিষ্ট করিয়াছে । আমার অন্ত-
রঙ্গা শক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি নিঃসৃত এই জড় জগৎ, উভয়
জগতের উপযোগী বলিয়া জীব শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায় ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

চিদচিং সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত ।
অতএব ভগবৎ স্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল
হেতু ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই । সূত্রে যেমত মণি-
গণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ আমাতে প্রোত রূপে অবস্থান
করে ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয় ! আমি জলের রস, চন্দ্র সূর্যের প্রভা, সর্ববেদের প্রণব,

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
 পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ ।
 জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
 বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ ! সনাতনং ।
 বুর্দ্ধিবুর্দ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং ॥ ১০ ॥
 বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতং ।
 ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ! ॥ ১১ ॥
 যে চৈব সাত্বিকাভাবা রাজসাত্ত্বামসাশ্চ যে ।
 মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

পুণ্যোগন্ধঃ পুণ্যস্ত চার্কপীতামরঃ । চকারো রসাদীনামপি পুণ্যসমুচ্চরার্থঃ ।
 তেজঃ সৰ্ববস্ত্র পাচন প্রকাশন শীতত্ৰাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ । জীবনমায়ুরেব সারঃ তপোহনন্দ
 সহনাদিকমেব সারঃ ॥ ৯ ॥

বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানাপ্যামিতার্থঃ । সনাতনং নিত্যং বুর্দ্ধিমতাং বুর্দ্ধিরেবসারঃ ॥ ১০ ॥
 কামঃ স্বজীবিকাধ্যাভিলাষঃ, রাগঃ ক্রোধস্তদ্বিবর্জিতং, নতদুয়োখমিতার্থঃ । ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধঃ
 স্বভার্য্যায়াং পুত্রোৎপত্তি মাত্ৰোপযোগী ॥ ১১ ॥

এবং বস্ত্র কারণভূতাঃ বস্ত্রসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুস্তাঃ । কিঙ্কলমতি
 বিস্তরেণ । মদধীনং বস্ত্রমাত্রমেব মদ্বিভূতি রিতাহ যে চৈবেতি, সাত্বিকাভাবাঃ শম দমাদয়ঃ
 দেবাদ্যাশ্চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়োহহরাদ্যাশ্চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ । তান
 মত্ত এবেতি মদীয় প্রকৃতি গুণাকার্য্যত্বাৎ । তেষুহং ন বর্তে, জীববস্ত্রদধীনোহহং নভবামীত্যর্থঃ ।
 তেতু ময়ি মদধীনাঃ সমস্তএবর্তন্তে ॥ ১২ ॥

আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ, পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সৰ্ব-
 ভূতের জীবন, তপস্বীর তপ, সৰ্বভূতের সনাতন বীজ, বুর্দ্ধি মানের বুর্দ্ধি,
 তেজস্বীর তেজ, বলবানের বল, ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, এবং কাম রাগ বিবর্জিত
 তত্ত্ব স্বরূপ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যত প্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই
 আমার প্রকৃতির গুণ কার্য্য । আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, তাহারা
 সমুদায় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

ত্রিভিগুণময়ৈতাবৈরেভিঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেযা গুণময়ী মম মায়া হুরত্যায়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ ১৪ ॥

ন মাং হৃক্ষৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।

নদেবং ভূতং স্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো নজানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি । গুণময়ৈঃ শব্দমাদি হর্ষাদিশোকাদ্যৈঃ ভাবৈঃ স্বাভাবীভূতৈ জগৎ জগজ্জাত জীবন্তং মোহিতং সৎ মাং নিগুণবাদেভ্যঃ পরং অবায়ং নিলিকারং ॥ ১৩ ॥

নমু তর্হি ত্রিগুণময় মোহাৎ কথমুত্তীর্ণাভবন্তি, তত্রাহ দৈবী । বিষয়ানন্দেন দীবাগ্ভীতি দেবা জীবাত্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ । গুণময়ী স্নেহেণত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা । মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গাশক্তি হুরত্যায়া হুরতিক্রমা । পাশ পক্ষে ছেদুঃ উদগ্রস্থয়িতুং বা কেনাংপাশকোত্যর্থঃ । কিন্তু, মহাচি বিধসিহি ইতি স্ববক্ষঃ স্পৃষ্টাহ মাং শ্রামহ্মনরা- কারমেব ॥ ১৪ ॥

নমু তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতিহাং নপ্রপদ্যন্তে । তত্র যে পণ্ডিতান্তেমাং প্রপদ্যন্ত এব ; পণ্ডিত মানিন এব নমাং প্রপদ্যন্ত ইতাহ ন মামিতি । হৃক্ষৃতিনঃ হৃষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ । তেচ চতুর্দশিধাঃ—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কদ্বিধাঃ । যদুক্তং—“নুনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুত কথাস্থাঃ । হিহা শৃবন্ত্যসদগাথাঃ পুরীষ নিব বিভূভূজঃ ইতি ।” মুকুলং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেন্তর মিতিচ । অপরে নরাধমাঃ ককিৎকানি ভক্তিমহেন প্রাপ্ত নরাহাঃ অপান্তে ফলপ্রাপ্তো ন

আমার অপরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটা গুণ । সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে । তদ্ব্যতীত ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ হুরত্যায়া অর্থাৎ হুরতি ক্রমা । যাহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাহারা এই মায়া সমুদ্র পার হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

অমুর ভাব আশ্রয় করত হৃক্ষৃতি, মূঢ়, নরাধমও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান মনুষ্যগণ আমার প্রপত্তি স্বীকার করেন না । নিতান্ত অবৈধ-জীবন ব্যক্তিই হৃক্ষৃতি । নিরীশ্বর নৈতিক লোকেরা মূঢ়, যেহেতু তাহারা নীতির অঙ্গীকার যে আমি আমার আশ্রয় গ্রহণ করি না । যাহারা নীতির অঙ্গ বলিয়া

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ! ।

আর্তো জিজ্ঞাস্বরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

সাধনোপযোগঃ ইতিমহা বেচ্ছয়েব ভক্তিত্যাগিনঃ । স্ব কর্তৃক ভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেবা-
মধমব মতিভাবঃ । অপরে শাস্ত্রাধায়নধাপনাদিমন্ত্বেপি মায়য়া অপহৃত জ্ঞানং যেষাং
তে । বৈকুণ্ঠ বিরাজিনী নারায়ণ মূর্তিরেব সার্প কালিকী ভক্তি প্রাপা ; নতু কৃষ্ণরামাদি
মূর্তি মায়াযুক্তি মন্তমানা ইত্যর্থঃ । যদ্ব্যক্যতে,—“অবজানিত্রিমাং মুঢ়া মামুখীং তনুমাশ্রিত
মিতি” । তে পুন মাং প্রপদ্যমানা অপি ন মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ । অপরে অহরং ভাব
মাশ্রিতাঃ । আহুবাঃ জরা- সন্ধাদয়ঃ ; মদ্বিগ্রহ লক্ষ্যাকৃতঃশরৈ নিদ্ধতি । তথৈব দৃশ্যবাদি
হেতুং কৃতৈক মদ্বিগ্রহ বৈকুণ্ঠমপি গুণ্যন্তেব নতু প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তর্হিকে বাঃ ভজন্তে ইত্যত আহ চতুর্বিধা ইতি । স্কৃতং বর্ণাশ্রমচার লক্ষণোপধ্বস্তঃ
সন্তো মাং ভজন্তে তত্রার্থঃ রোগাদাপদগ্রস্তস্তন্বিত্তিকামঃ । জিজ্ঞাসুঃ আশ্রয়জ্ঞানার্থী
ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থীবা । অর্থার্থী ক্ষিতি গজতুরগ কামিনী কনকাদৈহিক পার-
ত্রিক ভোগার্থীতি এতেত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ । জ্ঞানী বিশুদ্ধাত্মকরণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থো-
হয়ঃ নিকামঃ । ইতোতে প্রাধানীভূত ভক্তাধিকারিণশ্চদ্বারো নিরূপিতাঃ । তত্রাদি মেঘ জিহ্ব
কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ । অস্তিমে চতুর্থ জ্ঞানমিশ্রাঃ । সর্বদ্বারানি সংযমা ইত্যগ্রিম গ্রন্থে যোগ-
মিশ্রাপি বধ্যতে । জ্ঞান কর্ম্মাদামিশ্রা কেবলা ভক্তির্গা, সাহু সপ্তমাধারারম্ভে এব মযাসক্ত-
মনাঃ পার্থ ইত্যনেন উক্তা । পুনশ্চাষ্টমেংপাধ্যায়ে অনন্তচৈতাঃ সতত মিতানেন নবমে মহাস্ব-
নস্ত মাংপার্থেতি শ্লোকদ্বয়েন, অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তোমাঃ ইত্যনেন চ । নিরূপয়িত ব্যোতি প্রাধানী
ভূতা কেবলেতি বিবিধৈব ভক্তি মধ্যমেংনিরুপায় যট্কে ভগবতোক্তা । বা তু তৃতীয়া গুণী-
ভূতা ভক্তিঃ, কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানিনি যোগিনি চ কর্ম্মাদি ফলসিদ্ধার্থী দৃশ্যতে । তস্যাঃ প্রাধাত্মা-
ভাবাং ন ভক্তিঃ বাপদেশঃ ; কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনা মেব প্রাধাত্মাং । প্রাধাত্মেন বাপ-
দেশা ভবন্তীতি স্তায়েন কর্ম্মহ জ্ঞানহ যোগহ বাপদেশঃ তদ্ব্যতীতি কর্ম্মজ জ্ঞানহ যোগহ
বাপদেশো নতু ভক্তহ বাপদেশঃ । ফলক সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ, মিত্রাম কর্ম্মণো জ্ঞানযোগো
জ্ঞানযোগয়ে নির্বাণ মোক্ষ ইতি । অথ বিধায়াঃ ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে । তত্র প্রাধানীভূতাস্ব-
ভক্তিঃ মধ্যে আর্তাদিহু জিহ্ব যাঃ কর্ম্মমিশ্রা নাঃ কর্ম্মমিশ্রা প্তিব্রঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলঃ

আমাকে মানে কিন্তু নীতির ঈশ্বর বলিয়া মানে না, তাহারা নরাধম ।
যাহারা ঈশ ব্রহ্মাদির উপাসনা করে কিন্তু আমার শক্তিমৎ স্বরূপ জীবের
নিত্য চিৎস্বরূপ, অচিদ্বস্তুর সহিত তাহাদের অনিত্য সম্বন্ধ স্বরূপ ও আমার
নিত্য দাস্য রূপ তাহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ জানে না তাহারা বেদান্তাদি শাস্ত্র
পাঠ করিয়াও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান থাকে ॥ ১৫ ॥

হৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজনা প্রায়ই হৃদয়, যেহেতু তাহাদের
ক্রমোন্নতি প্রথা নাই । তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহার আকস্মিকী প্রথা দ্বারা
মত্তজন লাভ হইয়াছে । বৈধ জীবনাবস্থিত স্কৃতি ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারি
প্রকার লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয় । যাহারা কাম্য কর্ম্ম
পরায়ণ তাহারা প্রাপ্ত ক্লেশ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে মনে করে । ইহা-
রাই আর্ত । হৃদয় ব্যক্তিও আর্ত হইয়া আমাকে কখন কখন মনে করে ।

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকাম প্রাপ্তিঃ । বিষয়সাদৃশ্যাৎ তদন্তে হৃদৈবর্ষা প্রধান সালোকা মোক্ষপ্রাপ্তিঞ্চ । নতু কর্মফল স্বর্গভোগান্ত ইব পাতিঃ । যদ্বক্তাতে,—‘বাস্তি মদ্ব্যজিনোঃসামিতি চতুর্থাঃ জ্ঞান-মিশ্রায়ান্তত উৎকৃষ্টায়ান্ত ফলঃ শান্তিরতিঃ সনকাদিষিব । তত্তত্ত্বগবৎ কারুণ্যাধিকাবশাৎ কসাক্ষিৎ তস্যাঃ ফলঃ প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষিব । কর্মমিশ্রাভক্তির্ধদি নিকামাসাৎ, তদা তস্যাঃ ফলঃ জ্ঞানমিশ্রাভক্তিঃ ; তস্যাঃ ফলমুক্তমেব । কুচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদি ভক্ত সঙ্কোখবাসনা বশাৎ জ্ঞানকর্মাদি মিশ্র ভক্তিমতানপি দাসাদি প্রেমসাৎ । কিন্তু ঐবর্ষা প্রধানমেবেতি । অথ জ্ঞানকর্মা দা মিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞ্চনোত্তমাদি পর্ধায়াঃ ভক্তে বর্ত্তপ্রভেদায়াঃ দাস্ত সখা দি প্রেমবৎ পার্শ্বদৃশমেব ফলঃ ইত্যাদিকং শ্রীভগবত চীকারাং বহুশঃ প্রতিপাদিতং অবাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধাভক্তিবিবেকঃ সাক্ষিপা দর্শিতঃ ॥ ১৬ ॥

চতুর্থাঃ ভক্তাধিকারিণাঃ মধোঃ কঃ শ্রেষ্ঠঃ, ইতপেক্ষায়া মাহ । তেবাং মধো জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ । নিত্যযুক্তঃ নিতা ময়ি যজাতে ইতি সঃ । জ্ঞানাত্ম্যস বশীকৃত চিত্তস্থান-সোকাগ্রচিৎ ইত্যর্থঃ । আর্তাদাত্ত্বয়ন্ত নৈবঃ ভূতা ইতি ভাবঃ । ননু সঙ্কোঃপি জ্ঞানী জ্ঞান বৈবর্ষ্যভয়াৎভাঃ ভজতে এব । তাহা, একা নৃপা প্রধানীভূতা ভক্তিঃসেব ; নতু অন্তেবাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূতং যসা সঃ । যদা একাভক্তিঃসেব তত্রৈবাসক্তি ম্ভাৎ যসাঃ ; নামমাত্রৈণৈব জ্ঞানীতিভাবঃ । এবন্তু তস্যা জ্ঞানিনোহহং জ্ঞানমূল্যাকারো-হত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ । সাধন সাধ-দণয়োঃ পরিহাভুমশকাঃ । “যে যথা মাংপ্রদাত্তে” ইতি জ্ঞানেন মমাপি সঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনতা বোধ করে তখন জিজ্ঞাসাত্মরূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে । পূর্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া অর্থার্থীরূপে আমাকে স্মরণ করে । যখন ব্রহ্ম পরমাত্ম জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া, আমার শুদ্ধ ভগবজ্ জ্ঞানকে আশ্রয় করে তখন মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জ্ঞান পুরুষের মারাচ্ছাদন দূর হইলে, জীব ভগবৎ স্বরূপের নিত্য দাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে । ফলতঃ আর্তিদিগের কামরূপ কবায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক-জ্ঞানাবদ্ধতা রূপ কবায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তি আশারূপ কবায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় এবং ভগবতস্বে অনিত্যত্ব বুদ্ধিরূপ কবায় দূর হইলে ঐ চারি প্রকার জীবভক্তাধিকারী হইতে পারে । যে পর্য্যন্ত কবায় থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি প্রধানীভূতা । কবায় দূর হইলে, কেবলা, অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তিলভ করে ॥ ১৬ ॥

কবায় শূন্য আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া ভক্ত হয় ।

উদারাঃ সৰ্ব্বএবৈতে জ্ঞানীহ্যত্নৈব মে মতং ।

আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাংগতিং ॥ ১৮ ॥

বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাংপ্রপদ্যতে ।

তর্হি কি মার্ভাদ্যাত্ময়ন্তব ন প্রিয়ান্তত্র নহি নহীতাঃ উদারা ইতি । যে মাং ভজন্তে, মন্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহুস্তি তে ভক্তবৎসলায় মহৎ বহুপ্রদায়িনঃ প্রিয়া এবৈতি ভাবঃ । জ্ঞানীহ্যত্নৈবেতি সবহি ভজন্ত চ মন্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাজ্ঞতে ইতি অতন্তদধীনস্ত মম স আত্মৈবেতি ময় মতং মতিঃ । যতঃ স মাংস্তাম হুন্দরা কার মেবানুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্ ; নতু মম নির্কিংশেব স্বরূপ ব্রহ্মনির্বাণমিতি ভাবঃ । এবঞ্চ নিকাম প্রধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাস্থ্যেনাভিমন্ততে । কেবল ভক্তি মীনশ্রুত আত্মনোহপ্যাধিকোন । যদুক্তং—“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন’শঙ্করঃ । ন চ শঙ্করণো ন ত্রীনৈবাত্মা চ ক্খা ভবানিতি ॥” নাহম্মান্নান মাশাসে মন্তকৈঃ সাধুভি বি’না ইতি আত্মারামোহপ্যারী রমদিত্যাदि ॥ ১৮ ॥

কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান কবায় পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিব্যোগ যুক্ত হইয়া, অত্যাচ্ছ তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন । ইহার তাৎপর্য এই যে স্বভাবতঃ জ্ঞানাত্ম্য দ্বারা চৈতন্ত্য স্বরূপ জীবের স্বরূপ লাভ যত বিগুহ্ব হয়, কর্ম্মদিগের কর্ম্মকবায় শূন্য হইলেও স্বরূপাবস্থিতি তত বিগুহ্ব হয় না । ভক্ত সঙ্গক্রমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি চরমে লব্ধ হইয়া পড়ে । সাধন দশায় উক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানী তত্ত্বই আমার বিগুহ্ব দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয় । শ্রীশুকাদির ভগবজ্জ্ঞান ক্ষুণ্ণিই ইহার উদাহরণ । শুদ্ধজ্ঞান লব্ধ ভক্তগণের সাধনকারী ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য বিগুহ্ব চিন্ময় । জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

কেবলা ভক্তি স্বীকার করত পূর্বোক্ত চারি প্রকার অধিকারী সকলেই পরম উদার হন । কিন্তু জ্ঞানীভক্তের আত্ম নির্ভতা অর্থাৎ চৈতন্ত্যনির্ভতা অধিকতর প্রবল থাকায় চৈতন্ত্য গতি রূপ সর্বোত্তম গুতি যে আমি আমাতে অবস্থিতি হন । তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় । তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্বদ্বন্দ্বভঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈহতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্য দেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাশ্রায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

নহু মামেবাহুত্তমাং গতিমাহ্বিত ইতি ক্রমে । অতঃ স জ্ঞানিভক্তস্বামেব প্রাপ্নোতি ।
কিন্তু, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং সজ্ঞানী ভক্তাধিকারী ভবতীত্যাহ বহুনামিতি । বাসুদেবঃ
সর্বমিতি । সর্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহুনাং জন্মনাং অন্তে মাং প্রপদ্যতে । তাদৃশ
সাধুর্দৃষ্টিক সঙ্গবশাৎ মৎপ্রপত্তিং প্রাপ্নোতি । স চ জ্ঞানীভক্তো মহাত্মা স্থিঃরচিত্তঃ স্বদ্ব-
ন্দ্বভঃ । সমুখ্যাণাং সহশ্রেষু ইতি মদ্বক্তেঃ । একান্তিক ভক্তস্ত কিমুতেতি । স তু অতি
স্বদ্বন্দ্বভ এবোতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

নহু আর্তাদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তুঃ হা ভজন্তুঃ হা ভজন্তুঃ কৃতার্থা ইব ইত্যবগতং ।
যেতু আর্তাদয়ঃ আর্জিহানাদি কামনয়া—দেবতাস্তরংভজন্তে, তেষাং কাগতিরিত্যাপেক্ষায়ামাহ
কামৈরিতি চতুর্ভিঃ । হতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্জিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্যাদয়ন্তথা ন বিক্ষুরিতি
নষ্টবুদ্ধয়ঃ । প্রকৃতেতি স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তুঃ তেষাং দুষ্টা প্রকৃতিরের মৎপ্র-
পত্তৌ পরানুস্মৃতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

জীব সকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে অর্থাৎ
চৈতন্য নিষ্ঠ হয় । চৈতন্য নিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণ
জড় ত্যাগকালীয় অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করে । তখন জড়ীর বিশেষের
প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ ধর্মের প্রতি উদাসীন হয় । চৈতন্য ধর্মে একটু
অবস্থিতি হইলেই চৈতন্যের যে বিগুণ বিশেষ ধর্ম তাহা জানিতে পারিয়া
তাহাতে অধুরক্ত হয় । অধুরক্ত হইয়া পরম চৈতন্য রূপ আমাতে প্রপত্তি
স্বীকার করে । তখন এই মনে করে যে এই জড় জগৎ স্বতন্ত্র নয় । চৈতন্য
বস্তুর একটা হয় প্রতি ফলন মাত্র ইহাতেও বাসুদেব সন্মুখ আছে । অতএব
সমস্তই বাসুদেব ময় । এইরূপ যাহাদের ভগবৎ প্রপত্তি, তাঁহারা মহাত্মা
ও দ্বন্দ্বভ ॥ ১৯ ॥

আর্তাদি ব্যক্তিগণ কষায় শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে । যে
পর্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয় সে পর্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ
বহির্মুখ । কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে তাহারা
বহির্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না । আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচিঁতুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্মাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মারাদন মীহতে ।

লভতেচ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হিতান্ ॥ ২২ ॥

অন্তবন্তু ফলং তেষাং তদ্বত্যা ল্পমেধসাং ।

তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রসন্নাস্তেবাঃ স্ব স্ব পূজকানাং হিতার্থং হৃদ্যভ্যে শ্রদ্ধামুৎপাদ-
য়িত্বাশীতি মাবাদী যতন্তেদেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ, কিংপুনর্মৎভক্তা-
বিত্যাহ যো যইতি । যাং যাং তনুং সূর্যাদি দেবরূপাং মদীয়াং মূর্তিঃ বিভূতিং অর্চিতুং পূজ
য়িতুং । তামেব তত্তদেবতাবিষয়ামেব ; নতু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্ভাষ্যামেব বিদধামি, নতু
সামান্য দেবতা ॥ ২১ ॥

দীহতে করোতি । সতন্তদেবতারাদনাত্ কামান্ আরাধন ফলানি লভতে । নচ তে তে
কামাঅপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ ময়েব বিহিতান্ পূর্ণীকৃতান্ ॥ ২২ ॥

কিন্তু তেষাং দেবতাস্তর ভক্তানাং ফলং তত্তদেবতারাদনজগ্ৰাং অন্তবৎ নথং কৈক্লিৎকা-
লিকং ভবতি । নতু আরাধনে শ্রেমতুল্যেহপি দেবতাস্তর ভক্তানাং ফলং নথং করোষি,
স্বভক্তানান্ত অনথং করোষীতি ত্বয়ি পরমেতরে অয়মন্তায়ন্তত্র নায়মন্তায় ইত্যাহ দেবানিতি ।
দেবযজ্ঞো দেবপূজকাঃ দেবানেবযান্তি প্রাপ্নুবন্তি মৎপূজকা অপিমাং । অয়মর্থঃ যেহি যৎপূজ

কামকে দূর করি । কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহিঃস্মৃথ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান
হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জগ্ৰ সেই সেই কাম্যফল দাতা দেবতাদিগের
উপাসনা করে । তাহারা বিগুদ্র সত্ত্বরূপ আমাকে ভাল বাসে না ; যেহেতু
তাহাদের স্বীয় স্বীয় তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া সেই
সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতা সকলের উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

অন্তর্ধ্যামী স্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহনীয় দেব মূর্তিতে তাহাতে তাঁহার
শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে
মদ্বিহিত কাম সকল প্রাপ্ত হন ॥ ২২ ॥

অল্প বুদ্ধি দেবতাস্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল নথর অর্থাৎ অনিত্য ।
যেহেতু দেবধীর্জগণি সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে

দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তুক্তা যাস্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয় মনুস্তমগ্ ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ ।

কাস্তেতান প্রাপ্নুবন্তোবেতি স্থায়ঃ এব । তহ যদি দেবাঅপি নখরাস্তদাত্তক্তাঃ কথমন-
খরা ভবন্ত, কথন্তরাঃ বা তত্ত্বজনকলং বা ন নশ্তু । অতএব, তন্তুক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ ।
ভগবাংস্ত নিত্যন্তুক্তা অপি নিত্যান্তস্তক্তিত্তিকলক সর্বঃ নিত্যমেবতি ॥ ২৩ ॥

দেবভাস্তর ভক্তানাং অল্পমেধসাং বার্তাদূরে ভাবদাস্তাঃ বেদাদি সমস্তশাস্ত্রদর্শিনোহপি
মন্তব্যং ন জানন্তি । “অথাপি তে দেবপদাশ্রয় জ্ঞয় প্রসাদলেশানু গৃহীত এবহি । জানাতি
তত্ত্বং ভগবদ্ব্যহিহো ন চাস্ত্র একোহপি চিরং বিচিন্তন ॥” ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রতুঙ্কং ।
অতো মন্তুজান্, বিনা মন্তব্জ্ঞানে সর্বত্রবাল্পবুদ্ধয়ঃ ইতাহ । অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং
নিরাকারং ত্রৈলোক্য মাং মায়িকাকারহেনৈব ব্যক্তিং বহুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্তং নিবুদ্ধয়ো
মন্তুস্তে, মায়িকাকারস্তৈব দৃশ্যহা দিতি ভাবঃ । যতো মমপরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপ জন্ম-
কর্ম লীলাদিকং অজানন্তঃ । ভাবং কীদৃশং ? অব্যয়ং নিত্যং অমৃতমং সর্বোৎকৃষ্টং । ভাবঃ
সত্ত্বাশ্রবাতি প্রায় চেষ্টাস্বজন্মহ । ক্রিয়া লীলা পদার্থেধিতি মেদিনী ।” ভগবৎ স্বরূপ ভগবৎ
কর্মলীলানাং মন্যন্তস্তেইন নিত্যং শ্রীরূপ গোষামি চরণৈর্ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রতিপাদিতং
মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যবিশুদ্ধোজ্জ্বলিত সহ মুর্ত্তিমিতি শ্বামি চরণৈশ্চোক্তং ॥ ২৪ ॥

নহু যদিহ্ নিত্য রূপ ভগবানীহসি তদা তে তথা ভূতা সার্কাকালিকী হিতিঃ কথংন মিত্তি,
দৃশ্যতে তত্রাহ নাহং অহং সর্বস্ত সর্ব দেশ কালবর্ত্তিনোজনস্ত ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ । যথা

অন্তলাভ করে । আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্য ফল স্বরূপ আমা-
কেই লাভ করে ॥ ২৩ ॥

যাহারা নির্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া একরূপ সিদ্ধান্ত করে যে,
আমি অব্যক্ত নির্বিশেষ স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিলাভ করি, তাহারা যতই
বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার
সর্বোত্তম অব্যয়, সর্ব শ্রেষ্ঠ নিত্য বিশেষ সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হই
নাই ॥ ২৪ ॥

আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সাক্ষিদানন্দ স্বরূপ শ্রাম স্তূম্বর রূপে
ব্যক্তিলাভ করিয়াছি একরূপ মনে করিবে না । আমার ভক্তগণের স্বরূপ

মূঢ়োহয়ং নাভি জানাতি লোকো মামজমব্যয়ং ॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ! ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ নকশ্চন ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ! ।

শুণলীলা পরিকর বহেন সদৈব বিরাজমানোপি কদাচিদৈব কেবু চিদৈব ব্রহ্মাণ্ডেযু কিঞ্চ
সূর্যো যথা সূর্যেণ শৈলাবরণ বশাৎ সর্বদা লোক দৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদৈব তথৈ-
বাহমপি যোগ মায়য়া সমাবৃতঃ । নতু চ জ্যোতিষ্কত্র বর্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিষ্কত্রস্থঃ
জ্যোতিষ্কত্র মধ্যে সামন্ত্যেন সদৈব বিরাজ মানোহপি সূর্য্যঃ সর্ব কাল দেশবর্তি জনস্ত ন প্রকটঃ,
কিন্তু কদাচিংকেবু চ ন ভারতাদিশু খণ্ডেষু বর্তমানস্ত জন সৈব তথৈবাহমপি স্বধাম স্বরূপ
সূর্য্যোযথা সদৈব দৃশ্যতথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরা দ্বারকাদৌ হিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং
তদ্রহঃ কৃষ্ণঃ কথং ন দৃশ্যোভবতি উচ্যতে । যদি জ্যোতিষ্কত্র মধ্যে সূর্যেণ রতবিষাভদ্রা
তদ্রূপিতদাবৃতঃ সূর্য্যোদৃশ্যোনাভবিষ্যৎ । তত্রতু মথুরাদি কৃষ্ণদ্ব্যমণি ধামনি সূর্যেণস্থানীয়া
যোগমায়ৈব সদা বর্ততে ইত্যন্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদান দৃশ্যতে কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব
মনবদ্যং । অতো মূঢ়ো লোকো মাংগ্ৰামস্থন্দরাকারং বহুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িক
জন্মাদি শূন্যনাভিজানাতি । অতএব কল্যাণশুণবারিধিঃ মাপ্যপ্যন্ততন্ত্যক্তা মগ্নির্বিশেষ স্বরূপং
ব্রহ্মৈবোপাসত ইতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ মায়য়াঃ স্বাশ্রয় ব্যামোহকত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গা ময়া অন্তরঙ্গাবোগ ময়াচ মম জ্ঞানং
নাবুগোভীত্যাহ বেদাহ মিতি । মাস্তুকশ্চন প্রাকৃতোহ প্রাকৃতশ্চ লোকো মহাক্সাদি ম'হা
সর্বজ্ঞোহপিন কাং স্ত্র্যেন দেব যথা যোগং মায়য়া যোগ মায়য়াচ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

স্বমায়য়াজীবাঃ কদারভা মুহান্তীতাপেক্ষায়া মাহইচ্ছতি সর্গে জগৎ সৃষ্টোরস্ত কালে
সর্বভূতানি সর্বজীবাঃ সন্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীন কর্ম্মোদ্ধৌ বাবিচ্ছাদেবৌ ইন্দ্రిয়াগম-

নিত্য । ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়ার রূপ-
ছায়া দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে । এই কারণে মূঢ় লোকেরা
অব্যয় স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ আমি সমস্ত অতীত বিষয় বর্তমান সমাচার ও
যাহা কিছু পরে হইবে সমুদায় অবগত আছি । হে অর্জুন ! ব্রহ্ম ও পর-
মাত্ম স্বরূপ আমার প্রকাশ দ্বয়কে অবগত হইয়াও আমার নিত্য মধ্যমাকার
শ্রামস্থন্দর রূপকে নিত্য বলিয়া মায়াদেব লোক সকল জানে না ॥ ২৬ ॥

ইহার হেতু এই যে জীব যখন গুপ্ত থাকে, তখনই চিহ্নিঙ্গিয় দ্বারা আমার

সৰ্বভূতানি সন্মোহং সর্গে বাস্তি পরন্তপ ! ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাং ।

তে হৃদ্ব মোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

স্কুলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষ প্রতিকুলদেহঃ । তাভ্যং সমুখঃ সমুদ্ভূতো যোদ্বন্দে মানাপ
মানয়োঃ শীতোষ্ণাদোঃ সুখ দুঃখয়োঃ স্ত্রী পুংসয়োর্মোহঃ অহং সন্ধানিতঃ স্থবী, অহমবমা-
নিতো দুঃখী, মমেষংস্ত্রী মমায়ং পুরুষঃ ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যাকোয়োমোহন্তেন সন্মোহঃস্ত্রী
পুংসাদিষুভ্যাসক্তিং প্রাপ্নু বক্ত্বিততএব অত্যন্তাসক্তানাংন মন্তভাবধিকারঃ । যদুচ্চবৎ প্রতি
ময়ৈব বধ্যতে । যদুচ্ছয়া মৎকথাদোজাত অরুন্তয়ঃ পুমান্ । ন নিবিগ্নো নাতিসক্তো ভক্তি
যোগোহস্যা সিদ্ধিঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

তর্হি কেবাং ভক্তাবধিকার ইত্যত আহ । যেবাং পুণ্য কৰ্ম্মাণাং পাপাংতু অন্তঃ গতং অন্ত-
কালং প্রাপ্তং নশ্চদবহুং তত্ত্ব সম্যক নষ্ট মিভার্থঃ । তেবাং সহ শুণোত্রেকে সতি তমোত্তম
হ্রাসঃ । তস্মিন্ সতি তৎকার্যোমোহোহপি হ্রসতি । মোহ হ্রাসে সতি তে শম্ভ্যাসক্তি রহিতা
ষাদুচ্ছিকমন্তস্ত সন্দেশ ভজন্তে মাত্রঃ । যেহু ভজনাদাসতঃ সম্যকনষ্টপাপা। তে মোহেন নিশে
ষণে মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্ত নিভাঃ সন্তো মাংভজয়ে । নচৈবং পুণ্য কৰ্ম্মৈব সর্গ বিধায়া ভক্তেঃ
কারণ মিতি মন্তব্যঃ । সন্ন্যাসাদেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোধ্যৈঃ । ব্যাখ্যা স্বাধ্যায়
সন্ন্যাসেঃ প্রাপ্নু যাদবহুবানপি । ইতি ভগবত্ত্বক্তেঃ । কেবল ভক্তি যোগস্য পুণ্যাদি কৰ্ম্মাশ্রয়ঃ
নৈব কারণ মিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাং ॥ ২৮ ॥

এই নিত্য স্বরূপ দেখিতে পায় । যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি মধ্যে বর্তমান হয়,
তখন অবিদ্যা বশতঃ ইচ্ছা দ্বেষ জনিত হৃদ্ব মোহ দ্বারা সকলেই সন্মোহিত
হইয়া পড়ে । তখন আর বিদ্বৎ প্রতীতি থাকে না । আমি স্বীয় চিহ্নজ্ঞি
বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং তাহাদের জড়
চক্ষুর বিষয়ী ভূত হইয়াছি । তথাপি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা আমার
স্বরূপের অবিদ্বৎ প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে অনিত্য মনে করিতেছে ।
ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

আমার এই নিত্য স্বরূপের বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করিবার অধিকার
যে রূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর । পাপাবিষ্ট অম্মর স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎ
প্রতীতি হয় না । যাহারা ধর্ম্ম সন্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্ম
দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একবারে অন্ত করিয়াছেন, তাহাদেরই আদৌ
কর্ম্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যান যোগ দ্বারা আমার চিত্তস্থ
সমাধিক্রমে উপলব্ধ হয় । আমার নিত্য স্বরূপকে তাহারা বিদ্বৎ প্রতীতি
ক্রমে দেখিতে পান । অবিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম অবিদ্বৎ
প্রতীতি । বিদ্যা দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহা বিদ্বৎ প্রতীতি । তাহারাই

জরামরণ মোক্ষায় নামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তব্বিহুঃ কৃৎসুমধ্যাত্নং কৰ্ম্মচাখিলং ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যেবিহুঃ ।

প্রয়াগকালেহপি চ মাং তে বিহুযুক্ত চেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিজ্ঞান যোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

তদেব মার্জাদাপ্তয়ঃ সকামা মাং ভজন্তুঃ কৃতার্থাভবন্তীতি । দেবতাস্তরং ভজন্তুস্ত চাবশ্যে ইত্যুক্তা । স্বসাম্ভজনে হপাধিকারিণ শ্চেত্যুক্তা । ভগবতা ইদানীং অন্তঃ সকামঃ চতুর্থোঃপি মন্ত্রোক্তোহন্তীতাহ । জরতি—জরা মরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে যে মোক্ষ কামা মাং ভজন্তি ইতি কলিতোর্থঃ তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎসুমধ্যাত্নং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বাবর্তমানং অধ্যাত্ম জীবাত্মানঞ্চ অখিলং কৰ্ম্ম নানাবিধ কৰ্ম্ম জন্য জীবসা সংসারঞ্চ মন্তুক্তি প্রভাবাদেব বিহুর্জানন্তি ॥ ২৯ ॥

মন্তুক্তি প্রভাবাৎ বেষা মীদৃশঃ মজ্জজ্ঞানং সান্তেনামন্তুকালে হপি তদেব জ্ঞানং সাং নহনো বামিব কৰ্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহ প্রাপ্তানুরূপা মতি রিত্যাহ সাধিভূতেতি । অধিভূতাদয়োহগ্রিমাধ্যায়ে বাধ্যাসান্তে । ভক্তাএব হরেন্তত্ত্ববিদো মায়াং তরন্তিচ । তেচোক্তাঃ বড়িধা অত্রোক্তা ধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাসু সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

ক্রমশঃ দৈবতাদৈবত রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ় ঐত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

জড় শরীরেরই জরামরণ ঘটয়া থাকে । জীবের যে নিত্য চিদেহ তাহাতে জরা মরণ নাই । সেই চিদেহ লাভ পূর্বক আমার নিত্য দাস্ত রূপ নিত্য ধর্ম লাভকেই মোক্ষবলা যায় । আমার সাধন ভক্তি দ্বারা বাহ্যার জরামরণ মোক্ষ অল্পসন্ধান করেন, তাঁহাদের যত্নই সৃষ্ট । সেই যুক্ত চিত্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম তত্ত্ব, অখিল কৰ্ম্ম তত্ত্ব, অধিভূততত্ত্ব, অধিদৈব তত্ত্ব, ও অধিযজ্ঞ তত্ত্ব রূপ ছয় তত্ত্ব সহজেই পরিজ্ঞাত হয় । তাঁহারাই মরণ কালে আমাকে জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ভক্তগণই ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়াক্রকার পার হইতে

পারেন, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

—.—
অৰ্জুন উবাচ ।

কিন্তুব্রহ্ম কি মধ্যাত্মং কিংকৰ্ম পুরুষোত্তম ! ।

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধি দৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেগ্নিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াণ কলে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।

পার্ব প্রশ্নোত্তরং যোগং মিত্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ ।

শুদ্ধাকৃত্যক্তিং প্রোবাচহেগতী অপিচাষ্টমে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ন্তে ব্রহ্মাদি সপ্ত পদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তং অত্রতেষাং তত্ত্বং জিজ্ঞাহঃ পৃচ্ছতি
ভাভ্যাং ॥ ১ ॥

অত্রদেহে কোহধি যজ্ঞো যজ্ঞোপিতাতা স চাগ্নিন দেহে কথং জ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুসঙ্গীঃ ॥ ২ ॥

উত্তরমাহ অক্ষর মিত্র নক্ষরতীত্যক্ষরং নিত্যং যৎ পরমং তদব্রহ্ম এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিব্রহ্মণা
অভিবদন্তীতি ক্রতেঃ । স্বভাবঃ সনাতনানাং দেহাধ্যাসবশাত্তাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবোজীবঃ
যদ্বাং ভাবয়তি পরমজ্ঞানাং প্রাপয়তি ইতি । স্বভাবঃ শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্ম শব্দ

অৰ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কৰ্ম, অধিভূত, অধি-
দৈব, অধিযজ্ঞ, এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরু-
ষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণ কালে জানিতে পারেন ? এই সমস্ত স্পষ্ট
করিয়া বল ॥ ১ ॥ ২ ॥

অক্ষর তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশ রহিত এবং অবস্থান্তর শূন্য তত্ত্বই পর-
ব্রহ্ম । পরব্রহ্ম শব্দ দ্বারা কেবল নিত্য বিশেষ যুক্ত ভগবৎ স্বরূপ আমাকেই
বুঝিতে হইবে । স্বরূপ শূন্য জ্ঞান মার্গের ব্রহ্ম বা যোগ মার্গের পরমাত্মাকে

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম সংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিভূতংক্ররোভাবঃ পুরুষ শ্চাধি দৈবতং ।

অধিযজ্ঞো হহমেবাত্র দেহে দেহভূতাস্বর ॥ ৪ ॥

অন্তকালেচ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বাকলেবরং ।

যঃ প্রয়াতি স মদুভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

বাচ্য ইত্যর্থঃ । ভূতৈরেব ভাবনাং মনুষ্যাদিদেহানাং উদ্ভবঃ করোতীতি । সঃ বিসর্গোজীবসা
সংসারঃ কৰ্মজন্মমৃত্যুং কৰ্মসংজ্ঞঃকৰ্ম শব্দেন জীবসা সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ক্ররো নথরোভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ অধিভূতং অতিভূত শব্দ বাচ্যঃ । পুরুষঃ সমষ্টি
বিরাট্ অধিদৈবতং অধিদৈবতশব্দ বাচ্যঃ । অধিকৃতা বর্ভমানানি সূর্যাদি দৈবতানি যত্রৈতি
তল্লিক্তেঃ । অত্রদেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদি কৰ্ম প্রবর্তকঃ অন্তর্ধামী অহং মদংশকত্বাৎ
অহমেবেত্যে বকারেণ কথং জ্ঞেয় ইত্যসোত্তরম সূর্যামীহহমেব মদভিন্নেহে নৈব জ্ঞেয়ঃ
নত্বায়া আদিরিব মস্তিন্নেহে নেতার্থঃ ॥ দেহে দেহ ভূতাংবরেতিত্বস্ত সাক্ষাৎমৎ সখত্বাৎ সর্ব
শ্রেষ্ঠ এবং ভবসীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োহসীত্য স্তোত্তরমাহ অন্তকালে চেতি । মামেব স্মরন্থিতি মৎস্মরণ
মেব মজ্ঞানঃ নতু ঘটপটাদি রিবাহং কেনাপি তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শকা ইতি ভাবঃ । স্মরণ রূপ-
জ্ঞানস্ত প্রকারস্ত চতুর্থ শ্লোকে বক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥

বুঝিতে হইবে না । অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা চিত্তস্তর নিত্য স্বভাব বা . বিশেষকে
বুঝিতে হইবে না । সেই বিশেষ দ্বারা জড় সঞ্চ শূন্য শুদ্ধ জীবকে লক্ষ
করিবে । ভূতগণ দ্বারা জীবের দেহ নির্মাণ রূপ সংসার কৰ্ম হইতে
জন্মে, তজ্জন্যই কৰ্মকে ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ বলিয়া জানিবে । নস্বর
পদার্থ জনক ভাবকে ক্ররো ভাব বা অধিভূতবলা যায় । অধিদৈব শব্দে
সূর্যাদি দৈবত সমষ্টি বিরাট রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইঞ্জিয় জ্ঞানা-
ধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে । দেহী দিগের দেহাস্তর্গত অন্তর্ধামী পুরুষরূপ
আমিই অধি যজ্ঞ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণ পূর্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি
মুক্তবই লাভ করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক বাঁহার ভগবৎ স্বতি মরণ
কালেতে উদ্ভিত হয় তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং ।

তং তমেবৈতি কোন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিত মানোবুদ্ধিস্ম্যামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অভ্যাস যোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু চিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার

মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবদ্যাম্যস্মপি স্মরন্মদন্তমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ যংযমিতি । তন্ত ভাবেন ভাবনেন অহুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তস্ময়ীভূতঃ ॥ ৬ ॥

মনঃসংকল্পাস্থকং বুদ্ধির্বিষয়াস্ময়িকাম্ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎস্মরণাভ্যাসিন এবন্তকালে স্বতএব মৎস্মরণং ভবতি, তেনচ মাং প্রাপ্নোতীত্যন্তে-
তসো মৎস্মরণমেব পরমোযোগ ইত্যাহ অভ্যাস যোগ ইতি । অভ্যাসো মৎস্মরণস্ত পুনঃ পুনরা-
বৃত্তিরেব যোগন্তুভুক্তেন চেতসা, অতএব নাশ্চ বিষয়ঃ গন্তঃশীলং যস্যাতেন স্মরণাভ্যাসেন
চিন্তসা স্বভাব বিজয়োপি ভবতীতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয় গ্রান্নির্ভূতি দুর্ঘটাত । যাচ বিনা সাত্তোহন ভগবৎ স্মরণ
মপি দুর্ঘট মিতি যুক্তা । কেন চিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতবতক্তিঃ ক্রিয়তে ইতিতাং যোগ

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন তিনি সেই
ভাব ভবিত তৎকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

অতএব তুমি সর্বকালেই আমার পরব্রহ্ম ভাবকে স্মরণ পূর্বক তোমার
স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সংকল্পাস্থক
মন ও ব্যবসায়াস্থিক বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ
করিবে ॥ ৭ ॥

অভ্যাস যোগ যুক্ত অনন্য গামী চিন্তের দ্বারা পরম পুরুষের চিন্তা
করিতে করিতে পরম পুরুষকে লাভকরিবে । অর্থাৎ কর তত্বাদিতে পুনরা-
বৃত্ত হইবেনা ॥ ৮ ॥

পরম পুরুষের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর । তিনি সর্বজ্ঞ সনাতন, নিয়ন্তা,
অতি সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অচিন্ত্য রূপ, পুরুষ বিধবলিয়া নিত্য

মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্যঃ ।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ

মাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যোগ যুক্তো বলেন চৈব ।

ক্রবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ১০ ॥

যদক্ষরং বেদ বিদোবদন্তি

মিশ্রাং ভক্তিমাহ কবিমিতি পঞ্চভিঃ। কবিঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞোহ্যন্তঃ সনকাদিঃ সার্ব
কালিকঃ নভবত্যত আহ। পুরাণমনাদিঃ সর্বজ্ঞোহ্যাদিরপ্যান্তর্যামী সভল্যুপদেষ্টা
নভবত্যত আহ অনুশাসিতারং কৃপয়া স্বভক্তি শিক্ষকং কৃষ্ণ রামাদি স্বরূপ মিতার্থঃ।
তাদৃশ কৃপালুরপি স্নহহর্ষিজ্ঞেয়ত্ব এব ইত্যাহ। অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াং সংতর্হি
নকিংজীব ইব পরমাণু প্রমাণস্তত্রাহ। সর্বস্য ধাতারং সর্ব বস্তু মাত্রাধারকত্বেন সর্ব
ব্যাপকত্বাৎ পরম মহাপরিমাণ মপীত্যর্থঃ। অতএবাচিন্ত্যরূপং। পুরুষ বিধেয়েন মধ্যম
পরিমাণ মপিত্য অনন্ত প্রকাশস্থমাহ, আদিত্য বর্ণং আদিত্যবৎ স্বপর প্রকাশকোবর্ণঃ
স্বরূপং যস্য তথাতমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্তমানঃ মায়া শক্তিমন্ত মপি ময়াতীতস্বরূপ
মিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণ কালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা বা সঁতত স্মরণ ময়ীভক্তিত্বা যুক্তঃ।
কথং মনসো নৈশ্চল্যং অত আহ যোগস্যা যোগাভ্যাসস্য বলেন যোগ প্রকারঃ দর্শয়তি
ক্রবোন্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ॥ ১০ ॥

ননু ক্রবোন্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতোতাবম্বাজ্ঞোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে। তস্মাৎতত্র যোগে

মধ্যমাকার তথাপি স্বপ্রকাশ বশতঃ আদিত্যবৎ স্বরূপ প্রকাশক বর্ণ বিশিষ্ট
এবং জড়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ॥ ৯ ॥

মরণ কালে অচল মন হইয়া ভক্তি সহকারে পূর্বযোগাভ্যাস বশতঃ ক্র
ম্বন্ন মধ্যে প্রাণকে স্থিত করিয়া সেই দিব্য পুরুষের নিকট প্রয়াণ করিবে।
মরণ ক্রেশ দ্বারা চিন্ত বিক্ষেপ না হয়, তাহার উপায় স্বরূপ এই যোগ
উপদিষ্ট ॥ ১০ ॥

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ঐহাকে অক্ষর বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি

বিশস্তিযদ্ যতয়োবীতরাগাঃ ।

যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্যত ।

মুক্ত্যধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাং ॥ ১২ ॥

ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।

যঃপ্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিং ॥ ১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যোমাংস্মরতি নিত্যশঃ ।

প্রকারঃ কঃ, কিংজপ্যং কিংবাধ্যোয়ং কিংবা প্রাণ্যং ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রহ্মীতাপেক্ষায়ামাহ
যদ্বিতি ত্রিভিঃ । যদেবাক্ষরং ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি । যদেব ওমিত্যে-
কাক্ষর বাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশস্তি তৎপদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাণ্যং সম্যক্তরা
গৃহ্যতে হনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়ন্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু ॥ ১১ ॥

উক্তমর্থং বদন্ যোগে প্রকারমাহ সর্ব্বাণি চক্ষু রাদীন্দ্রিয় দ্বারাণি সংযম্য বাহ্য বিষয়েভ্যঃ
প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়াস্তরেব অসংকল্প মুক্তি ক্রবোমধ্যে এব প্রাণ মাধায়
যোগ ধারণাং আনন্দ শিখমন্মূর্ত্তিভাবনাং আশ্রিতঃ সন্ ॥ ১২ ॥

ও মিত্যেক মেবাক্ষরং ব্রহ্ম স্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ । তচ্চাচ্যং মামনুস্মরন্মুখ্যায়ন্
পরমাং গতিং মৎসালোক্যং ॥ ১৩ ॥

তদেবং আর্জ ইত্যাদিনা কৰ্ম্ম মিশ্রাজ্জরা মরণ মোক্ষায় ইত্যনেনাপি কৰ্ম্ম মিশ্রাং কবিং

সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী সকল
ব্রহ্ম চর্য্য করেন সেই প্রাণ্য বস্তু তোমাকে উপায় সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

যোগ ধারণা ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে মনকে
নিরোধ পূর্ব্বক এবং প্রাণকে মুক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বয় মধ্যে সম্মিলন করত ও এই
বেদ মূল অক্ষরটাকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি
মৎসালোক্যাদিরূপ পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

আর্জ, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইতে জরা মরণ
মোক্ষ পর্য্যন্ত তোমাকে কৰ্ম্ম মিশ্রা অর্থাৎ কৰ্ম্ম প্রাধানী ভূতা ভক্তির

তস্যাং হ স্তলভঃ পার্থ । নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাম্ভতাঃ ॥ ১৫ ॥

পুরাণ মিত্যাদিভিঃ । যোগ মিশ্রাকসপরিষ্করাং প্রধানীভূতাঃ ভক্তিমুক্তাঃ । সর্বশ্রেষ্ঠাঃ নিঃসংশয়ঃ কেবলাঃ ভক্তিমাহ অনন্ত চেতা ইতি । ন বিদ্যাতে অন্তশ্চিন কস্মিণ জ্ঞানেযোগে বা অন্তঃসেবনে তথা দেবতাস্বরেব আরাধ্যত্বেন তথা স্বর্গাপবর্গা দাবপি প্রাপ্যত্বেন চেতা বস্যা । সততং সন্দেশি কাল দেশ পাণ্ডুজ্ঞানপেক্ষত যৈব নিত্যশঃ প্রতিদিন মেব যো মাংস্মরতি তন্ত তেন ভক্তেনাহং স্তলভঃ স্তথেন লভ্যঃ । যোগজ্ঞানাত্মাসাদি দুঃখ মিশ্রনাভাব্যাদিভিঃ । নিত্য যুক্তস্ত নিত্যমদ্যোগাশ্রয়ঃ আসংশয়াং ভূতবচেতি ভাবিগুণি যোগে আসংশিতেন্ত প্রত্যয়ঃ । যোগীনাং ভক্তি যোগবতঃ স্বহাযোগ সম্বন্ধঃ দাস্য সখ্যাদিস্তদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

হাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিংসাদিত্যাহমামিতি দুঃখালয়ঃ দুঃখ পূর্ণঃ অশাশ্বতঃ অনিত্যক জন্ম-নাগ্নুবন্তি, কিন্তু সুখ পূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্নতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি । শাশ্বতস্তদ্রবোনিত্যঃ সদাতন সনাতনা ইত্যমরঃ । যদা বহুদেব গৃহে সুখ পূর্ণং নিত্যভূতং অপ্রাকৃতং মজ্জন্ন ভবেত্তদৈব তেষাং মজ্জন্মানামপি মনিত্য সঙ্গিনাং জন্মস্যান্নাত্মদা ইতি ভাবঃ । পরমামিতি অন্তেষ্টভক্তাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্ত চেতসস্ত পরমাং সংসিদ্ধিং মলীলা পরিকর তামিত্যর্থঃ । তেনো-ক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্বভক্তেভ্যো দৃষ্ট শ্রেষ্ঠং দ্যোতিতং ॥ ১৫ ॥

স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং কবি, পুরাণ ইত্যাদি শ্লোক হইতে এপর্যন্ত যোগ মিশ্রা অর্থাৎ যোগ প্রধানী ভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি । তাহার মধ্যে মধ্যে কেবলা ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে কেবলা ভক্তির স্বরূপ বলি শ্রবণ কর । যাঁহারা অনন্য চিন্তা হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্য যুক্ত ভক্ত যোগী দিগের সম্বন্ধে আমি স্তলভ । অর্থাৎ প্রধানী ভূতা ভক্তিতে আমি দুর্লভ ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

অনিত্য ও দুঃখালয় রূপ পুনর্জন্ম ভক্ত যোগী সকল প্রাপ্ত হন না । যে হেতু তাঁহারা পরম সংসিদ্ধিলাভ করেন । অনন্য চিন্তা হই' কেবলা ভক্তির লক্ষণ । যোগ জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগ পূর্বক আমাকে যিনি অনন্য রূপে আশ্রয় করেন তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

আত্রক্কাভুবনাল্লোঁকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ! ।

মামুপেত্যতু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

সহস্র যুগপর্য্যন্ত মহর্ষদ্ ব্রহ্মণোবিদুঃ ।

রাত্রিংযুগ সহস্রান্তাং তেহহোরাত্র বিদোজনাঃ ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

সর্ব্ব এব জীবাঃ মহা মুকৃতিনোহপি জায়ন্তে মন্ত্তান্ত তদ্বয় জায়ন্ত ইত্যাহ আত্রক্কেতি
ব্রহ্মণো ভবনং সতালোকঃ স্তমভিবাংপা ॥ ১৬ ॥

নমু অমৃতং কেম মভয়ং ত্রিমুর্দ্ধোঃ ধারিমুর্দ্ধুবিতি দ্বিতীয় ব্রহ্মকোপোঃ কেবাঙ্কিম্মতে
ব্রহ্মলোকস্য অভয়হ প্রবণাং । সন্ন্যাসিভিঃপি জিগমিবিহাং তত্রতানাং পাতোন
সন্তাব্যতে । মৈবং—তল্লোকস্বামিনো ব্রহ্মণোহপি পাতঃস্যাৎ কি মুতাশ্চেবাং ইতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ
সহস্রংযুগানি পর্যাংস্তোহবসানং যন্ত তং ব্রহ্মণোহর্জুনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জানন্তি । তেহ
হোরাত্র বিদোজনাঃ রাত্রিমপিতস্যানাং যুগ সহস্রাং বিদুঃ । তেন তাদৃশাহরাত্রৈঃ পক্ষ মসা-
দিক্রমেণ বর্ষ শতং ব্রহ্মণঃ পরমায়া রিতি । এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যচিৎকবল্য তস্য
ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৭ ॥

বেতুততোহর্জুনীনা শ্লিলোকস্থা স্তেবাঙ্ক তস্য হনা হনাপি পাত ইত্যাহ অব্যক্তাদিতি ।

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য সেই সেই
লোক গর্ত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব । কিন্তু কেবলা ভক্তির বিষয় রূপ আমাকে
যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না । কন্দ যোগী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও
প্রধানীভূতা ভক্তিকে যাঁহার আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না
হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবলা ভক্তিই এ সকল
প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি । তাঁহার ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করত
পুনর্জন্ম রহিতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

মুখ্যমানের সহস্র যুগ ব্রহ্মার এক দিন । এবং সহস্র যুগ তাঁহার এক
রাত্রি । এই প্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন
হয় । যে ব্রহ্মা ভগবৎ পরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয় । ব্রহ্মারই যখন এই
রূপ গতি তখন তল্লোক গত সন্ন্যাসী দিগের অভয়হ নিত্য নয় ॥ ১৭ ॥

এই জিলোক মধ্যস্থিত দেব, ত্রির্ধ্যাক, মানবাদির্গ তদপেক্ষা অধিক

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে । ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃসএবাং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

১. রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ ! প্রভবত্য হরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরস্তুস্মাত্তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃস সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ব ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহঃ পরমাং গতিং ।

যংপ্রাপ্য ন নিবর্তন্তেতদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অত্রদৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়য়ো রাক্ষাশাদীনাং সহাং অব্যক্ত শব্দেন স্বাপাপরহঃ প্রজাপতির্যেবো-
চ্যতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ । ততশ্চ অব্যক্তাং স্বাপাপরহাং প্রজাপতেঃ সকাশা-
ক্লমঃ শরীর বিষয়াদিরূপাঃ ভোগ ভূময়োভবন্তি । ব্যবহারকমা স্থাঃরাত্র্যাগমে । তস্য স্বাপ-
কালে প্রলীয়ন্তে তদ্বিশেষ ভবন্তি ॥ ১৮ ॥

এবমেব ভূতানাং চরাচর প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাত্তু লক্ষণাং অব্যক্তাং প্রজাপতে হিরণ্য গর্ভাং সকাশাং পরঃ শ্রেষ্ঠঃ । হিরণ্য গর্ভ-
সাপিকারণভূতো যোহন্যঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ ॥ ২০ ॥

পূর্বে ন্যোক্তমব্যক্ত শব্দং ব্যাচষ্টে অব্যক্ত ইতি নক্ষরতীতাক্রো নাবায়ণঃ “একোনারায়ণ
আসীরব্রহ্মানশকর ইতি শ্রুতেঃ” মম পরমং ধাম নিত্যং স্বরূপং । যদা অক্ষরঃ পরং ধাম ব্রহ্মৈব
মদ্ধাম মন্তেকো রূপং ॥ ২১ ॥

অনিত্যত্ব, যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয় ।
পুনরায় রাত্রিআগমে সেই অব্যক্ত তত্ত্ব সমস্তই লয় হয় । চরাচর প্রাণি
সকল ব্রহ্মার দিবা ভাগে উৎপন্ন হইয়া রাত্রিআগমে লয় প্রাপ্ত
হয় ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

ব্যক্ত ভাব হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই নিত্য । যেতত্ত্ব সর্বভূত নাশ
হইলেও নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে । তাহাই ভূত সকলের পরমা গতি । সেই
অব্যক্ত মধ্যে তাহাকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে, যাহা প্রাপ্ত হইয়া
জীৱ আর প্রীতি নিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! তত্ত্বা লভ্যন্তুনশ্চয়া ।

যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্ব মিদং ততং ॥ ২২ ॥

যত্রকালে ত্বানাবৃতি মাবৃতিঞ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যান্তিতংকালং বক্ষ্যামিভরতৰ্ষভ ! ॥ ২৩ ॥

অগ্নি জ্যোতি রহঃশুক্রঃ সখ্যাসা উত্তরায়ণং ।

সচমদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদাতে অন্যৎ কর্ম জ্ঞান যোগ কামনাদিকং যস্যাংতয়ৈব ।
অতএব পূৰ্ণং ময়োক্তং । অনন্যাচেতাঃ সততমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নহু যঃপ্রাপান নিবৰ্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মমেতিহুত্য়াক্ৰান্ত্যন্তুং প্রাপ্তান। পুনরাবৰ্ত্তন্তে
ইতুক্তং নতত্রবং প্রাপ্তৌ কশ্চিদ্যোগ নিয়মঃ ইতুক্তঃ ত্বতজ্ঞানাঞ্চ গুণাভীতহাত্ম্যামার্গোহ
পিগুণাভীত এবম্ভবসীয়েত । নহু সাধ্বিকে হর্চিরাদিঃ যন্ত মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্শ্চিপ
ক্ষান্তি তমহং জিজ্ঞাসে ইতাপেক্ষায়া মাহ যত্রেতি প্রাণোৎ ক্রমনানন্তরংতত্র কালে কালোপ
লক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃতি মাবৃতি কষান্তিতং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র অনাবৃতি মার্গ মাহ অগ্নিরিতি অগ্নিজ্যোতিঃ শব্দাভাঃ তেহর্চিবমন্তি সম্ভবন্তীতি
ক্রতুজ্ঞা অর্চিরভি মানিনী দেবতো পলক্ষ্যতে । অহরিতি অহরভিমানিনী শুক্র ইতি পক্ষাভি

সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম পুরুষই অনন্য ভক্তি লভ্য । হে পার্থ !
সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়া ভূত সকল বর্ত্তমান । এবং সেই পুরুষস্বরূপ
আমিই অন্তর্যামী রূপে সর্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

আমার অনন্য ভক্ত গণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন । কিন্তু বাঁহারা
আমাতে অনন্য ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন,
তাঁহাদের পক্ষে মং প্রাপ্তি অনেক কষ্ট মিশ্রিত । তাঁহাদের গমন কাল ও
মার্গ—দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য । তাঁহার বিবরণ বলি শ্রবণ কর । যে
কালে মৃত্যু হইলে যোগী দিগের অনাবৃতি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে
পুনরাবৃতি হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম বিং পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি,সুভদিন ও উত্তরায়ণ কালে দেহ ত্যাগ
করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন । অগ্নি ও জ্যোতি শব্দ দ্বারা অর্চিরভিমানিনী
দেবতা, অহঃ শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, শুক্র শব্দে পক্ষাভিমানিনী

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ । ২৪

ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যথা সাদক্ষিণায়ণং ।

তত্র চান্দ্রমসংজ্যোতি যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে । ২৫ ॥

শুরু কৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃতি মন্যয়া বর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

নৈতে স্মৃতি পার্থ ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগ যুক্তো ভবাজ্জুন ? ২৭ ॥

মানিনী উত্তরায়ণকপাঃ যথাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা তত্র দ্রুপো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা ব্রহ্মবিদোজ্ঞানিনঃ ব্রহ্মপ্রাপ্নুবন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ “তেঃ চিৎসমিত্তি সন্তবন্তি আর্চিষো-
হহরহঃ পক্ষঃ বা পূর্য্যমাণ পক্ষঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষান্ বহুঙক্তেতি যথাসান্নদণ্ডাদিত্য
এতীতি ॥ ২৪ ॥

কর্শ্ণিণামাবৃতিমার্গ মাহ ধূম ইতি ধূমাবৃতিমানিনী দেবতা । রাত্রাদি শব্দৈশ্চ পূর্ব্বদেবতত্ত-
দতি মানিন্তত্ত্রো দেবতা লক্ষ্যে । এতান্ভিদেবতাভি রূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতাঃ
কর্শ্ণ যোগী চান্দ্র মসংজ্যোতিস্তদ্রূপলক্ষিতং স্বর্গ লোকং প্রাপ্য তত্র কর্ম্ম ফলং ভূক্ত্বা নিব-
র্ত্ততে পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

উক্তো মার্গাবুপ সংরহতি শুরু কৃষ্ণে ইতি শাস্বতে অনাদী সংসারস্থানাদিহাৎ একয়া
শুরুয়া অনাবৃতিঃ মোক্ষঃ অন্তয়া কৃষ্ণয়া আবর্ত্ততে পুনঃ পুন রহজায়তে ॥ ২৬ ॥

এতন্মার্গস্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদক মতন্তদ্বস্তং স্তোতিনৈটে ইতি যোগ যুক্তঃ সমাহিত
চিত্তো ভব ॥ ২৭ ॥

দেবতা, উত্তরায়ণ শব্দে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে
অর্থাৎ তত্তদ্বস্ত ও কাল প্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্ম
লাভের কারণ হয় । এই রূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগী দিগের
পুনরাবৃতি হয় না ॥ ২৪ ॥

কর্শ্ণ যোগী সকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণায়ণ রূপ ছয়মাস ও চন্দ্র
জ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া দ্বারা পুনরাবৃতি
মার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

জগতের শুরু ও কৃষ্ণ এই দুইটী সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ । শুরু মার্গ
দ্বারা অনাবৃতি এবং কৃষ্ণ মার্গ গতি দ্বারা আবৃতি ঘটয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই দুই মার্গের তাৎক্ষিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদ্বস্তয়ের অতীত যে

বেদেষু যজ্ঞেষুতপঃসু চৈব
 দানেষু যৎপুণ্য ফলং প্রদিক্ষ্যং ।
 অভ্যেতি তৎসৰ্ব্ব মিদং বিদিত্বা
 যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
 সিক্যাং ভীষ্ম পৰ্ব্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
 যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে তারক ব্রহ্ম যোগো নাম
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

এতদধার্যোক্তার্থ জ্ঞান ফলমাহ বেদেষুতি তৎ সৰ্ব্বং অভ্যেতি অতিক্রম্য চ যোগী
 ভক্তিমান ততোপি শ্রেষ্ঠং স্থানং আদ্যং অপ্ৰাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

ভক্তানাং সৰ্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং পুৰ্ব্বোক্তং তেষপিক্ষুটং ।

অনন্ত ভক্তস্তেভ্যর্থোহব্রাধায়ে ব্যঞ্জিতোহভবৎ ॥

ইতি সারার্থ বৰ্ণিতাঃ হৰিণাং ভক্তচেতসাং ।

শ্রীমদাষ্টমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ॥

ভক্তি যোগ মার্গ তাহা অবলম্বন পূৰ্ব্বক যোগ যুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ
 প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ উভয় মার্গকে ক্রেশকর জানিয়া অনন্য ভক্তি যোগ
 অবলম্বন করেন । হে অৰ্জুন ! তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

ভক্তি যোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবেনা । বেদ
 পাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কৰ্ম্ম আছে সে
 সমুদায়ে যে ফল তাহা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করিয়া আদি ও পরম
 স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥ ২৮ ॥

অনন্য ভক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় ।

নবমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদম্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূরবে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহ শুভাং ॥১॥

আরাধাত্তে প্রভোদ্যসৈ রৈধৰ্ষাং বদপেক্ষতিং ।

তৎশুদ্ধ ভক্তে কৃৎকৰ্ষ শোচাতেনবমেক্ষুটং ॥

কৰ্ম জ্ঞান যোগাদিত্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকৰ্ষঃ । সাচভক্তিঃ প্রধানীভূতা কেবলাচেতি
সপ্তমাষ্টময়োরুক্তং । তত্রাপি কেবলায়া অতি প্রবলায়া জ্ঞানবদন্তঃকরণ শুদ্ধাদানপেক্ষিণ্যা
ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্বোৎকৰ্ষঃ । তসামপেক্ষিত মৈধৰ্ষ্যাক বক্তুং নবমো হ্যমধ্যায়
আরম্ভাতে । সৰ্ব শাস্ত্র সারভূতস্য গীতা শাস্ত্র স্যাপি মধ্যম মধ্যায়ষ্টকমেব সারং তস্যাপি
মধ্যমো নবম দশমাবেব সারা বিভাভেহত্র নিরূপয়িষ্যমাণ মর্থঃ স্তোতি ইদম্ভিত্তি
ত্রিভিঃ । বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়াদিনু বহুত্বং মোক্ষোপযোগি জ্ঞানং গুহ্যং সপ্তমাষ্টময়োর্মৎ
শ্রীশ্রী পযোগি জ্ঞানং জায়তেহ নেন ভগবন্তস্ত মিত জ্ঞানং ভক্তিতত্ত্ব যং গুহ্যতরং । অত্রতু
কেবল শুদ্ধ ভক্তি লক্ষণং জ্ঞানং গুহ্যতমং প্রকাষেনৈব তুভ্যং বক্ষামি । অত্রজ্ঞান পদেন
ভক্তিরবণ্যং বাখ্যেয়া নতুপ্রথম বস্তুোক্তং প্রসিদ্ধং জ্ঞানং পরলোকে অব্যয় মনধর মিত
বিশেষণ দানং গুণাতীতহ লাভাৎ গুণাতীতা ভক্তিরেব নতু জ্ঞানং তন্তু সাহিকদ্বাং অপ্রাক-
ধানাঃ পুরুষা ধৰ্ম্মস্তাস্তোত্যাগ্রিচ্চ'ল্লোকে ধৰ্ম্ম শব্দেনাপি ভক্তিরেবোচ্যতে । অননুস্মবে অমৎ-
সরায় ইত্যস্তো হপাদমমৎসরায় এবোপ দিশেদিতি বিধিবাঞ্জিতঃ । বিজ্ঞান সহিতং মদপন্নো-
ক্ষানুভব পর্যন্ত মিতার্থঃ । অশুভাং সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধক্য দন্ত রায়াদ্বা ॥.১ ॥

হে অৰ্জুন ! তুমি অসূয়া রহিত পুরুষ । অতএব তোমাকে পরম বিজ্ঞান
যুক্ত সৰ্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া
সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তিলাভ কর । দ্বিতীয় তৃতীয়াধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক
জ্ঞানের কথাবলিয়াছি তাহা গুহ্য । সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবন্তত্ত্ব জ্ঞান
বলিয়াছি, তাহা, ভক্তি জনক বলিয়া গুহ্যতর । এখন যে জ্ঞানের কথা

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদমুত্তমং ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং হুত্বং কর্তু মব্যয়ং ॥ ২ ॥

অশ্রদ্ধানাঃ পুরুষাধর্মস্যাস্য পরন্তপ ! ।

অপ্রাপ্য মাংনিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বন্ধনি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ ইদং জ্ঞানং রাজ বিদ্যা বিদ্যা উপাসনা বিবিধা এব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা রাজ দণ্ডা-
দিদ্যাং পরনিপাতঃ । গুহ্যানাং রাজ্যেতি ভক্তি মাত্র মেবাতিগুহ্যং । তস্য বহুবিধ স্যাপিরা-
জ্যেত্যতিগুহ্যতমং পবিত্র মিদমিতি সর্বপাপ প্রারশ্চিত্ত্বাৎ । হং পদার্থ জ্ঞানাচ্চ সকাশাদপি
পাবিত্র্যাকরং । অনেক জন্ম সহস্রসঙ্কিতানাং সর্বেষামপি পাপানাং হূল হুম্মাবস্থানাং
ভৎকারণ স্যাজ্ঞানসাচ্চ সদা এবোচ্ছেদকং অতঃসর্বোত্তমং পাবন মিদমেবেতি মধুহৃদন
সরস্বতী পাদাঃ । প্রত্যক্ষএবাবগমো হুত্ববো যসাতৎ । ভক্তিঃ পরেশানু ভবোবিরক্তিবন্না
ত্র চৈবত্রিক এককালঃ । প্রপদ্য মানসা যথাম্রতঃ স্বাস্তিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়ো হুম্মাসং ।
ইত্যেকাদিশোভ্যেঃ প্রতি নবমেব ভজনাধুরূপ ভগবদুভবলাভাৎ । ধর্ম্যং ধর্মানুপেতং
সর্ব ধর্ম্য করণেংপি সর্বধর্ম্য সিদ্ধেঃ যথাচরো মূলনিবেচনেন তুপ্যন্তিতৎস্বক ভূজো-
পশাধঃ । প্রাণোপহারাত যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্কার্হন মচ্যতেজ্যা । ইতি নার-
দোক্তেঃ । কৰ্ত্ত্বং হুত্বমিতি কৰ্ম্ম জ্ঞানাদাবিব নাত্র কোহপি কায় বাহ্যানস ক্লেশাতিশয়ঃ
প্রবণ কীর্তনাদিভক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয় ব্যাপার মাত্রহাৎ অব্যয়ং কৰ্ম্মজ্ঞানাদিবহনধরং
নিগুণত্বাৎ ॥ ২ ॥

নধেবমগ্য ধর্ম্মস্যাতি হৃদয়ে সতি কোনাম সংসারী স্যাৎ । তত্রাহ অশ্রদ্ধানাঃ অসোচি
কৰ্ম্মপি বগ্নী আর্ষা ইমং ধর্ম্মং অশ্রদ্ধানাঃ শাস্ত্র বাটক্যঃ প্রতি পাদিতঃ ভক্তেঃ সর্বোৎকর্ষং
জ্যৈষ্ঠ্যবাদ মেব মন্তমানা আস্তিকোন ন স্বীকৃষ্ণি । যে তে উপায়ান্তরৈ মৎপ্রাপ্তয়ে কৃত
প্রবন্ধা অপি মাং প্রাপ্য মৃত্যুবাণ্ডে সংসার বন্ধনি নিতরামতিশয়েন বর্তন্তে ॥ ৩ ॥

বলিতেছি, তাহা কেবলা ভক্তি লক্ষণ, অতএব ইহা গুহ্য তম । ইহা দ্বারা
গুণ রূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করত তুমি, গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

এই জ্ঞানকে রাজ বিদ্যা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্য
সাধক, আত্ম প্রত্যক্ষানুভব স্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্ম সাধক, নিগুণ এবং সহজ
বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যে হেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধ
ব্রহ্ম, তাহা সর্বাগ্রে বদ্ধ জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদ্ভিত হয় । যে সকল

ময়া তত মিদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা ।

মৎ স্থানি সর্ব ভূতানি ন চাহংতেশ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ।

ভূত ভূম চ ভূতস্থে। মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

মদাদ্যা ভক্তা বেতনাত্মঃমদৈবধা জ্ঞানং মন্তুৈকরূপেন্দ্রিতবাং ইতাহ সপ্ততিঃ । অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্যাতেন ময়াকারণ ভূতেন সর্ব মিদং জগৎ ততঃ ব্যাপ্তং । অতএব মৎস্থানি ময়িকারণ ভূতে পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপে স্থিতানি সর্গানি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি । এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্যেণ মৃদাদি বস্তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্যাং ॥ ৪ ॥

অতএব ময়ি স্থিতাশ্রয় ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বাদেবেতিভাবঃ । নহুতর্হিতব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বং পুরোক্তং বিরুদ্ধা মিতাহ । পশ্যমে যোগমৈশ্বরং অসাধারণং যোগৈবধাঃ অঘটিত না ঘটনা চাতুর্যা ময়ং । অন্তদপাশ্চধ্যং পশ্যেতাহ ভূতানি বিভক্তি ধারয়তি ইতি । ভূতভূং ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতিভূতভাবনঃ । এবম্ভূতোংপি মমাত্মভূত-হোনভবতি মমেতি ভগবতি দেহি দেহ বিভাগাভাবাৎ রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদেহপি ষষ্ঠী । অয়ং ভাবঃ বধাজীবোদেহং দধৎ পালয়ন্নপিতম্নিদ্রাসক্তা দেহস্থ এব ভবতি এব মহঃ ভূতানি দধৎ পালয়ন্নপি মায়িক সর্বভূত শরীরোংপি ন তদ্রহঃ নিঃসঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

জীবের শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয় নাই, তাহারা, হে পরম্পর ! এই পরম ধর্ম রূপ ভগবদ্ভক্তি প্রস্তু জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, আমা হইতে নিবর্ত এবং দুরন্ত সংসার বস্ত্রে পতিত থাকে ॥ ৩ ॥

অব্যক্ত মূর্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্তি স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি । চৈতন্য স্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত । আমি ঘটাদিতে মূর্তিকা যে রূপ অবস্থিত থাকে, সে রূপ অবস্থিত নই । অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত তাহা নয় । আমি চৈতন্য স্বরূপ আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করিণী । আমি পূর্ণ চৈতন্য রূপে লব্ধ স্বরূপ একটা পৃথক তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

আমি বলিলাম যে আমাতেই সর্ব ভূত অবস্থিত । তাহাতে এরূপ বুঝিবেনা যে আমার শুদ্ধ স্বরূপ ভূত সকল অবস্থিত, যে হেতু আমার যে মায়ীশক্তি প্রভাব তাহাতেই সমস্তই অবস্থিত আছে । তোমরা জীব বুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবেনা, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর্য্য

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সৰ্ব্বত্রগোমহান্ ।

তথা সৰ্ব্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সৰ্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয় ! প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাং ।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

অসঙ্গময়ি ভূতানি স্থিতাঃ পি ন স্থিতানি তেঃ পি অহং স্থিতোহপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টা
জ্ঞমাহ বধেতি বৈশ্ববা সঙ্গ স্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সৰ্ব্বদা চলন স্বভাবঃ ।
অতএব সৰ্ব্বত্র গচ্ছতীতি সৰ্ব্বত্রগঃ মহান পরিমাণতঃ যথা আকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতো
হপি ন স্থিতঃ । আকাশোহপি বায়ৌ স্থিতোহপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব তথৈব অসঙ্গ স্বভাবে
ময়ি সৰ্ব্বানি ভূতানি আকাশানীনি মহাস্তি সৰ্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাশিহিতানি ইত্যুপধারয়
বিসৃঞ্জ নিশ্চিন্তু নহু তর্হি পশ্চমে যোগমৈধরমিতি । ভগবদ্বক্তং যোগৈধর্যাস্যাতর্ক্যত্বং
কথং সিদ্ধমত্বং দৃষ্টান্ত লাভাৎ উচ্যতে । আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বং চেতনসাত্ত্ব অসঙ্গত্বং
জগদধিষ্ঠানাদিষ্ঠিত্বদেব পরমেধরং বিনানান্ত্রাতীত্যাতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব তদপি আকাশদৃষ্টান্তো
লোক বুদ্ধি প্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

নহু অথনা দৃশ্য মানানি এতানি ভূতানি ময়ি স্থিতানি ইত্যবগমাতে । মহা প্রলয়ে কু
বাস্যাতীত্যপেক্ষায়। নাহ । সর্কেতি মামিকাং মদীয়াং মম ত্রিগুণাশ্রিকার্য্যং মায়া শক্তৌ
লীরন্তে ইত্যর্থঃ । পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে হৃষ্টিকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

যোগ জ্ঞান ধরিয়, আনন্দ শক্তি কার্য্যকে আমার কার্য্য বোধে আমাকে
ভূত ভূৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে আমাতে দেহ
দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

এই রূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষ কর নয় । অতএব এই তত্ত্ব
বদ্ধ জীবের ধারণা হয় না । কিন্তু কোন অংশে একটা উদাহরণ দেওয়া
যায়, তাহা বলিতেছি । বিচার পূর্বক তুমি তাহার সম্যক ধারণা না করিতে
পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে । আকাশ একটা সর্বব্যাপী বস্তু,
তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণুদির যে চালনা তাহা সর্বত্র গতি বিশিষ্ট ।
তথাপি আকাশ সর্বকলের আধার হইয়াও সর্বদা নিঃসঙ্গ । তদ্রূপ আমার
শক্তিতেই সর্ব ভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশ স্থানীয় আমি সর্বদা
নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয় ! সমস্ত ভূত কল্প সমাপ্তি হইলে আমারই প্রকৃতিতে

প্রকৃতিং স্বামবক্ৰভ্য বিস্বজামি পুনঃপুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ! ।

উদাসীন বদাসীন মসক্তং তেষু কৰ্ম্মস্ব ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরং ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় ! জগদ্বিপরি বর্ততে ॥ ১০ ॥

নহু অসঙ্গো নির্ধিকারকঃ কথং স্বজনীতঃপেক্ষায়ানাহ প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়াং অবক্ৰভ্য
অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্বশাৎ স্বীয় স্বভাব বশাৎ প্রতীত কৰ্ম্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ অবশং কৰ্ম্মাদি
পরতন্ত্রং ॥ ৮ ॥

নষেবঃ নান। কৰ্ম্মাণি কুব্ধতন্তব জীবববন্ধঃ কথং ন সাদত আহ। নচেতি তানি
সৃষ্টাদীন। কৰ্ম্মাশক্তির্হি বদ্ধ হেতুঃ সচাপ্তকামহায়ম নান্তি উদাসীন বদিতি। অন্য
উদাসীনো যথা বিবদ মানানাং ছুঃখ শোকাদি সংস্থেতানভবতি তথৈবাহ মিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

নহু সৃষ্টাদি কর্তৃত্ববেদমোদাসীনানাং প্রত্যমি ইত্যত আহ। ময়েতি অধ্যক্ষেণ ময়া
নিমিত্ত ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতি রেব জগৎ জনয়তি মম অত্রাধ্যাক্ততা
মাত্রং যথা কস্য চিদম্বরীষাদেয়িব ভূপতেঃ প্রকৃতি রেব রাজাকৃত্যং নির্কায়তে অত্রোদাসী-
নস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্র মিতি যথা তসারাজ সিংহাসনে সত্রামাত্রৈণ বিনা প্রকৃতিভিঃ
কিমপি ন শক্যতে কর্তৃত্বতথৈব মমাধিষ্টান লক্ষণ মধ্যাক্ষয়ং বিনা প্রকৃতিরপি জড়াকি মপি
কর্ত্বন শক্যোতীতি ভারঃ। অনেন মদধিষ্টানেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনঃ
য়তে ॥ ১০ ॥

প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্লারম্ভে প্রকৃতি দ্বারা আমি তাহাদিগকে
সৃজন করি ॥ ৭ ॥

এই জগত আমার প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময়
যে আমি আমা কর্তৃক পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই
তাহাদিগকে সৃজন করি ॥ ৮ ॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয় ! সেই সকল কৰ্ম্ম আমাকে আবদ্ধ কুরিতে পারেনা।
আমি সেই সকল কৰ্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীন বৎ থাকি। আমি বাস্তব
উদাসীন নই। চিদানন্দে সর্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টি কারিণী
আমার মারা ও তটস্থা শক্তি এই ভূত গ্রাম সৃজন করিয়া থাকেন। আমার

অবজানন্তি মাং মৃত্যু মানুষী স্তনু মাশ্রিতং ।

পরং ভাব মজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরং ॥ ১১ ॥

নহু চ সত্যং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ । কারণার্থবশায়ী মহা পুরুষঃ স্ব প্রকৃতা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিক্তঃ স এবহি ভবান্ । কিন্তু বহুদেব সূতোস্তবেয়ং মাংসী তনু রিতোঃ তদংশেনৈব কেচিৎস্ব নিকর্ষং বদন্তীত্যাহ অবজানন্তীতি । মম-মুখ্যাস্তনোরস্যাঃ পরং ভাবঃ কারণার্থবশায়ী মহা পুরুষাদিভোপাৎকৃষ্টং স্বরূপং অজানন্ত এব তে । কীদৃশং ভূতং সত্যং যদ্বাক্ত তচ্চ তন্নহেশ্বরক্ষেতি । তন্নহেশ্বর পদং সত্যান্তর ব্যাব-র্তকং অত্র ক্ষেত্রং যুক্তেন্দ্রাদাবৃত্তে ভূতমিত্যমরঃ । “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ব্রহ্মাবন সুর ভূকহভাবনাসীনং সততঃ সর্মক্লগনোহং পরময়াস্ততা তোষয়ানীতি শ্রুতে,, নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মৃতে চ মমাস্যাঃ মনুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ঃ মদভিজ্ঞভট্টৈরুচ্যতে এব তথা সর্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্বক বাল্যে মমাত্মা শ্রীযশোদায়ী দৃষ্টমেব । যদা মানুষীঃ তনুমেব বিশিনষ্ট পঃ উৎকৃষ্টং ভাবং সত্যং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দ স্বরূপমিত্যর্থঃ । ভাবঃ সত্ত্বা স্বভাবাতিপ্রায়ঃ ইত্যমরঃ । পরং ভাবমপি বিশিনষ্ট মমভূত মহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যা স্তেষামপি মহান্তমীশ্বরং । তস্মাজ্জীবন্তেব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্নভিগ্না তনুরেবাং অহমেব তনুঃ সাক্ষদ্বিজৈব “শাকং ব্রহ্ম দধত্বপু রিতি,, মদভিজ্ঞ শুকোক্তে রিতি ভবাদৃশৈস্ত বিখ্যাতাং ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

স্বরূপ তন্দ্বারা বিচালিত হয় না । ইহারা মায়ায় বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তন্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ বিলাসের পুষ্টি হয় । জড়ীয়ব্যাপার সম্বন্ধে আমার উদাসীন ভাব সহজেই লক্ষিত হয় । প্রকৃতি আমার শক্তি । আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন । আমার চিদবিলাস সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্য্যে আমার অধ্যাক্ষতা আছে । সেই কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন । এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রোজ্জ্বলিত হয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহা হইতে তুমি ইহাষ্ট স্থির করিবে যে আমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ময়, আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র । এই জড় জগতে যে আমি লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তি প্রভাব । আমি জড় বিধি সকলের অতীত তত্ত্ব, তন্ময় আমি চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও

মোঘাশামোঘকর্মাণো মোঘ জ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসী মান্সরীকৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

নহু যে মান্সরীঃ সারাময়ীঃ তদুমাশ্রিতোঃ ঈশ্বর ইতি মহাভাঃ অবজানন্তি তেবাং
কাগতি স্তত্রাহ মোঘাশাইতি । যদিভক্তা অপি স্তা স্তদপি মোঘাশান্তবস্তিমং সালোক্যাদিঃ
অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি । যদি তে কর্ণিগন্তদা মোঘ কর্মাণঃ কৰ্মফলং স্বর্গাদিকং
লভন্তে । যদি তে জ্ঞানিন স্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞান ফলং মোক্ষং ন বিদন্তি । তর্হিত্তে
কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ রাক্ষসীমিতি । তে রাক্ষসীঃ প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ
প্রাপ্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বস্বরূপে প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব
প্রভৃতি অসীম ভাবের বিশেষ আদর করে সে তাহাদের মান্যবদ্ধ বুদ্ধির
কার্য্য মাত্র । আমার পরম ভাব তাহা নয় । আমার পরম ভাব এই যে,
আমি নিতান্ত অলৌকিক । মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তি দ্বারা
আমি সর্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা যুগপৎ ক্ষুদ্র । আমার এই স্বরূপ প্রকাশ
কেবল অচিন্ত্য শক্তি ক্রমেই ঘটে । মূঢ়লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ
মূর্ত্তিকে মানব তত্ত্ব মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চ বিধির
বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি । এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত
ভূতের মহেশ্বর তাহা বুঝিতে পারেনা । অতএব অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা
আমাকে একটি ক্ষুদ্র ভাব অর্পণ করে । তাহাদের বিদ্বৎ প্রতীতি উদ্ভিত
হইয়াছে, তাহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ববলিয়া
বুঝিতে পারেন ॥ ১১ ॥

যদিবল অবিদ্বৎ প্রতীতি কিজন্য উদ্ভিত হয়—তবেগুন । মূঢ়লোকে
রাক্ষসী ও আন্সরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কৰ্ম্ম ও
জ্ঞান নিরর্থক হয় । লোক প্রাপ্তির আশা দ্বারা চিত্ত কৰ্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয় ।
তুচ্ছ ফলদ কৰ্ম্মাচুষ্ঠান করত আর বিমুক্তজ্ঞান লাভ করিতে পারেনা ।
যদি কখন জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদ বাদ রূপ দৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা
তাহাদের বিদ্যা লোপ হয় । তখন তাহারা মনে করে যে, আমার এই
মূর্ত্তি সারাময়ী । আমি ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীন তত্ত্ব । আমার উপাসনা
দ্বারা চিত্ত তত্ত্ব হইলে নিষ্ঠুর ব্রহ্ম লাভ হইবে । তাহাদের কল এই হয় যে

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ ! দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ যে মহাত্মানঃ বাদৃচ্ছিকমন্তস্ত কৃপয়া মহাত্মনঃ প্রাপ্তান্তেহু মায়া অপিদৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবঃ প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মায়াকারমেব ভজন্তে । ন বিদ্যতে হস্তত্র জ্ঞান কর্ম্মাণ্য কামনাদৌ মনো যেষাংতে । মাং ভূতাদিঃ “ ময়া তত মিদং সর্ব মিতিাদি ” নদৈবর্থা জ্ঞানেন মাংভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তথ প্যাপ্তানাং কারণং । অতঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহহাৎ অনবয়ং জাহেতি মমারাধাৎ মন্তকৈরেতাবস্মাত্রঃ মজ্জ্ঞান মণেকিতবাঃ ইয়মেব ত্বঃ পরার্থ জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনপেকাতত্ত্ব রনন্তা সর্ব শ্রেষ্ঠা রাজ বিদ্যা রাজগুহ্য মিতি ত্রষ্টবাঃ ॥ ১৩ ॥

ভজন্তীভূক্তং তত্ত্বজন মেব কিং ইত্যত আহ, সততং মদেতি নাত্র কন্ধ যোগ ইব কাল দেশ পাত্র শুদ্ধাদাপেকা কর্তব্যোতার্থঃ । “ ন দেশ নিয়মন্তত্র ন কাল নিয়মন্তথা । নোচ্ছিষ্টাদৌ নিশেধোহন্তি শ্রীহরেনামলুককে ” ইতি শ্রুতেঃ । যতন্তো যতমানাঃ । যথা কুটুম পালনার্থ দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিক দ্বারাদোধনার্থং যতন্তে তথৈব মন্তক্যঃ কীর্তনাদি ভক্তি প্রাপ্তার্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে প্রাপাচ, ভক্তিঃ অধীরমানঃ শাস্ত্রঃ পঠতঃ ইব পুনঃ

অবশেষে রাক্ষসী ও আসুরী স্বভাব দ্বারা জীবের দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

হে পার্থ ! ঐহারা বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা । তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্য মন হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছ ফলদ কর্ম্ম ও আত্ম বিনাশী শুক অভেদবাদ রূপ জ্ঞানের প্রতি আস্তা না করিয়া, সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণ স্বরূপ, তাহাই চরম তত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

সেই বিষয় প্রতীতি যুক্ত মহাত্মা ভক্ত সকল সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন । অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন । আমার এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্য দাস্য লাভের জন্ত তাঁহাদের সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া, আমার অশুলীন করেন । সাংসারিক কর্ম্মেচ্ছিত্ত বিকিপ্ত না হয়, এই ব্রত সংসার নির্বাহ কালে ভক্তিবোধ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।

একজ্ঞেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখং ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধং ।

মস্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতং ॥ ১৬ ॥

পুনরভ্যুজ্জীত । এতাবঞ্জি নাম গ্রহণানিএতাবত্যাঃ প্রণতয়ঃ এতাবত্যাঃ পরিচর্যা শাবস্ত-
কর্তব্যঃ ইতোবাঃ দূটানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে । যদা দূটানি অপতিতানি একাদশাদি
ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাংতে । নমস্তদ্বৃশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণ পাদসেবনাদামুক্তসর্গ ভক্তি
সংগ্রহার্থঃ । নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনঃ মনিতা সংযোগঃ আকাঙ্ক্ষাস্তঃ আশংসায়াঃ ভূতবচেতি
বর্জমানোপি ভূতকালিকঃ ক্তঃ প্রত্যয়ঃ । অর মাং কীর্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত
নাদিকমেব মমুপাসন মিতি বাক্যার্থঃ । অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্য মাশঙ্কানীয় ॥ ১৪ ॥

তদেবং অসাধায়ে পূর্বাধায়েচ অনন্ত ভক্ত এব মহাত্ম শব্দ বাচ্যঃ, আর্তাদি সর্বভক্তভাঃ
শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতং । অথাগ্রেহপি অনুক্ত পূর্বা যে ত্রিবিধভক্তাঃ পূর্বতো নানা, অহংগ্রহো-
পাসকাঃ প্রতীকোপাসকাঃ বিশ্বরূপোপাসকা স্তান দর্শয়তি । জ্ঞান যজ্ঞেনেতি অজ্ঞেন
মহাত্মনঃ ইত্যর্থঃ পূর্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানাসমর্থ্যাঃ জ্ঞান যজ্ঞেন তং বা অহমগ্নি ভগবদেবতা

হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্ত সকল যে আর্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং
মহাত্মা পদবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম ।
সম্প্রতি অনুক্ত-পূর্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা নূন আর তিন প্রকার ভক্ত
আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি । সেই তিন প্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ
অহং গ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক, এবং বিশ্বরূপোপাসক বলিয়া থাকেন ।
উক্ত তিন প্রকার নূন ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসক প্রধান । তিনি
আপনাকে ভগবান বলিয়া অভিমান সহকারে উপাসনা করেন । ইহাই
পরমেশ্বর যজ্ঞন রূপ এক প্রকার যজ্ঞ । এই অভেদ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজ্ঞন
পূর্বক অহং গ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন । প্রতীকোপাসকগণ
তাঁহাদের অপেক্ষা নূন । তাঁহারা ভগবান হইতে আপনাদিগকে পৃথক্
জানিয়া সূর্য্য ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন । তাহাদের
অপেক্ষা মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশ্বরূপ বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন ।
এই প্রকার জ্ঞান যজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হইবে ॥ ১৫ ॥

আমিই অগ্নিষ্টোমাদিশ্রোত এবং বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমিই স্বধা,
আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হুত, আমিই অগ্নি, আমিই গ্রহো,

পিতাহমস্মৈ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥

অহং বৈষ্ণবমীত্যাदि ऋतुल्लমহং গ্রহোপাসনং জ্ঞানং সএব পরমেশ্বর যজ্ঞন রূপত্বাৎ যজ্ঞন্তেন চকার এবার্থে অপিশব্দঃ সাধনান্তর ত্যাগার্থঃ একত্বেন উপাস্তোপাসকয়ো রভেদ চিন্তরূপেণ । ততো হপি নানা অস্ত্রে পৃথক্তেन ভেদ চিন্তন রূপেণ আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ ইত্যাদি ঋতুত্বেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞান যজ্ঞেন । অস্ত্রেততোহপি মন্দা বহধা বহভিঃ একায়ৈ বিধতো মুখং বিশ্বরূপং সর্বাঙ্গানং নামেবোপাসতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদনানং ব্যাখ্যা । অন্নাদেবোদেব মর্জয়েদिति তাত্ত্বিক দৃষ্ট্য গোপালোহমিতি ভাবনাবত্তে বা গোপালোপাসনা অহং গ্রহোপাসনা । তথা বঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ সহি সূর্য্যএব নাস্তঃ । সহি ইন্দ্র এব নাস্তঃ । সহি সোম এব নাস্তঃ । সহি সোম এব নান্যঃ ইত্যেবং ভেদেন একত্বা এব ভগবদ্বিত্বার্থো উপাসনা সা প্রতীকোপাসনা । বিষ্ণুঃ সর্ব্ব ইতি সমস্ত বিভূত্যাপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞান যজ্ঞস্ত ত্রৈবিধ্যং । যদা একত্বেন পৃথক্তেन ইত্যেক এব অহং গ্রাহোপাসনা গোপালোহং গোপালস্ত দাসোহং ইত্যুভয় ভাবনাময়ী সমুদ্র গামিনী নদীব সমুদ্র ভিন্না ভিন্না চেতি । তদাচ জ্ঞান যজ্ঞস্ত দ্বৈবিধ্যং ॥ ১৫ ॥

বহধোপাসতে কথং দামেব ইতাশক্য আত্মানো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তৈবভূতিঃ ক্রতুঃ ক্রৌত্যোহপি ষ্টোমাদিঃ যজ্ঞঃ স্মার্ত্তো বৈখদেনাদিঃ ঔষধং ওষধি প্রভবমন্নং ॥ ১৬ ॥

পিতাব্যষ্টি সমষ্ট সর্ব্বজগদুৎপাদনাং মাতা জগতোহস্য স্বকৃষ্ণি মধ্য এব ধারণাং, ধাতা জগতে হস্ত পোষণাং, পিতামহঃ জগৎ প্রষ্টু ব্রহ্মণোহপি জনকত্বাৎ, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্ত পবিত্রাংশোধকং বস্ত ॥ ১৭ ॥

গতিঃ কলঃ, ভর্ত্তাঃ পতিঃ, প্রভূর্নিরুদা, সাক্ষী শুভাশুভ ব্রষ্টা, নিবাসঃ আশ্রয়ঃ, শরণং বিপত্ত্যস্ত্রাতা,

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজু, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সূহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়বীজ । নিদার কালে আমিই তাপ ও প্রার্ট্ কালে আমিই বৃষ্টি । আমিই জলবর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি । আমিই অমৃত । আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জুন ! আমিই সদস্য । এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপ স্বরূপে আমার উপাস্তানা হই ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তপাম্যাহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যংসৃজামি চ ।

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ! ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিক্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক

মগ্নস্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

হুহুং নিরূপাধিহিতকারী । প্রভবাদ্যাঃ সৃষ্টে সংহার হিতয়ঃ ক্রিষ্টাচ্চাহং নিধানং নিধিঃ পদ্ম
শব্দাদি বীজং কারণং, অব্যয়ং অবিনাশি নতু ব্রীজাদিবস্বরং ॥ ১৮ ॥

আদিত্যোভূত্বা নিদায়ে তপামি প্রাবৃষি বর্ষং উৎসৃজামি । কদা চিচ্চৈবগ্রহরূপেণ
বর্ষং নিগৃহ্ণামিচ । অমৃতং মোক্ষঃ মৃত্যুঃ সংসারঃ সদসং হুল হুল এতৎ সর্বং অহমেব ইতি
মহা বিবর্তোমুখং মানুষ্যাসতে ইতি পূর্বে নাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোহপি ভক্তা এব মামেব পরমেশ্বরং জ্ঞানন্তোমুচ্যন্তে । যেহু কশ্মিন
স্তেনমুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং ত্রৈবিদ্যা ইতি । ঋগ্‌যজু সামলক্ষণান্ত্রৈবিদ্যা অধীয়ন্তে
জ্ঞানন্তিবা ত্রৈবিদ্যাঃ । বেদত্রয়োক্ত কৰ্ম্ম পরা ইত্যর্থঃ । যজ্ঞমামিষ্ট । ইল্লাদরো মমৈব রূপা
নীতা জ্ঞানন্তোহপি বস্ত্তইল্লাদি রূপেণ মামেব ইষ্ট । যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোম
পান্তে পুণ্যং পাপা ॥ ২০ ॥

এবমুত ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তি গন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে
পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্ত্বং কষায় পরিত্যাগপূর্বক
আমার শুদ্ধ ভক্তিলভ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । অহংগ্রহোপাসনায় যে
উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বৃদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা ক্রমে শুদ্ধ
ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে । প্রতীকোপাসনায় যে অশ্রু দেবাদিতে
ভগবদ্বৃদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আগাতেই
পর্যবসিত হইয়া পড়ে । বিশ্ব রূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্ম জ্ঞান,
তাহা স্বরূপাবির্ভাব ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত
হয় । কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতা, লক্ষণ কৰ্ম্মজ্ঞানা-
গ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য মঙ্গল স্বরূপ ভক্তিলভ হয় না । অভেদ
সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য বশতঃ মায়াবাদ রূপ কূতর্ক জালে পতিত
হয় । প্রতীকোপাসকগণ ঋক্, সাম, যজুর্বেদোন্নতিত কৰ্ম্ম তত্ত্বে আবদ্ধ
হইয়া উক্ত বেদ ত্রয়ের কৰ্ম্মোপদেশিনী বিদ্যা ক্রম অধ্যয়ন করত ত্রোমশান

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমণু প্রাপন্ন।

গতা গতং কাম কামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অনন্তাশ্চিত্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং ॥ ২২ ॥

গতা গতং পুনঃ পুনর্মৃত্বা জন্মনী ॥ ২১ ॥

মদনশ্রু ভক্তানাং স্বধত্ত্ব ন কর্ম প্রাপাং কিম্ব মদত্তমেব ইত্যাহ অননা ইতি । নিত্য মেব সদৈবাবিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি তদনো নিত্যমপণ্ডিতা ইতি ভাবঃ । যদা নিত্য সংযোগ স্পৃহাবতাং যোগ ধ্যানাদি লাভঃ । ক্ষেমং তৎপালনঞ্চ তৈরনপেক্ষিত মপ্যহমেব বহামি অত্রকরোমীত্য প্রযুক্তা বহামীতি প্রয়োগাৎ । তেষাং শরীর পোষণ ভারো মনৈবোহাতে বধা স্বকলত্র পুলাদি পোষণ ভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ । নচান্যোবা মিব তেষামপি যোগক্ষেমং কর্ম প্রাপা মে বেত্যত আত্মারামসা সর্বত্রোদাসীনসা পরমেশ্বরস্যতব কিং তব্বহনেনেতি বাচ্যং । “ভক্তিরশ্রু ভজনং তদিহামৃত্রোপাধি নৈরাস্যো নামুগ্নিনঃ কল্পন মেতদেব নৈকর্য্য মিতি ক্রতে, মদননা ভক্তানাং নিকামস্বেন নৈকর্য্যাৎ তেষু দৃষ্টং স্বং মদত্তমেব তত্র মম সর্বত্রো দাসীনস্যপি স্বভক্ত বাৎসল্য মেব হেতুজ্ঞেয়ঃ । নচৈবং জ্বরি শ্বেষ্ট দেবে স্বনির্বাহভারঃ দদানান্তেভক্তাঃ প্রেম শূন্যা ইতি বাচ্যং তৈর্মরি স্বভারসা সর্বধেবানপর্ণাৎ মরৈবা শ্বেচ্ছয়া গ্রহণাৎ ন চ সঙ্কল্প মাত্রেণ বিষমষ্ট্যাদি কর্ত্তুমমায়ং ভারোজ্ঞেয়ঃ । যদাভক্ত জনাসক্তসা মম স্বভোগ্য কান্তা ভার বহন মিব তদীর যোগ ক্ষেম বহনমিতি স্বথপ্রদ মিতি ॥ ২২ ॥

দ্বারা ধৌত পাপ হয় । ক্রমে যজ্ঞ সকল দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে । তাহারা পুণ্য লভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগ সকল প্রাপ্ত হয় । পরে সেই প্রভূত সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যালোকে আগমন করে । কাম কামী ব্যক্তিগণ বেদ-ত্রয়ীর অল্পগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

তুমি একরূপ মনে করিবে না যে সকাম ত্রৈবিদ্য উপাসক সকল সুখলাভ করে এবং আমার ভক্ত সকল ক্লেশ পান । আমার ভক্ত সকল অনন্ত রূপে আমাকেই চিন্তা করেন । ‘দেহ যাত্রার জন্ত ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই তাঁহারা স্বীকার করেন । ‘অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত ।

যেহপ্যন্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় ! যজন্ত্যবিধি পূর্বকং ॥২৩॥-

নমুচজ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যো ইত্যনেন দ্বয়া স্বম্যোবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা। তত্র বহুধা বিষতো মুখ মিতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থ মহং কৃতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা স্বম্য বিষরূপত্বং দর্শিতং। অতঃ কৰ্ম্ম যোগেন কৰ্ম্মাদি ভূতেল্লাদি রাজকাস্তথা প্রাধান্যেনৈব দেবতাস্তর ভক্তা অপি ভক্ততা এব কথং তর্হিতে ন মুচ্যন্তে। যদুক্তং “দ্বয়া গতা গত্য কাম কামা লভন্তে” ইতি। অন্তবন্তু কলং তেষামিতি চ তত্রাহ যে হ পীতি সত্য মামেব যজ্ঞস্তীতি মেব কিন্তু, বিধি পূর্বকং মং প্রাপকং বিধিঃ বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরাবর্তন্তে ॥ ২৩ ॥

তাহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন; তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং তৎপালন কার্য্য আমিই করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভক্তিয়োগ বিহিত বিষয় স্বীকার করিলেও সমস্ত বিষয় ভোগ অনায়াসে হয়, তাহাতে সকামী প্রতীপোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছু মাত্র ভেদ নাই। অতএব ভক্তদিগের কাম না থাকিলেও আমি তাহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে তাহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথা যোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয় সুখভোগ করত পুনরায় কৰ্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য বশতঃ ভক্তগণের উপকার চেষ্টা করিয়া আনন্দ লাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের কিছু মাত্র অপরাধ নাই, যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে না। আমি স্বয়ং তাহাদের অভাব সম্পন্ন করি ॥ ২২ ॥

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই এক মাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন। আমি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে মান্নার গুণ দ্বারা আমার প্রতিভাত স্বরূপ গুলিকেই প্রপঞ্চ বদ্ধ মনুষ্য গণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে তাহারা আমার গোণাবতার। তাহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐহারা আমার গুণাবতার বলিয়া স্নেহ সেই সেই দেবতাকে ভজন করেন, তাহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি সোপান সম্বত। ঐহারা

অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য। যান্তি মদযাজিনোহপিমাং ॥ ২৫ ॥

অবিধি পূৰ্ণকল্পমেবাহ অহমিতি দেবতাস্তর রূপেণাহ মেব ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী কলদাতা চাহমেবেতি । মাস্ত তদ্বেন ন জানন্তি । যথা সূর্য্যসাহস্রুপাসকঃ সূর্য্য এব স্মরি প্রসীদতু । সূর্য্যএব মনতীষ্টঃ কলং দদাতু । সূর্য্য এব পরমেধর ইতি তেষাং বুদ্ধিন্তু পরমেধরো নারায়ণ এব সূর্য্যঃ স এব তাদৃশ প্রকোৎ পাদকঃ স এব মহং সূর্য্যোপাসনা কল প্রদ ইতি বুদ্ধিরতত্ত্বতো মদভিজ্ঞানাভাবোক্তেচাবস্তেভগবান্নারায়ণ এব সূর্য্যাদি রূপেণারাদ্যতে ইতি ভাবনয়া বিব্রতো মুখং মামুপাসীনাস্ত ম্যাস্ত এব । তস্মান্নবিত্তিতু সূর্য্যাদিষু পূজা নবিত্তিত জ্ঞানং পূৰ্ণকৈব কর্তব্যঃ নহন্য খেতি দ্যোতিতং ॥ ২৪ ॥

নহু চ তত্তদেবতা পূজা পদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্ত স্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব । যথা বিষ্ণু পূজা পদ্ধতৌ য এব বিধি স্তেনৈব বৈকবা বিষ্ণু পূজয়ন্ত্যতঃ দেবতাস্তর ভক্তানাং কোদোষ, ইতিচেৎ সত্যং তর্হি তাং তাং দেবতাং তত্ত্বজ্ঞাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যয়ং স্তায় এব ইত্যাহ যাতীতি তেন তত্তদেবতানামপি নবরোহাং তত্তদেবতা ভক্তাঃ কথমনবরা ভবন্ত । “অহং নবরো নিত্যো মন্তুতা অপানবরা” নিত্য এবেতি দ্যোতিতং । ভবানেকঃ শিষ্যতেশেব সংজ ইতি । “একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ” ইতি । “পরাক্রান্তে সোহবুধ্যত গোপ রূপো মে পুরস্তাদাবিবর্ত্তু” ইতি । “ন চ্যবস্তে চ যন্তুতা মহত্যাং প্রলয়াদপীত্যাদি ক্রতিভ্যঃ” ॥ ২৫ ॥

ঐ দেবতা সকলকে নিত্য জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূৰ্ণক যজ্ঞন করেন । এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু । যাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই প্রতীকোপাসক বলা যায় । তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয় । সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার বিভূতি বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বরও বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্য-ত্বকে লাভ করে । যাহারা পিতৃলোকের উপাসক তাহারা অনিত্য, পিতৃলোক লাভ করে । যাহারা ভূতোপাসক তাহারা ভূতত্বই লাভ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদগ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্তসি কোন্তেয় ! তৎকুরুষ মদপর্ণং ॥ ২৭ ॥

বরং দেবতান্তর ভক্তা বায়াসাধিকং নতু মন্ত্রতাবিত্তাহ পত্রমিতি । অত্র ভক্তোতি কারণং তৃতীয়ায় ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যং স্তাৎ । অতঃ সহার্থে তৃতীয়া ভক্তা সহিতো মন্ত্রত ইত্যর্থঃ । তেন মন্ত্রত ভিন্নোজনস্তাৎ কালিকাতত্ত্বা যৎ প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃত মপি পত্র পুষ্পাদিকং নৈবাগ্নামীতি দ্যোতিতং । ততশ্চ মন্ত্রত এব পত্রাদিকং যদদাতি তৎ তস্তাহমগ্নামি যথোচিতমুপযুক্তৈঃ । কীদৃশংভক্ত্যা উপহৃতং নতু কস্তচিদনুরোধাদিনা দত্ত মিত্যর্থঃ । কিঞ্চ মন্ত্রভক্তস্যাপ্য পবিত্র শরীরেই সতি নাগ্নামীত্যাং প্রযতান্ননঃ শুদ্ধ শরীর স্তেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ । যদাপ্রযতান্ননঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মন্ত্রতং বিনানান্তঃ শুদ্ধান্তঃ করণ ইতি । ধোতান্না পুরুষঃ কৃক পাদ মূলং ন মুক্ণতীতি পরীক্ষিতুঃ মৎ পাদসেবাতাগ সামর্থ্য মেব শুদ্ধচিত্তত্ব চিহ্নং অতঃ কচিং কাম ক্রোধাদিঃ সত্বেপি উৎপাত দংষ্ট্রোরগদংশবন্তস্য। কিঞ্চিংকরত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ২৬ ॥

নহুচাত্তো জিজ্ঞাহরর্থার্থী জ্ঞানীতারভ্য এতাবতীষুদুহুতাহ ভক্তিষু মধ্যে ধ্বংসংকাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং ভোঅর্জুন, সাম্প্রতং তাবত্তব কর্ম জ্ঞানাদীনাং তাত্ত্বমশকাহাৎ সর্বোৎ কৃষ্টায়াং কেবলায়ামমন্ত্র ভক্তো নাধিকারঃ নাপি নিকৃষ্টায়াং সকাম ভক্তো তন্মাত্রং নিকামাং কর্মজ্ঞান মিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্ষিতাহ যৎকরোষীতিদ্বাভাঃ । লৌকিকং

করে। যাঁহারা নিত্য চিত্তত্ব স্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন। অতএব ফল দান সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতীত্ব নাই। আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষ রূপে জীবের কর্ম ফল বিধান করে ॥ ২৫ ॥

প্রযতান্না ভক্ত সকল আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল বাঁহা বাঁহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্বক স্বীকার করি। দেবতান্তর উপাসকগণ অনেক, আয়াসপূর্বক বহু সম্ভার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে, আমি তাঁহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাধিকারীদের শ্রেণী-চারিট, 'আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তি পদাঙ্ক হইবার প্রাপ্তবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার, 'অহং

শুভাশুভফলৈরবং মোক্ষ্যসে কৰ্মবন্ধনৈঃ ।

সংন্যাসযোগযুক্তান্না বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

বেদিকং বা যৎকৰ্মস্বংকরোষি যদাশাসি ব্যবহারতো ভোজন পানাদিকং যৎকরোষি যতপ-
স্যসি তপঃ করোষি তৎসৰ্বং যযোবার্পণং যসাতং যথাসাং তথা কুরু । নচায়ং নিকাম
কৰ্ম যোগ এব নতু ভক্তি যোগ ইতি বাচ্যং । নিকাম কস্মিভিঃ শাস্ত্র বিহিতং কৰ্মৈবভগতা-
র্যতে নতুব্যাবহারিকং, কিমপিকৃত্যং তথৈব সৰ্বত্র দৃষ্টে: ভক্তৈস্ত স্বান্মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ব্যাপার
মাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগতর্প্যতে । যদুক্তং ভক্তি প্রকরণ এব । “কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা-
বুদ্ধ্যান্না বামুহ্যত স্বভাবাং । করোতি যদ্ যৎ সকলং পরশ্চৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েত্ত্বং ।”
ইতি । নমুচ জুহোষীতি হবন] মিদমর্চন ভক্তাদ্ভূতং বিমুদেগুণকমেব তপস্ততীতি তপো-
হপ্যেত দেবাদিত্তাদি ব্রতরূপমেব অত ইয়মনন্তেব ভক্তিঃ ; কিমিতিনোচ্যতে সত্যং । অনন্তা
ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবতর্পতে-কিন্তু ভগবতর্পিতৈব ক্রিয়তে । যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন “প্রবণং
কীৰ্ত্তনং বিকোঃশ্রবণং” ইত্যত্র পুংসর্পিত । বিকো “ইতি ভক্তিচেন্নবলক্ষণা” ক্রিয়েতে তি
ব্যাখ্যাচ শ্রীশ্বামি চরণানাং বিকো অর্পিতাভক্তিঃ ক্রিয়তে নতু কৃত্বাপশ্চাদর্পোত ইত্যত
পদ্যমিদং ন কেবলান্নাং পর্য্যবসোদিতি ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভ ফলৈরনন্তৈঃ কৰ্ম রূপৈব বন্ধনৈ বিমোক্ষ্যসে । “ভক্তিরস্যা ভজনং তদিহা মুক্তো-

গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা । ভক্তি পদারূঢ় হই-
বার সময় মানবের সংসার সম্বন্ধে ব্যবহার চারি প্রকার, সকাম কৰ্ম,
নিকাম কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ । এই সমস্ত বলিয়া বিমুক্ত
ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম । এখন, হে অৰ্জুন ! তুমি তোমার স্বীয়
অধিকার স্থির করিয়া লও । তুমি ধর্ম বীর স্বরূপ আমার সহিত অবতীর্ণ
হইয়া আমার লীলা পুষ্টি কার্যে নিযুক্ত আছ । অতএব তুমি নিরপেক্ষ
ভক্ত বা সকাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পার না । অতএব নিকাম
কৰ্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে । এতন্নিবন্ধন
তোমার কর্তব্য এই যে তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর,
যে তপস্তা কর, সে সমুদায় আমাতে অর্পণ কর । কৰ্ম্ম অস্ত্র সংকল্প সহকারে
কৃত হইয়া খেলে ব্যবহারিক মতে কৰ্ম্ম জড় লোকেরা অবশেষে আমাকে
অর্পণ করে । সে কিছু নয় । কৰ্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পিত করিয়া
ভক্তি রূপে অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

তাহা হইলে, যুদ্ধাদি কৰ্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে কৰ্ম্ম বল-

সমোহং সৰ্ব্ব ভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তিতু মাং তন্ত্যাময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥২৯॥

আপিচেৎ স্তুত্বাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

পাৰ্বিনৈরাস্তেনামুশ্ৰিত্বনঃ কল্পনমেতদেব নৈকৰ্ণ্যমিতি শ্রুতেঃ” সন্ন্যাসঃ কৰ্ম কলতাগঃ সএব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা মনোযন্ত সঃ । ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি অপিতু বিমুক্তো মুক্তেষুপি বিশিষ্টঃ সন্ । মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুঃ মন্নিরুট মেব্যসি । “মুক্তানমপি সিন্ধিনাং নারায়ণ পরায়ণঃ । হৃদলভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষুপি মহামুনে” ইতি শ্রুতেঃ । “মুক্তিং দদাতি কহিচিংস্ন ন ভক্তিযোগ” মিতি শুকোক্তেঃ মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষাৎ প্রেম সেবায় ঔৎকৰ্ষোহয়মেবেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

নহু ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি নহ ভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপিকিং রাগ দ্বেষাদিকৃতঃ বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোহমিতি । তেভক্তা ময়ি বর্তন্তে অহমপি তেষু বর্তে ইতি ব্যাখ্যানে ভগবতোব সৰ্বং জগদ্বর্তত এব ভগবানপি সৰ্ব জগৎহ বর্ততএব ইতি নাস্তি বিশেষঃ “তন্মাৎ যে যথা মাং প্রপদাস্তে তাংস্তথৈব ভজ্যামহং” ইতি শ্রুতেন ময়িতে আসক্তা ভক্তা বর্তন্তে যথা তথাহমপি তেষাসক্ত ইতি ব্যাখ্যায়ঃ । অহ কল্প বৃক্ষাদি দৃষ্টান্ত স্বেকাংশেনৈব জ্ঞেয়ঃ । নহি কল্প বৃক্ষকলাকাছয়া তদাপ্রিতা আসজ্জুতি নাপি কল্পবৃক্ষঃ স্বাপ্রিতেষাসক্তঃ নাপি স আপ্রিতস্য বৈরিণঃ দ্বেষ্টি, ভগবান্ স্তমভক্তবৈরিণঃ স্বহস্তেনৈব হিনন্তি, বহুজং প্রহ্লাদায় যদা ক্রোধে ক্ৰনিষোপি বরোজ্জিতং ইতি । কেচিত্তু তুকারস্য ভিন্নোপক্রমার্থতমাখ্যায় ভক্ত বাৎসল্য লক্ষণস্ত বৈষম্যময়ি বিদাত এবেতি, তচ্চ ভগবতো ভূষণঃ নতু দূষণমিতি ব্যাচক্ষতে । তথাহি ভগবতোভক্তবাৎসল্যমেব প্রসিদ্ধং নতু জ্ঞানি বাৎসল্যং, যোগিবাৎসল্যং বা যথাহস্তো-
জনঃ স্বদাসেবেব বৎসলোনাস্তদাসেব তথৈব ভগবানপি স্বভক্তেষেব বৎসলো ন রক্ত ভক্তেবু নাপি দেবী ভক্তেধিতি ॥ ২৯ ॥

সভক্তেষাসক্তিমর্ম স্বভাবিকোব ভবতি সা দুরাচারেপিভক্তে নাপযাতি তমপুংকুটমেষ করোমীত্যাহ । অপিচেদিতি স্তুত্বাচারঃ পরহিংসা পরদার পর দ্রবাদি গ্রহণ পরায়ণোপি

ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস যোগযুক্ত হইয়া, মুক্তিলাভ পূর্বক আমার স্বরূপ গত তত্ত্ব লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

আমার রহস্ত এই যে আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা, আচরণ করি । আমার কেহদেব্য নাই, কেহ প্রিয় নাই । ইহাই আমার সাধারণ বিধি । কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

যিনি আমাকে অনন্ত চিন্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি স্তুত্বাচার হইলে

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্যবসিতোহি সঃ ॥ ৩০ ॥

মাং ভজতে চেৎকীদৃক্ভজন বানিত্যত আহ, অনন্তভাক্ মন্তোহন্ত দেবতান্তরং মন্তক্তেরন্যাং
কর্ণজ্ঞানাদিকং মৎকামনাতোহন্তাঃ রাজ্যাদি কামনাং ন ভজতে স সাধুঃ । ..নবেতাদৃশে
কদাচারে দৃষ্টে সৃতি কথং সাধুত্বং তত্রাহ মন্তব্যোমমনীয়ঃ । সাধুত্বেনৈব সজ্জের ইতি বাবৎ ।
মন্তব্য মিতি বিধি বাক্যং অগ্রথু প্রত্যবায়ঃ স্তাৎ । অত্র মদাজ্জৈব প্রমাণ মিতি ভাবঃ ।
নমুত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদি গ্রহণাংশেনাসাধুত্বং স মন্তব্যস্তত্রাহ এবমিতি
সর্কেনাপাংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ কদাপি তস্য সাধুত্বং ন দ্রষ্টব্য মিতি ভাবঃ সমাগ্যবসিতং
নিশ্চয়ো বস্য সঃ । হৃত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্যাক্ যোনীর্বা যামি একান্তিকং শ্রীকৃষ্ণজনন্ত
নৈব জিহাসামীতি স শোভন মধ্য বসায়ঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসা সর্ব প্রকারে সুন্দর ।
সুহৃদ্রাচার শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে । বদ্ধু জীবের আচার দুই প্রকার,
সাধ্বিক ও স্বরূপ-গত । শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত
প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাব নির্বাহী আচার অল্পাঙ্কিত হয় সে
সমস্তই সাধ্বিক । শুদ্ধ জীব স্বরূপ আত্মার যে আমার প্রতি চিংকার্য
রূপ আচার আছে তাহা জীবের স্বরূপ-গত । তাহার অন্ত নাম অমিশ্র বা
কেবলা ভক্তি । বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তি ও সাধ্বিক আচারের সহিত
অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে । অনন্ত ভজন রূপ ভক্তি বদ্ধ জীবের উদিত হইলেও
দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাধ্বিক আচার অবশ্য থাকিবে । ভক্তি উদিত হইলে
জীবের ইতর রুচি থাকে না । যে পরিমাণে কৃষ্ণ রুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরি-
মাণে ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে । নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত
কখন কখন ইতর রুচি বল প্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে । কিন্তু
অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-রুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায় । ভক্তির উন্নতি
সোপনারূঢ় জীবদিগের ব্যবসা সর্বাঙ্গ সুন্দর । তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনা
ক্রমে দুরাচার, এমত কি সুহৃদ্রাচার (পরহিংসা পরদ্রব্য হরণ, পরদার ক্রিয়া,
বাহ্যন্তে-ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না) যদিও কদাচিৎ লক্ষিত হয়,
তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্বারা প্রবল প্রবৃত্তি রূপ মন্তক্তি ছষিত হয়
না, ইহাই জানিবে । কোন কোন পরম ভক্তের মৎস্তাদি ভোজন এবং পূর্ব্ব
সংগৃহীত পরদার স্ফাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে অসাধু মনে করি-
বে না ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

নমু তাদৃশসাধর্ষিণঃ কথং ভজনং স্বং গৃহাসি কাম ক্রোধাদি দূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্ন
পানাদিকং কথমগ্নাসীত্যত আহ । ক্ষিপ্ৰং শীঘ্র মেব সধৰ্ম্মাত্মা ভবতি । অত্র ধর্ম্মক্ষিপ্ৰং ভাবী সধৰ্ম্মা-
ত্মাশবচ্ছান্তিঃ গমিষ্যতি ইতি । অপ্রযুক্তা ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্তমান প্রয়োগাৎ অধর্ম্ম ফরণা-
নন্তরমেব মামনুসৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্ৰমেব ধৰ্ম্মাত্মা ভবতি । হস্ত হস্ত মন্ত্রুলাঃ কোপি
ভক্তলোকঃ কলঙ্কয়ন্নমো নাস্তি, তদ্ধিদ্ধামিতি শব্দং পুনঃ পুনরপি শান্তিঃ নির্দেহং নিতরাং
গচ্ছতি । যথা কিরিতঃ সমরাদানন্তরং তস্য ভাবি ধৰ্ম্মাত্মস্বং তদানীমপি স্মৃশ্লক্ষণেণ বর্ততএব ।
তন্ননসিতভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথাপীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিরৎকাল পর্য্যন্তং নশ্লদবস্তো
অরদাহো বিবদাহো বা বর্তমানোপি ন গণ্যত ইতি ধ্বনিঃ । ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারহ
গমকঃ কাম ক্রোধাদ্যা উৎখাত দংষ্ট্রৈরগদংশবদকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া ইতানুধ্বনিঃ ।
অতএব শব্দং সর্কদৈব শান্তিঃ কাম ক্রোধাদ্রাপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নো-
তীতি । দুরাচারহ দশয়া মপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচাতে ইতি ভাবঃ । নমু বদি সধৰ্ম্মাত্ম
সান্তদা নাস্তি কোহপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদুরাচার ভক্তোজন্ম পর্য্যন্ত মপি দুরাচারহ
ন জহাতি, তস্য কা বর্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান স প্রৌঢ়ি স্কোপমিবাহ কৌন্তে
য়েতি । মেভক্তো ন প্রণশ্যতি তদপি প্রাণনাশেমধঃ পাতং ন যাতি, কৃতর্ক ককর্শ বাদিনো
নৈতন্মগ্নেরন্বিত শোকশকা ব্যাকুলমর্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয়, পটহকাহলাদি মহা
ঘোষ পূরকং বিবদ মানানাং সভাং গদ্যবাহ সুংক্ষিপ্য নিঃশব্দং প্রতি জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু,
কথং মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোপি ন প্রণশ্যতি অপিতুকৃতার্থ এব ভবতি । ততশ্চ
তে তৎ প্রৌঢ়ি বিভৃজিত বিবদসিত কৃতর্ক নিঃশব্দং তামেব গুরুত্বেনাশ্রয়ে রন্বিত স্বামি
চরণাঃ । নমু কথং ভগবান স্বয়ম প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জুন মেবাতিদেশ । যথৈবাগ্রে
মামেবৈব্যাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োসিমে ইতি বক্ষ্যতে । তথৈবাঙ্গপি কৌন্তেয়
প্রতিজ্ঞানেহং ন মেভক্তঃ প্রণশ্যতি ইতি কথং নোক্তং । উচ্যতে । ভগবতা তদানীমেব বিচা-
রিতঃ ভগবৎ সলেন মন্যন্তভক্তাপকর্ষণেশমপ্য সহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গী-
কৃত্যপি ভক্ত প্রতিজ্ঞেব রক্ষিতা বহত্র । যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞা মপ্যাপাকৃত্য ভীষ্ম
প্রতিজ্ঞেব রক্ষিত্যতে । বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং অদ্বাহসিবাভিঅর্জুন
প্রতিজ্ঞাতু পাষণ রেধেবেতি তে প্রতিয়ন্তি । অতোহর্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীতি
অত্রৈতাদৃশ দুরাচারসাপানশ্চ ভক্তি শ্রবণাদনন্য ভক্তাভিধায়ক বাক্যেই সর্কজ ন বিদ্যতে

হে কৌন্তেয় ! আমার এই প্রতিজ্ঞা যে আমার অনন্ত ভক্তি গথাক্রত
জীব কখনই নষ্ট হইবে না । তাহর অধর্ম্মাদি প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও
ঐশ্বর্য্য বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধি রূপ হরিভক্তি দ্বারা

মাংহি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি বাস্তিপরাং গতিং ॥ ৩২ ॥
 কিংপুনত্রীক্ষণাঃ পুণ্যাভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
 অনিত্যমশুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাং ॥ ৩৩ ॥

২নং স্ত্রীপুত্রাদিসক্তি বিধর্ষ্য শোক মোহ কাম ক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিত ব্যাখ্যা ন
 গ্রাহ্য ইতি ॥ ৩১ ॥

এবং কর্ম্মণা ছুরাচার্য্যমাগন্তকান্ দোষান্ মদুজ্ঞান গণয়তীতি কিং চিত্রং ।
 যতো জাতৈব ছুরাচার্য্যঃ স্বভাবিকানহপি দোষান্ মদুজ্ঞানগণয়তীত্যাহ মামিতি
 পাপযোনয়োহস্ত্যজ্ঞা স্নেছা অপি, যদুক্তং । 'কিরাত হুণাক্ত পুলিন পুংশা আভীর
 কক্কা যবনাঃ ধশাদয়ঃ । যে হস্তেচ পাপাশ্রয়া শ্রয়ঃ শুধ্যন্তি তন্মৈ প্রভবিকবেনমঃ ॥
 অহোবত যপচোহতোগরীয়ান্ যজ্জিহ্বাশ্রে বর্জতে নাম ভূভাং । তেপুস্তপন্তে জুহবুঃ সমু
 র্গাধ্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণতিযতে । কিং পুনঃ স্ত্রী বৈশ্যাদ্যা অন্তঃকালীকাদিমন্তঃ ॥ ৩২ ॥

ভতোপি কিংপুনত্রীক্ষণাঃ পুণ্যাঃ সংকুলাঃ সদাচারান্চ যে ভক্তাঃ তস্মাৎ মাংভজস্ব ॥ ৩৩ ॥

বিদূরিত হইবে । তিনি জীবের নিত্য ধর্ম্মরূপ স্বরূপ-গত আচার নিষ্ঠ হইয়া
 ভক্তিজনিত পাপ পুণ্য বন্ধন হইতে পরম শাস্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

হে পার্থ ! অন্ত্যজ স্নেছগণ ও বৈশ্যাদি পতিত স্ত্রী সকল তথা বৈশ্য
 শূদ্র প্রভৃতি নীচ বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্ত ভক্তিকে বিশিষ্ট রূপে আশ্রয়
 করিলে পরাগতি অবিলম্বে লাভ করে । আমার ভক্তি মার্গাশ্রিত ব্যক্তি-
 দিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩২ ॥

যখন অন্ত্যজ জাতি সকলও আমার বিদগ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং
 তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না,
 কেন না ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি অতি শীঘ্র প্রদমিত
 হয়, তখন পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিজদিগেরও স্বরূপ-গত ভক্তি সম্বন্ধীয়
 আচার দ্বারা পুণ্য ফল রূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে ইহাতে সন্দেহ
 কি ? অতএব এই অনিত্য ও অশুখ ময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া
 আমার নিরবদ্য ভজন মাত্রই কর ॥ ৩৩ ॥

মম্মনাভব মদ্বক্তো মদ্যাজী মাংনমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈব মাত্মানংমৎ পরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপ নিষৎস্ব ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে রাজগুহ্য যোগো নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥

ভজন প্রকারং দর্শয়ন্তু পসংহরতি মম্মনা ইতি এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্তা ময়ি
নিয়োজ্য ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রবিচারিত্বং স্বস্পর্শাং সর্পশোধনং ।

ভক্তেরেবাত্রেতদন্তা রাজগুহ্যম্ মীক্ষ্যতে ॥

ইতি সারার্থ ষষ্টিংগাং হৃষ্টিংগাং ভক্ত চেষ্টসাং ।

গীতাস্থ নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর। তোমার শরীরকে
আমার ভক্তি যজ্ঞ ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে মৎ-
পরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ
করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিই যে রাজগুহ্য এবং তাহাতে পাত্রাপাত্রের দোষ প্রবল নৈ হইয়া

ভক্তি কর্তৃক সহজে নষ্ট হয়, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি নবম অধ্যায় ।

দশমোহখ্যায়ঃ ।

—:)*(:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো ! শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যতেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ স্তরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

ঐশ্বর্যজ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিঃ যৎসপ্তমাদিষু ।

সরহস্তং তদেবোক্তং দশমে স বিভূতিকং ॥

আরাধ্য জ্ঞান কারণ মৈশ্বর্যং যদেব পূর্বত্র সপ্তমাদিষু তদেব সবিশেষং ভক্তি মতা
মানসার্থং প্রপঞ্চয়িত্বান্ পরোক বাদান্ত্রিবিধঃ পরোকঞ্চ মম প্রিয়ঃ ইতি স্থায়েন কিঞ্চিদুর্বোধ
তরৈবাহ ভূয় ইতি পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যনিদ মুচ্যত ইত্যর্থঃ । হেমহাবাহো ইতি যথা
বাহবলং সর্বাধিকোন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধি বলমপি সর্বাধিকোন প্রকাশয়িত্বা
মিতি ভাবঃ শৃণুতি শৃণুত্বমপি তং বক্ষ্যামানেঃ সর্বসমাগবধারণার্থং এব । পরমং পূর্বোক্তা
দপ্যুৎকৃষ্টং । তে হ্যমতি বিস্মতী কর্ণঃ ক্রিয়ার্থোপপদস্ত চেতি চতুর্থী । যতঃ প্রীয়মানায়
প্রেমবতে ॥ ১ ॥

এতচ্চ কেবলং মহুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদাং নানাথেতাহ নমে ইতি মম প্রভবং প্রকৃষ্টং
সর্ব বিলক্ষণং ভবং দেবকাং জয় দেবগণা ন জানন্তি, তে বিষয়াবিষ্টদ্বারজাত্তত্ত্ববয়ন্ত জনী-
যুক্তত্ৰাহ ন মহর্ষয়োহপি তত্র হেতুঃ, অহমাদিঃ কারণঃ সর্বশঃ সৌন্দর্যেব প্রকারৈঃ নহি পিছু-
র্জনতত্ত্বং পুত্রাজানন্তীতি ভাবঃ । নহি তে ভগবন ব্যক্তিং বিদুর্দেবান্ দানবাঃ । ইত্য-
শ্রীমহাবাদাত্ৰ প্রভব শব্দস্যান্যার্থতা ন কল্প্যা ॥ ২ ॥

হে মহাবাহো ! তুমি প্রেমবান, তোমার হিত কামনার আমি পূর্বে
যে সকল বাক্য খলিয়াছি। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতেছি, তুমি পুনরায়
মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

দেবতা ও মহর্ষিগণের আমিই আদি কারণ, অতএব সেই দেবতা ও
মহর্ষিগণ আমার লীলা প্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে নরাকার স্বরূপে
উদ্ভবের পর অবগত হইতে পারেন না । দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীকৃত

যোমামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং ।

নহু পরব্রহ্মণঃ সর্বদেশে কালো পরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষবশ্চ জানন্ত্যেব তত্র স্বতর্জ্ঞতা স্ববক্ষঃ স্পষ্টাহ যো মামিতি যো মামজং বেত্তি কিং পরমেষ্ঠিনং ন অনাদিঃ সত্যং তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্তং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব তত্রাহচেতি অজমজন্তং বহুদেব জন্তুণাং মামনাদি মেবযোবেত্তি ইত্যর্থঃ । মামিতি পদেন বহুদেব জন্তুঃ বুধ্যতে জন্ম কর্মচ মে দিব্য মিতি মদ্বত্তেঃ মম জন্মবৎ পরমাত্মত্বাৎ সর্বাভ্যুৎপত্তি ইত্যুভয়মপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্য শক্তি সিন্ধুমেব । বহুত্বং । অজোহপি সন্ন্যাসাত্মা সংভবামীতি । তথা চোবক্ষ্য ব বাক্যং । কন্ধ্যাণীহস্য ভবোঃভবস্যতে ইত্যাদানন্তরং খিদতি ধীর্বিদামিহ ইতি । অজ শ্রীভাগবতায়ুতকারিকাচ । তত্ত্ববাস্তবং চেৎসাদ্বিদাঃ বুদ্ধিভ্রম স্তদা । নস্যা দেবেত্যতো

বুদ্ধি বলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন । তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিষ্কৃত নিগূর্ণ, স্বরূপ হীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া তাহাই যে পরম তত্ত্ব এরূপ মনে করেন । কিন্তু পরম তত্ত্ব তাহা নয় । পরম তত্ত্ব স্বরূপ আমি সর্বদা অচিন্ত্য শক্তি বলে স্বপ্রকাশ, নির্দোষ গুণ সম্পন্ন, নিত্য স্বরূপ বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি । আমার অপরাশক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই ঈশ্বর । অপরাশক্তি দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটা অক্ষুট মূর্ত্তিই ব্রহ্ম । অতএব ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম এই দুইটাই আমার ক্ষুর্ত্তিহীন, সৃষ্ট বস্তুতে অন্ন ও ব্যতিরেক ভাবে লক্ষিত হয় । আমি স্বয়ং কখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রপঞ্চে স্বস্বরূপে উদ্ভিত হই । তখন উক্ত ধীশক্তি সম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্য শক্তির সামর্থ্য ব্যুত্থিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়াদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে ঈশ্বর তত্ত্ব বলিয়া মনে করে । এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্বস্বরূপের লয়াহুসন্ধান করেন । কিন্তু আমার ভক্ত সকল স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিচালনা দ্বারা অচিন্ত্য তত্ত্বের অবগতি সহজ নয় মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তি বৃত্তিরই অহুশীলন করেন । তাহাতে আমি দম্পর্জ হইয়া তাঁহা-দিগকে সহজ জ্ঞান দ্বারা আমার স্বরূপাহুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

যিনি আমাকে সর্বলোকের মহেশ্বর ও অনাদি বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রমাদে এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সর্ব শ্রেষ্ঠ ও অনাদি অবগত

অসংমুঢ়ঃ সমর্থ্যেষু সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বুদ্ধিজ্ঞানিমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃশমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ভাভয়মেবচ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা ভূষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তিভাবাভূতানাং মত্তএবপৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

হিত্তিষ্ঠাশক্তির্নানাসু কারণং । তস্মাৎ যথা মম বাল্যে দামোদরত্ব লীলারামেকদৈব কিঙ্কিয়া বন্ধনাং পরিচ্ছিন্নত্বং দাম্য স্বাবচ্ছাদপরিচ্ছিন্নত্বং চাতক্যমেব তথৈব মমাজত্ব জন্মবৎ চাতক্যে এব । দুৰ্বোধমৈবধাৰ্হাহ লোক মহেশ্বরঃ তব সারথি মপি সৰ্বেষাং লোকানাং মহান্তমৌখরং মোবেদ সএব মর্ত্যেযু মধ্যে অসংমুঢ়ঃ সৰ্ব্ব পাপৈর্ভক্তি বিরোধিভিঃ । যন্তমজ্ঞানাদিহ সৰ্ব্বেশ্বরদ্বানোব বাস্তবানিহ্যর্জয় বহাদ্রীনিহু অহুকরণ মাত্র সিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে স সংমুঢ়এব সৰ্ব্বপাপৈ ন প্রমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নচশাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধাদিভিঃ মত্তত্বং জ্ঞাতুং শক্যবন্তি যতোবুদ্ধাদীনাম্ সদ্ধাদিবদ্বায়াশুশ জন্যদ্বায়ত্তএব জ্ঞাতানামপি গুণাভীতে ময়ি নাস্তি স্বতঃ প্রবেশ যোগ্যতেত্যাহ বুদ্ধিঃসুস্মার্ব নিশ্চয় সামর্থ্যঃ জ্ঞানমাত্মনাম্ব বিবেকঃ অসংমোহো বৈয়গ্র্যভাবঃ এতে ত্রয়োভাবা মত্তত্বজ্ঞান হেতুত্বেন সংভাব্যমানাইব নতু হেতবঃ । প্রসঙ্গাদস্থাপিতভাবান লোকেণু দৃষ্টান স্বতএবো- ভূতানাং ক্রমা সহিত্বং সত্যং যথার্থভাবণং দমোবাহেল্লিয় নিগ্রহঃ শমোহন্তরিল্লিয় নিগ্রহঃ এতে সাহিক্যঃ । সুখং সাহিক্যং দুঃখং তামসঃভবাতাবৌ জন্ম মৃত্যু দুঃখ বিশেষৌ । ভয়ং তামসঃ ভয়ং জ্ঞানোৎপাদিক্যং রাজসাহ্যুৎপাদিত্যঃ রাজসঃ ॥ ৪ ॥

সমতা আত্মোপমান সৰ্ব্বত্র সুখ দুঃখাদি দর্শনং । অহিংসা সমতে সাহিক্যোভূষ্টিঃ সংভূষ্টিঃ সা নিরুপাধিঃ সাহিক্যসোপাধিস্ত রাজসী তপোদানে অপি সোপাধি নিরুপাধি- দ্বাভ্যাং সাহিক্যরাজসে যশোহযশোসী অপিতথা । মত্তইতি এতে মদ্ব্যাতো ভবন্তোহপি শক্তি শক্তিমতৌরেক্যাং মত্তএব ॥ ৫ ॥

হন, তিনি প্রপঞ্চ-হৃষ্ট বুদ্ধি রূপ সমস্ত পাপ আর্ধাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা আমার তত্ত্ব কেন জানিতে পারে না, তাহার হেতু এই যে সুস্মার্ব নিশ্চয় সামর্থ্যরূপ বুদ্ধি, আত্মানাম্ব বিবেকরূপ জ্ঞান ও অসংমোহ তথা ক্রমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, অহিংসা, সমতা, ভূষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অবশঃ, এই সমস্তই ভূত সকলের ভাব । আশিই

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোকইমাঃপ্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্ব্রতঃ ।

মোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

বুদ্ধি জ্ঞান সংমোহান স্বতঃ জ্ঞানে হসমর্থানুভূতব্রতো হপি তত্র। সমর্থানাহ মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচাদয়ঃ ভেদ্যোপি পূর্বে হস্তে চত্বারঃ সনকাদয়ঃ মনবশ্চতুর্দশ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মন্ত এব হিরণ্য গর্ভাস্থনঃ সকাশান্তাবো জন্ম যেষাংতে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্নাজাতাঃ অভুবনিত্যর্থঃ। যেষাং মরীচ্যাদীনাম্ সনকাদীনাম্ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্য রূপাশ্চ ॥ ৬ ॥

কিন্তু ভক্ত্যাহ মে কয়া গ্রাহ ইতি মদ্রুক্তে মর্দনন্যাত্ত্ব এবমৎপ্রসাদান্নদ্যাচি দৃঢ় মাস্তিক্যাং দধানো মন্তব্রতঃ বেত্তীতাহ এতাং সংক্ষেপেনৈব বক্ষ্যমানাং বিভূতিং যোগং ভক্তি যোগঞ্চব্রত ব্রতো বেত্তি মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বাক্যাদিদমেব পরমং তদ্ব্রমিতি দৃঢ়তরাস্তিক্যাবানৈব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মন্তব্র জ্ঞান ব্রহ্মণেন যুজ্যতে যুক্তোভবেদত্র নাস্তি কোপি সন্দেহঃ ॥ ৭ ॥

এ সকলের আদি কারণ বটে, কিন্তু আমি এই সকল হইতে পৃথক্। আমার অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব জানিতে পারিলে, আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন সেইরূপ শক্তিমান যে আমি আমি হইতে আমার শক্তি নিঃসৃত সমস্ত বস্তু ও ভাবময় জগৎ নিত্য ও অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মরীচ্যাди সপ্ত ঋষি, তাহার পূর্বজাত সনকাদি চতুষ্টিয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মন্ত সকলেই আমার শক্তি সম্ভূত হিরণ্য গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন। তাহাদেরই বংশে বা শিষ্যাди ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমা যে আমার স্বরূপ জ্ঞান ও শক্তি জনিত বিভূতি জ্ঞান এবং ত্রিমা যোগের চরম সীমা যে ভক্তি যোগ এই হই বিষয় যিনি তত্ত্বত জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ রহিত যোগের অন্তর্ভুক্ত করেন ॥ ৭ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মহা ভক্তন্তে মাং বুধাভাব সমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্ছিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরং ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ ॥ ৯ ॥

তত্র মহৈশ্বর্য লক্ষণং বিভূতি মাহ অহং সর্বস্য প্রাকৃত প্রাকৃত বস্তু মাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তি প্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ । মত্ত এবান্তর্ধামি স্বরূপাং সর্বং জগৎ প্রবর্ততে চেষ্টতে তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারাম্বকাং সর্বং ভক্তি জ্ঞান তপঃ কন্দাদিকং সাধনং তন্তং সাধ্যক প্রবৃত্তি ভবতি । ঐকান্তিক ভক্তি লক্ষণং যোগমাহ ইতিমহা আন্তিক্যতো জ্ঞানেন নিশ্চিত ইত্যর্থঃ । ভাবো দাস্য সখাদি শুদযুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

এতাদৃশ অনন্ত ভক্তা এব মৎপ্রসাদালব্ধ বুদ্ধি যোগাঃ পূর্বোক্ত লক্ষণং দুর্বোধমপি মত্তবজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ মচ্ছিত্তা মদ্রূপ নাম গুণ লীলা মাধুর্য্য স্বাদেদেব লুচ্ছ মনসঃ । মদগত প্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান ধর্তুমসমর্থাঃ অন্নগত প্রাণানরা ইতি বৎ । বোধয়ন্তঃ ভক্তি স্বরূপ প্রকারাদিকং সৌহার্দেন জ্ঞাপয়ন্তঃ । মাং মহা মধুর রূপ গুণ লীলা মহোদধিঃ কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদি ব্যাখ্যানেনোৎকীর্ণনাদিকং কুরন্তঃ ইত্যেবং সর্ব ভক্তিব্রতি শ্রেষ্ঠাঃ অন্নং প্রবণ কীর্তনামুজ্ঞানি । তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ চেতি ভক্ত্যেব সন্তোষশ্চ রমণক্ষেতি রহস্তং । যদ্বা সাধন দশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভক্ত্যেব নিবিষ্টে সংপদা মানে সতি তুষ্যন্তি তদৈব ভাবি স্বীয় সাধ্যাদশা মনুষ্যতা রমন্তিচ মনসা স্বপ্রভুনা সহরমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তি দ্যোতিতা ॥ ৯ ॥

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া আমাকে জান । এই রূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমাকে ষাঁহার ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত । অপর সকলেই অপণ্ডিত ॥ ৮ ॥

এতাদৃশ অনন্য ভক্ত দিগের চরিত্র এইরূপ । তাঁহার চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ আমাতে সমর্পণ করত পরম্পর ভাব বিনিময় ও হরি কথার কথোপকথন কল্পিয়া থাকেন । সেই রূপ শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি স্নেহ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ প্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগ মার্গে ব্রজ রসাস্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সন্তোষ পূর্বক রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্বকং ।

দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

নমু তুষান্তি চ রমন্তি চেতি হৃদ্যতা ভক্তানাং ভক্ত্যেব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্য-
বগতং কিন্তু তেষাং তৎ সাক্ষাৎ প্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ সচ কুতঃ সকাশান্তেরবগন্তব্য
ইতাপেক্ষারামাহ তেষা মিতি সতত যুক্তানাং নিত্য মেব মৎ সংযোগা কাঙ্ক্ষিণাং
তংবুদ্ধি যোগং দদামি তেষামুদ্ভৃতিবহমেব উদ্ভাবয়ামীতি স বুদ্ধি যোগঃ স্বতোহন্ত
স্মাচ্ কুতশ্চিদপাধিগন্ত মশক্যঃ কিন্তু মদেক দেয় স্তদেক গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ । মামু
পযাস্তি মামুপলভন্তে সাক্ষাৎসঙ্গিকটং প্রাপ্তবন্তি ॥ ১০ ॥

নমুচ বিদ্যাভির্ভূতিং বিনা কথং তদধিগমঃ তস্মাত্তৈরপি তদর্থঃ যতনীয়ঃ মেব তত্র নহি
নহীত্যাহ তেষামেব নহন্তেষাং যোগিনাং অমুকম্পার্থং মদমুকম্পা যেন প্রকারেণ স্তাত্তদর্থ
মিতার্থঃ তৈর্মদমুকম্পা প্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্ঘ্যা যত স্তেষাং মদমুকম্পা প্রাপ্তার্থম
হমেব যতমানো বর্জে এবোতি ভাবঃ । আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধি বন্তৌ স্থিতঃ । জ্ঞানং
মদেক প্রকাশস্থানসাত্বিকং নিগুণত্বেপিভক্ত্যুখ জ্ঞানতোপি বিলক্ষণং যন্তদেবদীপন্তেন ।
অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ং । তেষাং নিত্যভি যুক্তানাং যোগ ক্ষেমং
বহামাহমিতি মনুজ্ঞে স্তেষাং ব্যাবহারিকঃ পারমার্থিকচ সর্বোপিভারো ময়া বোচুমঙ্গীকৃত
এবোতি ভাবঃ । শ্রীমদগীতা সর্ব সার ভূতা ভূতাপতাপহং । চতুঃ শ্লোকীয় মাধ্যাতা ধ্যাতা
সর্ব নিশর্শকং ॥ ১১ ॥

নিত্য ভক্তি যোগ দ্বারা ষাঁহার প্রীতি পূর্বক আমার ভজনা করেন,
আমি তাঁহাদের শুদ্ধ জ্ঞান জনিত বিমল প্রেম যোগ দান করি । তাঁহার
তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

এরূপ ভক্তি যোগের অহুষ্ঠাতা দিগের অজ্ঞান থাকিতে পারেনা ।
এরূপ অনেকের মনে উদয় হয় যে, ষাঁহার অতৎ নিরসন ক্রমে তৎ বস্তুর
অনুসন্ধান করেন, তাঁহার যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন । কেইল ভক্তি ভাবের
অনুশীলন করিলে সেই হৃদয় জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে । হে অর্জুন !
ইহাতে মূল কথা এই নিজ বুদ্ধির অনুশীলন ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম
সত্য তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে প্তুরেনা । যতই বিচিন্ন করুক কিছুতেই

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূং ॥ ১২ ॥

আহুত্বা মৃষয়ঃ সর্বৈ দেবর্ষিনারদ স্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংৈব ব্রবীর্ষিমে ॥ ১৩

সর্বমেতদৃতংমন্যে যন্মাং বদসি কেশব ॥

সংক্ষেপেনোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুং মিচ্ছন্ ক্ষতি পূৰ্ণকমাহ পরমিতি পরং সর্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্রামহ্মরং বপুৰেব পরংব্রহ্ম । গৃহদেহদ্বিট প্রভাবা ধামানীতামরঃ । তন্মামৈ ভবান ভবতি । জীবন্তেব তব দেহ দেহি বিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ । ধাম কীদৃশং পরং পবিত্রং ব্রহ্মণী মবিদ্যামালিপ্ত হরং অতএব ঋষয়োহপিহাং শাশ্বতং পুরুষমাহঃ পুরুষাকারস্তান্ত নিত্যং বদন্তি ॥ ১২ ॥

নাত্র মম কোহপ্য বিধাস ইত্যাহ সৰ্মমিতি কিঞ্চ তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং হাং অজং আহরেব নতু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদ্বঃ । পরব্রহ্ম স্বরূপস্ত তব অজত্বং জন্মবন্তক কিং প্রকারক মিতিত্বং বিদ্বুরিতার্থঃ । অতএব নমে বিদ্বঃ হরগণাঃ প্রভবং মহর্ষয় ইতি বস্তুর্যোক্তংতং

বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবেনা। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলে অনায়াসে আমার অচিন্ত্য শক্তিবলে ক্ষুদ্রজীবের সম্যক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আশ্রয় ভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞান দীপ দ্বারা আলোকিত হন। আমি বিশেষ অনুকম্পা পূৰ্ণক তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত তাহাদের জড় সঙ্গ বশতঃ যে অজ্ঞান জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। যে শুদ্ধ জ্ঞানে জীবের অধিকার তাহা ভক্তি অনুশীলন ক্রমেই উদ্ভিত হয়। তর্ক দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত পাঁচটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন মহাশয় বিষয়টীকে আরো সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন, হে ভগবান্ । দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সজ্জিদানন্দ স্বরূপ আপনিই পরম ব্রহ্ম পরম স্বরূপ পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য, অদ্বিদ্বেব, অজ ও বিভূ। হে কেশব !

নহিতে ভগবন্ ! ব্যক্তিং বিহুর্দেবান দানবঃ ॥ ১৪ ॥

অয়মেবান্নানান্নানং বেথ স্বং পুরুষোত্তম ! ।

ভূত ভাবন ! ভূতেশ ! দেব দেব ! জগৎপতে ! ॥ ১৫ ॥

বক্তুর্মহস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ ।

যাতির্বিভূতিভিলোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

সর্বং স্বতং সত্যমেব মন্তে হে কেশব কোত্রোক্তা ঈশোরক্তচতাবপি বয়সে স্বতত্ত্বা জ্ঞানেন
ব্রহ্মসি কিং পুনর্দেবদানবাদাঃ স্বাং ন বিদগ্ধীতি বাচ্যং ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ স্বয়মেবান্নানং বেথ ইতি এবকারেণ তবাজহ জন্ম বহাদীনানং দুর্ঘটানামপি
যান্তবৎস্বমেব ব্রহ্মত্বো বেতি তচ্চকেন প্রকারেণেতিতু সোপি ন বেত্তীতার্থঃ তদপ্যান্নানং স্বেনৈব
বেথ ন সাধনাত্তরেণ । অতএব স্বং পুরুষেব মহৎ শ্রষ্টাদিষপি মধ্যে উত্তমঃ ন কেবল মুক্তমএব
বতো ভূতভাবন ভূতা ভূতভাবনরূপা যে তদাদয়ঃ পরমেষ্ঠান্তাঃ তেষামীশঃ ন কেবল মীশ এব
বতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যন্ত ইতি স্বংক্রীড়োপকরণ ভূতা এব তে ইত্যর্থঃ । তদপ্যাপার
কারণ্য বশাৎ জগৎস্বর্জনা মন্বাদৃশানামপি স্বমেব পতিত্বনীতি চতুর্বাং সম্বোধন পদানামর্থঃ ।
বহা পুরুষোত্তমস্বমেব বিবৃণোতি হে ভূতভাবন সর্বভূত পিতঃ পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টে তত্রাহ হে
ভূতেশ ভূতেশাপি কশ্চিন্নারাদ্যন্তত্রাহ হে দেব দেব । দেবা রাধোপি কশ্চিন্নপালয়তীতি
তত্রাহে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

তব ত্বং দুর্গমন্তব বিভূতিষেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দোাতয়ন্তাহ বক্তু মिति দিব্যা
উৎকৃষ্টায়া আত্ম বিভূতয়ন্তাবক্তুং অহংসীতদ্বয়ঃ । নবশেষেণ, মহিভূতয়ঃ সর্গীবক্তৃমশকা
এব তত্রাহ যাতিরিতি ॥ ১৬ ॥

আমি এসকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি । তোমার অচিন্ত্য ব্যক্তি তব্ব
দেব দানব গণ মধ্যে কেহই জ্ঞানেনা ॥ ১৪ ॥

হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেব দেব ! হে জগৎ পতে ! হে
পুরুষোত্তম ! তুমিই নিজেই চিহ্নিত্তি দ্বারা আপনার ব্যক্তি তব্ব অবগত
আছ । জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যে সনাতন মূর্ত্তি থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ
মূর্ত্তি কি প্রকারে জড় বিধির স্বভাবরূপে জড় মধ্যে ব্যক্ত হয়, একথা
নরবৃত্তি বা দেব যুক্তি দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না । তুমি যাহাকে
কৃপা কর, সেই কেবল ইহা বুঝিতে পারে ॥ ১৫ ॥

তোমার স্বরূপ তব্ব তোমার কৃপা দ্বারা আমি হৃদয়ে এবং নেত্রাঞ্জে

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্রাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসিভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাস্ত্রানো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ! ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতং ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

যোগো যোগ মায় শক্তি বর্ধতে যন্ত-হে যোগিন বন মালীতি বৎ । স্বামহং কথং পরিচিস্ত-
য়ন্ সন্ স্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াং । ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানীতি যাবান বশ্যামিত্যতঃ । ইতি
ব্রহ্মক্লেঃ । তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু স্বং চিন্ত্যঃ ত্ৰিচিস্তন ভক্তি ময়া কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নবহং সর্বস্য প্রভবো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে ইত্যনেনৈব সর্বো পদার্থা মহিভূতয়ঃ মদ্বক্তা
এব বিভূতয়ঃ । তথা ইতি মতঃ ভক্তয়ে মাং ইতি ভক্তি যোগ শ্লোক এব তত্রাহ বিস্তরেণেতি
হে জনার্দনেতি মাদৃশ জনানাং স্বমেব হিতোপদেশ মাধুর্যেণ লোভ মুৎপাদ্য অর্দয়সে যাচয়-
সীতি বরং কিং কুর্শ ইতিভাবঃ । তদুপদেশ রূপমমৃতং শৃণুতঃ ক্রতি রসনয়া আশা
দয়তঃ ॥ ১৮ ॥

হস্তেত্যমুকম্পায়াং প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাং বিস্তরস্যাস্তোনাস্তি বিভূতয়ো বিভূতীঃ
দ্বিবিদ্যা উত্তমা এব নতু তৃণৈকাদ্যাঃ অত্র বিভূতি শব্দেন প্রাকৃত্য প্রাকৃত বস্তুন্যেবোচ্যতে
তানি সর্বান্যেব ভগবচ্ছক্তি সহজত স্বাং ভগবজ্রূপেণৈব তারতম্যোন্মোহে নাস্তি মতানি
জ্ঞেয়ানি ॥ ১৯ ॥

আবিভূত হইতে দেখিতেছি । ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি । কিন্তু
যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোক সকলে, ব্যাপ্ত হইয়া আছ । সেই
সকল আত্ম বিভূতি অশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমাকে
অমুগ্রহ পূর্বক বল ॥ ১৬ ॥

তোমাতেই যোগ মায় শক্তি নিত্য বর্তমান আছে । হে ভগবন্ !
তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব । কি কি ভাবেতেই
বা তুমি আমা দ্বারা চিন্তনীয় হও ॥ ১৭ ॥

হে জনার্দন ! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃত পূর্বক আমাকে
পুনরায় বল । তোমার তত্ত্বামৃত গুণিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে
থাকুক, বরং শ্রবণ পিপসা অন্ত্যন্ত বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন ! 'আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব ভূতাশয় স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যস্থ ভূতানামন্ত এবচ ॥ ২০ ॥

আদিত্যা নামহং বিষ্ণুজ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্নরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভেশো যক্ষরক্ষসাং ।

বহুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ ॥

অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ববিভূতি কারণং হং ভাবয়েতাহ অহমিতি । আত্মা প্রকৃত্যন্তর্ধামী মহৎ প্রাপ্তা পুরুষঃ পরমাত্মা হে গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইতিধ্যান সামর্থ্যং সূচয়তি । সর্বভূতো যো বৈরাজ স্তস্যশয়েস্থিত ইতি সমষ্টি বিরাড়ন্তর্ধামী । তথা সর্বেষাং ভূতানামাশয়ে স্থিত ইতিব্যাপ্তি বিরাড়ন্তর্ধামী চ । ভূতানামাদির্জ্ঞান মধ্যং স্থিতিঃ অন্তঃ সংহারঃ তন্ত্বেতুহমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অথ নির্ধারণ বর্গাৎকচিং সষক্ণ বর্গাচ বিভূতীরাহ যাবদধ্যায় সমাপ্তি । আদিত্যানাং দাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি তন্নামা সূর্যোঃ মন্দিভূতি রিত্যর্থঃ । এবং সর্বত্র প্রকাশ কানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালীরবিরহং । মরীচিঃ পবন বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

বাসব ইন্দ্রঃ ভূতানাং সষক্ণিনী চেতনাজ্ঞান শক্তিঃ ॥ ২২ ॥

বিভেশঃ কুবেরঃ ॥ ২৩ ॥

নাই । গুটি কতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

হে গুড়াকেশ ! হে জিতনিদ্র ! আমার স্বরূপ তব্ব তোমকে বলিয়াছি । আমার সাধনিকতব্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্ধামী পুরুষ । আমি সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ২০ ॥

আদিত্যাদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্শ্রয় বস্ত্র সকলের মধ্যে কিরণ মালী সূর্য্য, মরুতগণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রাদিগের অধিপতি

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ ! বৃহস্পতিং ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামগ্নি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্চ্যোকমক্ষরং ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি শ্চাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বথঃ সর্বরূকাণাং দেবর্ষীণাঞ্চনারদঃ ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবং ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপং ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রংধেনুনাং কামধুক্ ।

প্রজনশ্চামি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

সেনানীনামিত্যর্থঃ স্কন্দঃ কার্তিকেরঃ ॥ ২৪ ॥

একমক্ষরং প্রণবঃ ॥ ২৫ ॥

অমৃতোদ্ভবঃ অমৃত মখনোদ্ভূতং ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

কামধুক্ কামধেনুঃ কন্দর্পানাং মধ্যপ্রজনঃ প্রজোৎপত্তিক্রতুঃ কন্দর্পোহং ॥ ২৮ ॥

চন্দ্র, বেদ, সকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেব গণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় গণের মধ্যে মন, সমস্ত ভূতের চেতন স্বরূপ রুদ্র দিগের মধ্যে আমি শিব, বৃক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বস্তু দিগের মধ্যে আমি পানবক, পর্বত গণের মধ্যে আমি সুরেন্দ্র, পুরোহিত দিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনা পতি গণের মধ্যে আমি কার্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, এবং স্বাবর গণ মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

বৃক্ষ গণের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষি গণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্ব মধ্যে আমি চিত্র রথ এবং সিদ্ধগণ মধ্যে আমি কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

আমি অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈশ্রবঃ রূপে সমুদ্র মহন সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তি গণ মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্য গণ মধ্যে আমি সম্রাট ॥ ২৭ ॥

অয়ুগণ মধ্যে আমি বজ্র, পাতীগণ মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা

অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহং ।

পিতৃণামৰ্য্যমা চান্মি যমঃ সংযমতামহং ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চান্মিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহং ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেস্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতা মন্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহং ।

ববাণাং মকরশ্চান্মি শ্রোতসামন্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাক্ৈবাহমর্জ্জুন ! ।

যাদসাম্ জলচরানাং সংযমতাং দণ্ডয়তাং ॥ ২৯ ॥

কলয়তাং বশীকরুতাং মৃগেষ্রঃ সিংহঃ বৈনতেয়শ্চ গরুড়ঃ ॥ ৩০ ॥

পবতাং বেগতাং পবিত্রী কুর্বতাং বা মধ্যে রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতার-
ছাদা বেশানাঞ্চ জীব বিশেষহাং যুদ্ধমেববিভূতিত্বং । তথাচতাসবতাস্বতপ্ত পান্ন
বাক্যঃ এতন্তে কথিতঃ দেবি জামদগ্নের্মহাস্বনঃ । শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শাস্ত্রিনঃ
শ্রোতোঃ । আবিষ্টো ভার্গবেচাত্ত্বদিত্তি । আবেশাবতার লক্ষণঞ্চ তদ্রৈবভাগবতা
স্বতে বখা জ্ঞান শক্তাদিকলরা বত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ । ত আবেশানিগদ্যন্তে জীবা
এব মহন্তরাঃ ইতি ববাণাং সংস্যানাং মকরো মংস্য জাতি বিশেষঃ শ্রোতসাম্
শ্রোতস্বতীনাং ॥ ৩১ ॥

স্বজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয় ত্তেযামাদিঃ সৃষ্টিঃ অন্তঃ সংহারঃ মধ্যং পান্ননঞ্চ ইতি

উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি
বাস্কিকি ॥ ২৮ ॥

নাগ গণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ
মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতা দিগের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

দৈত্যগণ মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারক দিগের আমি কাল, মৃগ-
দিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

বেগবান ও পষিড্রকারী বস্ত্রগণ মধ্যে আমি পবন, শস্ত্র ধারী পুরুষ
দিগের মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশ লব্ধ জীব বিশেষ পরশুরাম, জলচর দিগের
মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণ মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য । সমস্ত বিদ্যার

অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহং ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্তচ ।

অহমেবাক্ষয়ঃকালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সৰ্ব্বহরশ্চাহ মুক্তবশ্চ ভবিষ্যতাং ।

কীর্তিঃ শ্রীর্কাক্চ নারীণাং স্মৃতিশ্চৈধাধৃতিঃকমা ॥ ৩৪ ॥

হুষ্টি হিতি প্রলয়া মহিভূতিভেন ধোষা ইত্যর্থঃ । অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষেত্রে হুষ্টাদি কৰ্ত্তা পরমেশ্বর এবোক্তঃ । বিদ্যানাং জ্ঞানানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানং । প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন পৰপক্ষ দুষণাদিরূপ জল্প বিতণ্ডাদি কুর্কতাং বাদস্তদ্বনির্ঘঃ প্রবৃতি সিদ্ধান্তে বঃ সোহহং ॥ ৩২ ॥

সামাসিকস্য সমাস সমুহস্ত মধ্যে দ্বন্দ্বঃ উভয় পদার্থ প্রধানভেন তস্য সমাসেহু ঐষ্ট্যাৎ । অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্ষণাং মধ্যে মহাকালো রক্তঃ বিশ্বতোমুখস্তুভো হংধাতা শৃষ্ট্য়াং মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

প্রতিকপিকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সৰ্ব্বহরঃ সৰ্ব্ব স্মৃতিবো মৃত্যুরহং । বহুস্তং মৃত্যুরত্যন্ত বিন্ধতিবিতি । ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণি বিকারাণাং মধ্যে উক্তব প্রথম বিকারো জন্মাহং নারীনাং মধ্যে কীর্তিঃ খাতিঃ শ্রীঃ কাক্টিঃ বাক সংস্তা বাণীতি তিস্রঃ তথা স্মৃত্যাদয়ঃ স্ততঃপ্রঃ চকাবাৎ মূর্ত্যাদয়ঃস্চাত্তা ধর্ম পত্ন্যাহং ॥ ৩৪ ॥

মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ স্বস্বকপ জ্ঞান । স্বপক্ষ স্থাপন, পরপক্ষ দুষণাদি রূপ জল্প বিতণ্ডাদিকারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্ণয় ॥ ৩২ ॥

অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাস গণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস । সংহর্তা দিগের মধ্যে আমি মহাকাল রক্ত । শৃষ্ট্য়গণ মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

হরণকারী দিগের মধ্যে আমি সর্বহর মৃত্যু । ভাবী বস্তু গণের মধ্যে আমি উক্তব । নারী দিগেব মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী ও বাণী । তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, কমা এবং মূর্ত্যাদি ধর্ম পত্নী ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীছন্দসামহং ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুহুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
 দ্যুতং ছলয়তামসি তেজ স্তেজস্বিনামহং ।
 'জযোহসি ব্যবসায়োহসি সত্ত্বংসত্ত্ববতামহং ॥ ৩৬ ॥
 বৃক্ষীনাং বাহুদেবোহসি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনামপ্যহং ব্যাসং কবীনাশুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
 দণ্ডোদময়তামসি নীতিরসি জিগীষতাং ।
 মোনং চৈবান্বিগুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মীত্যুক্তং তত্র সাম্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম । ভ্রাহ্মকিহরামহ ইত্যন্যঃ
 ঋচিবিগীষমানঃ বৃহৎ সাম । ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রীনাং ছন্দঃ কুহুমাকরো বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

ছলয়তামস্তোক্ত বঞ্চন পরাণাং সত্বজি দূতমসি জেতুণাং জয়োমি ব্যবসায়ি নামুদ্যম বতাং
 ব্যবসায়োমি সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বল মসি ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীনাং মধ্যে বাহুদেবঃ বহুদেবো মৎপিতামহিভূতিঃ প্রজাদিহাং ঋষিকোহং । বৃক্ষী
 না মহম্বেবাসীত্যুক্তোঃ অসান্যার্থতা নেষ্টা ॥ ৩৭ ॥

দমন কর্তৃনাং সত্বজী দণ্ডোহহং ॥ ৩৮ ॥

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দ দিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী,
 মাস গণ মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

পরম্পর বঞ্চনকারীগণের মধ্যে আমি দূত, ক্রিড়া তেজস্বীদিগের মধ্যে
 আমি তেজ, উদ্যমবান পুরুষ দিগের আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবান
 দিগের আমি বল ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীদিগের মধ্যে আমি বাহুদেব, পাণ্ডব দিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়,
 মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবি দিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য ॥ ৩৭ ॥

দমন কারী দিগের আমি দণ্ড, জয় অভিলাষ কারী দিগের আমি
 নীতি, গুহ্য ধর্মের মধ্যে আমি মোম, এবং জ্ঞানবান দিগের আমি
 জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সৰ্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।।

নতদস্তুি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরং ॥ ৩৯ ॥

নাস্তোহস্তুি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ! ।

এষভূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে কিন্তুরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্বদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিত মেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সত্ত্ববঃ ॥ ৪১ ॥

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ! ।

বীজং প্ররোহ কারণঃ যত্তদহমস্মি তত্র হেতুঃ সন্নাভিনা যৎস্যাচ্চরমচরং বা
তদ্রৈবাস্তুি মিথ্যেবৈতর্ক্যঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রকরণ মূপসংহরন্তি নাস্তোহস্তুীতি এষভূ বিস্তারো বাহ্যল্যাং উদ্দেশতো নাম
মাত্রতএব কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

অনুজ্ঞা অপি ত্রৈকালিকী কিংভূতীঃ সংগ্রহীতুমাং যদ্বদ্বিভূতি বিভূতি মৎপ্রার্থ্য
যুক্তং । শ্রীমৎ সম্পত্তি যুক্তং । উর্জিতং বল প্রভাবাদধিকং সত্ত্বং বস্ত্রমাত্রং ॥ ৪১ ॥

বহনা পৃথকপৃথগ্জ্ঞাতেন কিংফলং সমুদিত মেব জানীহি ইত্যাহ বিষ্টতোতি একাংশেন
একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্ধামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টতা অধিষ্ঠানদ্বাং

সৰ্ব্ব ভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে
পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকেনা ॥ ৩৯ ॥

হে পরস্তপ ! আমার দিব্য বিভূতি গণের অস্ত্য নাই । কেবল নাম
মাত্র তোমার নিকট আমার বিভূতির কীর্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য যুক্ত, সম্পত্তি যুক্ত, বল প্রভাবাদির আধিক্য যুক্ত যত বস্ত
আছে সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে । সে সমুদায়ই
আমার প্রকৃতি তেজোহংশ সত্ত্বত ॥ ৪১ ॥

অধিক কি 'বলিব, হে অর্জুন । সংক্ষেপ এই আমার প্রকৃতি সৰ্ব্ব
শক্তি সম্পন্ন । তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট
হইয়া বর্তমান । জড় প্রভাব দ্বারা জড়ীয় সত্তার এবং স্রীব প্রভাব

বিকৃতভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়া-
সিকাং ভীষ্ম পর্বনি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্ব ব্রহ্মবি-
দ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ
নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃবাদধিষ্ঠায় নিরন্তরান্নিয়ম্য । ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য । কারণত্বাৎ সৃষ্টা
স্থিতো হস্মি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যান্তদন্তরা বিয়া ।

স এবাশ্বাদ্য মাধুর্যা ইত্যধ্যায়ার্ণ ইরিতঃ ॥

ইতি সারার্ণ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাহ্মদশমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

দ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট জগতে সাধনিক ভাবে বর্তমান
আছি ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বিশ্ব । বিশ্ব গত বিভূতি

বিচার পূর্বক স্বরূপ তত্ত্বের মাধুর্যাস্বাদন

করার সর্ব প্রাধান্ত এই অধ্যায়ের

তাৎপর্য্য ।

ইতি দশম অধ্যায় ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্য মধ্যাত্ম সংজ্ঞিতং ।

যত্বযোক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতোমম ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাংশ্রুতো বিস্তরশোময়া । .

ত্বত্ত্বঃ কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্য মপি চাব্যয়ং ॥ ২ ॥

একাদশে বিষরূপং দৃষ্ট্বা সংব্রাত্তথীঃ স্তবন্ ।

পার্শ্ব আনন্দিতো দর্শয়িত্বা স্বঃহরিণা পুনঃ ।

পূর্বাধ্যায়ান্তে । বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎনমেকাংশেন হিতোজগদ্বিত্তি সর্ববিভূতায়শ্রয়
মাদি পুরুষং স্বপ্রিয় সখস্যাংশঃশ্রদ্ধা পরমানন্দ নিমগ্ন শুক্রপং দিদ্ভুমানো ভগবদ্বক্তং
অভিনন্দতি মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ । অধ্যাত্মমিতি সপ্তমার্থে অব্যায়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ ।
আত্মনি বাবাসংজ্ঞা বিভূতি লক্ষণা সা সংজ্ঞাতা বসত্যত্বচঃ মোহ স্বদৈখ্যাত্মা জ্ঞানং ॥ ১ ॥

অগ্নিন্বষ্টে তু ভবাপ্যয়ৌ হৃষ্ট সংহারৌ ত্বত্ত্ব ইতি অহং কৃৎন জগতঃ প্রভবঃ
প্রলয় স্তথা ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং হৃষ্টাদি কর্তৃভেদপ্যধিকারী সঙ্গাদি লক্ষণং ।
ময়া ততমিদং সর্বমিতি নচমাং তানি কৰ্ম্মাপি নিবশস্তীত্যাদিনা ॥ ২ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কমলপত্রাক্ষ ! অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় তোমার
পরম গুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার
অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব গত ব্যতিরেক
চিন্তারূপ মোহ দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে
তুমি সর্বদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত এবং বিশ্বরূপাদি প্রকাশ কেবল তোমার
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের একাংশ মাত্র। অতএব আমি তোমার ভূত সকলের
[হৃষ্ট সংহার সম্বন্ধীয় সাক্ষাৎ ভাব এবং অব্যয় মাহাত্ম্য রূপ স্বরূপগত
ভাব, এতদ্ব্যতিরেকই অবগত হইলাম ॥ ১ ॥ ২ ॥

এবমেতদ্বথাং ত্বমান্নানং পরমেশ্বর ! ।

দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ! ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়াদ্রষ্টু মिति প্রভো ! ।

যোগেশ্বর ! ততোমে ত্বং দর্শয়ান্নানমব্যয়ং ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্যমে পার্থ ! রূপানি শতশোহিথসহস্রশঃ ।

নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃतीনিচ ॥ ৫ ॥

ইদানীমান্নানং ত্বং যথাং বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন দ্বিত ইতি তচ্চৈব মেব মম নাত্র কোহপাবিশ্বাসোহন্তীতিভাবঃ । কিন্তু তদপি স্বংস্বতার্থা বুভুষয়া তবৈশ্বরং তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যেনেকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্জসে তস্যৈব তেরূপ মহিমদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যোগেশ্বরেতি অব্যোক্ত্যপি মম তদর্শন যোগ্যতয়াং তবযোগৈশ্বর্যমেষ কারণ মিত্যভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততশ্চ স্বাংশস্ত প্রকৃতান্তর্ধানিনঃ প্রথম পুরুষস্ত সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ইতি পুরুষস্তু প্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন তন্ত্বেবকাল রূপত্ব মপি জ্ঞাপয়িষ্যামীতি মনসি বিমূঢ়্য অর্জুনঃ প্রতি সাবধানো ভবেত্যভি

৮.

হে পুরুষোত্তম ! হে পরমেশ্বর । তোমার স্বরূপ তত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি ; কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টি সময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

জীব অর্গুচৈতন্ত । অতএব বিভূচৈতন্তের ক্রিয়া সম্যক লক্ষ্য করিতে পারে না । আমি জীব, তোমার অনুরূপ বশতঃ তোমার স্বরূপ তত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও তোমার জীব চিন্তাতীত ঐশ্বর স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই । তুমি যোগেশ্বর আমার প্রভু । তোমার অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য (যাহী স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ) আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য দেখ । আমার শত শত ও সহস্র সহস্র নানা বিধ দিব্যরূপ এবং নানা বর্ণাকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসু নুজানশ্বিনৌ মরুত স্তথা ।

বহুতদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি । ভারত ॥ ৬ ॥

ইহৈকম্বং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরং ।

মমদেহে গুড়াকেশ ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টু মিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ॥ ৮ ॥

মুখীকরোতি । পশ্যেতি রূপাণীতি একস্মিন্নপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি
মহিভূতীঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

পরিভ্রমতা দ্বারা বর্ষকোটিভিন্নপি দ্রষ্টুমশকাঃ কৃৎস্নমপি জগৎ ইহ প্রস্তাবে এক
স্মিন্নপি মদেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একম্বং যচ্চাশ্চৎ স্বজয় পরাজয়াদিকঞ্চ সমাস্মিন
দেহে জগদাশ্রয় ভূত কারণ রূপে ॥ ৭ ॥

ইদমিচ্ছজানঃ মায়াময়ং বা রূপ মিত্যর্জুনো মামন্ততাঃ কিন্তু সচ্চিদানন্দময়মেব
স্বরূপমন্তভূত সর্বজগৎক মতীন্দ্রিয়ভেনৈব বিশ্বসিতুঃ ইত্যেদর্থ মাহ নব্বিতি অনেনৈব
প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং চিদং নাকারং দ্রষ্টুং নশক্যসে নশক্ৰোষি ইতি অতন্তভ্যং
দিব্যং অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দদামি তেনৈব পশ্যতি প্রাকৃত নর মানিনমর্জুনঃ কমপি চমৎকারং
প্রাপয়িতুং এব । যতোহি অর্জুনো ভগবৎ পার্শ্বদমুখাঃ স্বাৎনরাবতারহাচ প্রাকৃতনরইব
নচর্জচক্ষুঃ । কিঞ্চ সাক্ষাভগবন্মাধুর্ঘ্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি সোঃর্জুনো

হে ভারত ! আদিত্য সকল, বসুসকল, রুদ্র সকল, অশ্বিনী কুমার
স্বয় ও মরুত সকল এবং অনেক অদৃষ্ট পূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপদেখ ॥ ৬ ॥

সচরাচর জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও সমস্তই আমার এই
ঐশ্বর স্বরূপস্থ । অতএব, হে গুড়াকেশ ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ
স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

তুমি আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা আমার
কৃষ্ণ স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক । আমার যোগৈশ্বর্য্য ময় স্বরূপটা সাংস্কৃতিক-
ভাব-গত । নিরূপাধিক চক্ষু দ্বারা লক্ষিত হয় না । স্থূল জড়দর্শী চক্ষু-
ও আমার ঐশ্বর স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারেনা । যে চক্ষু সৌপাধিক কিন্তু
স্থূল নয়, তাহাকে দিব্যচক্ষু বলা যায় । সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বাততো রাজন্ ! মহাযোগেশ্বরোহরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরং ॥ ৯ ॥

অনেক বক্ত্র নয়ন মনেকাদ্ভুত দর্শনং ।

অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ্যং ॥ ১০ ॥

দিব্যাগাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং ।

সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং ॥ ১১ ॥

দিবিসূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুখিতা ।

ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশকুবন্ দিবাং চক্ষু গৃহীয়াদিতি কঃ খলুহ্যায়ঃ । একেহেব মাচক্ষাতে ভগবতো নরলীলত্ব মহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি সর্ব্বোৎকৃষ্টং যন্তুযিতি তচ্চক্ষুরনন্ত ভক্তইব ভগবতো দেবলীলত্ব সম্পদং নৈব গৃহাতি । নহি সিতোপলারসাধাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং শক্নোতি । তস্মাদর্জুনায় তৎ প্রার্থিতঃ চমৎকার বিশেষং দাতুং দেবলীলত্ব মর্য্যৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহয়িস্ব ভগবান প্রেমরসাননুকূলং দিব্যমমানুষ্যং এব চক্ষু দর্দাবিতি । তথা দিব্যচক্ষুর্দানান্তিপ্রায়োহধ্যায়ান্তেব্যক্তীভবিষ্যতীতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যসাতৎ ॥ ১১ ॥

একদৈব যদি ভাঃ কান্তিরুখিতা ভবেৎ তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপ পুরুষস্য ভাসঃ

দান করি । তদ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর স্বরূপ দর্শন কর । যুক্তিময় বিদ্যচক্ষু লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরূপাধিক ক্রমঃ স্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর স্বরূপে সহজেই প্রীতি লাভ করেন, যেহেতু তাহাদের নিরূপাধিক স্বচক্ষু নিম্নীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র নয়ন, অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক দিব্য অস্ত্র ছিল ॥ ১০ ॥

দিব্য মালা ও বস্ত্র শোভিত, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রা বহুত অনন্ত মূর্ত্তি পরিদৃশ্য হইল ॥ ১১ ॥

যদি কখন সহস্র সূর্য্য এক কালে উদিত হয়, তবে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের

যাদি ভাঃ সন্দৃশী সা স্যাষ্টাসন্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকহং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকধা ।

অপশ্যদেব দেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততঃ সবিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাং স্তবদেব ! দেহে-

সৰ্বাং স্তথাভূত বিশেষ সংজ্ঞান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংশ্চ সৰ্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

একসন্তাঃকান্তেঃ সন্দৃশী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

তত্র তস্মিন্ যুক্ত ভূমাবেব দেব দেবস্য শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সৰ্বমেব গণয়িতু মশকা মিতার্থঃ । প্রবিভক্তং পৃথক্ পৃথক্ তয়া হিতং একহং একদেশহং প্রতিরোমকূপহং প্রতি কুক্ষিহং বা ইত্যর্থঃ । অনেকধা যুগ্ময়ং হিরণ্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটি যোজন প্রমাণং শতকোটি যোজন প্রমাণং লক্ষ্য কোট্যাদি যোজন প্রমাণং বা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথীপদ্বর্গিকার্যাং মুমৈরৌ হিতং ব্রহ্মাণ্ডং ॥ ১৫ ॥

ভেজ সন্দৃশকথক হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তখন অৰ্জুন সেই পরম দেবের শরীরে অনন্তজগৎ একত্র স্থিত এবং অনেক রূপে বিভক্ত এরূপ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন বিস্মিষ্ট ও হৃষ্টরোম ধনঞ্জয় প্রণতি পূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে দেব ! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত সংঘ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ ও উন্নত গণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

অনেক বাহুদরবক্ত্র নেত্রং
 পশ্যামি হ্রাং সর্বতোহনন্তরূপং ।
 নাস্তং ন মধ্যং নপুনস্তবাদিং
 পশ্যামি বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বরূপ ! ॥ ১৬ ॥
 কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
 তেজোরাশিঃসর্বোতো দীপ্তিমন্তং ।
 পশ্যামি হ্রাং দূর্গিরীক্ষ্যং সমন্তা—
 দীপ্তানলার্কদ্যুতিমগ্রমেয়ং ॥ ১৭ ॥
 ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
 ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।
 ত্ব মব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা
 সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে ॥ ১৮ ॥
 অনাদি মধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-
 মনস্তবাহুং শশি সূর্য্যনেত্রং ।

হেবিশ্বেশ্বর আদি পুরুষ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

বেদিতব্যং মুক্তিজ্ঞেয়ং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ নিধানং লয়স্থানং ॥ ১৮ ॥

অনাদীত্যত্র মহা বিশ্বয় রসসিদ্ধি নিমগ্নস্যার্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং নদোষায়

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ ! তোমার শরীরে অনেক বাহু উদর, বক্ত্র, নেত্র, সর্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি। তোমার অন্তঃ মধ্য ও আদি দেখিতে পাইনা ॥ ১৬ ॥

তোমার মূর্ত্তি হ্রিঃরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্কদ্যুতি স্বরূপ অগ্রমেয়। তাহাতে নানাবিধ, কিরীটি, গদা, চক্র ও তেজরাশি সর্বদিকে দীপ্তিমান হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর তত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন, ধর্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

তুমি আদি মধ্য ও অন্তহীন অনন্তবীৰ্য্য, অনন্ত বাহু, চন্দ্র সূর্য্য রূপ নেত্র

পশ্যামিহাং দীপ্তহৃতাশবক্তৃং
 স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং ॥ ১৯ ॥
 দ্যাৱা পৃথিব্যোরিদ মন্তরংহি
 ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।
 দৃষ্টদ্রাষ্টুং রূপমিদং তবোগ্রং
 লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাশ্বন ! ॥ ২০ ॥
 অমীহি ত্বাং সুরসজ্জা বিশন্তি
 কেচিন্দ্রীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ো গৃণন্তি ।
 স্বস্তীতু্যক্তা মহর্ষি সিদ্ধ সজ্জা
 বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্পলাভিঃ ॥ ২১ ॥
 রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যা
 বিশ্বহুশ্বিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।
 গন্ধর্ব্ব যক্ষা সুর সিদ্ধ সজ্জা ।
 বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সৰ্ব্বৈ ॥ ২২ ॥

ষট্শতং প্রমাণে কিস্মরে হর্ষে বিস্মিক্তং নদ্রুৱাতি ॥ ১৯ ॥

অথ প্রস্তুতোপবোগিহাস্যৈব রূপস্ত কালরূপত্বং দর্শয়ামাস দ্যাৱেত্যাদি দশভিঃ ॥ ২০ ॥

ত্বা ত্বাং ॥ ২১ ॥

উন্নপাঃ পিবন্তীতি উন্নপাঃ পিতরঃ উন্নভাগাহি পিতর ইতি ক্রতেঃ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

বান ও দীপ্ত হৃতাশ বক্তৃ । স্বীয় তেজ দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছে ॥ ১৯ ॥

আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, তুমি এক হইয়াও সর্বত্র ব্যাপ্ত । হে মহাশ্বন ! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহা দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ঐ দেবতা সকল তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে, কেহ কেহ ভীততাপ্রযুক্ত প্রাজ্ঞলী বন্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন । এবং পুষ্প স্তুতি দ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্র, আদিত্য, ধনু সকল, সাধ্য, বিশ্বদেব সকল, অশ্বিনী কুমার দ্বয়, মরুত

রূপং মহন্তে বহুবক্ত্র নেত্রং
 মহাবাহো ! বহুবাহুরূপাদং ।
 বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
 দৃষ্ট্বালোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাং ॥ ২৩ ॥
 নভস্পৃশং দীপ্ত মনেক বর্ণং
 ব্যাক্তাননং দীপ্ত বিশাল নেত্রং ।
 দৃষ্ট্বাহিত্বাং প্রব্যথিতান্তরাভা
 ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪ ॥
 দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি
 দৃষ্ট্বেব কালানল সন্নিভানি ।
 দিশো ন জানে ন লভেচ শশ্ব
 প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ২৫ ॥

শমঃ উপশমঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

সকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো ! তোমার বহু বক্ত্র, নেত্র, বহু বাহু ও উরু পাদ বিশিষ্ট বহু উদর, করাল দংষ্ট্র বিশিষ্ট রূপ দেখিয়া আমার আশ্রয় ব্যথিত হইতেছেন ॥ ২৩ ॥

হে বিশ্বব্যাপীন্ । তোমার নভস্পর্শ, অনেক দীপ্তবর্ণ ব্যাক্তানল ও দীপ্ত বিশাল নেত্র দৃষ্টি করিয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

তোমার কালানলের আশ্রয় করাল দংষ্ট্রাযুক্ত মুখ সকল দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি । কিসে স্তুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারিনা । হে দেব ! জগন্নিবাস ! তুমি আমার প্রীতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
 সর্বের সহৈবাবনিপাল সজ্জৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
 সহান্বদীযৈরপি যোধ যুথৈঃ ॥ ২৬ ॥
 বক্তাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
 দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ভিলগ্না দশনান্তরেষু
 সংদৃশ্যতে চূর্ণিতৈরুভয়মঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
 যথানদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ
 সমুদ্রমেবাভি মুখাদ্রবন্তি ।
 তথাতবামী নরলোকবীরা
 বিশন্তি বক্তাণ্য ভিতোজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
 যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
 বিশন্তিনাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।
 তথৈবনাশায় বিশতিলোকা-
 স্তবাপিবক্তাণি সমুদ্র বেগাঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও
 কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত বোদ্ধা প্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল
 দস্ত বিশিষ্ট মুখের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ দস্ত মধ্যে
 বিলগ্ন হইয়া উত্তমাস্ত্র চূর্ণিত রূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

যেমত নদীগণের জল বেগ সমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নর
 বীর সকল তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্বতোভাবে
 অলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পতঙ্গ সকল সমুদ্র বেগে হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে

লেলিহসে ঐসন্মানঃ সমস্তা-
 ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।
 তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
 ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ! ॥ ৩০ ॥
 আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
 নমোহস্ত তে দেববর ! প্রসীদ ।
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
 ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিং ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোশ্মিলোক ক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
 লোকান্ সমাহতুঁমিহ প্রবৃত্তঃ ।
 ঋতে পিতৃ ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বৈ
 যে বস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

সেইরূপ তোমার মুখ মধ্যে লোক সকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমুদ্র বেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

হে বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্বলিত মুখ দ্বারা এই সমস্ত লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ । সমস্ত জগৎকে তোমার তেজ দ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

উগ্ররূপ তুমি কে তাহা আমাকে বল । হে দেব ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও । তোমার প্রবৃত্তিই আমি অবগত নই । তোমাকে বিশেষ রূপে জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

ভগবান কহিলেন, এই প্রবুদ্ধ লোক সকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় আমি কাল রূপে অবতীর্ণ । প্রতিপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা গণকে আমি বিনাশ করিব । এই বিনাশ কার্য্য তুমি কর্ত্তা নও কিন্তু আমি কর্ত্তা ॥ ৩২ ॥

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
 জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং ।
 মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব
 নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ! ॥ ৩৩ ॥
 দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
 কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
 ময়াহতাং শুংজহি মা ব্যথিষ্ঠা
 যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এতচ্ছ ত্বা বচনং ক্যেশবস্য
 কৃতাজ্জলি বেপমানঃ কিরীটী ।
 নমস্কৃত্যভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ
 সগদগদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

নমস্কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহস্যাতিপ্রসন্নভবতিযোরত্বঞ্চ ইদমবুখ বিমুখ বিষয়কমিতি সহসৈব
 জ্ঞানাত্মদেব তত্ত্বং ব্যাচক্ষাণঃ শ্রোতি । স্থানে ইত্যবায়ং যুক্তমিত্যর্থঃ । হেহবীকেশ
 স্বভক্তোস্ত্রিলাশাং স্বভক্তোস্ত্রিলাশাঞ্চ স্বাভিমুখো স্ববৈমুখোচ প্রবর্তক তব প্রকীর্ত্যাত্মা
 স্বাহাঙ্গ্যাসংকীৰ্ত্তনেন জগদিদং প্রহব্যাতি প্রহব্যাচ অনুরজ্যাতে অনুরক্তং ভবতীতি

এই নাশ কার্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার উচিত যে
 যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয় জনিত যশঃলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্যভোগ কর ।
 আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্ ! তুমি নিমিত্ত
 মাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধ বীর সকলকে আমি
 নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্রেষ্ট ত্যাগপূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর, এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে
 জয় কর ॥ ৩৪ ॥

যুৱরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! ভগবানের এই সকল বাক্য

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ ! তব প্রকীর্ত্য
 জগৎ প্রহস্যাত্মনুরজ্যতে চ ।
 রক্ষাংসিভীতানি দিশো দ্রবন্তি
 সৰ্ব্বৈ নমসন্তিচ সিদ্ধ মুজ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥
 কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন !
 গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে ।
 অনন্ত ! দেবেশ ! জগন্নিবাস !
 ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥
 ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 স্তুমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ।

যুক্তমেব জগতোহসাত্তদৌষ্মাদিতি ভাবঃ । তথা রক্ষাংসি রক্ষসা হর দানব পিশাচাদীনী
 ভীতানি ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতি পলায়ন্তে ইত্যেতদপি স্থানে যুক্তমেব তেবাং
 ভৈষ্মেবাদিতি ভাবঃ । তথা ব্রহ্মজ্ঞ্যা যে সিদ্ধাঃ তেবাং সংখ্যাঃ সৰ্ব্বৈ নমস্যন্তিচ ইত্যপি
 যুক্তমেব তেবাং ব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ । শ্লোকোহয়ং রক্ষোহয় মন্থত্বেন মন্থশাস্ত্রে
 প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

তে কস্মিন্নমেরন্ অপিহ নমেরন্নেব আত্মনে পদমার্থঃ । সংকার্য্যামসংকারণক
 ভাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ যৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণ করিয়া কম্পিত শরীরে অৰ্জুন কৃতান্তলি পূৰ্বক ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ
 শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি পুরঃসর গদগদ বাক্যে-কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ ! তোমার যশঃ কীর্তন শুনিয়া জগৎ হুটু হুটু অমুরাগ
 লাভকরে, রক্ষ সকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধ সকল
 তোমাকে নমস্কার করে । ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত কার্য্য ॥ ৩৬ ॥

হে মহাত্মন ! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আদি কর্তা ও ব্রহ্ম, তোমাকে
 তাহার কেমন না নমস্কার করিবে ! হে অনন্ত দেব ! হে জগন্নিবাস !
 তুমি সং ও অসং উভয়ের অতীত তত্ত্ব এবং তুমি অচ্যুত ॥ ৩৭ ॥

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
 ত্রয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥ ৩৮ ॥
 বায়ুর্যমোহগ্নিবরূপঃ শশাঙ্কঃ
 প্রজাপতিস্তুং প্রপিতামহশ্চ ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃৎস্বঃ
 পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে ॥ ৩৯ ॥
 নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
 নমোহস্তুতে সর্বত এব সর্বঃ ।
 অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্তুং
 সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসিসর্বঃ ॥ ৪০ ॥
 সখেতি মত্বা প্রসভং যদুস্তং
 হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখেতি ।

নিধানং লয় স্থানং পরং ধাম গুণাতীতং স্বরূপং ॥ ৩৮ ॥

সর্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্গমিব কটক কুণ্ডলাদিকং অত স্তমেব সর্বঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

হস্তহস্তে তাদৃশ মহা মহৈশ্বর্য্যাব্যাহংকৃত মহাপরাধ পুঞ্জোহস্মীত্যনুতাপ মাণিক্যকুণ্ডলাহ সখেতীতি হে কৃষ্ণেতি স্বং বহুদেব নাম্মোনরস্যাঙ্কিরথত্বেনাপ্য প্রসিদ্ধস্য পুত্রঃকৃষ্ণ

তুমি আদিদেব সনাতন পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান। তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত স্বরূপ। হে অনন্ত রূপ! এই বিশ্ব তোমাদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তুমি বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি, এবং ব্রহ্মা। অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি। হে অনন্ত বীর্য্য! তুমি অপরিমেয় শক্তি সম্পন্ন, তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ যে তোমাকে সামাজিক অভিমান

অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং
 ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েনবাপি ॥৪১॥
 যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি
 বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
 একোহথবাপ্যচ্যুত ! তৎসমক্ষং
 তৎক্ষাময়েত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ৪২ ॥
 পিতাসিলোকস্য চরাচরস্য
 হুমস্য পূজ্যশ্চ গুরু গরীয়ান্ ।

ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহং নরপতে: পাণ্ডো: অতিরথস্য পুত্রো হর্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে
 বন্দেবেতি বহুবাংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং মমত্ব পুরুষাংশস্যোক্ত্যেব রাজত্বং হেসখেতি
 সন্ধিরার্থঃ তদপি ত্বরা সহ মম বৎসখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো নহেতুঃ নাপি
 কৌলিকঃ কিন্তু তাবক এব ইত্যভি প্রায়তো যৎ প্রসভং স তিরস্কার মুক্তং ময়া তৎক্ষাময়ে
 ক্ষময়ামি ইত্যুক্তরেনাশ্রয়ঃ। তবেদং বিশ্বরূপাস্বকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাচ্চা প্রণয়েন
 ন্নেহেন বা ॥ ৪১ ॥

পরিহাসার্থঃ বিহারাদিষু অসংকৃতোহসি ত্বংসত্যবাদী নিকপটঃ পরম সরল ইতি
 আদি বক্তোক্ত্যা তিরস্কৃতোহসি ত্বং একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেবাং
 পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোহসি যদাহ্বিতঃ তদাজ্ঞাতং তৎসর্বমপরাধং সহস্রং
 ক্ষাময়ে হে প্রভো ক্ষমস্বৈত্যনুনয়ামীতীর্থ্যঃ ॥ ৪২ ॥

সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপ সঘনিক
 মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়। অতএব কখন প্রমাদ পূর্বক সেই
 সকল উক্তি করিয়াছি। বিহার, শয়ন ও ভোজন সময়ে তোমাকে পরি
 হাস পূর্বক অসংকার করিয়াছি, তাহা কখন কোন বজ্রজনের সমক্ষে
 বা কখন একক স্থিতি সময়ে কৃত হইয়াছে। সেই সহস্র সহস্র অপরাধ
 তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তুমি এই জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু। তোমার সমান কেহই
 নাই, তোমার অপেক্ষা অধিক হওয়া দূরে থাকুক। এই লোক জন্মে তুমি
 অপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

ন তৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যে-
 লোকত্রয়েহপ্য প্রতিমপ্রভাব ! ॥ ৪৩ ॥
 তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায়কায়ং
 প্রসাদয়েদ্ধামহমীশমীভ্যং ।
 পিতবপুত্রস্য সখেবসখ্যুঃ
 প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইসি দেবসোচ্চুং ॥ ৪৪ ॥
 অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতো হস্মিদৃষ্ট ।
 ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
 তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
 প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ! ॥ ৪৫ ॥

কায়ং প্রণিধায় ভূমো দণ্ডবদ্রিপাতা প্রিয়ায়াইসীতি সন্ধিরার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপাদৃষ্ট পূর্ব্বমিদং তে বিশ্বরূপাস্বকং বপুর্দৃষ্টা হৃষিতোহস্মি তদপাস্য যোরহ্মাৎ
 ভয়েনমনঃ প্রব্যথিত মতুং তস্মাৎ তদেবমাত্মং রূপং মৎপ্রাণ কোটাধিক প্রিয়ং মাধুর্য্য
 পারাবারং বহুদেব নন্দনাকারং মে দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈবর্ষাস্য দর্শনায়
 ইতি ভাবঃ। দেবেশেতি স্বং সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ সর্ব্বজগন্নিবাসো ভবসোবেতি ময়া
 প্রতীতমিতি ভাবঃ। অত্রবিশ্বরূপ দর্শন কালে সর্ব্ব স্বরূপ মূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণ
 বপুস্তত্রৈবহিত মপি বোণমায়াচ্ছাদিতহ্মাৎ অর্জুনে ন দৃষ্টমিতি গম্যতে ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ যদবৈধ্যং দর্শয়িষ্যসি তদা তব নয়লীলত্বেন বহুদেব নন্দনাকারেণৈব যদমদাদিভি

তুমি বস্তুতঃ জীবের ঈশ এবং সেব্য। দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি
 প্রণতি পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচঞা করিতেছি। জীব ও তুমি নিত্য
 অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস গত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ। সেই
 সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্য দাস রূপ জীব সকল তোমার প্রতি যে সম্মতা
 ব্যবহার করে, জ্ঞাহা তুমি রূপা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

পূর্বে দেখি নাই যে তোমার বিশ্বরূপ তাহা দর্শন করিয়া কৌতুহল
 চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো নয়নের আনন্দোৎ
 পত্তি হয় না, তজ্জনাই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে।

কিরীটিনং গদিনংচক্র হস্ত-
 মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মহং তথৈব ।
 তেনৈবরূপেণ চতুর্ভুজেন
 সহস্র বাহো ! ভব বিশ্বমূর্ত্তে ! ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্মেন তবাজ্জুনেদং
 রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগং ।

দৃষ্টং পূর্বং তদেবৈবং পরম রসময়মস্মাদৃশ লোক মনোনয়নাস্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরদৃষ্ট
 পূর্বমিদং দেবলীল বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপেণাদ্যা প্রত্যক্ষীকৃত মৈথুর্বা মনোনয়নায়না রোচকং
 ইত্যভিপ্রায়েনাই কিরীটিনং দিব্য মহার্ঘ্য রত্ন কিরীটি যুক্তং তথৈবেতি যথ। অস্মাভিঃ
 কণাচিদৃষ্টং ত্বং জন্মমগ্রেচ তৎ পিতৃভ্যাং যথাদৃষ্টং হে বিশ্ব মূর্ত্তে হে সম্প্রতি সহস্রবাহো! ইদং
 রূপমুপলব্ধত্যা তেনৈব চতুর্ভুজরূপেণ ভব আদিভব ॥ ৪৬ ॥

ভো অর্জুন ত্রৈলোক্য মিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বর্য পুরুষোত্তম ইতি ত্বং প্রার্থন্যৈবেদং ময়। মদংশস্ত
 বিশ্বরূপ পুরুষস্ত রূপং দর্শিতং কথমত্রতঃ মনঃ প্রবাথিত মভূৎ যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্তা
 তস্মানুযমেব রূপং মে দিদৃক্ষসে তস্মাৎ কিমিদমাত্মবাৎ ক্রমে ইত্যাহ ময়েতি প্রসম্মেনৈব

হে জগন্নিবাস ! হে দেবেশ ? তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন
 করাও ॥ ৪৫ ॥

এখন তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির
 মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা চক্রাদি আয়ুধ আছে। সেই মূর্ত্তি হইতেই
 এই বিশ্বরূপ সহস্র বাহু বিশিষ্ট মূর্ত্তি স্থিতি কালে উদয় করিয়া থাক।
 হে কৃষ্ণ ! আমি নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ
 সচ্চিদানন্দময় রূপই সর্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্বজীবাকর্ষক এবং সনাতন
 সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তির ঐশ্বর্য বিলাস রূপ তোমার চতুর্ভুজনায়ন মূর্ত্তি নিত্য
 বিরাজমান আছে এবং যখন জগৎ সৃষ্টি হয় তখন সেই চতুর্ভুজ রূপ
 হইতে বিশ্বরূপ বিরাট মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। এই পরম জ্ঞানের দ্বারাই
 আকাশ কোতুলক চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জুন ! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে

তেজোময়ং বিশ্বমনস্ত মাদ্যং

যস্মৈহৃদন্যেন নষ্টদৃ পূর্ব্বং ॥ ৪৭ ॥

নবেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-

র্নচক্রিয়াভিনতপোতিরুণৈঃ ।

এবং রূপং শক্যোহহং নূলোকে

দ্রষ্টুংহৃদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবো

দৃষ্টারূপং ঘোরমীদৃদ্ধ্যমেদং ।

ময়া তব তুভ্যমেব হৃদয়ঃ রূপং দর্শিতং নাস্তস্মৈ যত স্বভোহন্তেন কেনাপি এতন্ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তদপিহং এতন্ন পূর্ব্বমসি কিমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

তুভ্যং দর্শিত মিদংরূপস্ত বেদাদি সাধনৈরপি দুর্লভমিত্যাহ নবেদেতি স্বভোহন্তেন ন কোনপ্যাহমেবঃ রূপো দ্রষ্টুংশক্যঃ । শক্য অহমিতি যস্ময়লোপাবার্বৌ । তন্মাদলভ্য লাভমাস্থনৌ মদ্বা ত্বমগ্নিরৈবৈবম্বরে সর্ব্ব দুর্লভরূপে মনোনিষ্ঠাং কুরু । এতদ্রূপং দৃষ্টাপ্যলং তে পুনর্মে মাহুযরূপেণ দিদ্মুক্তিতে নেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ভোঃ পরমেশ্বর মাং হং কিং নগ্হাসি যদনিচ্ছতেহপি মহং পুনরিদমেব বলাক্লিৎসসি

জড় জগদন্তর্গত আত্ম যোগ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম । সেই অনন্ত আদি তেজস্বরূপ তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরু প্রবীর ! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র তপস্যা দ্বারা কেহ আমার আত্মযোগ জনিত বিশ্বরূপ ইহলোকে দর্শন করে নাই । তুমিই কেবল দর্শন করিলে । যে সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে তাহারাই দিব্য চক্ষু ও দিব্য মন দ্বারা এই রূপকে দর্শন ও অরণ করে । জড় মধ্যে যাহারা মুঢ় প্রতীতিতে আবদ্ধ তাহারাই দেখিতে পায়না । কিন্তু আমার ভক্ত সকল মুঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করতঃ আমার নিত্য চিত্তে অবস্থিত ; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাহাতে স্থখী না হইয়া, আমার চিন্ত্য নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকংরূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

দুষ্টৈঃ তবৈশ্বাং মম গাত্রাণিবাধন্তে মনো মে ব্যাকুলী ভবতি মুহুরহঃ মুচ্ছামি তবান্মৈ
পরমৈশ্বায়াং দূরত এব মম নমোনমোহন্ত নকদাপাহমেবং ব্রষ্টুং প্রার্থয়িষো ক্তমশ্ব ক্তমশ্ব তদেব
ম্মিষাকারং বপুঃপূর্ব মাধুর্য্য ধূম্মিত হসিত স্বধাসার বর্ষি মুখ চন্দ্রং মে দর্শয় দর্শয়েতি
ব্যাকুল মর্জ্জুনং প্রতি সাশ্বাস মাহ মা তে ইতি ॥ ৪৯ ॥

বখাশ্বাংশস্ত মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস তথামহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভূজং কিরীট গদা
চক্রাদি যুক্তং তৎ প্রার্থিতং মধুরৈশ্বা ময়ং ভূয়ো দর্শয়ামাস । ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ
কটককুণ্ডলোক্ষৌষ পীতাম্বরধরো দ্বিভূজো ভূহা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০ ॥

আমার ভক্ত সকল শান্তি প্রিয় এবং আমার সচ্চিদানন্দ রূপের পক্ষপাতী ।
তঁাহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিন্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন । মূঢ়
বুদ্ধি লোকেরা এই বিশ্বরূপ চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে । অতএব
আমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,
আমি এরূপ আশীর্বাদ করি । আমার মাধুর্য্য ভক্ত সকলের বিশ্বরূপের
সহিত সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই । কিন্তু তুমি আমার লীলা পোষক সখা ।
তোমাকে আমার সকল লীলার উপকরণ হইতে হইবে । তোমার সে
রূপ ব্যথা থাকা উচিত নয় । অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্বক প্রীতমন
হইয়া আমার নিত্য রূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে, মহাত্মা বাসুদেব অৰ্জুনকে এরূপ বলিয়া
স্বীয় চতুর্ভূজ মূর্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ দ্বিভূজ সৌম্য মূর্তি প্রকাশ
করতঃ ভীতমনা অৰ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং তবসৌম্যং জনাৰ্দ্দন ॥

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শ মিদং রূপং দৃষ্টবানসিয়ন্মম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ মহামধুর মূর্তিঃ কৃষ্ণমালকানন্দ সিদ্ধু স্নাতসম্রাহ । ইদানীমেবাহঃ সচেতাঃ
সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোহস্মি ॥ ৫১ ॥

দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্ম্যমাত সুহৃদর্শ মিতি ত্রিভিঃ । দেবতা অপাস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ
এব নতু দর্শনং লভ্যেত । ইদং নৈবেদ্যমপি স্পৃহয়সি ময়ুল স্বরূপ নরাকার মহামধুর্য-নিভাস-
দিনে স্বচ্ছকূবে কথমেতদ্রোচতা । অতএব ময়াদিবাং দাদামিতি চক্ষুরিতি দিব্যঃ চক্ষুর্দত্তঃ কিন্তু
দিব্য চক্ষুরিতি দিব্যঃ মনো ন দত্তং অতএব দিব্য চক্ষুসাপি হয় ন সমাক্তয়্যারোচিতং মন্যাতু
রূপ মহামাধুর্যোক্তগ্রাহি মনস্কহাৎ যদি দিব্যঃ মনোহপি তুভ্যমদাস্যং তদাদেবলোকইব
ভবানগপোতদ্বিধরূপ পুরুষ স্বরূপ মরোচয়িষ্য দেবেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চিদুদস্পৃহণীয়মপোতং স্বরূপ মন্তে পুরুষার্থ সারহেন যে স্পৃহয়তি তেবেদাদায়না-
দিভিরপি সাধনৈরেতজ্জাহ্নু দৃষ্টে কালশকা মেবেতি প্রতীহীতাহনাইমিতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময় দ্বিভূজ মূর্তি দর্শন করতঃ, অৰ্জুন কহিলেন,
হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার এই সৌম্য মানুষ্য মূর্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত
স্থির হইল এবং আমার ভক্ত প্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অৰ্জুন ! তুমি এখন আমার যে রূপ দেখিতেছ
তাহা সুহৃদর্শনীয় । ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতাগণেও এই নিত্য রূপের
দর্শনাকাঙ্ক্ষী । যদিবল যে এই মানুষ্য রূপ সকলেই দর্শন করিতেছে, ইহা
কি রূপে হৃদর্শনীয় হইল, তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি শুন । আমার
এই সান্ধিদানন্দ কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে দর্শক দিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয়
অর্থাৎ বিদ্বৎ প্রতীতি, অবিদ্বৎ প্রতীতি ও মৌক্তিক প্রতীতি । অবিদ্বৎ
প্রতীতি অর্থাৎ মূঢ় প্রতীতি দ্বারা মানবগণ আমার এই মাণিক অর্থাৎ

নাহং বেদৈ নতপসান দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবং বিধৌর্দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসিযশ্মম ॥ ৫৩॥

• ভক্ত্যা অনন্যয়া শক্যোঅহমেবং বিধৌর্জ্জুন ! ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরম্প ! ॥ ৫৪ ॥

তর্হি কেন সাধনেন তং প্রাপতে ইত্যত আহ ভক্ত্যাহুতি । শক্য অহ মিতি বদ্য-
লোপাবাদৌ । বদি নির্দান মোক্ষেচ্ছা ভবেৎ তদা তত্বেন ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি
অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো নান্যথা । জ্ঞানিনাং গুণী ভূতাপি ভক্তিরপ্তিম সময়ে জ্ঞান সংন্যা-
সানন্তরমুদ্রিতা অনীয়সা নন্যৈব ভবেত্ত্যৈব তেষাং সাংখ্য্যং ভবেদিতি ততো মাং তত্বতো
জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তর মিত্যত্র প্রতি পাদয়িযাম : ॥ ৫৪ ॥

• জড় ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করে ।
তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাব জানিতে পারে না । যৌক্তিক বা দিব্য
প্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমাত্রী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড়
ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য মনে করিয়া হয় বিশ্বব্যাপি আমার বিরাট মূর্ত্তিকে
নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক ভাবগত-নির্কিংশেষ ব্রহ্মকে নিত্যতত্ত্বমানে করত
আমার এই মানুষাকারকে অর্চোনাপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করে । বিদ্বৎ
প্রতীতি দ্বারা আমার ঐ মানুষ রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ধাম বলিয়া
চিচ্চক্ষু বিশিষ্ট ভক্ত গণ আমার সাক্ষাৎ কৃতি লাভ করেন । অতএব
এরূপ সাক্ষাদর্শন দেবতাদেরও ছল্লভ । দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব
আমার শুদ্ধ ভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপ দর্শন লালসা করিয়া থাকে ।
তুমি আমার শুদ্ধ সখা ভক্তি আশ্রয় কবিয়াছ বলিয়া আমার রূপায় বিশ্ব-
রূপাদি দর্শন করত নিত্য রূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

তুমি যে আমার নিত্য নরাকার বিজ্ঞান সহকারে দর্শন করিলে তাহা
বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহ দর্শন করিতে শক্য
হননা ॥ ৫৩ ॥

•
হে অর্জুন ! অনন্ত ভক্তি দ্বারাই আমি এই রূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎ
কৃত হই ॥ ৫৪ ॥

মৎকৰ্মকৃৎপৰমো মদুত্তঃ সঙ্গবৰ্জিতঃ ।

নিৰ্বেৰঃ সৰ্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়া-
সিক্যাং ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎস্ব ব্রহ্ম বি-
দ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দৰ্শনোনা
মৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ ভক্তি প্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়াদিষু যে যে ভক্তা উক্তা স্তেযাং সামান্ত
লক্ষণ সাহ মৎকৰ্মকৃদিতি সঙ্গবৰ্জিতঃ সঙ্গবহিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্যৈব মহৈৰ্ঘ্যং মমৈবাগ্নিন্ রণেজয়ঃ ।

ইত্যৰ্জুনো নিশ্চিকায়ৈত্যাধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ।

ইতি সারার্থ বৰ্ণিণাং হৰ্ষিণাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাষেকা দশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কৰ্মজ্ঞান ফল সঙ্গ বৰ্জিত হইয়া
সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সৰ্ব ভূতের প্রতি
সদয় হন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বরূপ ও নারায়ণ মূর্ত্যাди শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের

ঐশ্বর্য্য স্বরূপ ইহাই এই অধ্যায়ে

বিচারিত হইল ॥

ইতি একাদশ অধ্যায় ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

—*—

অৰ্জুন উবাচ ।

এবংসতত যুক্তায়ে ভক্তাস্ত্ৰাং পর্য্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

দ্বাদশে সৰ্বভক্তানাং জ্ঞানিতাঃ শ্রেষ্ঠামুচ্যতে ।

ভক্তেষুপি প্রশস্যন্তে যেষদ্বৈবাদিগুণাবিতাঃ ।

* ভক্তি প্রকরণসোপক্রমে “যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাঙ্কনা । অঙ্কান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ” ইতি ভক্তেঃ সৰ্বোৎকৰ্ণে যথাক্রমতঃ তৈখৰো পসংহারেহপি তস্যা এবং সৰ্বোৎকৰ্ণং শ্রোতু কামঃ পৃচ্ছতি । এবং সতত যুক্তা মংকৰ্ম কৃষ্ণং পরম ইতি বহুত লক্ষণা ভক্তাস্ত্ৰাং শ্রাম সুন্দরাকারং যে পর্য্যুপাসতে যে চাব্যক্তং নিৰ্দেশেবং অক্ষরং এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গিভ্রাক্ষণা অভিবদন্তাস্তুলমনগুহ্যঃ ইত্যাদি শ্রুত্বাক্তং ক্রদ্ধ উপাসতে । তেবামুভয়েষাং যোগ বিদাং মধ্যে কেহতিশয়েন যোগ বিদশ্চ ত্বং প্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ং জানন্তি ন লভন্তে বা তে যোগবিত্তয়া ইতি বক্তব্যে যোগবিত্তমা ইত্যুক্তিৰ্যোগবিত্তরাণামপি বহুনাং মধ্যে কে যোগ বিত্তমা ইত্যর্থঃ বোধ যতি ॥ ১ ॥

অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি এপর্য্যন্ত আমাকে যে সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে যোগী দুই প্রকার অর্থাৎ এক প্রকার যোগী সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম সকলকে তোমার অনন্ত ভক্তির অধীনতার শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া তোমার নির্মল ভক্তি দ্বারা তোমার উপাসনা করেন । অত্র প্রকার যোগীগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম সকলকে নিষ্কাম কর্ম যোগ দ্বারা আবশ্যক মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক যোগ অবলম্বন করেন । ঐ দুই প্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়্যাবেশ্য মনো য়ে মাং নিত্যযুক্তাউপাসতে ।

শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমামতাঃ ॥ ২ ॥

যেত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যাক্তংপর্য্যুপাসতে ।

সর্বত্র গমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥ ৩ ॥

সংনিবম্যেন্দ্রিয় গ্রামংসর্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতেরতাঃ ॥ ৪ ॥

তত্রমহন্তাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ ময়ি শাম হৃন্দরাকারে মন আবেশা আবিষ্টঃ কৃদ্ধা নিত্য যুক্তা মরিতা যোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাভীতয়া শ্রদ্ধয়া । যতঃ সাংখ্যিকাদিভ্যাস্তীকী শ্রদ্ধা কর্ম শ্রদ্ধাতু রাজসী । তামসা ধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণা ইতি । তে মে মদীয়ানন্য ভক্তা যুক্ততমা যোগ বিত্তমা ইত্যর্থঃ । তেনাননা ভক্তেভ্যোনুনা অন্যো জ্ঞান কর্মাদি মিশ্র ভক্তিমন্তো যোগ বিত্তরা ইত্যর্থোহভিবাঞ্জিতো ভবতি । ততশ্চ জ্ঞানাত্তক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপ্যনন্ত ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইতু্যপপাদিতং ॥ ২ ॥

মদীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপোপাসকাস্ত দুঃখিহান্তোনুনা ইত্যাহ যেহিতি দ্বাভ্যাং অক্ষরব্রহ্ম অনির্দেশ্য শব্দেন বাপদেহৈমশকাং যতোহবাক্তং রূপাদিহীনং সর্বত্রগং সর্বদেশব্যাপি অচিন্ত্যং তর্কাগমাং কূটস্থং সর্বকালব্যাপি । একরূপতরাতু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ ইত্যমরঃ । অচলং বুদ্ধাদিরহিতং ধ্রুবং নিত্যং । মামেবেতি অক্ষরন্ত তন্ত মন্তো ভেদাতাবাৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নিগুণ শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তি ময় করিয়া আমাতে যিনি মনোনিবেশ করেন সেই ভক্ত ব্যক্তিই সকল যোগীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

বাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করতঃ সর্বভূতের হিতকার্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যাক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু কষ্টের পর আমাতেই স্থিতি লাভ করেন । আমি ব্যতীত আর উপাস্য বস্তু নাই । অতএব যে সে প্রকারেই পরম বস্তু লাভের যত্ন করুক আমাকেই লাভ করে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ক্লেশোঃধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাং ।

অব্যাক্তাহিগতিহুং দেহবদ্ধিরবাপাতে ॥ ৫ ॥

তর্হিক্লেমাংশে তেষামপকর্ষ স্তরাহক্লেণইতি । ন কেনাপিবাংজাতে ইত্যাক্তং ব্রহ্ম
তঃপ্রবাসক্তচেতসাঃতদেবাংযুবুভূষণাঃ তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোঃধিকতরঃ । হি যন্মাং অব্যাক্তা
গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তি ভবতি সা গতি দেহবদ্ধিঃ প্রবৈহুংখঃ যথাভবতোবাং অব্য-
পাতে । তথাহিইল্লিয়াণাঃ শব্দাদিজ্ঞান বিশেষ এবশক্তিঃ নতু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত
ইল্লিয় নিরোধঃ তেষাং নির্দিশেষ জ্ঞানমিচ্ছতাঃ অবশ্যাকর্ষবাএব । ইল্লিয়াণাঃ নিরোধস্ত্রয়োত-
স্বতীনাশিব নিরোধো দুকরএব । যদুক্তংসনৎকুমায়েণ । যৎপাদ পঙ্কজপলাশ বিলাসভক্ত্যা,
কর্মাণয়ং প্রথিত মুগ্ধধরন্তি সন্তঃ । তদ্বিরিক্তমতয়ো যতয়োনিকৃদ্ধ শ্রোতোগণান্তমরণঃ
ভজ বাহুদেবং । ক্লেশোমহানিহভার্গবমগ্নবেশঃ যদুর্গনক্ সস্থপেন তিতীর্থয়ন্তি । তৎস্বঃ
হরের্ভগবতো ভজনীয়মগ্নিঃ কুয়োদুপংবাসনমুত্তর দুস্তরার্গং । ইতিতাবতাক্লেশনাপি সা গতি
বদ্যাপাতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণেব । ভগবতি ভক্তিং বিনাকিবলব্রকোপসকানান্ত কেবল
ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ । যদুক্তং ব্রহ্মণা-তেষা মসৌ ক্লেশন এব শিবাতে নানাংযথা
স্থূল তুষাবঘাতিনাং ইতি ॥ ৫ ॥

জ্ঞান যোগী ও ভক্ত যোগীর ভেদ এই যে উপায় কালে ভক্ত যোগী
অতি সহজে পরাংপর বস্তুর অনুশীলন পূর্বক নির্ভয়ে ফল কালে তাঁহাকে
লাভ করেন । জ্ঞান যোগী সর্বদা অব্যাক্ত তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায় কালে
ব্যতিরেক চিন্তার যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতে থাকেন । ব্যতিরেক চিন্তা
অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা জীবের পক্ষে সূতরাং দুঃখ জনক ।
ফল কালেও তাহাতে নির্ভরতা নাই, যেহেতু সাধন সময় অতিবাহিত
করিবার পূর্বেই আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারিলে,
চরম গতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখ জনক । জীব নিত্য চিন্ময় বস্তু ।
যদি অব্যাক্ত অবস্থায় লীন হয় তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয় ।
যদি স্বস্বরূপ উদ্ভিত হয় তবে বিপরীত স্বরূপ যে অহংগ্রহ বুদ্ধি তাহার
পরিত্যাগ কালেও কষ্ট হয় । সেই জীব দেহ বিশিষ্ট হইয়া উপায় কালে
বা ফল কালে অব্যাক্ত ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ
করে । বস্তুতঃ জীব চৈতন্য স্বরূপ এবং চিদেহ বিশিষ্ট । অতএব অব্যাক্ত
ভাব কেবল জীবের স্বরূপ বিরোধী ও দুঃখ জনক ভাব বলিয়া জানিবে ।
জীবের ভক্তি যোগই মঙ্গল জনক, জ্ঞান যোগ ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে

যেতুসৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুতামংগপরাঃ ।

অনন্তেনৈবযোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্রভা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ! ময়্যাবেশিত চেতসাং ॥ ৭ ॥

ভক্তানান্ত জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যাব মূখেন সংসারায়ুক্তিঃ ইতাহ। যেহ্মিতি ময়ি মং শ্রান্ত্যর্থং সংসায়া তাক্তা। সন্নাস শব্দসা তাংগার্থহাং অনন্তেনৈব জ্ঞান কর্ত্তপাদি রহিতেনৈবযোগেন ভক্তিযোগেন। যত্বং। যৎকৰ্ম্মভি যত্পসা জ্ঞানবৈরাগাত্মকং। ইতানন্তরং। সৰ্ব্বঃমন্তুক্তিযোগেন মন্তুক্তোলভতেজ্ঞানা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধান কথঞ্চিদযদি বাঙ্-
তীতি। মোক্ষধর্শেনারায়ণীয়েচ। বাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুৰ্ব্বার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনাতপা-
শোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ। ইতি। নহু তদপিতেষাং সংসার তরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ সত্যং
তেষাং সংসার তরণ প্রকারে জিজ্ঞাস্যনৈব জায়তে যত স্তং প্রকারং বিনৈব অহমেব তাংস্তাহ-
য়ামীতাহ তেযামিতি তেন ভগবতো ভক্তেবেব বাৎসল্যং নহু জ্ঞানিষিতি ধ্বনিঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

গেলে সৰ্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপন্ন করে। অতএব নিরাকার, নির্বিকার, সৰ্ব্বব্যাপি ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্ম যোগ সাধিত হয় তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

যাহারা আমার ভগবৎ স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্ত ভক্তি যোগ দ্বারা আমার নিতা বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্ট চিত্ত পুরুষ দিগকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মাণিক সংসার হইতে মুক্তি দান করি এবং মায়া বন্ধ নষ্ট হইলে অভেদ বুদ্ধি রূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যাক্তাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি দিগের অভেদ বুদ্ধি জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।” ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে অব্যাক্ত ধ্যান শীল পুরুষদের অব্যাক্ত স্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? অভেদ বাদী জীবের সে রূপ গতি লাভ দ্বারা তাহার স্বরূপ গত উপাদেয় দূরীভূত হয় ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ময্যেবমম আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্যোযি ময়ি স্থিরং ।

অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ! ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেহপ্য সমর্থোহসি মৎ কৰ্ম্ম পরমোভব ।

বন্দ্যাসক্তিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাত্; ভক্তিমৈব কুর্ন্বতি তামুপদিশতিময্যেবেতি দ্বিতিঃ ।
একারণে নির্বিশেষ ব্যাবৃত্তিঃ ময়ি শ্রামহন্দরে পীতাঙ্করে বনমালিনি মন আধৎস্ব মৎস্মরণং
কুর্ন্বিতার্থঃ । তথা ময়ি বুদ্ধিং বিবেকবতীং নিবেশয় মননং কুর্ন্বিতার্থঃ । তচ্চ মননং ধ্যান
প্রতিপাদক শাস্ত্র বাক্যানুশীলনং ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতিচ্ছান্দসংমৎ সমীপ এব নিবাসং
প্রাপ্নাসীতার্থঃ ॥ ৮ ॥

সাক্ষাৎ স্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্তাপ্য মাহ । অর্থেতি অভ্যাসযোগেন অশ্রদ্ধাস্ত্র-
গতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মরূপ এবস্থাপনমভ্যাসঃ স এবযোগন্তেনাপ্রাকৃতত্বাদিত্তি-
কুৎসিতরূপ রসাদিষু চলন্তা মনোনদ্যাক্তেযু চলনঃ নিরুধা অতি হৃভদ্রেষু মদীরূপ রসাদিষু
তচ্চলনং শটনৈঃ শটনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ । হেধনঞ্জয়েতি বহু শত্রুন্ জিহ্বা ধনমাক্তত্বতাহরা
মনোপিঞ্জিহ্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেহপীতি যথা পিতৃদুহিতা রসনা মৎসাপ্তিকাং নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদুহিতং মনঃ
স্বরূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহীতীত্যতন্তেন দুর্গ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা সহযোকুং ময়ানৈব
শক্যতে ইতি মন্তসেচেদিভাবঃ । মৎকৰ্ম্মাণিপরমাণি বশ্ত সঃ । কৰ্ম্মাণি মদীর প্রবণকীৰ্ত্ত

আমার নিত্য ভগবৎ স্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর,
তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎ তত্ত্বেই
তুমি অবস্থিত হও । তাহা হইলে সেই সাধন ভক্তির সর্বোচ্চ ফল যে
নিরূপাধিক প্রেম তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

যে নিরূপাধিক প্রেমের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহাকে মর্শিষ্ঠ অন্তঃ
করণ ব্যাপার বলিয়া জান । তাহা সাধন করিতে হইল অভ্যাসের
প্রয়োজন হয় । যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অশক্ত হও,
তবে তোমার পক্ষে অভ্যাস যোগই শ্রেয় ॥ ৯ ॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মদর্পিত কৰ্ম্মাচরণ কর । তাহা

মদর্থ মপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধি ম্বাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অর্থ তদপ্যশক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদ্যোগ মাস্তিতঃ ।

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফলত্যাগং ততঃকুরু যত্নবান্ ॥ ১১ ॥

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ভানং বিশিষ্যতে ।

নবন্দনার্চন মন্মথির মার্জন। চাক্ষুণ পুপাহরণাদি পরিচরণানিকুৰ্ব্বন্ বিনাপি মৎস্মরণং সিদ্ধিঃ
প্রেমবৎ পার্শ্বদহলক্ষণাঃ প্রাপ্তস মীতি ॥ ১০ ॥

এতদপি কৰ্ত্তৃমশক্তোহসি মদ্যোগ মাস্তিত ময়ি সৰ্ব্বকৰ্ম্মসমৰ্পণং মদেবাগ মাস্তিতঃ
সন্। কুসৰ্ম্মকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রথমমষ্টৌক্তং কুরু। অযমর্গঃ প্রথমমষ্টৌ ভগবদর্পিত নিককৰ্ম্ম-
যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়মষ্টৌক্তম্ভিঃ ভক্তিয়োগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায়
উক্তঃ। সচ ভক্তিয়োগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠৌক্তঃ অস্তঃকরণ ব্যাপারবাহিকরণ ব্যাপারবৎ। তন্ন
প্রথম দ্বিবিধঃ স্মরণীয়কো মননীয়কশ্চ অপণ্ডস্মরণসামর্থ্যা তদনুবাগিনাং তদভ্যাসঃ পশ্চ ইতি
ত্রিক এবায়ঃ স্মরণীয়ঃ ভগ্নমঃ স্মরণীয়ঃ নিবপবোধানান্ত স্মরণ এব। দ্বিতীয়ঃ স্মরণকীৰ্ত্তনা-
দ্বকল্প সৰ্কেষাঃ এব স্মরণ এবোপায়ঃ। এবমভ্যাসোপায়বদৌক্তাধিকারিণঃ সৰ্পিতঃ প্রকৃষ্টা
দ্বিতীয়মষ্টৌক্তম্ভিঃ কৃত্যং। এতৎকৃত্যঃ সমর্থ্যাঃ ইন্দ্রিয়গাঃ ভগবন্নিষ্ঠকৃত্যব প্রজ্ঞালবণ্ড ভগবদ-
র্পিত নিকামকৰ্ম্মিণঃ প্রথমমষ্টৌক্তাধিকারিণোঃ স্মারিকৃষ্টা এবতি ॥ ১১ ॥

অভ্যাসানাম্ভরণ মননভ্যাসানং বধ্য পূৰ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ স্পষ্টীকৃত্যাহ শ্রেয়োহীতি। অভা-
সাং জ্ঞানং ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়েতুঃ মননং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ। অভ্যাসেসতি অয়াসতত্ত্ব-
ধানঃ স্যাৎ মননেসতি তু অনায়াসত এব ধ্যানং ইতি বিশেষাৎ। তন্মাত্ত্যাদিপাধানং
বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। কুতইত্যাহ ধ্যানং কৰ্ম্মফলানাং স্বর্গাদি স্মরণাঃ নিকাম কৰ্ম্ম-
ফলস্য মোক্ষসাচত্যাগন্তং স্মারাহিত্যঃ স্তাৎ সত্যং প্রাপ্ত্যাপিতস্যোপেক্ষা। নিশ্চলধ্যানং

করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ তত্ত্বে চিত্ত স্থৈর্য্য রূপ
সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

যদি মদর্পিত কৰ্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আশ্রয়ান হইয়া সমস্ত
কৰ্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

হে অর্জুন! নিকৃপাধিক প্রেম লাভের উপায় এক মাত্র সাধন ভক্তি,
সেই ভক্তি যোগ দ্বিবিধ। অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অস্তঃকরণ ব্যাপার ও বহি-
করণ ব্যাপার। ভগবন্নিষ্ঠ অস্তঃকরণ ব্যাপার দ্বিবিধ অর্থাৎ স্মরণীয়ক,
মননীয়ক এবং অভ্যাসীয়ক। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি মন্দ তাহাদের পক্ষে

ধ্যানাৎ কৰ্ম ফলত্যাগস্তাগাস্থিত্বিরনন্তরং ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ স্তুঃক্ষমী ॥ ১৩ ॥

পূৰ্ব্বত্ন ভক্তানামভ্রাতরতীনাং মোক্ষতাগেচ্ছবভবেৎ । নিষ্কলধানবতাং তু মোক্ষোপেক্ষাসৈব
মৌল্যলভ্যাকারিণী যতুঃ ভক্তিরসামুতসিকৌ “ক্লেশত্রীশুভদাইত্যাক্রমভূতিঃ পদৈরেতদ্বাহাঙ্গাং
কৌৰ্জিত” ইতি । যতুঃ । ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্দ্রধিকং, ন সার্বভৌমং ন রসাবধিতং ।
ন সৌগসিকৌরপুনঃ বা, মমার্চিত্যেচ্ছতি মদ্বিনাশ্চ । ইতি মমার্চিত্যাকা মক্ষাননিষ্ঠঃ ।
তাগাংবৈতৃক্ষাদনপ্তরমেবশান্তিঃ মদ্রপশুগাদিকং বিনাসকৰ্মবিষয়েষেব ইন্দ্রিয়াণামুপরতিঃ ।
অত্র পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধেচ্ছয়ে ইতি বিশিষ্যত ইতি পদদ্বয়ে নাশয়াৎ । উত্তরাৰ্দ্ধেতু অনন্তরমিত্যনেনৈবা-
খ্যায় এবৈববাগ্যাসম-প্পদপদ্যতে নান্ধাইচাবধেয়ং ॥ ১২ ॥

● এতাবৃদ্ধাঃ শাণ্ডাঃ ভক্ত্যকীদৃশোভনতি ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিশিষ্ট ভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ
অদ্বৈতা ইত্যষ্টিভিঃ । অদ্বৈতা দ্বিবৎসপি দ্বৈবাং ন কবোতি প্রভূত মৈত্রঃ মিত্রতর্যাবৰ্ত্ততে । করুণা
এবামসম্প্রতিষ্ঠাতবতু ইতিবুদ্ধ্যেতৎপিকৃপায়াঃ । নতুকীদৃশেন বিবেকেন দ্বিবৎসপি মৈত্রী
কাকণো স্মৃতাঃ তদ্বিবেক বিনৈবেতাহ । নিৰ্মমো নিরহঙ্কার ইতি পুণকলত্রাদিষু মমত্বা
ভাবাৎ দেহেচাহঙ্কারাভাবাৎ তস্মৈ মন্তুতস্মা কাপিদ্বৈবা এবনৈব কলতি কৃতঃ পুনৰ্বেবজ্ঞানিত

উক্ত তিন প্রকার অন্তঃকরণ ব্যাপার দুৰ্গম । শ্রবণ কীর্তন রূপ বৃহিকরণ
অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় ব্যাপার সকলের পক্ষেই সুগম ।* অতএব আমার সম্বন্ধে
মনন বা বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ । অভ্যাসদ্বিকালে
ধান যত্ন পূৰ্ব্বক কৃত হয় ; কিন্তু অভ্যাসের কল যে মনন তাহা উপস্থিত
হইলে অনাগ্রাসে ধান হইয়া থাকে । অতএব কেবল জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের
শ্রেষ্ঠতা কাজে কাজেই হইয়া থাকে । কেননা ধান হির হইলে সামান্য
স্বৰ্গ স্তূপ বা মোক্ষ স্তূপ স্পৃহা দূর হয় । সেই স্পৃহাদ্বয় তাক্ত হইলে
আমার রূপ গুণাদি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপরতি রূপ শাস্তি আসিয়া
উপস্থিত হয় ॥ ১২ ॥

৭.

সেই শাস্ত ভক্ত সৰ্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃ দ্বৈক শূভ্র অর্থাৎ যে সকল
গোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বৈক করে, তাঁহাদের প্রতি দ্বৈক করেন না ।
বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন । কুণ্ডল গামী জীবের অসদগতি

সম্বৃত্তঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যস্মান্মোদ্বিজতেলোকোলোকান্মোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বৈগৈশ্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

দুঃখশাস্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্তব্যঃ ইতি ভাবঃ । ননু তদপি অন্তকৃতপাদুকামুষ্টি প্রহারাদিভিঃ দেহব্যাধীনঃ দুঃখ কিঞ্চিৎকবতোব তত্রাহ সমদুঃখমুখঃ যদুক্তং ভগবতা চম্পাকশেখরেন “নারায়ণপরাঃ সর্বৈনকূটস্থ ন বিভাতি । স্বর্গাপবর্গ নরকেষপি তুল্যার্থ দর্শিন ইতি । সুখ-
দুঃখরোঃ সাম্য সমদর্শিত্বং তচ্চ মমপ্রারক ফলং ইদমবশ্য ভোগ্য মिति ভাবনাময়ং সামোৎপি
সহিষ্ণু নৈব দুঃখং সহতে ইতি আহ । ক্ষমী ক্ষমাবান ক্ষমুসহনে ধাতুঃ । ননু এতাদৃশস্য
ভক্তস্য জীবিকাকথং সিধ্যৎ তত্রাহ সন্তপ্তঃ যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যদ্বোপস্থিতে বা ভক্ষ্য-
বস্তনি সন্তপ্তঃ । ননু সমদুঃখ মুখ ইত্যুক্তং তৎকথং স্বভক্ষ্য মালক্ষ্য সন্তপ্তঃ ইতি তত্রাহ সততং
যোগী ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তি সিদ্ধার্থ মिति ভাবঃ । যদুক্তং । আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং
তৎপ্রাপ্যধারণং । তত্ত্বং বিমুক্ততে তেন তদ্বিজায় পরং ব্রজ্যেৎ । ইতি । কিঞ্চদৈবাদপ্রাপ্ত-
ভোক্ত্যোহপি যতাত্মা সংযতচিত্তঃ ক্ষেপভরহিত ইত্যর্থঃ । দৈবাচ্চিদ্রক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থ
মষ্টোদ্রযোগাভাসাদিকং নৈবকরোতীত্যাহ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ অনন্ত ভক্তিরেব মেকর্তব্যোতি
নিশ্চয়ঃ তস্য ন শিথিলী ভবতীত্যর্থঃ । “সর্বত্রহেতুঃ সর্বাপিত মনোবুদ্ধিঃ সৎস্মরণ মনন
পারায়ণ ইত্যর্থঃ । ইদৃশো ভক্তস্ত মে প্রিয়ঃ মামতি প্রীণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ অস্বাস্তি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চনা সর্বৈশ্বৰ্য্যে স্তত্র সমাসতে হুয়াঃ ইত্যাদ্যুক্তে মৎ-
প্রীতিজনক্য অস্ত্রেহপিগুণাঃ ‘মদভ্যামুহরভাস্তয়া স্বত এবোৎপদাস্তে তানপি স্বং শৃণুত্যাহ
বন্দাদিভিঃ পঞ্চভিঃ হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্মুক্ত ইত্যাদি নোক্তানপি কাংক্ষিৎ
গুণান দুর্লাভত্ব জ্ঞাপনার্থং পুনরাহ যোনহস্যতীতি ॥ ১৫ ॥

হইতে কিসে রক্ষা হইবে তদ্বিষয়ে কুপালু । জড়ীয় দেহের সম্বন্ধে নির্মম
অর্থাৎ অহঙ্কার শূন্য । অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও প্রারক কল
বলিয়া তাহাতে প্রাপ্তহন না । এতএব ক্ষমা বান ॥ ১৩ ॥

যদৃচ্ছা লাভে দেহ যাড্রা নির্বাহ করত সর্বদা সন্তপ্ত । উপায় শৃঙ্খল
ক্রমে ফলোদ্দেশ্য নিষ্ঠ রূপ যোগ পরিনিষ্ঠিত । দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া সর্বদা
নিরুপাধিক প্রেম লাভের জন্য যত্ন শীল ॥ ১৪ ॥

বাহা হইলে লোক সকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং লোক দ্বারা যিনি

অনপেক্ষঃ শুচিদ'কউদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্বীরস্তপরিত্যাগী যো মদুক্রঃস মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন হ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্কতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃস মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃশত্রৌচ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণঃস্বথদুঃখেসু সমঃসঙ্গ বিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টোযেনকেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥ ১৯ ॥

যেতুধর্ম্মায়তমিদং যথোক্তং পর্য্যাপাসতে ।

* অনপেক্ষা ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা রহিতঃ । উদাসীনঃ ব্যবহারিক লোকেবনাসক্তঃ সর্বান ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাঃ শুভা পারমার্থিকানপি কান্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন আনন্দান্ উদমান পরিহর্ন্তুং শীলং যন্ত সঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

অনিকেতঃ প্রাকৃতবাস্পদাসক্তি শূন্তঃ ॥ ১৯ ॥

উক্তান্ বহুবিধ স্বভক্ত নিষ্ঠান্ ধর্ম্মরূপ সংহরণকাংক্সনৈতন্নিপুণনাঃ তচ্ছ্বেণ পঠন বিচা-

উদ্বেগ প্রাপ্ত হননা এরূপ হর্ষ, অসর্ষ, অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শাস্ত ভক্ত সকল আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষা শূন্য, পবিত্র, নিপুন, উদাসীন, ব্যথা শূন্য এবং আবদ্ধ কার্য্য সকলের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত আমার ভক্তগণ আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

যিনি জড়ীয় ফল লাভে আশাবান বা হ্রষ্ট চিত্ত হননা, জড়ীয় ফল লাভের ব্যাঘাত হইলে ঘেষ বা শোক করেন না, এবং সমস্ত শুভাশুভ আশ্বসাৎ করেন সেই ব্যক্তিই ভক্তিমান আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রুমিত্রের প্রতি এবং মানাপমান, শীতোষ্ণ, স্বথ দুঃখের প্রতি নিঃসঙ্গ সমতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, বাহাতে তাহাতে সন্তোষ, মৌন ধর্ম্ম ও গৃহাপত্তি শূন্যতা ও স্থির মতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মৎপর শ্রদ্ধা সহকারে বাহার্য্য আত্মপুর্নিক মন্বর্জিত, ধর্ম্মায়তের পর্যা-

শ্রদ্ধধানামংপরমা ভক্তান্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাপ্রবন্ধনিষংস্বত্রক্বেদিতায়াং-
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে ভক্তি যোগো নাম দ্বাদশো-
ধ্যায়ঃ ॥

গাদি কলমাহ বেহিতি । এতে ভক্ত্যাবশ্যত্বাৎ ধৰ্ম্মানশ্রুতান্তাঃ । ভক্ত্যাত্মক্যতি কৃষ্ণে ন
প্রৈ রিতুভিকোটিতঃ । তু ভিন্নোপক্ৰমে উক্তলক্ষণাভক্তা একক স্বভাবনিষ্ঠাঃ এতেতু
তত্ত্বং সৰ্বসমলক্ষণেপ্ৰসবঃ সাধকা অপিতেভ্যঃ সিদ্ধিতোপিশেষ্টা অতএব অতীবেতি পদং ॥২০॥

সৰ্বশ্রেষ্ঠা স্বথময়ী সৰ্বসাধ্য সাধিকা ।

ভক্তিরেবাত্মতত্ত্বগুণেত্যাখ্যায়ার্থে নিরূপিতঃ ।

নিষত্রাক্ষে ইবজ্ঞান ভক্তী যদ্যপি দর্শিতে ।

আদীয়েতে তদপোতে তত্ত্বদ্বাদ লোভিভিঃ ।

ইতি সারার্থ বর্ধিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাং

গীতাহ দ্বাদশোধ্যায়ঃ সম্বতঃ সম্বতঃ সত্যং ॥

পাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ।
মহন্ত ক্রমোন্নতি প্রথাই জীবের আশ্রয়নীয় । ক্রমোন্নতি পছা দ্বারা
জীবের নিরূপাধিক প্রেম লাভ হয় ॥ ২০ ॥

ভক্তিই স্বথময়ী ও সৰ্ব সাধ্য সাধিনী

ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপৰ্য্য ।

ইতি দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

ত্ৰয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—*—

শ্ৰীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যোবেত্তি তং প্রাক্ষিক্ষেত্রজ ইতিতদ্বিদঃ ॥ ১ ॥

নমোঃস্তু ভগবন্ত্তৌ কৃপয়াশাশলেশতঃ ।

জ্ঞানাদিধি তিষ্ঠেত্তৎ সার্থকীকরণা যয়া ॥

যষ্টে তৃতীয়েত্ৰ ভক্তি মিশ্রং জ্ঞানং নিরূপাতে

তদ্বোধো কেবলাভক্তিরপি ভগ্নাৎকৃষ্যতে ॥

ত্ৰয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।

জ্ঞানস্ত সাধনং জীবঃ প্রকৃতিঞ্চ বিবিচ্যতে ॥

তদেবং দ্বিতীয়েন যষ্টেন কেবলয়াভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ততোঃস্তা অহংগ্রহোপা-
সনাদা ত্বিত্র উপাসনাশোভাঃ । অথ প্রথমযষ্টোদিতানাং নিকাম কৰ্ম্মযোগিনাং ভক্তি-
মিশ্র জ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তংমপিপুনঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজাদি বিবেচনেন বিব-
ৰিত্বং তৃতীয়ং যষ্টমারভ্যতে । তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজঃ ইত পেক্ষায়ামাহ ইদমিতি
ইদং সেল্লিয়ং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং সংসারবৃক্ষস্য প্রুরোহটুমিহাৎ । ত য়ে বত্তি
বদ্ধদশায়্য মহঃমমেতাভিমত্মমানং অসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি । মোক্ষদশায়্যন্ত্ব অহং মমেত-
ভিমান রহিতঃ অসম্বন্ধ রহিতমেব যো জানাতি তং উত্তর্যাবপ্তং জীবং ক্ষেত্রজ মিতিশ্রাহঃ
কুৰীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ স্তব্ধফলভোক্তাচ । যছুক্ত ভগবতা “অদত্তিত্চৈকং ফলমস্ত গৃধ্ৰা গ্রামে-
চরা একমরণ্য বাসাঃ । হংসা য একং বহুপমিজো মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং ।
অন্ত্যার্থ গৃধ্ৰাস্তীতি গৃধ্ৰাঃ গ্রামেচরাঃ বন্ধজীবাঃ অন্ত্যর্থসৌক্যং ফলং দুঃখং অদন্তি পরিণামতঃ
স্বর্গাদেৱপি দুঃখরূপহাৎ । অরণা বাসা হংসা মৃতজীবা একফলং স্বথ মদন্তি সর্পথা হৃথ-
কপসা অপবর্গস্যাপি এতজ্ঞত্বহাৎ । এবমেকমপি সংসার বৃক্ষং বহুবিধ নরক স্বর্গাপবর্গ
প্রাপকত্বহরূপং মায়াশক্তি সমুদ্ভুতহাৎ মায়াময়ং । ইজ্যো পূজ্যগুণভিঃ কৃহা যো বেদেতি
তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োৰ্বেদিতারঃ ॥ ১ ॥

হে অৰ্জুন ! আমি তোমাকে পরম রহস্য স্বরূপ ভক্তি তত্ত্ব স্পষ্ট
রূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ এবং বদ্ধ জীবের কৰ্ম্মসকল

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেবুভারত ! ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ ॥

এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবান্ননঃ ক্ষেত্রজ্ঞানমূল্যঃ পরমান্ননস্ত ততোহপি কাংক্ষেন সর্বক্ষেত্রজ্ঞ-
ত্বাং ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । সর্বক্ষেত্রেষু নিরন্তরেন হিতং মাং পরমান্ননঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-
বিদ্ধি । জীবানাং প্রত্যেক মেকৈক ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদ্বিনিকৃৎসং । মমত্বকৈসাব সর্বক্ষেত্রজ্ঞত্ব-
কৃৎসমেবেতি বিশেষোক্তেয়ঃ । কিংজ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ । ক্ষেত্রেণসহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োজী-
বান্ন পরমান্ননোর্থজ্ঞানঃ ক্ষেত্রজীবান্ন পরমান্ননঃ যজ্ঞজ্ঞানমিত্যর্থঃ । তদেবজ্ঞানং মম
ম তং সম্যক্তং চতত্র উত্তমং । পুরুষস্বভূঃ পরমান্ননোদাহৃতঃ ইত্যন্তর গ্রহবিরোধোং ব্যাখ্যাত্তরে-
ণৈকান্নবাদপক্ষে নানুশ্রুত্বাৎ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা করিয়াছি । নিরূপাধিক ভক্তি স্বরূপও বলিলাম । তাহাতে
জ্ঞান কৰ্ম্ম ও ভক্তি রূপ ত্রিবিধ অভিধেয় বিচার সমাপ্ত হইয়াছে । সম্প্রতি
বিজ্ঞান বিচার দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি ।
তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরূপাধিক ভক্তি তব্ধে অধিকতর দাঢ্য হইবে ।
তুম্বাকে আমি যখন ভাগবত শাস্ত্রের মূল রূপ চতুঃ শ্লোক বলিয়াছিলাম,
তখনও “জ্ঞানংমে পরমং শুভং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং । স রহস্যং তদঙ্গ-
গৃহাণ গদিতং ময়া ।” এই বাক্য দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ
এই চারিটি বিষয়ের উপদেশ দিই । এই চিরিটি বিষয় ভাল করিয়া
না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না । অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশ
পূর্বক রহস্যোপযোগী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি । বিশুদ্ধ ভক্তি উদয় হইলে
অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদ্ভিত হয় । তুমি ভক্তি আচরণ পূর্বক
ঐ দুইটি আনুসঙ্গিক ফলাভুত্ব কর । হে কোন্তেয় । এই শরীরের নাম
ক্ষেত্র । যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১ ॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে । সেই তিনটি
তত্ত্বের নাম ঈশ্বর, জীব ও জড় । যেমত একটা একটা শরীরে জীবাত্মা
রূপ একটা একটা ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ সমস্ত জড়জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ
রূপ ঈশ্বর আমাকেই জানিবে । আমার ঐশী শক্তি দ্বারা আমি পর-
মাত্মা রূপে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ আছি । এই রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার পূর্বক
ঐহাদের ত্রিতত্ত্ব বোধ হয় ঐহাদের জ্ঞানই বিজ্ঞান ॥ ২ ॥

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ তদ্বিকারি যতশ্চযৎ ।

সচ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥

ঋষিভিবহুধাগীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমন্তি বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরিতুমারম্ভতে । তৎক্ষেত্রং শবীরং যচ্চ মহাভূত প্রাণেন্দ্রিয়াদি
সংঘাতরূপং যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদি ধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদি বিকারৈর্ঘৃক্তং যতশ্চ প্রকৃতি
পুরুষসংযোগাদ্ভূতং যদিতি বৈঃ স্বাববজ্ঞানাদিতেদৈ ভিন্ন মিতার্থঃ । স ক্ষেত্রজো জীবাত্মা
পরমাত্মা চ । যন্তদ্বিত্তি নপুংসকমনপুংসকেনৈক বচোতি একশেষঃ । সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥ ৩ ॥

কৈবর্ত্তুরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ । ঋষিভিবশি দিভির্যোগশাস্ত্রেণ ছন্দো-
ভিবৈদশ্চ । ব্রহ্মসূত্রানি অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতাাদানি ত ত্বেব পদানি ব্রহ্মপদ্যতে জ্ঞয়তে
ঐত্তিরিত্তি তানি তথা তৈঃ কীদৃশৈর্হেতুমন্তিঃ ইক্ষতেনাশকমিহানন্দনবোহভাসাদিত্তি বৃষ্টি-
মন্তিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈঃ ॥ ৪ ॥

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, তাহা কান্না
হইতে হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব কি, তাহা আমি সংক্ষেপে বলি
শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

সেই ক্ষেত্র তব্বই স্মৃতি শাস্ত্রে ঋষিগণ কর্ত্ত্বক্ বহু প্রকারে বর্ণিত
হইয়াছে, বেদবাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে পৃথক পৃথক কথিত হইয়াছে
এবং হেতু সচকায়ে ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাক্যে ব্রহ্ম সূত্র অর্থাৎ বেদান্ত
সূত্র দ্বারা পরিণীত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদ বাক্য ও বেদান্ত সূত্র বাক্য হইতে ইহাই
সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত,
অহংকার, মহত্ত্ব ও মহত্ত্বের কারণ যে প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি
দশটি বাহোজ্ঞিয়, মুনোরূপ একটা অন্তরেজিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ
ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়, এবস্তৃত চর্কিণী প্রাকৃত তব্বই ক্ষেত্র । এই
চর্কিণী তব্ব আলোচনা করিলে ক্ষেত্র কি ও তাহা কি প্রকার তাহা
জানিবে ॥ ৫ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্ত মেঘচ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্ছাদ্বেষঃ স্নেহঃ দ্বেষঃ সংঘাতশ্চেতনাদ্বিধিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৬ ॥

অমানিত্বমদন্তিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবং ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম নিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

তদ্বৎসসা স্বরূপমাহ মহাভূতানি আকাশাদীনি । অহঙ্কার স্তব্ধকারণ বুদ্ধি বিজ্ঞানা-
জ্ঞক মহত্ত্ব মহাকাবারণ । অবাক্ত পুরুষমহত্ত্বকারণ । ইন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদীনি দশ ।
একমমঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়োনিষয়াঃ । তদেব চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞক
মিতি ॥ ৫ ॥

ইচ্ছাদ্বেষঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতঃ পঞ্চমভূত পরিণামোদেহঃ । চেতনা জ্ঞানাস্বিকামনোবৃত্তিঃ ।
ধৃতি ধৈর্য্যঃ ইচ্ছাদয়ঃ চতে মনোধর্ম্মা এব নদায়ধর্ম্মা । অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব উপল-
লক্ষণং চ এতৎ সংকল্পাদীনাম তথাচ শ্রুতিঃ কামঃ সঙ্কল্পা বিচিকিৎসা আক্কাপতিদ্ধীভী-
রিভোতৎ সন্দমন এব উতি অনেন বাদ্যমিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্র-
সবিকার জন্মাদি বড় বিকারসহিতঃ ॥ ৬ ॥

উক্তলক্ষণাৎক্ষেত্রাত বিবিক্ততয়া জ্যেষ্ঠো জীবাত্ম পরমাত্মানো ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠো বিস্তারেন বর্ণয়িষ্যাম-
ভজ্ঞ জ্ঞানস্ত সাধনানি অমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ । অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাং জ্ঞান-
নাঞ্চসাধারণানি কিন্তু ভেদ্যঃ ময়িচানন্ত যোগেন ভক্তিরবাভিচারিণীইত্যেকমেব ভগবদনুভব
সাধনমেন বহুতঃ ক্রিয়তে । অন্যানি সপ্তদশ উক্তাভাসবতঃ তেবাঃ স্বতঃপ্রবোৎপদান্তে
ন তু তেব বৃত্তঃ ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ । অস্তিনেদেতু জ্ঞানানামসাধারণে এব । অত্র অমানি-
ত্বাদীনি বিপ্লবার্থানি । শৌচং বাহ্যমভ্যন্তরক তথাচ স্মৃতিঃ । শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং
বাহ্যমভ্যন্তরং তথা । মুচ্ছলাভাৎ শূচংবাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্থত্যাং । ইতি । আত্ম নিগ্রহঃ
শরীর সংযমঃ ॥ ৭ ॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, স্নেহ, দ্বেষ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ
দেহ ব্যাপার, চেতনা অর্থাৎ চিদাভাস রূপ মনো বৃত্তি, ধৃতি-প্রভৃতিকে
ক্ষেত্রের বিকার বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহাও ক্ষেত্র ॥ ৬ ॥

অমানিত্ব, দম্বহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব অর্থাৎ সরলতা,
আচার্যোপাসন অর্থাৎ গুরু সেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্ম নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনং ॥ ৮ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্তমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥

ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্ত দেশসেবিতুমরতির্জন সংসৃদি ॥ ১০ ॥

জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পৰ্যালোচনং অসক্তিঃ পুত্রাদিষু প্রীতি-
ত্যাগঃ । অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং স্বপ্নে দুঃখে চাহমেব স্থখী দুঃখীত্যাধাসাভাবঃ । ইষ্টানি-
ষ্টয়ো বাবহারিকরোরূপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সৰ্বদা সমচিন্ত্তয়ং ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

• ময়ি শ্যাম হৃন্দরাকারে অনন্য যোগেন জ্ঞানকর্ষতপো, যোগাদামিশ্রণেন ভক্তিঃচকারাৎ
জ্ঞানাদি মিশ্রণ প্রাধান্যেন চ । আদ্যাভক্তৈরনুষ্ঠেয়া দ্বিতীয়াজ্ঞানভিরিতি কেচিদনোতু অনন্য-
ভক্তি র্থপাপ্রয়ঃ সাধনং তথা পরমাত্মানুভবসাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্র যষ্টেইপুত্তিরিতি ভক্ত্য
ব্যাচক্ষাতে । জ্ঞানিনস্ত অনন্যো যোগেন সৰ্বদা দৃষ্টা ইতি । অব্যভিচারিণী প্রতিদিনমেব-
কর্তব্য । কেনাপিনিবারয়িতুমশক্য ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাঃ ॥ ১০ ॥

বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ প্রভৃতির
দোষ দর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্যতা, পুত্রাদির স্থখ
দুঃখে ওদাসীন্য, সৰ্বদা সমচিন্ত্ত্ব, আগাতে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি,
বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানের নিত্য
বুদ্ধি, তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন রূপ মোক্ষানুসন্ধান, এই বিংশতি ব্যাপারকে
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি গণ ক্ষেত্র বিকার বলিয়া আশঙ্কা করে । বস্তুতঃ ইহার
প্রত্যেক জ্ঞান স্বরূপ । ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিগত তত্ত্ব লাভ হয় ।
ইহার ক্ষেত্রের বিকার নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিকার নাশক ঔষধ স্বরূপ । এই
বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে আগাতে অনন্ত অব্যভিচারিণী ভক্তি একমাত্র
অবলম্বনীয় । অত্র উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফল রূপে ক্ষেত্রের
শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অন্তঃক্ষেত্র নাশ পূর্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয়
সম্পন্ন করে । ভক্তি দেবীর সিংহাসন স্বরূপ ঐ উনবিংশতি ব্যাপারকে জ্ঞান

অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনং ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ ॥

জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃত মম্মুতে ।

অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥

সর্বতঃ পানি পাদন্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং ।

আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং অধ্যাত্মজ্ঞানং তস্যানিত্যত্বং নিত্যামু ষয় ইং পদার্থ শুদ্ধি-
নিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রযোজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচন মিত্যর্থঃ ।
এতদ্বিশতিকং জ্ঞানং সাধাবগোন জীবাত্ম পবমাত্মনোঃ জ্ঞানস্যা সাধনং । অসাধারণং
পবমাত্মজ্ঞানং ত্রে বক্তব্যং । ততাতানাথা অস্মাদ্বিপবীতং মানিত্বাদিকং ॥ ১১ ॥

এবং সাধনৈর্জ্ঞেয়ো জীবাত্মা পবমাত্মা চ তত্র পরমাত্মৈব সর্বগতো ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে ।
তচ্চ ব্রহ্ম নির্নির্দেশং সর্ববিশেষক ক্রমেণ জ্ঞানি ভক্তয়েকগামাং । দেহগতোহপি চতু-
ভূজত্বেনোধেয়ঃ পরমাত্মশব্দেনোচ্যতে । তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ জ্ঞেয়মিতি অনাদি নবদ্যতে
আদির্দস্য মৎস্বরূপত্বানিত্য মিত্যর্থঃ । মৎপবং অহমেবগব উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যন্ত তৎব্রহ্মণোহি
প্রতিষ্ঠাহ মিতি মদগ্রন্থমোক্তেঃ । তদেবকিমিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্ত্বজ্ঞানসং নাপ্য সৎ কার্য
কাবণ্যাতীত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নষেব ব্রহ্মণং সদসদ্বিলক্ষণত্বমিতি । সর্ববিশেষকং ব্রহ্ম ব্রহ্মবেদং সর্বং ইত্যাদি ক্রতি
বিকথোক্ত ইত্যাপেক্ষা স্বরূপতঃ কাব্যকাবণ্যাতীতত্বেনাপি শক্তি শক্তি মতোবভেদাৎ কার্যাকার

অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান বলিয়া জানিবে । আব যত কিছু আছে সে সমুদায়ই
অজ্ঞান ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

হে অর্জুন ! তোমাকে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব বলিলাম । অর্থাৎ
ক্ষেত্র বলিলে যে শবীৰ বুঝায় তাহাব স্বরূপ, বিকাব ও বিকারয় প্রক্রিয়া
বলিলাম । সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবাত্মা ও পবমাত্মা তাহাও বলিলাম ।
ঐ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জ্ঞানের নাম যে বিজ্ঞান তাহাও বলিলাম । সম্প্রতি
সেই বিজ্ঞান দ্বাবার যে তত্ত্ব জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কব । সেই জ্ঞেয়
বস্তু অনাদি, মৎপূর অর্থাৎ আমাব আশ্রিত তত্ত্ব, সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত
ব্রহ্ম । তাহা অবগত হইলে মন্ত্তিরূপ অমৃত ভোগ হয় ॥ ১২ ॥

কিরণ সমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় কবিয়া প্রকাশ পায়, সেই রূপ আমার
প্রভাব স্বরূপ ব্রহ্ম তত্ত্ব বৃহত্তের সীমা লাভ করিয়াছে । ব্রহ্মাদি পিপীলিকা

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং ।

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ১৪ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকেচ তৎ ॥ ১৫ ॥

অবিভক্তঞ্চভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।

শাস্ত্রক মপি তদিত্যাহ । সর্বত এব পাপয়ঃপাদাশ্চ যস্যতৎ ব্রহ্মাদি পিপীলিকাস্তানং পাপি-
পাদ বৃন্দৈঃ সর্বত্র দৃষ্টেব তদ্বৃন্দৈবাসংখ্য পাপিপাদৈবৃন্দং ইত্যর্থঃ । এবমেব সর্বতো
হক্ষীত্যাदि ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ সর্বাণীন্দ্রিয়ানি গুণান্ ইন্দ্রিয় বিবর্জ্য আভাসয়তীতি তচ্চক্ষুশ্চক্ষু রিতাদি শ্রুতেঃ ।
যথা সর্বেন্দ্রিয়েগুণৈঃ শব্দাদিভিঃপাদাভাস তে বিরাজতীতিতৎ । তদপি সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং
প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতং । তথাচ শ্রুতিঃ “অপানি পাদো যবনো গৃহীতা পশুতাচক্ষুঃ স শূণো-
ত্যকর্ণঃ ইত্যাদি ।” “পরাস্য শক্তি বহুধৈব জয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ” “ইতি শ্রুতি
প্রসিদ্ধ স্বরূপশক্ত্যাপ্নদত্বাদিতি ভাবঃ । অসক্তং আসক্তি শূন্যং সর্বভূৎ শ্রীবিষ্ণু স্বরূপেণ সর্ব
পালকঃ নিগুণং সদ্ধাদি গুণ রহিতাকারং কিঞ্চ গুণভোক্তৃ ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য বড়গুণা
বাদকং ॥ ১৪ ॥

ভূতানাং স্বকার্য্যাণাং বহিঃশাস্ত্র যথা দেহানামাকাশাদিকং অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমক
ভূত জাতং তদেব কার্য্যশ্চ কারণস্বকহাৎ । এবমপি রূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং ইদং

পর্যন্ত অনন্ত জীবের আবস্থান স্বরূপ সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব জীবগণের অনন্ত পাপি
পাদ ও অনন্ত চক্ষু মুখ নাসিকা ইত্যাদি সংযুক্ত রূপে সকলকেই আবৃত
করিয়া সেই তত্ত্ব বিরাজ মান ॥ ১৩ ॥

সেই বৃহত্তত্ত্ব সমস্ত ইন্দ্রিয় গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত,
অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্বভূত, নিগুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃত গুণ রহিত অথচ
ত্রিগুণাতীত ভগশব্দ বাচ্য বড়গুণাবাদক ॥ ১৪ ॥

সেই তত্ত্ব সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান । তাঁহা হইতেই

ভূত ভৰ্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং এসিদ্ধু প্রভবিষ্ণুচ ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষামপিতজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্যেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদিসর্বস্য বিষ্ঠিতং ॥ ১৭ ॥

তদ্বিতী স্পষ্টং জ্ঞানং ন ভবতীতি অতএবাবিহুবাং যোজন কোটান্তর মিবদ্রুহংবিহুবাং পুনঃ
অগৃহীত মিবান্তিকেচতৎসদেহ এবান্ত্যামিহাং । দূরাং হৃদ্রে তদিহান্তিকেচ পশ্চাৎবিহবং
নিষ্ঠিতং গুহায়াং ইত্যাদি প্রতিভাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতেষু হাবরজঙ্গমাঙ্কেষু অবিভক্তং কারণাঙ্কনা ভিন্নং কার্য্যাঙ্কনা বিভক্তং, ভিন্নমিব-
হি তং তদেব শ্রীনারায়ণ স্বরূপং সংভূতানাং ভৰ্তৃ স্থিতি কালে পাসকং । প্রলয় কালে এদিষ্ট
সংহারকং স্থিতিকালে প্রভবিষ্ণুচ নানাকাৰ্য্যাঙ্কনা প্রভবনশীলং ॥ ১৬ ॥

জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং । যেন সূর্য্যো ন্তপতিতেজসেন্দ্র
ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চল্য তারকঃ সোমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতো রময়ি, তমেব ভাস্তং অমুভাতি
সর্গং তস্য ভাসা সর্ব মিদং বিভাতীতাদি ক্রতেঃ । অতএব তমসো হজ্ঞানাংপরং তেনাস্পষ্টং
উচ্যতে । আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরন্তাদিত্যাদি ক্রতেঃ । জ্ঞানং তদেব বুদ্ধি বৃত্তাবভিব্যক্তং সং-
জ্ঞান মুচ্যতে তদেব রূপাদ্যাকারেণ পরিণতং জ্যেয়ক তদেব জ্ঞান গম্যং পূৰ্ব্বোক্তেন অমানি-
ত্বাদি জ্ঞান সাধনে প্রাপ্য মিতার্থঃ । তদেব পরমাত্ম স্বরূপং সং সর্বস্য প্রাণিমাাত্রস্য হৃদি
স্থিতিঃ নিরন্তৃতয়া অধিষ্ঠায় স্থিত মিতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

সমস্ত চরাচর । অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয় । তিনি যুগপৎ দূরস্থ
ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৫ ॥

সমস্ত ভূতে বিভক্ত রূপে তাঁহাকে বোধ হয় কিন্তু তিনি অবিভক্ত । প্রতি
জীবাত্মার সহিত ব্যাপ্তি পুরুষ রূপে অবস্থিতি হইয়াও তিনি সর্ব ভূতের এক
অখণ্ড বিরাড় সমষ্টি স্বরূপ পরমেশ্বর । তিনি সমস্ত ভূতের ভর্তা, সংহার
কর্তা ও প্রভবন শীল তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

তিনি সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক । তিনি সমস্ত অন্ধ-
কারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ । তিনিই জ্ঞান । তিনি জ্ঞানগম্যজ্যেয় ।
তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কোক্তং সমাসতঃ ।

মন্তুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিং পুরুষাঞ্চৈব বিজ্ঞানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিজ্ঞি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥ ১৯ ॥

উক্তঃ ক্ষেত্রাদিকঃ অবিকারি কল সহিতমুপসংহতিতীতি । ক্ষেত্রং মহাত্মাদি ধাতাত্ত্বং । জ্ঞানঃ অমানিষাদি তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনাত্ত্বং । জ্ঞেয়ঃ জ্ঞান গম্যক অনাদীতাদি দিগ্ধিতমিতাত্ত্বং । একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মা শব্দ বাচ্যক সংক্ষেপণোক্তং । মন্তুক্তঃ ভক্তি মন্ত জ্ঞানী মন্তাবায় অংসায়জ্ঞায় । যথা মন্তুক্তঃ মন্মেকামিকোদাস এতদ্বিজ্ঞায় মন্ত প্রভো রেতায-দৈর্ঘ্যমিতিজ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেয়ে উপপদ্যতে উপপন্নো ভবতি ॥ ১৮ ॥

পরমাত্মানমুক্ত্য। ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্য জীবাত্মানং কতন্তুসা ময়্যাসংগেযঃ কদারভ অভূদিতা পৌকারামাহ প্রকৃতিত মায়াঃ পুরুষ জীবক উভাবপি অনাদীযং ন বিদ্যতে আদি কারণং যয়োঃ তথাভূতো বিজ্ঞি অনাদেরীষরসা সম শক্তিহাৎ । ভূমিরাপো নলোবায়ুঃ ধামনো বুদ্ধিবেরচ । অতঙ্কার ইতীযং মে ভিন্ন প্রকৃতি রইধা । অপরেয়মিতন্তুনাং প্রকৃতিং বিজ্ঞিসে পরাং । জীবত্বতা মহাবাহো বযেদং ধার্যতে জগৎ । ইতিমহুকে মায়াজীববোরপি মংশক্তিহেন অনাদিহাৎ তয়োঃ সংগেযো পানাদি রিতিভাবঃ । তত্রমিণঃ সঞ্জিইয়োরপি তয়োর্কন্ততঃ পার্থাকামন্তেব ইতাহ বিকারাংশ্চ দেহেল্লিয়াদীন গুণাংশ্চ গুণ পরিণাদম ন স্তথ দুপ শোক মোহাদীন প্রকৃতিসন্ততান্ প্রকৃত্তত্বতান্ বিজ্ঞিতী ক্ষেত্রাকার পরিণতারঃ প্রকৃতেঃ সকাশাষ্ট্রিন মেবজীব বিজ্ঞীভাবঃ ॥ ১৯ ॥

হে অর্জুন ! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটী তত্ত্ব বলিলাম । ইহার নামটী বিদ্বান সজিত জ্ঞান । ভগবন্তুরুগণ এই জ্ঞান লাভ করত আমারি নিরুপাধিক প্রেম ভক্তি লাভ কবে । যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করত যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয় । জ্ঞান আর কিছট নয় কেবল ভক্তি দেবীর পাঠ স্বরূপ ভক্তির আশ্রয় রূপ জীবাত্মার স্বত্ব শুদ্ধি মাত্র । পুরুষোত্তম ঈশ্বর বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥ ১৮ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা কি কল হইবে তাহা বলিতেছি । জড় বস্তু জীব সত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা । সমস্ত

কার্য্য কারণ কর্ত্ত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ স্বধ্বংস্থানাং ভোক্তৃত্বে হেতু রূচ্যতে ॥২০॥

তসা মায়া সংশ্লেষঃ দর্শয়তি কার্য্যঃ শরীরঃ কারণানি স্বধ্বংস্থ সাধনানীজিয়াপি কর্ত্তার ইজিয়াপি তাস্যো দেবাত্তর তথাধাসেন পুরুষস্য তত্ত্বাবপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিবোধ্যঃ প্রঃ ১৫-
রের পুরুষসংসর্গাৎ কার্য্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ অবিনাশক্যা স্ববৃত্তা তদধাস এতচ্চ স্যাদি-
তার্থঃ । তৎকৃত স্বধ্বংস্থানাং ভোক্তৃত্বেতু পুরুষবোজীব এবহেতুঃ । অয়ং ভাবঃ বদ্যপি কার্য্যত্ব
কারণকর্ত্ত্ব ভোক্তৃত্বানি প্রকৃতি ধর্ম্মাঃ এবহ্যন্তদপি কার্য্যভাদিবি জড়ান্শ প্রাধান্যাৎ
স্বধ্বংস্থঃসংবেদনরূপে ভোগেতু চৈতন্যাংশ প্রাধান্যাৎ প্রাধান্যোন বাপদেশ্য ভবন্তীতি ন্যায়ঃ ।
কার্য্যভাদিবি প্রকৃতি হেতু ভোক্তৃত্বেতু পুরুষো হেতু রিত্ব চাতে ইতি ॥ ২০ ॥

ক্ষেত্রই প্রকৃতি । জীব পুরুষ । পরমাত্মা আমার তত্ত্বভয়স্থ আবির্ভাব । প্রকৃতি
ও পুরুষ উভয়ই অনাদি । জড়ীয় কালের পূর্ব্ব হইতে আছে । জড়ীয়
কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয় । আমার পরম অস্তিত্ব স্বরূপ চিন্ময়কালে
আমার শক্তি হইতে উহাদের উদয় হইয়াছে । জড়াপ্রকৃতি আমাতে
লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করত প্রকাশিত হইয়াছে ।
জীবও আমার নিত্য শক্তি-গত-তত্ত্ব । আমার প্রতি বৈমুখ্য বশতঃ জড়া-
প্রকৃতি মধ্যে প্রবিষ্ট । জীব বাস্তবিক শুদ্ধ চিত্তত্ব । তাহাতে মদীয় পরা-
শক্তি ক্রমে একটু তটস্থ ধর্ম্ম নিহীত হওয়ায়, তাহা জড়াপ্রকৃতিতেও উপ-
যোগীতা লাভ করিয়াছে । চিৎ ক্রুরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে তাহা বদ্ধ যুক্ত
ও বদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি
তোমার জ্ঞানের অধীন নয় । তোমার এই পর্য্যন্ত জ্ঞান আবশ্যক যে বদ্ধ
জীবের বিকার সকল ও গুণ সকল জড়া-প্রকৃতি সম্বৃত । জীবের স্বধ্বংসগত
তত্ত্ব নয় ॥ ১৯ ॥

জড়ীয়-কার্য্যকারণ ও কর্ত্ত্ব প্রকৃতির ধর্ম্ম ; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের
হেতু । পুরুষের তটস্থ স্বভাব বশতঃ জড়াভিমান হইতে স্বধ্বংস্থের ভক্তৃত্ব
উদয় হয় । শুদ্ধ জীবের ভক্তৃত্ব নাই । কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়-প্রকৃতিতে
আত্মভিমান বশতঃ সেই ভক্তৃত্ব জীব তটস্থ স্বভাব হইতে বিকার
করিয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্গণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মস্ব ॥ ২১ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তোদেহেহস্মিন্ পুরুষঃপরঃ ॥ ২২ ॥

কিন্তু ততানাদাবিদ্যাকুতেনাধাসেন এব কর্তৃহ ভোক্তৃহাদিকং তদীয়মপি ধর্মঃ স্বীয়ং মনাতে । তত এবাস্য সৎসার ইত্যাহ পুরুষ ইতি প্রকৃতিস্তঃ প্রকৃতি কার্যাদেহে তাদাত্মেন হি স্থিতঃ । প্রকৃতি জ্ঞান্ অন্তঃ করণ ধর্ম্মান্ শোক মোহ যুগ দুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভি মন্যমানো ভুঙ্ক্তে তদ্রকারণঃ গুণ সঙ্গঃ গুণময় দেহেষ্ অসাসঙ্গস্তাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোবিদ্যা-
ভ্রমিতঃ ক ভুঙ্ক্তে ইত্যপেক্ষায়া মাহ সতীষ্ দেবাদি যোনিষু অসতীষ্ তির্বাগাদি যোনিষু শুভাশুভ কর্ম্মকৃতানু যানি জন্মানি তেনু ॥ ২১ ॥

জীবাত্মানমুক্তা পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি যদাপি অনাদিমৎ পরঃ ব্রহ্ম ইত্যাদিনি জুদি সর্কসার্থিল্লিতি মিতানেনচ সামাংগতো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্ত এব তদপি তস্ম জীবাত্ম সাহিতোনাপি পৃথগেব স্পষ্টেতয়াদেহস্তত্ব জ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তিস্ত্রেয়া । অস্মিনদেহেপরোহন্তঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তিঃ পরমাত্মেতি চ নাম্যাপ্যুক্তো ভবতীতার্থঃ । অতঃপনম শব্দ একাত্মবাদ পক্ষে স্বাঃশ ইতি দ্যোতনার্থাজীবন্ত উপসমীপে পৃথকস্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী । অহুমন্তা অনুমোদনকর্ত্তা সন্নিধিমায়েণানুগাহকঃ । সাক্ষীচেতাঃ কেবলো-
নির্গুণশ্চেতি শ্রুতেঃ । তথা ভর্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ ॥ ২২ ॥

তটস্থ স্বভাব হইতে শুদ্ধ জীব বৈকুণ্ঠেব শুদ্ধতা ত্যাগ পূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ সকল ভোগ করেন । প্রকৃতির গুণ সঙ্গ বশতই সদস্য যোনি সমূহে তাহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

জীব আমার সঁখা । তাহার তটস্থ স্বভাব বিগুণ ভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার প্রতি সান্নুধ্য লাভ করে । তটস্থ স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা । তদ্বারা আমার বিমল প্রেম লাভ করিলে জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয় । সেই স্বভাবের অপব্যবহার দ্বারা জীব যখন প্রাকৃতক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও

যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চত্বৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মান মাত্মনা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪ ॥

এতজ্জ্ঞান কলমাহ য ইতি পুরুষং পরমাত্মনং প্রকৃতিং মায়া শক্তিং চকারাৎ জীব শক্তিক সর্বথা বর্তমানোপি লয় বিকোপাদি পরাভূতো পি ॥ ২৩ ॥

অত্র সাধন বিকল্পমাহখানেনেতি দ্বাভ্যাং কেচিদ্ধত্মাখানেন ভগবচ্চিহ্নেনৈব ভক্তা মামভি জানাতীতঃপ্রিমোক্তেঃ । আত্মনিগমসি আত্মনাগম্যেব নহন্তেন কেনাপি উপকারকে নেতার্থঃ । অগ্নে জ্ঞানিনঃ সাংখ্যাত্মানাত্মবিবেক তেন । অপরেযোগিনঃ যোগেনাত্মজ্ঞেন কৰ্ম্মযোগেন নিকাম কৰ্ম্মণাচ । অত্র সাংখ্যাত্মযোগ নিকাম কৰ্ম্মযোগাঃ পৰমাত্মদৰ্শনে পরম্পরৈব হেতবঃ নতু সাক্ষাৎকেতবঃ তেষাং সাত্ত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্ত গুণাতীতত্বাৎ । কিঞ্চ-জ্ঞানকর্ম্ময় সংস্বেদনিত ভগবদ্বক্তে জ্ঞানাদি সন্মানানন্তর মেব ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ ইত্যুক্তে জ্ঞান বিদুচ্য তয়া ভক্ত্যেব পশ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

পরমাত্মারূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি । অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্য সকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, তর্জী, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে পরমাত্মা নামে পরম পুরুষ বলিয়া সর্বদা লক্ষিত হই । জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় আমি তাহার কবদান করি ॥ ২২ ॥

যিনি নিঃশূণ পুরুষতত্ত্ব ও সগুণ প্রকৃতিতত্ত্ব এই প্রণালীতে অবগত হন, তিনি জড় জগতে বর্তমান হইয়াও পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করেন না । অর্থাৎ প্রত্যক্ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক আমার সামুখ্যলাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

হে অর্জুন ! বদ্ধজীব পরমার্থ সম্বন্ধে দুই প্রকারে বিভক্ত হয় অর্থাৎ বহির্মুখ ও সমুত্তমুখ । নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী, কেবলনৈতিক, এই প্রকার লোক সকল পরমার্থ বহির্মুখ । পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ, কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা অন্তর্মুখ । নিতান্ত অভেদবাদ পরায়ণ সাংখ্যযোগী ও বহির্মুখ মধ্যে পরিগণিত । ভক্তগণ সর্ব শ্রেষ্ঠ, যেহেতু

অন্যে হেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাহানেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতি তরন্ত্যেব যুত্যাং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সৎসংস্কার জন্মং ।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগান্নদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৬ ॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং ॥

বিনশ্যাৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সূঃপশ্যতি ॥ ২৭ ॥

অন্তে ইত্যন্তঃ কথা শ্রোতারঃ ॥ ২৫ ॥

উক্তমেবার্থঃ প্রপঞ্চয়তি যাবদধ্যায় সমাপ্তি । যাবদতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টং উৎকৃষ্টং
বা সৎ প্রাণিমাাত্রং ॥ ২৬ ॥

• পরমাত্মানং তু এবং জানীয়াদিত্যাহসমমিতি । বিনশ্যাৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি স এব-
জানীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তঁাহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্ম তত্ত্বে চিদাশ্রয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধারী সাংখ্য যোগী সকল দ্বিতীয় শ্রেণী। তঁাহারা চর্কিষ তত্ত্ব প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধ চিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়বিংশ তত্ত্ব যে ভগবান তঁাহাতে ক্রমশঃ ভক্তি যোগ করেন। তদপেক্ষা নূনশ্রেণীতে কৈশ্বযোগী সকল বর্তমান। তঁাহারা নিকাম কৰ্ম যোগ দ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন। তদপেক্ষা নূনশ্রেণীতে পরকালে বিশ্বাস যুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ সকল ইত্যন্তঃ তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। ইহারাও সাধু সঙ্গ ও সদালোচনা ক্রমে অবশেষে ভক্তি লাভ করিবেন ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

স্বাবর জন্ম মধ্যে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জান ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মা রূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম যে বিনাশ তাহা স্বীকার করেন না। যিনি পরমাত্মাকে এই রূপে জানেন, তিনি তঁাহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

সমংপশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাআনমকৰ্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

যথাভূত পৃথগ্ভাবমেকস্মিনুপশ্যতি ।

অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মানং জীবং ন হিনস্তি নাথঃ পায়ততি ॥ ২৮ ॥

প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণতয়া সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি আত্মানং জীবং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কৰ্ত্তব্যং নতু স্তত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যদা ভূতানাং স্বাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবঃ তত্তদাকারগতং পার্থক্যং একস্থং একস্থানং প্রকৃত্যৈবেবস্থিতং প্রলয় কালে অনুপশ্যতি আলোচয়তি । ততঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাদেব ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টি সময়ে অনুপশ্যতি তদাব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতির ধৰ্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া বদ্ধ জীব সকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে । তন্মধ্যে যিনি বিবেক দ্বারা সৰ্ব্বভূত স্থিত আমার ঐশ্বর্য ভাবকে সৰ্ব্বত্র সুমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথ গামী মন দ্বারা তাঁহার জৈব সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণতা প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম্ম করিতেছে কিন্তু শুদ্ধ আত্মা স্বরূপ আমি কিছু করিনা এরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি আপনাকে সমস্ত কৰ্ম্মের মধ্যে অকৰ্ত্তা বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ ॥

যে সময়ে বিবেকী পুরুষ স্বাবর জঙ্গমাশ্রয় ভূত সমূহের সেই সেই আকার গত পার্থক্য প্রলয় সময়ে এক মাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টি সময়ে সেই এক প্রকৃতি হইতেই ভূত সকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তখন তাঁহার প্রকৃতি গত ভেদ বুদ্ধি রহিত হয় । তিনি তখন শুদ্ধ চিন্তাশ্বে নিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার সঙ্ঘর্ষে ঐক্য লাভ করেন । এই অভেদ বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টা স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

অনাদিদ্ধাম্মিগুণহাং পরমাত্মায় মব্যয়ঃ ॥

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহ্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কুৎস্নং শ্লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কুৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ! ॥৩৩॥

নহু কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদেমানি জন্মহইতুাক্তং । তদ্রদেহগতত্বেন তুলাত্বপি জীব-
স্বৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি নহু পরমাত্মা ইতি । কুত ইত্যত আহ অনাদিদ্ধাদিতি ন বিদ্যাতে
আদিঃ কারণং যতঃ স অনাদি যথা পঞ্চমাত্ম পদার্থেন অহুতম শব্দেন পরমোত্তম উচ্যতে ।
অধৈবানাদি শব্দেন পরমকারণ মুচ্যতে । ততশ্চ অনাদি হাং পরমকারণহাং নিগুণহাং
নির্গতা গুণাঃ সৃষ্টাদয়ো যত তস্য ভাব স্তব্ধং তন্মাত্র জীবাত্মনো বিলক্ষণোহয়ং পরমাত্মা ।
অব্যয়ঃ সর্বদৈব সর্বদৈব স্বীয় জ্ঞানানন্দাদিব্যয় রহিতঃ শরীরস্থোপিতদ্ধর্ম্য গ্রহণাং ন করোতি
জীববল্লকর্তা ন ভোক্তাচ ভবতি । নচ লিপ্যাতে শরীর গুণ লিপ্তশ্চ ন ভবতি ॥ ৩১ ॥

অথ দৃষ্টান্তমাহ । যথা সর্বত্র পঞ্চাদিষপিত্তিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যং অসঙ্গহাং পঞ্চাদি
ভিন্নলিপ্যাতে তথৈব পরমাত্মাদৈবিকৈগুণৈর্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

প্রকাশকহাং প্রকাশ্যধর্ম্মৈনয়ুজ্যতে ইতি স দৃষ্টান্তমাহ যথেনি রবিযথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্য
ধর্ম্মৈনয়ুজ্যতে তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা । সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্যা চক্ষুর্নয়ুজ্যতে চাক্ষুর্বেদীহাদোষৈঃ ।
এক স্তথা সর্বভূতান্তরাহ্মা ন লিপ্যাতে লোক দুঃখেন বাহুঃ ইতি ক্রতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে পরমাত্মা অব্যয়, অনাদি ও
নিগুণ । এই শরীরে জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র ধর্ম্মে বদ্ধ
জীবের ন্যায় লিপ্ত হননা । ব্রহ্ম সম্পন্ন জীবও সূতরাং উক্তজ্ঞানাত্ম্যে
আর গুণি হন না । লিপ্ত না হইয়াও জীব কিরূপ ক্ষেত্রকে ব্যবহার করেন
তাহা শুন ॥ ৩১ ॥

সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত আকাশ যে রূপ সর্বগত হইয়া অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না
সেই রূপ বিবেকী ব্রহ্ম সম্পন্ন জীব পরমাত্মার ধর্ম্মাত্মকরণ বশতঃ সর্ব
দেহে স্থিত হইয়াও দেহ ধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

হে ভারত ! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী
আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেই রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞান চক্ষুষা ।

ভূত প্রবৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুষ্যন্তি তে পরং ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্কুরন সম্বাদে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক
যোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থ মুপসংহরতি । ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়ো জীৱাত্মপরমান্বনো যথাকৃতানাং প্রাণি-
নাং প্রকৃতেঃ সকাশাশ্রোক্ষং মোক্ষাপারং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুঃ স্তে পরং পদং বাস্তি ।

স্বয়ং ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মধ্যে জীৱাত্মা ক্ষেত্রধর্মভাক্ ।

বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যাধ্যায়ার্থ ইরিতঃ ॥

* ইতি সারার্থ বর্ষণ্যাং হর্ষণ্যাং ভক্তচেতসাং ।

ত্রয়োদশোহং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

জড় প্রকৃতির সমস্ত কার্যই ক্ষেত্র । পরমান্বা ও আত্মা রূপ দ্বিবিধ
তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্র । যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের
ভেদ এবং ভূত সকলের জড় নিষ্ঠ প্রবৃত্তির মোক্ষ এই অধ্যায়ের লিখিত
প্রণালী মতে অবগত হন তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরতত্ত্ব যে ভগবান
ঐহাকে অনায়াসে অবগত হন ॥ ৩৪ ॥

হুইটা ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে জীৱাত্মায়ই

ক্ষেত্র ধর্ম স্বীকার ইহা এই

অধ্যায়েকথিত হইল ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

চতুর্দশোহ্যায়ঃ ।

—*—

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমং ।

যজ্ঞজ্ঞাত্বা মুনয়ঃসর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥ ১ ॥

ইদংজ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্য মাগতাঃ ।

সর্গেহপিনোপযায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

গুণাঃ স্যাব্যক্তকান্তেতু কলৈজ্ঞেয়াশ্চতুর্দশে ।

গুণাত্যয়ে চিহ্নততি হেতুর্ভক্তিঞ্চ বর্ণিতা ।

পূর্বাধায়ে কারণং গুণসম্বোধস্ত সদসদেবানিজম্ ইত্যুক্তং তত্র কে গুণাঃ কীদৃশো গুণ-
সঙ্গঃ কস্য কস্ত গুণস্ত সঙ্গাৎ কিং কিং ফলং সাং গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং কথং বা
গুণেভ্যো মোচনং ইতাপেক্ষায়াং বক্ষ্যমানমর্থঃ শ্রবানৌ বক্তুং প্রতিজানীতে পরমিতি
জ্ঞায়তেহেনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ পরং অত্যান্তমং ॥ ১ ॥

সাধর্ম্যং সাক্ষণালক্ষণং মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে ॥ ২ ॥

সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে সমুদায় বলিয়াছি।
জ্ঞান দ্বারা সেই ভগবত্ত্ব রূপ উত্তম জ্ঞান যে প্রকারে লক্ষ হয় তাহা আমি
পুনরায় বলিতেছি। জ্ঞান নিষ্ঠ সনকাদি মুনি সকল যাহা অবগত হইয়া
পরা সিদ্ধি রূপ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান সামান্যতঃ সগুণ। নিগুণ জ্ঞানকে উত্তম জ্ঞান বলা যায়। সেই
নিগুণ জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ সাক্ষপ্য ধর্ম লাভ
করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে প্রাকৃত ধর্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত
অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম, রূপ ও অবস্থা শূন্য হয়। তাহার
জানেনা যে জড় জগতে যে রূপ বিশেষ নামক। ধর্ম দ্বারা বস্তু সকলের
পার্থক্য আছে, তজ্জপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মঙ্গল রূপ বৈকুণ্ঠ
আছে তাহাতেও একটা বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম আছে। সেই বিশেষ দ্বারা

মমযোনি মহদ্বাক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহং ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ! ॥ ৩ ॥

সৰ্ব যোনিষু কোন্তেয় ! মূৰ্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ব্যোনিরহং বীজ প্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

অথা নানাবিদ্যা কৃতস্ত সৃষ্টি সমস্ত বস্তু হেতুতা প্রকারঃ বস্তুং কের কেরজ্ঞয়োঃ সম্ভব প্রকার মাহ । মম পরমেশ্বরস্ত যোনিগৰ্ভাধানস্থানং মহদ্বাক্ষ দেশকালানবচ্ছিন্নদ্বাং মহৎ বৃহৎকাং কার্য্য রূপেণ ব্রহ্মহেতো ব্রহ্ম প্রকৃতি রিতার্থঃ । প্রভাবপি কচিং প্রকৃতি ব্রহ্মেতি নির্দিশাতে । তস্মিন্নহং গৰ্ভং দধামি আদধামি । ইত্যন্যনাং প্রকৃতিঃ বিদ্ধি মেপরাং জীবভূতাং ইতানেন চৈতন পুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ তটস্থ শক্তিরূপা নির্দিষ্টাসা- সকল প্রাণি জীবতয়া গৰ্ভশব্দেনোচাতে ততো মৎকৃতাং গৰ্ভধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তিঃ ॥ ৩ ॥

ন কেবলং সৃষ্টিংপত্তি সময় এব সৰ্বভূতানাং প্রকৃতিমাতা অহংপিতা অপিতু সৰ্ব দৈবেতাহ সৰ্বাস্থ যোনিষু দেবাদ্যাস্থ শুভ পর্যাভ্যাস্থ বা মূৰ্ত্তয়ো জন্ম স্থাবরাস্থিকা উৎপদঃস্তে তাসাং মূৰ্ত্তিনাং মহৎব্রহ্ম প্রকৃতি যোনি ব্রহ্মপত্তিহানং মাতা অহংবীজ প্রদঃ গৰ্ভধান করী পিতা ॥ ৪ ॥

অপ্রাকৃত ধর্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিতা ব্যবস্থাপিত আছে । তাহাকে আমার নিগুণ সাধন্য্য বলে । নিগুণ জ্ঞান দ্বারা প্রগমে সগুণ জগৎকে অতিক্রম করত নিগুণ ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণ সকল উদ্ভিত হয় । তাহা হইলে আর জীব সৃষ্টি সময়ে জড় জগতে জন্মলাভ করেনা এবং প্রলয়ে আত্ম বিনাশ রূপ ব্যথা পায়না ॥ ২ ॥

জড়া প্রকৃতির মূল তত্ত্বই জগতের মাতৃ যোনি । আমি সেই জগদ্যোনি ব্রহ্মে গৰ্ভাধান করি । তাহাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয় । আমার অপ্রাকৃতির জড় প্রভাবই ঐ ব্রহ্ম । তাহাতেই ঐ প্রকৃতি তটস্থ প্রভাব রূপ গৰ্ভাধান করি । তাহা হইতে ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

তর্ক্য গাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্ম রূপ স্নেহের মাতা এবং চৈতন্য স্বরূপ আমিই সে সকলের বীজপ্রদ

সত্ত্বঃরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সত্ত্বাঃ ।

নিবদ্ধস্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিন মব্যয়ং ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলজ্ঞাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ! ॥ ৬ ॥

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষাসঙ্গ সমুদ্ভবং ।

তন্নিবদ্ধাতি কৌন্তেয় ! কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনাং ॥ ৭ ॥

তমস্তু জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাং ।

তদেবং প্রকৃতি পুরুষাভ্যাং সন্ধৃতোৎপত্তিং নিকপা ইদানীং কেচুণা উচ্যন্তে । তেযু সজ্ঞাং জীবসা কীদৃশোবদ্ধ ইতাপেক্ষয়া সাহ । সত্বমিতি দেহে প্রকৃতি কার্যে গুণাঃ তদাঙ্কোন্নতিতঃ দেহিনঃ জীবঃ বস্তুতোহব্যয়ঃ নির্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যয়া কৃতান্গুণ সঙ্গাদেব হেতোঃ গুণা নিবদ্ধস্তি ॥ ৫ ॥

তত্র সত্বসা লক্ষণং বদ্ধকত্ব প্রকারঞ্চাহ তত্রোতি । অনাময়ং নিরুপদ্রবঃশান্ত মিতার্থঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃসঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎসকার্যেণ জ্ঞানেনচ যঃসঙ্গোহঃ সুখী অহং জ্ঞানী চেতুপাধি ধৰ্ম্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিদ্যায়ৈব জীবম্যাভিমানঃ তেন তং বদ্ধাতি । হে অনবেতি বৃদ্ধ অহং সুখী অহংজ্ঞানীতাভিমান লক্ষণং অবঃ মা স্বীকৃ-
কিঁতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

রজোগুণং রাগাত্মকং অনুরঞ্জন রূপং বিদ্ধি । তৃষা অপ্রাপ্তেহর্থে অভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে আসক্তিঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যন্মাত্ তদ্রজঃ দেহিনঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্থেব কৰ্ম্মত্ব সঙ্গেন আসক্তাঃ বদ্ধাতি । তৃষা সঙ্গাভ্যাং কৰ্ম্মসঙ্গমিতি ভবতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞানজং অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতং অনুমিতং ভবতীত্য জ্ঞানজং অজ্ঞান-

সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব,রজ ও তম এই তিনটি গুণ নিসৃত হয় । তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয় সেই অব্যয় চিৎ স্বরূপ জীবকে দেহী রূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপ শূন্য । সত্ত্ব গুণই চৈতন্য স্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

রজগুণকে তৃষা-সঙ্গ-জাত অভিলাষাত্মক ধৰ্ম্ম বলিয়া জানিবে । হে কৌন্তেয় ! সেই রজ গুণই দেহীকে কৰ্ম্ম সঙ্গে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

সমস্ত দেহীর মুক্তকারী, অজ্ঞান জাত গুণকেই তম বলিয়া

প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তম্ভিবধাতি ভারত ! ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ! ॥

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯ ॥

রজস্তম শ্চাতিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ! ॥

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

সৰ্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধিরুদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

জনক মিতার্থ। মোহনঃ ভ্রান্তিজনকঃ প্রমাদোহনবধানঃ আলস্ত মনুষ্যসঃ নিদ্রা চিত্ত-
সামবসাদঃ ॥ ৮ ॥

উক্তমেবার্ধং সংক্ষেপেন পুনৰ্গণয়তি । সত্ত্বং কর্তৃহুপে স্বীয় কলে আসক্তঃ জীবঃ সংজরতি
বশী করোতি নিবধাতীত্যর্থঃ । রজঃ কর্তৃকৰ্ম্মণি আসক্তঃ জীবঃ বধাতি । তমঃ কর্তৃপ্রমাদে-
ভিবতঃ তঃ জ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞান মূংপাদা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

উক্তঃ স্বস্বকারণাং সুখাদিকং প্রতি গুণাং কথং প্রভবতি ইত্যপেকার্যামাহ রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ং
অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি । অদৃষ্টবশাদ্ভবতি এবং রজোঃপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ং
অভিভূয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদ্ভবতি । তমোঃপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়াস্ত্যতি ॥ ১০ ॥

বদ্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্লীণা নিতবো গুণাভিভবতীতি ইত্যুক্তঃ অতন্তেষাং বুদ্ধি-
লিপ্সান্তাহসর্গেতি ত্রিভিঃ । সৰ্ব্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্ত্রাৎ-কীদৃশঃ জ্ঞানং বৈদিক
শব্দাদি বর্ধার্থ জ্ঞানাস্ককঃ তদা তাদৃশ জ্ঞানলিপ্সেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ । উত
শব্দাদ্যন্তোথ সুশাস্ককঃ প্রকাশশ্চ বদেতি ॥ ১১ ॥

জানিবে । প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা সহকারে তমগুণ জীবকে বদ্ধ
করে ॥ ৮ ॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখদিয়া বদ্ধকরে, রজ গুণ জীবকে কৰ্ম্মে আবদ্ধ করে
এবং তমগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল সেখানে রজ ও তম পরাজিত । যেখানে
রজ গুণ প্রবল সেখানে সত্ত্ব ও তম পরাজিত এবং যেখানে তমগুণ প্রবল
সেখানে সত্ত্ব ও রজ অভিভূত থাকে । এই রূপ গুণ সৰ্ব্বলের পৃথক স্থিতি
ও পরস্পর সন্ধক্ষে স্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সত্ত্ব গুণের বুদ্ধি দ্বারা এই জড় দেহের ইঞ্জিয় রূপ দ্বার সকলে প্রকাশ
গুণ বুদ্ধি হয় । তাহাই জৈজিয় জ্ঞান ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।।

রজশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঃ প্রবৃত্তিষ্চ প্রমাদোহমাহ এব চ ।

তমশ্চেতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ! ॥

যদাসত্ত্বে প্রবুদ্ধেতু প্রলয়ং যাতি দেহভুং ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গতা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনশ্চমসি মুঢ় যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কর্মণঃ স্কৃতশ্চাছঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলং ।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্তির্নানা প্রযত্নপরতা । কর্মণামারম্ভঃ গৃহাদি নির্মাণোদ্যমঃ অশমনে বিবর ভোগা-
নুপরতি ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশো বিবেকাতাবঃ শাস্ত্রাবিহিত শকাদি গ্রহণঃ । অপ্রবৃত্তিঃ প্রযত্নমাত্র রাহিত্যং ।
প্রমাদঃ কণ্ঠাদি ধৃত্যেহপি বস্ত্রনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ । মোহো মিথ্যাতিনিবেশঃ ॥ ১৩ ॥

প্রলয়ং যাতি মৃত্যুং প্রপ্নোতি । তদা উত্তমং বিন্ধতি লভন্তে ইতি উত্তম বিদো হিরণ্য-
গর্ভাদুপাসকাঃ তেবাং লোকান্ অমলান্ সুখ প্রদান্ ॥ ১৪ ॥

কর্মসঙ্গিষু কর্মাসক্ত মনুষ্যেণ ॥ ১৫ ॥

যাহার রজ গুণ বৃদ্ধি হয় তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরাগ্ত, কর্মাগ্রহতা-
ও স্পৃহা বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

হে কুরুনন্দন ! তম বুদ্ধি হইতে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ
উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির দেহ ত্যাগ হইলে হিরণ্য গর্ত্তাদির উপাসক
দিগের সুখ প্রদ লোক লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

রজগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি কুলে'জন্ম হয় । তম
গুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মুঢ় চতুষ্পদাদি যোনিতে জন্ম প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

স্কৃত সাত্ত্বিক কর্মের ফলকে নির্মল বলা হইয়াছে । রাজসিক কর্মের
ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনতা ॥ ১৬ ॥

সদ্ব্যংসংজায়তেজ্ঞানং রজসোলোভ এবচ ।

প্রমাদ মোহো তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্য গুণবৃদ্ধিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

নাশ্র্যং গুণেভ্যঃকর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুদ্ভবান্ ।

জন্ম মৃত্যু জরাহুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

স্বকৃতস্য সাত্বিকস্য কর্মণঃ সাত্বিক মেব নিশ্চলং নিরুপদ্রবং অজ্ঞানমচেতনতা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ব ভারতমোন উর্দ্ধং সত্যলোক পযাস্ত্যং । মধ্যে মনুষ্য লোক এব । জঘন্যাস্যাসৌ গুণশ্চেতি তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ তত্রস্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যাস্তি ॥ ১৮ ॥

গুণকৃতং সংসার দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি দ্বাভ্যাং । গুণেভ্যঃ কর্তৃকরণ দিব্যাকারেণ পরিণতেভ্যঃ অন্তঃ কস্তারং ত্রৈলোক্যে যদা ন অনুপশ্যতি কিন্তু গুণা এব সदैব কর্তার ইত্যেব মনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ । গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্ত মেবাদ্বানং বেত্তি তদা স দ্রষ্টামন্তাবং ময়ি সাধুজ্ঞাং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । তত্র তাদৃশ জ্ঞানানন্তর মপি ময়ি পরাং ভক্তিং কুর্বেব ইতুপাস্ত মোক্ষার্থ দৃষ্ট্যাজ্জয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ সোহপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ গুণানিতি ॥ ২০ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজ গুণ হইতে লোভ; এবং তমগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি উর্দ্ধ গতি লাভ করে অর্থাৎ সত্য লোক পর্য্যন্ত যায় । নরলোকে রাজস লোকে স্থান লাভ করে । তামস্য ব্যক্তি গণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

গুণ সকলই কর্তা, গুণের অন্য কর্তা নাই, এই রূপ জীব স্মৃশ্ব দর্শন দ্বারা অনুভব করিয়া গুণ সকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব তাহা জানিতে পারিলে মন্তাব রূপ গুণ কর্তৃক লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

দেহ বিশিষ্ট জীব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি দেহোদ্ধৃত গুণ নিঃসর্গ নিষ্ঠা দ্বারা অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিঃসর্গ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানৈতানতীতোভবতিপ্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চমোহ মেবচ পাণ্ডব ! ।

নদ্বৈষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

হিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টং অপ্যর্থং পুনন্ততোহপি বিশেষ বুভুংসয়া পৃচ্ছতি । কৈর্লিঙ্গৈরিত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চি হৈ ত্রিগুণাতিতঃ স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চৈতানিতি তৃতীয়ঃ গুণাতিতং প্রাপ্তেঃ কিংসাধনমিত্যর্থঃ । হিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদৌ হিত প্রজ্ঞোগুণাতিতঃ কথং স্যাদिति তদানীং ন পৃষ্টং ইদানীং তু পৃষ্টং ইতি বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

তত্রকৈর্লিঙ্গৈ গুণাতিতো ভবতীতি প্রথম প্রশ্নস্তোত্তরমাহ । প্রকাশং সর্বদ্বারেষু দেহেহগ্নিন্ প্রকাশ উপজায়তে ইতি সদ্ধ কাব্যং । প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃ কাব্যং । মোহঞ্চ তমঃ কাব্যং উপলক্ষণ মেতৎ সদ্ধাদীনাম্ সর্বাণ্যপিকার্ষাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রাপ্তানি দ্বঃখ বুদ্ধ্যা ন দ্বৈষ্টি । গুণকাষণোত্তানি নিবৃত্তানি ভবদ্বিতি স্ববুদ্ধ্যা চ ন কাঙ্ক্ষতি সগুণাতিত উচ্যতে ইতি চতুৰ্থে নাম্বয়ঃ সংপ্রবৃত্তানীতি ক্রীত্বস্বার্থঃ ॥ ২২ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন কহিলেন, হে প্রভো ! যিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার কিংলিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন, তিনি কিরূপ আচার করেন এবং ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া কিরূপে বর্তমান হন ? ॥ ২১ ॥

অৰ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন । তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে গুণাতিত ব্যক্তির চিহ্ন কি ? তাহার উত্তর এই যে দ্বেষ ও আকাজ্ঞা রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ । বদ্ধ জীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়াপ্রকৃতির সদ্ধ, রজ ও তম গুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন । সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিন্নি কেবল সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই হয় । কিন্তু যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ ভঙ্গরূপ মুক্তি ভগবৎ ইচ্ছা ক্রমেই লাভ কর সে পর্য্যন্ত নিগুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষ ও আকাজ্ঞা পরিত্যাগ কেই জানিবে । দেহ সদ্ধে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (সদ্ধ, রজ ও তমগুণ হইতে ঐ তিনটি উদ্ভূত হয়) স্ববুদ্ধিই দেহের অমুসৃত থাকিবে । কিন্তু

উদাসীন বদাসীনো গুণৈকো ন বিচাল্যতে ।

গুণাবর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেদ্রতে ॥ ২৩ ॥

সম দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সম লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীর স্তল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তল্য স্তল্যোমিত্রারি পক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারন্ত পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নসোত্তরমাহ উদাসীন বদিত্তি ত্রিভিঃ । গুণকাৰ্য্যোঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবহানান্ধবাত্তে অপিতু গুণাএব স্বকথাবোবু বর্ত্তন্তে ইত্যেবেতি । এতির্থম সৰ্ব্বত্র এব নাতীতি বিবেকজ্ঞানেন বন্তু কীমবতিষ্ঠতি পরশ্লেপদ মাৰ্ঘ্য । নেদ্রতে ন কাপি দৈহিক কৃত্যে বততে । ২৩ ॥ ২৪ ॥

গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারঃ স্ত দৃষ্টেব গুণাতীতো বক্তব্যঃ নতু গুণাতীতত্বোপপত্তি বাবদুকে গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

ঐ সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দেব দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না । এই লিঙ্গ দ্বয় বাঁহাতে লক্ষিত হয় তিনি নিগুণ । চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে মিথ্যা জানিয়া যাহারা চেষ্টা পূৰ্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নিগুণ নয় ॥ ২২ ॥

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি ? তাহার আচার এইরূপ । গুণ সকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন কার্য্য করিতেছে তিনি গুণ দিগকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহা দিগের হইতে পৃথক্ চৈতন্ত স্বরূপ উদাসীনগণের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ২৩ ॥

তাঁহার দেহ চেষ্টা দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি এই সমস্ত উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্ত হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন ॥ ২৪ ॥

তাঁহার সংসারিক ব্যবহার দ্বারা মান, আপমান, শত্রু ও মিত্র সংঘটন হয়, সে সকল তিনি ব্যবহারে গুস্ত করেন, স্বীয় চৈতন্ত স্বৰূপে কিছুই নষ্ট

সাক্ষী বোধব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে ।

সপ্তগান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কথ্যতে ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মমৃতস্যাব্যয়স্যচ ।

কথ্যতান্ গুণানতি বর্ততে ইতি তৃতীয় প্রশ্নোত্তরমাহ মাকেতি । চ এবার্থে মামেব শ্রামহম্মরাকারঃ পরমেধরঃ ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মদ্বার ব্রহ্মানুভবায় ইতি বাবৎ । ভক্ত্যাংমেকর্য গ্রাহ ইতি মধ্যাক্যে একয়েতি বিশেষণোপম্যাসাং মামেব যে প্রশ্নান্তে মায়ামেতাং তরপ্তিতে ইত্যত্রাপি এবকার প্রয়োগাৎ ভক্ত্যাংবিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মানুভবো নভবতীতি নিশ্চয়াৎ । ভক্তিযোগেন কীদৃশেন অব্যভিচারেণ কর্মজ্ঞানাদ্য মিশ্রণ নিকাম কর্মণো স্তস্য প্রবণাৎ । জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিত্তি জ্ঞানিনাং চরমদশায়াং জ্ঞান সাপি নাস প্রবণাৎ ভক্তি যোগন্তু কপি স্তাস্যাপ্রবণাৎ ভক্তিযোগ এব স ব্যভিচারঃ তেন কর্মযোগমিব জ্ঞান যোগমপি পরিত্যজ্য বদ্যব্যভিচারেণ কেবলেনেব ভক্তি যোগেন সেবতে তর্হি জ্ঞানী কপি গুণাতীতো ভবতি নানাধা । অনন্য ভক্তস্ত নিগুণোমদপাশ্রয় ইত্যেকদিশোক্তেঃ গুণাতীত ভবেত্যব । অত্রেদং তৎ “সাত্বিকঃ কারকোহঙ্গী রাগাকোরাঙ্গসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতি মিত্রষ্টো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্শ্বিণঃ জ্ঞানিনোবা সাত্বিকভেদৈনবসাদধকদ্বাবগতেঃ তৎ সাহচর্যাং নিগুণো মদপাশ্রয় ইতি ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্ন্যেব সাত্বিক স্বঃ পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি । একস্ত সাধক দশা মার্ত্ত্যেব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থে লভ্যতে । অত্র চকারে হাধারণার্থ ইতি স্বামি চরণঃ । মামেবেধরঃ নারায়ণ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন হ্রাদশাধ্যায়োক্তো যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদান্ত ব্যাচক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

নগুহুভক্তা কথং নিগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ সাতু দ্বিতীয় তদেকানুভবেনেব সমবেত্তাহ ব্রহ্মণোহীতি যন্মাং পরম প্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধঃ ব্রহ্মক তস্যাপ্যাহ প্রতিষ্ঠা প্রতিজ্ঞতেহম্মি-
 ক্ষিত্তি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অরমরাসিন্ ক্রতিবু সর্গঃত্র প্রতিষ্ঠা পদস্য তথার্থ দ্বাৎ । তথা অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয় সুখায়াঃ ন অব্যয়স্ত নাশরহিতস্ত মোক্ষস্ত ইত্যর্থঃ । তথা সাধ-
 এরূপ জানেন । আসক্তি ও বৈরাগ্যের যত প্রকার আরম্ভ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্বক গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত-
 মান হন ? তাহার উত্তর এই যে অব্যভিচারী ভক্তি যোগ অর্থাৎ জ্ঞান
 কর্ম দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্ম ভাব তাহা
 জ্ঞাত করেন ॥ ২৬ ॥

যদি বল ব্রহ্ম সম্পত্তিই জীবের সর্ব প্রকার সাধনের কল, তবে কিরূপে

শাস্ত্রতস্য চ ধর্মস্য স্বধর্মো কান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে গুণত্রয় বিভাগ যোগো
নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

তস্য ধর্মস্য সাধনকল দশরোরপি নিত্য স্থিতস্য ভক্ত্যাধ্যাস্য পরমধর্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথা তৎ
প্রাপ্যসৌকারিক ভক্ত সম্বন্ধিনঃ স্বধর্মস্য প্রেরণাহং প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ
কৈবল্যকামনয়াকৃতেন মন্ত্রজনেন ব্রহ্মণিলীয়মানো ব্রহ্মহু মপি প্রাপ্নোতি । অত্র ব্রহ্মণোহহং
প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতঃ ব্রহ্মবাহুঃ যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব স্বর্ধামণ্ডলঃ তদ্বদিতার্থঃ ইতি স্বামিচারণাঃ ।
স্বধর্ম্যতেজোরূপত্বেহপি যথাতেজস আশ্রয়ত্ব মপুচ্চাতে এবমে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেহপি ব্রহ্মণঃ
প্রতিষ্ঠাহমপি । অত্র শ্রীবিষ্ণু পুরাণ মপি প্রমাণঃ । শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাস্বভাবঃ
ইতি ব্যাখ্যাতক তত্রাপিস্বামিচরণৈঃ সর্বগস্য আত্মানঃ পরঃ ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা ।
তদ্বক্তঃ ভগবতা ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতিতি । তথা বিষ্ণুধর্মে হপি নরক স্বাদশী প্রসঙ্গে
“প্রকৃতৌ পুরুষেচৈব ব্রহ্মণাপিচ স প্রভুঃ । যথৈক এব পুরুষো বাহুদেবো বাবস্থিতঃ । ইতি
তত্রৈব মাসঙ্ক পূজা প্রসঙ্গে যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরম্নাং সব্রহ্ম ভূতাং পরতঃ পরান্না । ইতি
তথা হরিবংশেহপি বিপ্রকুমারানয়ন প্রসঙ্গে অর্জুনঃ প্রতি শ্রীভগবদ্ভাষ্যং । তৎপরঃ পরমঃ

ব্রহ্ম ভূত বাক্তি তোমার নিগুণ প্রেম সম্ভোগ করে । তবে শুন ! আমার
নিত্য নিগুণ অবস্থাতে আমি স্বরূপতঃ ভগবান । আমার জড় শক্তিতে
আমার তটহা শক্তির চৈতন্য বীজ আধান কালে প্রথমোক্ত শক্তির যে
আদি প্রকাশ তাহাই আমার ব্রহ্ম স্বভাব । জড় বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনা
ক্রমে যখন উচ্চাচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ
করে তখন নিগুণ অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হয় । সেই সীমা লাভ করি-
বার পূর্বে জড় বিশেষ ত্যাগ রূপ একটা নির্বিশেষ ভাব উপস্থিত হয় ।
তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিহ্নিশেষ হইয়া
পড়ে । এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি
নির্বিশেষ আলোচকগণ নিগুণ ভক্তিরূপ রূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন ।
বাহাদেব মুমুকুরূপ দুর্ভাগিনী বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক অবস্থিত
না হয় তাহারাই চরমে নিগুণ ভক্তি স্বাভাবিক করিতে পারে না । বস্ততঃ নিগুণ

ব্রহ্ম সৰ্বং বিভজতে জনং । মৰ্বেষ তু যবনং তেজো জগতু মহসি ভায়ত । ইতি । ব্রহ্মসং-
 হিতাপি “বস্ত্র প্রভা প্রভবতো জগদ্বৎকোটি কোটিবিশেষবহুধারি বিভূতি ভিন্নং । তচ্ছ কনি-
 কলমনস্ত বশেষভূতঃ গোবিন্দমাধি পুরবং তমহঃ ভজামি” ইতি । অষ্টমস্তক্ষে “মদীয়ং মহিমানক-
 পরং ব্রহ্মোতি শক্তিভঃ । বেৎসাসামুগৃহীতং মে সং প্রোতৈৰ্ বিবৃতং হৃদি । ইতি ভগবদ্ভুক্তিঃ ।
 মধুসূদন সরস্বতী পাদান্চ ব্যাচক্যাতেন্ন যথা নমুদন্তভক্তভাব মায়োতু নামকথং ব্রহ্ম ভাবায়-
 কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশান্তবান্যাদ্যাদিত্যশঙ্কাহ । ব্রহ্মণোহীতি প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তি রহমেবেতি ।
 পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ । “পরাকৃত মনস্বন্তঃ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি । সৌন্দৰ্য্যসার সৰ্ব্বব্যং
 বশ্মে নন্দ্যন্তজংমহঃ ইতুপ যোকরা মাস্ক ॥ ২৭ ॥

অনর্থ এব ত্রৈলোক্যং নিতৈল্লোক্যং কৃতার্থতা ।

তচ্ছ ভক্ত্যেব ভবতীত্যধারার্থো নিরূপিতঃ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষণাং হর্ষণাং ভক্তচেতসাং ।

চতুর্দশোহয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

সবিশেষ তত্ত্ব আর্মিই জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ।
 অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ প্রেম, এবং ঐকান্তিক স্তূথ রূপ
 ব্রহ্মরস সমুদায়ই এই নিগুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া
 থাকে ॥ ২৭ ॥

ত্রৈলোক্যই অনর্থ এবং নিতৈল্লোক্যই জীবের

কৃতার্থতা এবং তাহারই অন্য নাম

ভক্তি ইহা এই অধ্যায়ে

উপদিষ্ট হইল ।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায় ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।



• শ্রীভগবানুবাচ ।

উৰ্দ্ধ্বমূল মদ্যঃ শাখামশ্বখং প্রাহুরব্যয়ং ।

ছন্দাংসিযস্ত পর্ণানি যস্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

সংসাবচ্ছেদকোঃসঙ্গ আয়েশাংগঃ স্করাঙ্কবাং ।

উত্তমঃ পুরুষঃ কৃৎস্ন ইতি পঞ্চাদশে কথ্য ।

পূর্বাধ্যায়ের “সীক্‌বোহ্নাভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্ম ভূরায়কল্পতে ।” ইত্যুক্তং । তত্র তব মনুষ্যস্ত ভক্তিব্যোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ সত্যং । অহং মনুষ্য এব কিন্তু ব্রহ্মণোহপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাত্মন ইত্যস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তি স্থানী য়োহয়ং । পঞ্চদশাধ্যায় মারভ্যতে । তত্র সগুণান্ সমতীতা ইত্যুক্তং ইতি গুণময়োহয়ং সং-সারঃ কঃ কৃতোবারং প্রবৃত্তঃ স্বত্বকাসংসার মতি ক্রামান্ জীবোবা কঃ ব্রহ্ম ভূরায় কল্পত ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাং বা কঃ ইত্যাদ্যাপেক্ষায়াং প্রথম মতিশয়োক্তালকারেণ স্রুসারোর মতুতোহম্বথবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি । উৰ্দ্ধে সর্বলোকোপরি তলে সতালোকে প্রকৃতি বীজোথ ঐশ্বর্য প্রয়োহরূপ মহত্ত্বাস্বকঃ চতুর্মুখ এক এব মূলং বসাতং । অধঃ স্বভূবো ভূলোকেষু অনন্তাদেব গচ্ছন্ন কিমরাহুর রাক্ষস প্রেত ভূত মনুষ্য পবাখাদি পশু পক্ষি কৃমি-কীট পতঙ্গ হাবরাস্তাঃ শাখা বসাতং অবখং ধর্মাদি চতুর্বিধ সাধকত্বাৎ অবখমুত্তমং বৃক্ষঃ । স্বেবেণ ভক্তিমতাং ন যঃ হাস্যাতীত্যখং নষ্ট প্রায়মিতার্থঃ । অন্ততানান্ তু অব্যয় অনবয়ং । হলাংসি বারবাং খেতহালভেত ভূতিকাং প্রস্রমেবাদশকপালঃ নিরূপেৎ প্রজাকারঃ । ইত্যাদ্যাঃ কল্প প্রতিপাদকাবেদাঃ সংসার বর্জকত্বাৎ পর্ণানি বৃক্ষোহিগর্ভৈঃ শোভতে বহু-জানাতি স বেদজঃ । তথাচ উৰ্দ্ধমূলঃ অবাক্ শাখ এবোহম্বথঃ সনাতন ইতি কঠবল্লী-কতিঃ ॥ ১ ॥

হে অর্জুন! যদি তুমি একরূপ মনে কর যে বেদবাক্য অবলম্বন পূর্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি তুমি । কৰ্ম্ম-নির্মিত এই সংসারটী অবখ বৃক্ষ বিশেষ । কৰ্ম্মপ্রতিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নষ্ট নাই । কৰ্ম্ম প্রতিপাদক বেদবাক্য সকলই ইহার পত্র স্বরূপ । এই বৃক্ষটী

অধঃশোভাঃ প্রসূতান্তঃশাখাঃ

গুণঃ প্রবৃদ্ধা বিবর্য প্রবালাঃ ।

অধঃশমূলান্যনু সন্ততানি

কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

ন রূপ মন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে

নাস্তো ন চাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অধঃ পৰাদি যোনিবু উর্দ্ধেদেবাদি যোনিরগ্রহতা স্তস্য সংসার বৃক্ষস্ত শাখাশূন্যঃ সবাদি
বৃন্তিভিজল সেকৈরিব প্রবৃদ্ধা বিবর্যঃ শকাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লব স্থানীয়া কাসাং তাঃ কিঞ্চ তন্ত
মূলে সর্বলোকৈকরলক্ষিতো মহানিধিঃ কণ্ঠদন্তীতান্মীয়তে যমেব মূল-জটাজি রবলম্বা ভিত্ত্য
তস্তাষথ বৃক্ষস্যপি বটবৃক্ষসেব শাখাষথ বগোজটাজি সন্তীতাহ । অধঃশেতি ব্রহ্মলোক মূল-
শ্যাপি তন্ত অধঃশ মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মানুবন্ধীনি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং
বিস্তৃতানি ভবন্তি । কৰ্ম্মকলানঃ যন্তন্তো ভোগান্তে পুনর্মমুষা জন্মন্তেব কৰ্ম্মহপ্রবৃত্তানি
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিকেহ মনুষ্যালোকেহতঃপং স্বরূপং তথা সনিশ্চয়ঃ নোপলভ্যতে সতোহয়ং মিথ্যায়ং
নিত্যোহয়ং ইতি ঐদিমত বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ । নচাস্তোহবসানঃ অপৰ্য্যন্তস্থায়ং নচাদি

উর্দ্ধমূল । ইহার শাখা সকল অধোভাগে বিস্তৃত । অর্থাৎ এই বৃক্ষটি সর্বোর্দ্ধ
তত্ত্বস্বরূপ আমি হইতে জীবের কৰ্ম্মফল প্রাপক রূপ স্থাপিত । এই বৃক্ষের
নখরত্ব যিনি অবগত হন তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

এই বৃক্ষের শাখা সকল কতকগুলি তমগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী
হইয়াছে । কতকগুলি রজগুণকে আশ্রয় করিয়া সমান ভাবে আছে ।
কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত উর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে । সকল
গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারা পুষ্ট হইতেছে । জড়ীয় বিষয় সমূহই ঐ শাখা-
গণের পল্লব । বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বখ-বৃক্ষের জটা সকল অধোভাগে
কৰ্ম্ম-ফলানুসন্ধান পূর্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

এই বৃক্ষের-স্বরূপ মনুষ্য লোকে অবগত হওয়া কঠিন, যেহেতু ইহার
আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না । বাস্তব বিনশ্বর এই বটমূল অশ্বখ
বৃক্ষকে অসঙ্গ শব্দের দ্বারা ছেদ করিয়া সত্য বস্তুর অবধারণ করা কর্তব্য ।

অন্থথমেনং স্থবিরুঢ় মূল-

মসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন হিহা ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

নির্মানমোহা জিত সঙ্গদোষা

অধ্যাত্ম নিত্য। বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ স্থখ দুঃখসংজ্ঞে-

গচ্ছন্ত্য মুঢ়াঃ পদ মব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

রূপাদিভ্যাং ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। আশ্রয়ঃ কিমাধাবঃ কোহয়মিত্যপিনোপলভ্যতে। ভ্রান্তজ্ঞানাতাবাদিত্তি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

যথা তথায়ং ভবতু জীব মাত্র দুঃখৈক নিদানস্তান্ত্বেদকং শস্ত্রং অঙ্গং জাহ্না তেনৈনং । হিহা এব অন্তমূলতলহো মহানিধিবশেষেভ্য ইত্যাহ অন্থথমিতি । অসঙ্গোহত্র অন্যাসক্তিঃ সৰ্ব্বত্রবৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেণ হিহা যতঃ পৃথক কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্ত মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যং যশেষেভ্যং কীদৃশং তদত আহ । যস্মিন্ গতাঃ বৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তোভূয়ো ন নিবর্তন্তে নচাবর্তন্তে ইত্যর্থঃ । অযেবণ প্রকারমাহ যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভ্রাম্যমীতি ভক্ত্যা অশেষেভ্য মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভক্তভ্যো সত্যং জনাঃ কীদৃশভূত্বা তৎ পদং প্রাপ্তবন্তীত্যপেক্ষারামাহ নির্দানেতি অধ্যাত্ম নিত্যঃ অধ্যাত্ম বিচারো নিত্যোনিত্য কর্তব্যোযেবাঃ তেপরমাত্মালোচন ভৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

সেই সত্য তব্ধে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না । সেই আদ্য-পুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি প্রসূত হইয়াছে । যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অহুসঙ্কান কর, তবে সেই আদ্য-পুরুষের প্রতি প্রাপ্তি কর ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অভিমান ও মোহ শূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্যানিত্য বিচার পরাক্ষয়,

ন তত্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যজ্ঞাহা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

তৎপদমৈব কীদৃশমিত্যপেক্ষারামাহ । ন তদিতি ঔকা শৈত্যাদি দুঃপরহিতঃ তৎ
ব্রহ্মকাশমিতি ভাবঃ তন্মম পরমং ধাম সর্বোৎকৃষ্টঃ অজড়ং অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্বপ্রকাশকং ।
বহুভিঃ হরিবংশে । “তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম-সর্বং বিভজতে জগৎ । মমৈব তদ্ব্যনং তেজো
জ্যাতুমর্হসি ভারত ।” ইতি । ন তত্র সূর্যো ন চ চন্দ্র তারকে নেমা বিদ্যাতোভাস্তি কৃতোহন্ন-
য়গ্নিঃ । তমেবভাস্তমমুভাসি সর্বং তস্য ভাস । সর্বমিদং বিভাসি ইতি শ্রুতিভাষ্য ॥ ৬ ॥

নিবৃত্তকাম, সুখ দুঃখ প্রভৃতিবন্দ সমূহ হইতে মুক্ত পুরুষ সকল সেই অব্যয়
পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর তাহার আনন্দলীতে নিবৃত্তি হয়
না । মূল তত্ত্ব এই যে জীবের দুইটা অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি ।
সংসার দশায় জীব দেহাশ্রয়ীভিমান বশতঃ জড় সঙ্গ লিপ্ত । মুক্ত অবস্থায়
শুদ্ধ জীব আমার পবিত্র ভাবের নিরন্তর আশ্বাদক । সেই অবস্থা লাভ করিতে
হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা সংসার রূপ অশ্বখ বৃক্ষকে ছেদন
করা কর্তব্য । জড় সম্বন্ধীয় বস্তুর আশ্রয়িতাকে সঙ্গ বলা যায় । জড় মধ্যে
অবস্থিত হইয়াও যিনি জড় সঙ্গ ত্যাগে সক্ষম তাঁহার স্বভাব নিগুণ । তিনিই
কেবল নিগুণ ভক্তিলাভ করেন । সংসঙ্গকেও অসঙ্গ বলি; অতএব সংসারী
জীব জড়াসক্তি ত্যাগ ও সংসঙ্গ অর্থাৎ ভক্ত সঙ্গ আশ্রয় দ্বারা সাংসারকে
সমূলে ছেদন করিবে । কেবল সন্ন্যাস লিঙ্গ ধারণ করিয়া তাঁহারা বৈরাগ্য
আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসার নাশ হয় না । ইতর তৃষ্ণা ত্যাগ পূর্বক
পরম রসরূপ মজ্জিত অবলম্বন করিলে সংসার নাশরূপ মুক্তিই জীবের
অবাস্তব ফল স্বরূপ উপস্থিত হয় । অতএব দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির
উপদেশ হইয়াছে তাহাই মঙ্গলাকাজী জীবের একমাত্র প্রয়োজন । পূর্ব
অধ্যায়ে সমস্ত জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবক স্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানের নিগু-
ণতা কথিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে সকল প্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা
এবং ভক্তির আনুসঙ্গিক ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নিগুণতা প্রদর্শিত
হইল ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশোজীবনোহেক জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ বর্তমানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানিকবর্তি ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীন্দ্রিয়ঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

ভক্ত্য। সংসারমতিক্রমাং স্তব্ধপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ মমৈবাংশ ইতি ।
বহুত্বং বারাহে । “বাংশশার্দ্ধবিভিন্নাংশ ইতি ধোয় মিথ্যেতে । বিভিন্নাংশস্তজীবঃ সাদৃশ্যমিতি ।
সনাতনো নিত্যঃ সচ বদ্ধদশায়াঃ মন এষ বট বেবাং তানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতা বৃশাধোহিতানি
কবর্তি । মমৈবেতানীতি স্বীয় ভাবিত্যনেন্দ্র গৃহীতাঃ পাদ গলগৃহীতানি কবর্তি ॥ ৭ ॥

তান্তাকৃত্য কিংকরোতীত্যপেক্ষায়ামাহ । শরীরমিতি বৎ হুল শরীরঃ কর্ণবশাদবাপ্নোতি
যচ্চ বস্মাচ্চ শরীরাহুৎক্রামতি নিক্রামতি ইন্দ্রিয়ঃ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বামি জীবঃ তন্মাত্ত্ব এতানী-
ন্দ্রিয়ানি ভূত হৃষ্টমঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্গন্ধাশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ
প্রক্চন্দনাদেঃ সকাশাৎ স্তম্ভাবরবেঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্রযাতি তদ্ব্যতিক্রমঃ ॥ ৮ ॥

যদি বল জীবের এবভূত দুই প্রকার দশা কিরূপে হয় তবে শুন । আমি
পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান । আমার অংশ দ্বিবিধ অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ।
স্বাংশ ক্রমে আমি রাম নৃসিংহাদি রূপে লীলা করি । বিভিন্নাংশ ক্রমে
আমার অনিত্য কিঙ্কর রূপ জীবের প্রকাশ । স্বাংশ প্রকাশে আমার অহং
তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে থাকে । বিভিন্নাংশ প্রকাশে আমার পারমেশ্বরী অহং তত্ত্ব
থাকে না । তাহাতে জীবের একটা স্বসিদ্ধ অহংত্ব উদয় হয় । সেই বিভি-
ন্নাংশ-গত-তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের দুইটি দশা । মুক্ত দশা ও বদ্ধ দশা । উভয়
দশায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য । মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত
ও প্রকৃতি সম্বন্ধ শূন্য । বদ্ধ দশায় জীব স্বীয় উপাধি রূপ প্রকৃতিবিশ্রুত মন
ও পঞ্চ-বাহেন্দ্রিয় এইরূপ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া
থাকেন ॥ ৭ ॥

মরণান্তেই যে বদ্ধ দশা শেষ হয় এক্রপ নয় । এই হুল শরীর জীব
কর্ণাদিস্বারে লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে । এক
শরীর হইতে অন্য শরীরে ধ্বন কালে সেই শরীর সম্বন্ধীয় কর্ণবাসনা গইয়া
গিয়া থাকেন । বায়ু যেরূপ গন্ধের আশ্রয় রূপ স্থল চন্দন হইতে গন্ধ লইয়া

শ্রোত্রকক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতং ।

বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাদ্বৈতবস্থিতং ।

যতন্তোহপ্যকৃতান্নানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

- অত্র গদ্য কিংকরোত্তীতাত আহ। শ্রোত্রমিতি শ্রোত্রাদীনিল্লিঙ্গাণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপভুক্তে ॥ ৯ ॥

নমু যস্মাৎ দেহান্নিক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তদ্বস্থিত্বা বা যথাতোয়গান ভুঙক্তে ইতোবাং বিশেষঃ নোপলভ্যমহে তত্রাহ। উৎক্রামণ্ডং দেহান্নিক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঞ্চ গুণাশ্রিত মিল্লিঙ্গাদি সহিতঃ বিমূঢ়া অব্যবহিকিনঃ জ্ঞান চক্ষুষো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

তেচ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবোক্তাহ যতন্ত ইতি অকৃতান্নানোহপ্যকৃত চিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থল শরীর হইতে অন্য স্থল শরীরে ভূত স্তম্ভ সহকারে ইন্দ্রিয় সকল লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

অত্র স্থল শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মনই বিষয় সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

এইরূপ জীবের উৎক্রমণ, স্থিতি ও গুণ সম্ভোগ মূঢ়লোকেরা বিবেক সহকারে বিচার করিয়া দেখে না। যাহারা শুদ্ধ জ্ঞান নিষ্ঠ তাঁহারা এই লম্বদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে জীবের বদ্ধ দশাটী জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশ কর ॥ ১০ ॥

যতমান যোগী সকল বদ্ধ জীবের এইরূপ গতি আশ্রয় তথ্যই অবস্থিত বোধিয়া আত্মসংযম করেন। অশুদ্ধ চিত্ত যতি সকলও চিত্তত্বের আলোচনা জ্ঞানাবে জীবাত্মার ভব অবগত হন না ॥ ১১ ॥

যদাদিত্য গত্যং তেজো জগন্তাসয়তেহখিলং ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চান্যো তত্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকং ॥ ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাত্মিতঃ ।

প্রাণাপান সমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধং ॥ ১৪ ॥

তদেব জীবসা বজ্রাবহারঃ যং যং প্রাপ্যবন্ত তত্র অহমেব সূৰ্য্য চন্দ্রাদীভ্যকঃ সন্মুপ-
করোমীতাহ । বহিষ্টি ত্রিভিঃ আদিত্যহিতঃ তেজ এবোদয় পৰ্বতে প্রাতঃকৃত্য জীবসা সূৰ্য্য-
দৃষ্ট ভোগ সাধনকৰ্ম্ম প্রবৰ্ত্তনার্থঃ জগন্তাসয়তে এবঞ্চ যচ্চন্দ্রমসি অদ্বৈত তত্তদখিলং মামকমেব
সূৰ্য্যাদি সংজ্ঞোহহমেব ভবামীত্যর্থঃ । মতেজসএব তত্তদ্বিত্তি রিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

গাং পৃথীঃ ওজসা য শক্তা আবিষ্টা অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি
তথাহমেবাত্মতরসময়ঃ সোমোভূত্বাদৌষধীঃ সংবৰ্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাত্মাঃ তদ্বক্ষীপকাত্মাঃ সহিতঃ চতুর্বিধঃ ভক্ষ্যঃ ভোজ্যঃ
লেখঃ চোষ্যঃ । ভক্ষ্যঃ দন্তছেদ্যঃ জঠচপকাদি । ভোজ্যঃ ওদনাদি । লেহঃ গুড়াদি ।
চোষ্যঃ ইক্ষুদণ্ডাদি ॥ ১৪ ॥

যদি বল সংসার স্থিত জীব জড় বতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে
সক্ষম হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে, তবে শুন ।
জড় জগতেও আমার চিৎ সত্তা দেদীপ্যমান । তাহাকে অবলম্বন করিলে
শুদ্ধ চিৎ প্রাপ্তি ও জড়ের নাশ ক্রমশই সম্ভব । সূর্য্যো, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে
অখিল জগৎ প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ । অপরের
নয় ॥ ১২ ॥

পৃথিবী মধ্যে প্রবেশ করতঃ আমি স্বীয় শক্তি দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ
করিতেছি । রূপময় চক্রেরূপে আমি ব্রীহাদি ঔষধী সংবৰ্দ্ধন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

আমি প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপান
বায়ু সংযোগে ভোক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ ও চোষ্য এইরূপ চতুর্বিধ অন্ন পাক
করি । অন্তএব আমিই “দক্ষঃ ধর্ম্মিণঃ ব্রহ্ম” এই বাক্যানুসারে ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো ।
 মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
 বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
 বেদান্ত কুদেদ বিদেব চাহং ॥ ১৫ ॥
 দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

যদিও ঈশ্বরে-ঈশ্বরান্বিতঃ তথাপি সৰ্ব্বস্য চরাচরস্ত হৃদি সংনিবিষ্টো বুদ্ধি তত্ত্বরূপোহহমেব
 যতঃ মন্তোবুদ্ধি তত্ত্বাদেব পূৰ্ণানুভূত্যাং বিষয়ানুস্মৃতিভাবতি তথা বিষয়েন্দ্রিয় যোগজং জ্ঞানঞ্চ
 অপোহনং স্মৃতি জ্ঞানয়োঃপগমশ্চ ভবতীতি । জীবন্ত বন্ধাবস্থায়ঃ স্বত্বোপকারত্ব মুক্ত্য মোক্ষাব-
 স্থায়ঃ স্বপ্রাপ্যং তত্রাপ্যপকারকত্বমাহ বেদৈরিতি বেদন্যাস দ্বারা বেদান্তকুদহমেব যতো
 বেদ বিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোহহমেব মন্তোহন্যোবেদার্থঃ নজানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

স্বানুভূতমেব বেদবিৎ তন্মাতঃ সৰ্ববেদার্থ নিষ্কৰ্ণঃ সংক্ষেপেণ ব্রবীমি শৃণু ইত্যাহ । দ্বাবিমাণি
 ত্রিভিঃ । লোকে চন্দ্রদর্শনত্ব বনান্নকে জড় প্রপঞ্চেইমৌ যৌ পুরুষৌ চেতনৌস্তঃ কৌ তাবত
 আই । ক্ষরঃ স্বরূপাংক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতিক্ষবোজীবঃ স্ব স্বরূপান্নক্ষরতীতঃক্ষরঃ ব্রজৈব ।
 এতদে তদক্ষরংগার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীতি শ্রুতেঃ । অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষর

আমি সৰ্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বর রূপে অবস্থিত । আমি হইতেই জীবের
 কর্ম ফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে । অতএব
 আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্ম মাত্র নই । কিন্তু জীব হৃদয়স্থিত কর্ম , ফলদাতা
 পরমাত্মাও বটে । কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মা রূপেই জীবের উপাস্ত নই ; কিন্তু
 জীবের নিত্য মঙ্গল বিধাতা স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা । আমি সৰ্ব্ব বেদ বেদ্য
 ভগবান । সমস্ত বেদান্ত কর্তা এবং বেদান্তবিৎ । অতএব সৰ্ব্বজীবের মঙ্গল
 সাধন জন্ত প্রকৃতি-গত ব্রহ্ম, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পর-
 মার্থ দাতা ভগবান, এবদুত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমি বহু জীবের উদ্ধার
 কর্তা । ॥১৫ ॥

যদিবল যে প্রকৃতি এক ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ কত
 গুলি তহা বুঝিতে পারি না, তবে শুন । বস্তুতঃ লোকে দুইটা বই পুরুষ নাই ।

ক্ষরঃ সৰ্বাণিভূতানি কূটস্থোহক্ষরউচ্যতে ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তৃত্বাঃ পরমাত্মে ত্যাদাহতঃ ।

যো লোক ত্রয়মাবিশ্যবিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দে ব্রহ্মবাচক এবদৃষ্টঃ । ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুনঃ পুনঃ বিধায়তি সৰ্বাণি ভূতানি একোজীব এব অনাদ্য বিদ্যায়া স্বরূপ বিচ্যুতঃ সন্ কৰ্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্টাঙ্গকে । ব্রহ্মাদি স্থাবরাণ্যনি ভূতানি ভব-
তীতার্থঃ । জাত্যাবাকবচনং । দ্বিতীয় পুরুষোহক্ষরস্তুকূটস্থ একেনৈব, স্বরূপেনাবিচ্যুতিমতা
সৰ্ব কালব্যাপী । একরপতয়াতু যঃ কালব্যাপী স্কূটস্থ ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানিভিরূপাসাং ব্রহ্মোক্তাঃ যোগিভিরূপাসাং পরমাত্মান মাহ উত্তম ইতি তু শব্দঃ পূৰ্ব্বে
শিষ্টাদ্যোক্তকঃ । জ্ঞানিভ্যাশ্চাখিকৈঃ যোগীভ্যুপাসক বৈশিষ্ট্যাদেবোপাসাবৈশিষ্ট্যং চ লভাতে ।
পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি য ঈশ্বরঃ ঈশগণশীলঃ অব্যয়ো নিরীকর এবসন্ লোকত্রয়ং কুৎসমা-
বিশ্য বিভর্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

তাহাদের নান ক্ষর ও অক্ষর । বিভিন্নাংশ গত চৈতন্ত্য রূপ জীবই ক্ষর পুরুষ ।
স্বস্বরূপ হইতে ক্ষরণ শীল তটস্থ স্বভাব বশতঃ জীবকে ক্ষর পুরুষ বলা যায় ।
স্বস্বরূপ হইতে যাঁহার কখন ক্ষরণ হয় না এরূপ স্বাংশ তত্ত্বই অক্ষর পুরুষ ।
অক্ষর পুরুষের অণু নাম কূটস্থ পুরুষ । সেইকূটস্থ অক্ষর পুরুষের তিন প্রকার
প্রকাশ । জগৎ সৃষ্টি হইলে তাহাতে সৰ্বব্যাপীত্ব সম্বা স্বরূপে এবং তাহার
সমীপ্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হন, তিনি ব্রহ্ম ।
অতএব ব্রহ্ম জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । স্বতন্ত্র তত্ত্ব নন । জগতে চিৎ স্বরূপ
জীব সকলকে, আশ্রয় দিয়া যে প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ চিত্তত্বের প্রকা-
শক হয়, তাহাই পরমাত্মা । তিনিও জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ব বিশেষ । স্বতন্ত্র-
নন ॥ ১৬ ॥

সেই পরমাত্মা রূপ দ্বিতীয় অক্ষর পুরুষ সামান্ততঃ অক্ষর পুরুষ রূপ ব্রহ্ম
অপেক্ষা উত্তম । তিনিই ঈশ্বর এবং লোক ত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্ব স্বরূপ
বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ কৰমতীতোহহমকরাদপিচোত্তমঃ ।

অতৌহ্মিলোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

যেগিভিরূপাঙ্গং পরমাত্মান মুক্তা ভক্তিরূপাঙ্গং ভগবত্ত্বং বদন্ত ভগবৎসেহপি স্বাক্ষরকৃষ্ণ-
পাঙ্গ পুরুষোত্তম ইতি নামবাচক্যাং সর্বোৎকর্ষমাহ । যস্মাদিতি ক্রমঃ পুরুষং জীবাত্মানং
অতীতঃ অক্ষরং পুরুষাং ব্রহ্মত্ব উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ । “যোগিনা-
মপিসর্বেষাং মদ্যতেনাপ্তরাত্মনা । শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত্যভ্যাসিনঃ সনেষুক্ত তমোত্তমঃ ।” ইতি
উপাসকবৈশিষ্ট্যাৎ যোগোপাসা বৈশিষ্ট্যাভ্যাং চকারাভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি ।
“এতেচঃশকালাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” ইতি স্মৃত্যেব রহস্বত্তমঃ । অত্র
ষদাপোকমেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ বস্তু ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ শব্দৈরুচ্যতে নতু বস্তুতঃ
স্বরূপতঃ কোহপি ভেদোহস্তি স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠ্যক্কোক্তেঃ । তদপি তত্ত্ব-
পাসকানাং সাধনতঃ ফলতঃ চ ভেদ দর্শনাৎ ভেদ ইব জ্ঞানপ্রিয়তে । তথাহি ব্রহ্ম পরমাত্ম
ভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্ত্বং প্রাপ্তি সাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগ্যোর্বস্ততো
মৌলিক এব ভক্ত্যন্ত প্রেমবৎ পার্শ্বদৃশ্য তত্র ভক্তাবিনা জ্ঞান যোগাভ্যাং “নৈকস্ম মপ্যচ্যুতভাব
বর্জিতং ন শোভত” ইতি “পূরেহ ভূম্ন বহবোপি যোগিনঃ” ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মৌলিক ইতি ।
ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ সমাধাফল সিদ্ধার্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্তব্যেব ভগবদু-
পাসকৈস্তদ্ব্যসাধ্য ফল সিদ্ধার্থং ন ব্রহ্মোপাসনানাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে । “ন জ্ঞানং
ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ প্রেষো ভবেদিহেতি ।” “সংকল্পতি যতপসা জ্ঞানবৈরাগাতঃ চষৎ” ইত্যাদি
“সর্বং মন্তন্তি যোগেন মন্তন্তোল্লভতেহস্তসা । স্বর্গাপবর্গমদ্ধান কথং কিদপি বাঙ্কতি” ইতি ।
“যাবৈসাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে । তয়ানুবিদ্যা তদাপ্রোক্তিনরোনারায়ণাশ্রয়ঃ ।” ইত্যাদি
বচনভ্যাং । অতএব ভগবদুপাসনায়া স্বর্গাপবর্গ প্রেমাদীনি সর্ব ফলাভ্যেব লক্ষ্যং শক্যন্তে ।
ব্রহ্ম পরমাত্মোপাসনাত্ম ন প্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্ম পরমাত্মাভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ থলু অভেদেহ-
পুচ্যাতে যথী তেজস্বেনাভেদেহপি জ্যোতি দীপান্নিপুঞ্জেষু মধ্যে শীতাদ্যার্তিক্রিয়াক্ষেতোরগ্নিপুঞ্জ
এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ যথা অগ্নিপুঞ্জা দপি সূর্য্যাসা ।
যেন ব্রহ্মোপাসনা পরিপাকতোলভ্যো নিকরীণ মৌলিকঃ স্বেদেহুভ্যোহপ্যবক জরসন্ধাদিভ্যো
মাহাপাপিভ্যোদত্তঃ ইতি । অতএব ব্রহ্মোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতাত্র যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীশ্রীমি
চরণৈঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী পাদৈরপি । “চিদানন্দাকারং জলদকচিসারং শ্রুতিগিরং ব্রহ্মস্রীং

তৃতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষর পুরুষের নাম ভগবান । আমি সেই ভগ-
বত্ত্ব । আমি ক্ষর পুরুষ জীব হইতে অতীত । অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা
হইতে উত্তম । অতএব লোকে এ বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া উক্তি

যো মাযেব মসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমঃ ।

স সৰ্ববিভক্তজি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ! ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ! ।

হারং ভবজলধিপারং কৃতধিরাং । বিহস্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত
কুশলারম্ভ কৃতিনঃ ।” ইতি । “বংশীবিভূষিত করায়বনীরদাভাং পীতাশ্বরা দক্ষণ বিশ্বকলা-
ধরোষ্ঠাং । পূর্ণেন্দু স্তন্যর মুখাদর বিন্মনেত্রাং কৃষ্ণাং পরং কিমপিতম্ মহং নজ্ঞানে”
ইতি । “এমাংতোহপি নিগীতং কৃষ্ণ মাহাস্মা মদুতং । নশকু বস্তি যে সোঢ়ং তে মুঢ়া নিরয়ং
গতাঃ ।” ইত্যুক্তবস্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ । ঘোইমৌ ইত্যাদি
শ্লোকত্রয়স্যাস্য বাখ্যায়ামস্যাং অভাসুয়া নাবিকর্তব্যো নমোহন্তু কেবল বিদ্বাঃ ॥ ১৮ ॥

নমোহস্তিঃস্বয়া ব্যবস্থাপিতেহপার্ষে বাদিনো বিদন্ত এব তত্র বিবদন্তাং তে মন্মারামোহিতাঃ
সাধুস্ত ন মুহ্যতীত্যাহি যো মামিতি । অসং মুঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্ত সংমোহঃ । সএব
সর্ববিং অনধীতঃ শাস্ত্রোহপি সত্রব সর্ব শাস্ত্রার্থতজ্জ্ঞঃ । তদন্যঃ কলাধীতাধ্যাপিত সর্ব
শাস্ত্রোহপি সংমুঢ়ঃ সমাঙমুর্থ এবতি ভাবঃ তথা য এবং জানাতি সএব মাং সর্বতোভাবেন
ভজতি তদন্যোভজন্তপি নমাং ভজতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

করে । অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটা
পুরুষ । অক্ষর পুরুষের তিনটা প্রকাশ । সামান্য প্রকাশ ব্রহ্ম, উত্তম প্রকাশ
পরমাত্মা ও সর্বোত্তম প্রকাশ ভগবান ॥ ১৮ ॥

যিনি নানা মতবাদ দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দ
স্বরূপকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিং এবং তিনি সর্বভাবে
আমাকে ভজনা করিতে সক্ষম ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ ! এইপুরুষোত্তম যোগটা সর্বগুহ্যতম শাস্ত্র । ইহা অবগত
হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃত কৃত্য হয় । হে ভারত ! এই যোগ অবগত
হইলে ভক্তির আশ্রয় গত ও বিষয় গত, সমস্ত কথায় দূর হয় । ভক্তি একটা
বৃত্তি বিশেষ । তাহার স্তন্যর ক্রিয়া সম্পাদনার্থে তাহার আশ্রয় যে জীব
তাহার স্বীয় গুণত্ব ও বিধিযু যে ভগবান তাহার পূর্ণ আবির্ভাব এই দুইটা
নিত্য আবশ্যক । ভগবত্ত্ব যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বুদ্ধি বা পরমাত্মা বুদ্ধি থাকে

এতদ্বুদ্ধাবুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ তারত ! ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাংসংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং, ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসুত্রাঙ্কং বিদ্যায়াং-
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে পুরুষোত্তম যোগো নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি বিংশতান্নোক্তৈরেভিরতি রহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং
ময়োক্তং ॥ ২০ ॥

জড়চৈতন্ত্য বর্ণনাঃ বিবৃতং কুর্ষ্বতাকৃতং ।

কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ই রিতঃ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষণাঃ হর্ষণাঃ ভক্তচেষ্টসাং ।

গীতাশ্রয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

সে পর্যন্ত বিগুহ্ণভক্তি ক্রিয়া লাভ করেনা । পুরুষোত্তম বুদ্ধি হইলেই ভক্তি
বিগুহ্ণ ভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

জড় ও চৈতন্ত্যের পার্থক্য এবং চৈতন্ত্য

তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ-বিচার এই

অধ্যায়ে লক্ষিত হয় ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

—*—

• শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধিজ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবং ॥ ১ ॥

অহিংসাসত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনং ।

দয়াভূতেশ্বলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলং ॥ ২ ॥

ষোড়শে সম্পদং দৈবী মাহুরীমপাবর্ণয়ৎ ।

সর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈব মাহুরং প্রভুরক্ষয়ৎ ।

অনন্তরাধায়ে উর্দ্ধ মূল মধঃ শাপ মিত্যাদিনা বর্ণিতস্য সংসারার্থং বৃক্ষস্য ফলানি ন বর্ণিতানি ইত্যনুস্মৃত্যন্বিন্নরথারেতস্য দ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানিচ ফলানি বর্ণয়িত্বান্ প্রথমং মোচকানাঞ্চ অন্তরমিতি ত্রিভিঃ । তান্ত পুত্র কলহাদিক একাকী নিজ্রনেবনে কথং জীব-
ন্যামিতি ভুররাহিত্যমভয়ং । সত্ত্ব সংশুদ্ধিঃ চিত্ত প্রসাদঃ । জ্ঞান যোগ জ্ঞানোপায়ে অমানি-
হ্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠাদানং স্বভোজ্যাস্যান্নাদেঃ যথোচিত সংবিভাগঃ । দমোবাহোঃশ্রিয়
সংযমঃ । যজ্ঞো দেব পূজা । স্বাধ্যায় বেদপাঠঃ । আদীনি স্পষ্টানি ॥ ১ ॥

ভাগঃ পুত্রকলহাদিষু মনুতাতাগঃ অলোলুপ্তংলোভাভাবঃ ॥ ২ ॥

এখন তোমার মনে একরূপ সংশয় হইতে পারে যে সর্ব শাস্ত্রেই শাস্ত্রিক
ধর্ম্মাচরণ পূর্বক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর
করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে সংসার রূপ অস্থিত বৃক্ষের দুইটা ফল
আছে । একটি ফল জীবের গাঢ় বন্ধ-সাধক এবং একটি ফল সংসার মুক্তি
জনক । জীব উর্দ্ধ সত্ত্ব ময় । বদ্ধ দশায় তাহার শুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মটা গুণীভূত
হইয়াছে । সত্ত্ব সংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয় । সত্ত্ব সংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্র
সকল জ্ঞান যোগের ব্যবস্থা করিয়াছে । সত্ত্ব সংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল
কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই দৈবী সম্পদ । যে সকল কার্য্য দ্বারা

ভুতজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচ মদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তিসম্পদং দৈবীমতি জাতশ্চ ভারত ! ॥ ৩ ॥

দন্তো দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বাঘেব চ ।

অজ্ঞানং চাতি জাতশ্চ পার্থ ! সম্পদ মাস্থরীং ॥ ৪ ॥

দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থরীমতা ।

মা শুচঃ সম্পদংদৈবী মতিজাতোহসিপাণ্ডব ! ॥ ৫ ॥

এতানিষড়্বিশতি রত্নাদীনৈবীং সাহিত্যকৌ সম্পদ মতিনক্ষ্য জাতসা সাহিত্যকো সম্পদঃ
প্রাপ্তি বাঞ্জকক্ষেণে জন্মলব্ধতঃ পুংসোভবন্তি ॥ ৩ ॥

বন্ধকানি কলানাহ। দন্তঃ সমাধার্মিকহেপি পার্শ্বিকহ প্রপ্যাপনং। দর্পো ধনবিদাদি
হেতুকোদর্পকঃ। অভিমানোহন্যকৃত সংমাননাকাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিহাসজিহ্বা। ক্রোধ
প্রসিক্তঃ। পার্শ্বাঘে নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান মবিবেকঃ। আস্থরীমিতুাপলক্ষণং রাক্ষসী মপি
সম্পদ মতিজাতস্য রাজস্যান্তামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তি হুচকক্ষেণে জন্মলব্ধতঃ পুংসঃ এতানি
দন্তাদীন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এতয়োঃ সম্পদোঃ কাথ্যে দর্শয়তি দৈবীতি । হস্ত হস্ত শর এহারৈর্বন্ধন জিহ্বাংসোঃ পার্শ্বাঘে
ক্রোধাদি মতো মমৈবেয় মাস্থরী সম্পৎ সংসার বন্ধ প্রাপিকাদৃশ্যতে ইতিবিদ্যাস্ত মর্জুনং
আশ্বাসয়তি মাশুচ ইতি পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পার্শ্বাঘে ক্রোধাদ্যাঃ ধর্ম
শাস্ত্রে বিহিতা এব তদশ্চত্রেব এব তে হিংসাদ্যা আস্থরী পদ্বিতি ভ । ৫ ॥ ৫ ॥

জীবের সমস্ত সংস্কৃতির ব্যাঘাত হয় সেই সকলই আস্থরী সম্পদ। দান, দম,
যজ্ঞ, তপ, অর্জ্জব, বেদ পাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পর
নিন্দাবর্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্রমা, ধৃতি,
শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা এই শোলটী গুণকে দৈব সম্পদ বলা যায়।
গুণকক্ষে জন্ম হইলে ঐ সম্পৎলব্ধ হয় ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, অসজ্জাত ব্যক্তিগণের
আস্থরী সম্পৎ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ দ্বারাই মোক্ষ চেষ্টা সম্ভব এক আস্থরী সম্পদ ক্রমেই বন্ধন
হইয়া পড়ে। হে অর্জুন! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণ পূর্বক জ্ঞান যোগ দ্বারা সমস্ত

দ্বৌভূত সর্গে । লোকেহস্মিন্ দৈবআস্থরএবচ ।
 দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ ! মে শৃণু ॥ ৬ ॥
 প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিদুরাস্থরাঃ ।
 ন শৌচং নাপিচাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে ॥ ৭ ॥
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহ রনীশ্বরং ।

তদপি বিষয় মর্জুনঃ প্রতি আস্থরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ । দ্বাবিতি বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি
 অতঃ সত্ব সত্ত্বকিরিতি ॥ ৬ ॥

ধর্মেপ্রবৃত্তিঃ অধর্মা নিবৃত্তিঃ ॥ ৭ ॥

অস্থরাণাং মত্ মাহ অসত্যং মিথ্যাত্বং ভ্রমোপলব্ধমেব জগতে বদন্তি অপ্রতিষ্ঠং
 প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ন্তদ্রহিতং । নহি যপুংসসা কিঞ্চিদধিষ্টান মন্তীতি ভাবঃ । অনীশ্বরং মিথ্যা-
 ত্বত্বাদেব ঈশ্বর কর্তৃক যেতর ভবতি স্বৈদজাদীনাম্ অকন্যাদেব জাত ত্বাৎ অপরম্পর সত্ত্বত্বং
 অন্যঃ কিং বক্তব্যং । কামহেতুকং । কামোবাদিনামিচ্ছৈবহেতুর্ধাম্য তৎ । মিথ্যাত্ব-
 ত্বাদেব যে যথাকল্পয়িতুং শক্নুন্তি তথৈবেতিদিতি । কেচিৎ পুনরেষং ব্যাচক্ষ্যতে অসত্যং

সংজ্ঞি হুয় । কত্রিয় বর্ণ লক্ক তোমার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়াছে । ধর্ম
 যুদ্ধে বন্ধু নাশ ও শরাঘাতাদি কার্য্য যথা শাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আস্থরী
 সম্পদ মধ্যে পরিগণিত নয়, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক
 পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

হে পার্থ ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি অর্থাৎ দৈব ও আস্থর ।
 দৈব সম্পদ সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষ রূপে বলিয়াছি । এক্ষণে আস্থর
 সম্পদ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

আস্থর স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ ধর্ম ভেদ জানেনা । শৌচ,
 আচার ও সত্য গীহাদের নিকট আস্থত হয় না ॥ ৭ ॥

আস্থর স্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর
 বলিয়া থাকে । তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে কার্য্য কারণের পরম্পর সম্বন্ধ
 বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ শূন্য কার্য্য সত্তে আর ঈশ্বরের প্রয়ো-

অপরম্পর সন্তুতঃ কিমন্তুঃ কারহেতুকঃ ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবক্ৰত্য নকীভানোহলপবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবন্ত্যত্র কর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

কামমাত্রিত্য দুস্পূরং দন্তমান মদান্বিতাঃ।

মোহাদপ্হীহ্যাহ সঙ্গাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা মুপাম্ভ্রিতাঃ।

নাশ্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্র তৎতদ্রূপং। “ত্রয়োবেদস্য কঠারো মুনিভণ্ডনি-
শাচরাঃ” ইত্যাদি। নাশ্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা অতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্র তৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপি ত্রয়োপলব্ধাবিতি
ভাবঃ। অদীশ্বরঃ ঈশ্বরোহপি ত্রয়োণৈবোপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। নহু স্ত্রী পুংসরোঃ পরম্পর
প্রযত্ন বিশেষাৎ জগদিষং উৎপন্নং দৃশ্যতে তত্র নৈতদপীতাহ পরম্পর সন্তুত মতি মাতা
পিতৃত্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ত্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনেজ্ঞানমিব মাতা পিত্রো-
জ্ঞানমিব বালোৎপাদনে কিলনাশ্তিজ্ঞানমিতি ভাবঃ। কিমনাং অন্তঃ কিং বক্তব্য মিতিভাবঃ।
তন্মাদিদং জগৎকামহেতুকং কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকাঃ হেতুকল্পকা যএতৎ যুক্তিবলেনবেরং
হেতুং পরমাণু মায়েশ্বরাদিকং জল্পয়িতুং শক্যবন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এবং বাদিনোহহরঃ কেচিন্নষ্টাস্থানঃ কেচিদ্রজ্ঞানঃ কেচিৎপ্রকর্ম্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচারাঃ মহা-
নারকিনো ভবন্তীত্যাহ এতামিত্যেকাদশভিঃ। অবষ্টভ্য আলম্ব্য ॥ ৯ ॥

অসঙ্গাহান্ প্রবর্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি। অন্তর্গতানি শৌচাচারবজ্জিতানি ব্রতানি
ষেবাংতে ॥ ১০ ॥

জনতা নাই! যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন তিনি কাম পরবশ হইয়া
সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের উপাসনার যোগ্য নন ॥ ৮ ॥

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব হীন, অল্প বুদ্ধি ও
উগ্রকর্ম্মা আত্মর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎ ক্ষয় কার্য্যে প্রভাব
লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইস্পূর কামক্রে আশ্রয় করত দন্ত, মান ও মদ যুক্ত হইয়াই পুরুষ গণ
অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহ বশতঃ অসম্মিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী অপরিমেয়, চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের
উপভোগকে চরম প্রধান কার্য্য জানিয়া শত শত আশা পাশে আবদ্ধ

কামোপভোগ পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

আশাপাশ শতৈর্বন্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ ।

ঐহস্তুে কামভোগার্থমন্যায়ৈনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধ মিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং ।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দনং ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হৃতঃ শক্রইনিম্যে চাঁপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহংবলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আচ্যো হভিজ্ঞনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশোময়া ।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত। মোহ জাল সম্মুখতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়ান্তঃ প্রলয়োন্নয়নং তৎ পর্যাপ্তাং । এতাবদিতি ইঞ্জিয়ানি বিষয় রূপে মজ্জন্ত নাম কা চিন্তা।

ইদম্ভোতাৎ এব শাস্ত্রার্থতাৎপৰ্য্যমিতি নিশ্চিতং যেষামুতে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায় রূপে কাম ভোগের
জন্ত অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

তাহারা মনে করে যে অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ
আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও আমার পুনরায় এই ধনলাভ
হইবে ॥ ১৩ ॥

এই শক্রটাকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব ।
আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

আমি আচ্য আর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে। আমার
ন্যায় আর কে আছে? আমি যজ্ঞাহুষ্ঠান করিব, দান ও আনন্দ ভোগ
করিব। অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া এই রূপ তাহারা বলে ॥ ১৫ ॥

অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মোহ জাল দ্বারা আবৃত হইয়া কাম
ভোগে প্রসক্ত চিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

আত্ম সম্ভাবিতা স্তুকা ধনমান মদাস্বিতাঃ ।

যজন্তে নাম যজ্ঞেস্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকং ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাস্ত্ররীষেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

আস্ত্ররীং যোনি মাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজাতা নীতাঃ নতু সাধুভিঃ কৈশ্বিদিদার্থঃ । অতএব স্তুকা অনরাঃ ।
নাম মাত্রেণৈব যে যজ্ঞা স্তে নাম যজ্ঞা স্তে ॥ ১৭ ॥

মাং পরমাত্মানং অমানয়ন্ত এষ প্রদ্বিষন্তঃ । যদ্বা আত্মপরা পরমাত্ম পরায়ণাঃ সাং ধবন্তেবাং
দেহেষু হিতাঃ মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহে দ্বেষাৎদেব মদ্যেব ইতি ভাবঃ । অভ্যাসূয়কাঃ সাধুনাং
গুণেষুদোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

মামপ্রাপিাব ইতি নতু মাং প্রাপোতি বৈবশ্বত মনুস্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্ভূগদ্যাপরাস্তে ইব-
তীর্ণঃ মাংকুলকংসাদিরূপান্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোহপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবতীতি । ভক্তিজ্ঞান পরি-
পাকতো লভ্যামপি মুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোহপ্যহং অপার কৃপাসিন্ধুর্দদামি নেতি ভূত মরু মনো
হৃদদৃঢ়যোগ যুক্তো হৃদি যমুনরউপাসতে তদ্রয়োহপি যমুঃ সুরগাদিতি ঐতর্যোপাহঃ অতঃ

সেই স্বয়ং সম্মান লব্ধ, অনন্ন ও ধন, মান ও মদাস্বিত পুরুষগণ অবিধি
পূর্বক দন্তের সহিত নাম মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে ॥ ১৭ ॥

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত । স্বীয় দেহ
এবং পর দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে । এবং
সাধুদিগের গুণেতে দোষারোপ করে ॥ ১৮ ॥

সেই বিদেষী, ক্রুর নরাধম দিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ
আস্ত্ররী যোনিতে সর্বদা ফেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব জনিত
ক্রিয়া দ্বারা তাহাদের আস্ত্রর ভাব ক্রমশই বৃদ্ধি হয় ॥ ১৯ ॥

আস্ত্ররী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় লকুল জন্মে জন্মে

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যক্কাং গতিং ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশন মাশ্বনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথালোভ স্তম্বাদেতজ্জয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈঃ ত্রিভির্নরঃ ।

আচরত্যশ্বনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।

পূর্বোক্তো মমৈব সর্বোৎকর্ষোবরীবর্তীতি ভাগবতায়ুত কারিকা বধা । “মাংকৃষ্ণরূপিণং যাবরাণু বন্তি মমদ্বিষঃ । তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ২০ ॥

তদেব মাহুরীঃ সম্পত্তী বিস্তাৰ্য্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধুভঃ । মাস্তচঃ সম্পদং দৈবী মত্তি জাতোহসি ভারত ইতি কিংবাহুরানামেতদ্রিকমেব স্বাভাবিক মিভাহ ত্রিবিধমিতি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে ॥ ২০ ॥

আশ্বনাশী নরক দ্বার তিন প্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ । অতএব উত্তম লোক সকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥

এই তিন প্রকার তম দ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আশ্বার শ্রেয় আচরণ করিবে । তাহা হইলে পরাগতি লাভ করিবে । তাৎপর্য্য এই যে সৰ্ব্ব সংস্কৃতির উপায় স্বরূপ বৈধ জীবন অবলম্বন পূর্বক ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে পরা গতি যে কৃষ্ণ ভক্তি তাহা লব্ধ হয় । কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেষয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার মূল তত্ত্ব এই যে বিমুক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের সৰ্ব্বক সুষ্ঠু থাকিলে জীবের সৰ্ব্ব সংস্কৃতি রূপ অভয় পদ লাভ হয় । তাহাই ভক্তি দেবীর দাসী স্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

শাস্ত্র বিধি এই প্রকার । ইহা পরিত্যাগ পূর্বক, যিনি কামাচারে বর্তমান হন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করেন না । মূল তত্ত্ব এই যে মানব সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না করে তবে সে নরাধম । আর ঐন্দ্রিয় জ্ঞানও নীতি সম্পন্ন হইয়াও যদি জীবের

ন স সিদ্ধিঃ সবাশোভি ন দুঃখং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকাৰ্য্য ব্যবহিতে ।

জ্ঞান শাস্ত্র বিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু মিহাইসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাণ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসি
ক্যাং ভীষ্ম পৰ্ব্বণি শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে দৈবাস্ত্র সম্পদ্বিভাগ
যোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

আস্তিক্যবত এব শ্রেয় ইতাহ য ইতি কামচারতঃ কামচারতঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আস্তিক্য এববিন্দিত্তি সদগতিং সন্ত এবতে ।

নাস্তিক্য নরকঃ যান্তীতাখ্যায়ার্থো নিরুপিতঃ ॥

ইতি সার্বার্থ বর্ষণাং হর্ষণাং ভক্ত চেতসাং ।

গীতাহষোড়শোহধ্যায়ঃ সম্বতঃ সম্বতঃ সত্যং ।

অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল । জীবনের
অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিগুহ জ্ঞান সহকারে ভগবদ্ভক্তির
অনুশীলন না করে সেও পরাগতির যোগ্য হয় না । অতএব সৰ্ব্ব শাস্ত্রের
তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেয় ॥ ২৩ ॥

অতএব কার্য্যাকাৰ্য্য ব্যবহাতে শাস্ত্রই এক মাত্র প্রমাণ । শাস্ত্রের
তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা অবগত হইয়া তুমি কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥

• আস্তিক্য দ্বারা সদগতি ও নাস্তিক

সকলের নরক হয়, ইহাই এই

অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্র বিধিযুৎসৃজ্য যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসীচৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

অথ সপ্তদশেবন্ত সাত্বিকং রাজসং তথা ।

তামসঞ্চ বিবিচোক্তং পার্থ প্রগোস্তরং যথা ॥

নমুআহর সর্গমুক্ত। তদুপসংহারে । “যঃ শাস্ত্র বিধিযুৎসৃজ্য বর্জতে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিঃ
মবাপ্নোতি নহং ন পরাগতিং ।” ইতি ত্রয়োক্তং তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইতাহ যে ইতি যে
শাস্ত্র বিধিযুৎসৃজ্য কামচারতোবর্জন্তে কিন্তু কামভোগ রহিতা এব শ্রদ্ধয়াহিতাঃ সন্তো যজ্ঞস্তে
তপোযজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ জপ যজ্ঞাদিকং কুর্ন্তু তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বন মিত্যর্থঃ । তৎ
কিং সত্ত্বং অহোষিৎ রজঃ অথবা তমঃ তৎস্বরূপত্যাঃ ॥ ১ ॥

ভো অৰ্জুন এতমং শাস্ত্র বিধিযুৎসৃজ্য যজ্ঞতাং নিষ্ঠাং শৃণু পশ্য শাস্ত্র বিধিতাসিনাং
নিষ্ঠা তে বক্ষ্যামীত্যাহ ত্রিবিধেতি । স্বভাবঃ প্রাচীন সংস্কার বিশেষঃ উন্মাদ্জাতা শ্রদ্ধা
সাত্ত্বিকী ॥ ২ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অৰ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! আমার একটা সংশয়
উপস্থিত হইল । আপনি কহিয়াছেন (৪—৩৯) যে শ্রদ্ধাবান্ লোকই
জ্ঞান লাভ করেন । পুনরায় বলিলেন যে শাস্ত্র বিধিক্রিয়া পূর্বক যিনি
কাম সঙ্ঘকারে প্রবৃত্ত হন তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি হয় না । এখন
জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র বিপরীত হয় তবে কি হয় ? সেই রূপ
শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্ব সংস্কৃতি তাহা লাভ
করিবে কি না ? অতএব অমাকে স্পষ্ট বলুন, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ
পূর্বক শ্রদ্ধাপ্রয়ে যত্ন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে সাত্বিক কি রাজসিক কি
তামসিক বলা যাইবে ? ॥ ১ ॥

ভগবান কহিলেন, দেহীদিগের স্বভাব দ্বারা তিন প্রকার, সাত্বিকী
রাজসী ও তামসী ॥ ২ ॥

সহানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ! ।

শ্রদ্ধাময়ো যং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্বিক। দেবান্ যক্ষ রক্ষাংসি রাজসঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাং শচান্যে যজন্তে তামসাজনাঃ ॥ ৪ ॥

স্বঃ অস্তঃকরণং ত্রিবিধং সাত্বিকং রাজসং তামসকং তদনুরূপা । সাত্বিকান্তঃ করণানাং সাত্বিকোব শ্রদ্ধা রাজসান্তঃ করণানাং রাজসোব তামসান্তঃ করণানাং তামসোব ইত্যর্থঃ যচ্ছ্রদ্ধা যশ্মিন যজবীরেদেবে অহরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যোভবতি স স এব ভবতি তদ্বৎশব্দে নৈব বাপদিগত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি সাত্বিকান্তঃ করণাঃ সাত্বিকা শ্রদ্ধা সাত্বিক শাস্ত্রবিধিনা সাত্বিকান্ দেবানোব যজন্তে দেবেষোব শ্রদ্ধাবজ্ঞাং দেবা এবোচ্যন্তে । এবং রাজসঃ রাজসান্তঃ করণাঃ ইত্যাদি বিবরীতবাং ॥ ৪ ॥

হে ভারত ! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময় । যে পুরুষের যে প্রকার সত্ত্ব তাহার সেই রূপ শ্রদ্ধা । যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে তৎ স্বরূপ । মূল তত্ত্ব এই যে, জীব স্বভাবতঃ মৎস্যঃ ; অতএব নিগুণ । আমার সম্বন্ধ বিশ্বাস্তি প্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে । বহুদশা প্রবেশ অবধি প্রাচীন সংস্কার, বশতঃ তাহার একটি সগুণ স্বভাব হইয়াছে । সেই স্বভাব হইতে তাহার অস্তঃকরণের গঠন । সেই অস্তঃকরণকেই সম্বলি । সম্ব সংস্কৃতিই অভয় পদ । সংস্কৃত সত্ত্বের শ্রদ্ধা নিগুণ ভক্তি বীজ । অসংস্কৃত সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ । শ্রদ্ধা যত দিন নিগুণ বা নিগুণ উদ্দেশিনী না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারই নাম কাম । কামাত্মিক। সগুণ শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

সাত্বিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতা দিগকে, রাজসিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ যক্ষ রাক্ষস গণকে এবং তামস শ্রদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তি গণ ভূত প্রেত দিগকে যজ্ঞ করে ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ ।

দম্ভাহঙ্কার সংযুক্তাঃ কাম রাগ বলাস্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্ষন্নন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্থর নিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথ্যদানং তেষাং ভেদ মিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

যজ্ঞা পৃষ্টং যে শাস্ত্র বিধিযুঃস্বজ্ঞা কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধা বজ্রন্তে তেষাং কা নিষ্ঠেতি তস্যোত্তর মথুনা শৃণুতাহ অশাস্ত্রেতি বাতাঃ ঘোরং প্রাণিভয়করং তপস্তপ্যন্তে কুর্কন্ঠীভূতপ-
লক্ষণং ইদং অপরাধাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্কন্ঠি । কামাচরণরাহিত্যং শ্রদ্ধাধিত্বক স্বতঃস্ব-
লভ্যতে । দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি । দম্ভাহঙ্কারভ্যাং বিনাশাস্ত্র বিধুলজ্ঞানানুপপত্তেঃ । কামঃ
স্বসাজ্ঞারামরত্ব রাজাদাভিলাষঃ । রাগস্তপস্য সক্তিঃ । বলঃ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতীনাং মিব তপঃ
করণ সামর্থ্যং তৈরবিতাঃ ॥ ৫ ॥

শরীরস্থমারম্ভকভেন দেহস্থিতং । ভূতানাং পৃথিবাদীনাং গ্রামঃ সমূহঃ কর্ষন্নন্তঃ কৃশী
কুর্কন্ঠঃ মাংস মদঃশত্ভূতঃ জীবক হুংখরঃ । আহর নিশ্চয়ান অহরাণামেব নিষ্ঠায়াং
স্থিতা ত্রিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তদেবং যে শাস্ত্র বিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বজ্রন্তে পূর্বাধারোক্তাঃ । যে চান্নিগ্রহায়ে
আহর শাস্ত্র বিধিনা বন্ধ রন্ধ প্রেতাদীন্ বজ্রন্তে যে চ অশাস্ত্রীয় তপ আদিকং কুর্কন্ঠি তে সর্বে
আহর সর্গ মধাগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ । তথাপ্যাহারাদীনাং বন্ধমাণানাং ত্রৈবিধ্যাৎ
তদ্বতাং বধ্যাযোগং দৈব মাস্থরক সর্গঃ স্বয়মেব বিবিচ্য জানীহি ইত্যাহ আহারকিত্যাদি
ত্রয়োদশভিঃ ॥ ৭ ॥

যে সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও
বল যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার বিশিষ্ট লোকেরা অবলম্বন করে ॥ ৫ ॥

যাহারা শরীরস্থ ভূত সকলকে উপবসাদি রূপ কঠিন তপস্তা দ্বারা কর্ষন
করে এবং স্তম্ভুরাঃ তদন্তভূত অর্থাৎ অংশভূত জীবকে হুংখ দেয়,
তাহারা আহর নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৬ ॥

অন্য গণের আহারও সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ ।
তজপ তাহাদের যজ্ঞ, তপ ও দানও তন্ত্বেদ ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য সুখ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ । ৮ ।

কটুন্ম লবণাত্যক্ষ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসশ্চেষ্ঠাভুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাত যামং গতরসং পুতি পৰ্য্যুষিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামিসপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

আয়ুরিতি সাত্ত্বিকাহারবতাং আয়ুর্বিবৰ্দ্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ । সত্বমুৎসাহঃ রস্যা ইতি কেবল
গুড়াদীনাং রস্যাষেপিক্রুদ্ধং অত আহ স্নিগ্ধা ইতি । দুগ্ধকেনাদীনাং রস্যাষেপিক্রুদ্ধেহপি
অস্বৈৰ্য্যং অত আহ স্থিরা ইতি । পনশ ফলাদীনাং রস্যাষেপিক্রুদ্ধ স্থিরেষেহপি হৃদয়দাহিতত্বং
অতআহ হৃদ্যা হৃদয়র হিতা ইতি । তেন সগৰ্বা শৰ্করা শালিগোধূমরাষ্ট্রমঃ এব রস্যাষাদি
কটুইয়ভগ্ন বধ্যং সাত্ত্বিক লোক প্রিয়াজ্জেরাঃ তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকত্বক জ্ঞেয়ং । কিঞ্চ
গুণচতুষ্টয়বদেষেহপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিক প্রিয়ত্বা দৰ্শনাৎ অত্র পবিত্রা ইতাপি বিশেষণং
দেয়ং । তামিস প্রিয়েষু অমেধ্য পদ দৰ্শনাৎ ॥ ৮ ॥

অতিশয়ঃ কটুাদিষু সন্তপসি সম্বধ্যতে । অতিকটু নির্ধাদিঃ । অত্যন্ন লবণোক্ষঃ প্রসিদ্ধ
এব । অতি তীক্ষ্ণে মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদির্বা । অতিক্রুদ্ধো হিঙ্গুকোদ্রবাদিঃ । বিদাহী-
দাহ করঃ ভ্রষ্ট চনকাদিঃ । এতে দুঃখাদি প্রদাঃ । তত্রদুঃখং তাৎকালিকো রসনা কঠাদি
সন্তাপঃ শোকঃ পঞ্চান্তাবিদৌর্মনস্যঃ আময়োরোগঃ ॥ ৯ ॥

যাতো যামঃ প্রহরো বস্য পকস্যোদনাদেবুৎ যাতযামং শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত মিতার্থঃ । গত
রসং ত্যক্ত স্বাভাবিক রসং নিস্পীড়িত রসং পকাম্রভগ্নষ্টাদিকং বা পুতি দুৰ্গন্ধঃ । পৰ্য্যুষিতং
দিনান্তর পকং । উচ্ছিষ্টং গুৰাদিত্যোহন্তেষাং ভুক্তাবশিষ্টং অমেধ্যং অতক্যং কলজাদি ।

সাত্ত্বিক প্রিয় আহার সকল আয়ু, সত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও
প্রীতি বিবৰ্দ্ধক । তাহার রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্বেচ্ছ্য কারী ও দেহের
হিতকারী ॥ ৮ ॥

নিষাদি অতি কটু, অতি অন্ন, লবণ ও উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ লঙ্ঘামরিচাদি,
অতি বিদাহী ভ্রষ্ট চনক সার্ষপাদি, দুঃখ. শোক ও রোগকারী, আহার সকল
রাজস লোকের প্রিয় ॥ ৯ ॥

এক প্রহরের অধিক কাল পক হইয়া থাকিলে যে খাদ্য দ্রব্য শৈত্য
লাভ করে, নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পুতি গন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূৰ্ণ দিনে

অকলাকাজ্জিকিৰ্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যক্ৰব্যামেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈব যঃ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং ॥ ১২ ॥

বিধিহীন মসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবং ।

ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পৰ্য্যালোচ্য স্বহিতৈষিণিঃ সাত্বিকাহার এষ সেব্য ইতি ভাবঃ । বৈকবৈশ্বসোহপি ভগবদনিবেদিত স্ত্যাজ্য এব ভগবদ্নিবেদিত মনাদিক্ত নিগুণ ভক্তলোক প্রিয়ঃ ইতি শ্রীভাগ-বতাজ্জ্ঞেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অথ যজস্য ত্রৈবিধ্যমাহ অকলাকাজ্জিকিৰিতি । কলাকাজ্জারাহিতো কথং যজ্ঞে প্রবৃতি রত আহ যক্ৰব্যামেবেতি স্বানুষ্ঠেয়ত্বেন শাস্ত্রোক্তবাদবশ্বকর্তব্যমেতদিতিননঃ সমাধায় ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অসৃষ্টান্নং অন্নদান রহিতং ॥ ১৩ ॥

ভগবদ্রৈবিধ্যং বদন্ প্রথমং সাত্বিকস্য ভগবদ্রৈবিধ্যমাহ দেবেতাদি ত্রিভিঃ ॥ ১৪ ॥

পক হইয়া পৰ্য্যুসিত আছে, গুরু জন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য সকল তামস লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥

যজ্ঞের ভেদ এই যে কলাকাজ্জা হীন, বিধি সম্মত, কর্তব্য বোধে অহুষ্ঠিত যজ্ঞই সাত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

কলাতি সন্ধির সহিত এবং দস্তের জন্ত কৃত যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধি হীন, অন্নদান রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা হীন ও শ্রদ্ধা রহিত যজ্ঞই তামস যজ্ঞ ॥ অহুত্রে তামস শ্রদ্ধাকে নিতান্ত স্বরূপ ভ্রষ্ট বলিয়া শ্রদ্ধা বহির্ভূত কার্য করা গেল না ॥ ১৩ ॥

ভগবস্য ভেদ এই যে দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, মরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহারা শরীর সম্বন্ধীয় তপ ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতকং যৎ ।
 স্বাধীয়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥
 মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাংস্ববিনিগ্রহঃ ।
 ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
 শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।
 অফলাকাঙ্ক্ষিভিৰ্যুত্কেঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥
 সংকার মান পূজার্থং তপোদন্তেন চৈব যৎ ।
 ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবং ॥ ১৮ ॥
 মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
 পরশ্চোৎসাদনার্থং বা তত্তামস মুদাহতং ॥ ১৯ ॥

‘অনুদ্বৈগকর’ সম্বোধা ভিন্নানামপানুদ্বৈগকং ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ত্রিবিধং উক্তলক্ষণং কায়িক বাচিক মানসঃ ॥ ১৭ ॥

সংকারঃ সাধুরয়মিতানৈঃ কর্তব্য বা কপূজা । মানঃ প্রতাপানাভিবাদনাদিভিন্নান্যৈঃ কর্তব্যাদৈহিকী পূজা । পূজা অনৈন্দোঁয়মানৈর্ধনাদিভি ভাবিনী বা মানসী পূজা । তদর্থং দন্তেনচ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসং তপঃ চলঃ কিকিৎকালিকং । অধ্রুবঃ অনিয়ত সংকারাদি কলকং ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণ মোটাগ্রহণে পরসোৎসাদনার্থং বিনাশার্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুদ্বৈগ কর, সত্য, প্রিয় হিতকর বাক্য ব্যবহার ও বেদ পাঠ ইত্যাদি বাস্তব তপ ॥ ১৫ ॥

চিন্তা প্রসন্নতা, সুরলতা, মৌন ও আত্ম নিগ্রহ ভাব সংকার ইত্যাদি মানস তপ ॥ ১৬ ॥

এই ত্রিবিধ তপ পরা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবন্তক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে নিকাম বাক্তির দ্বারা কৃত হইলে সাত্ত্বিক তপস্যা পর্য্যাপ্ত হইত হয় ॥ ১৭ ॥

আপনাকে সাধু বলিবে এই মানসে ও মান পূজারূপে ভগবন্ত দন্তের সহিত যে তপ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপ ॥ ১৮ ॥

মূঢ় বুদ্ধির সহিত আত্ম পীড়া দ্বারা এবং পরের বিনাশার্থে যে তপ অকৃত হইত, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি বদানং দীয়তে হুপকারিণে ।

দেশেকালে চ পাত্রে চ তদানং সাধ্বিকস্মৃতং ॥ ২০ ॥

যতু প্রতাপকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতং ॥ ২১ ॥

অদেশকালে বদানং মপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতম্বজ্ঞাতং তত্ভামস মুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

ও তৎ সদ্ভিত্তি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

দাতব্য মিত্যেব নিশ্চয়েন নতু ফলাভিসন্ধিনা বদানং ॥ ২০ ॥

পরিক্রিষ্টঃ কথমেতাবদ্ব্যয়িতঃ ইতি পশ্চাত্তাপযুক্তঃ । যদা দিৎসার্য্য অতাবেপি ওর্দাদাতা-
জানুরোধবশাদেব দত্তঃ । পরিক্রিষ্টঃ অকল্যাণ জব্য কর্তব্যকংবা ॥ ২১ ॥

অসংকারোঃ বজ্ঞায়াঃ কলং ॥ ২২ ॥

তদেবং তপোযজ্ঞাদীনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যাতো সমুখ্য মাত্রমধিকৃত্যোক্তং তত্র যে সাধ্বি-
কেষপি মধ্যে ব্রহ্ম বাদিনঃ তেষাং ব্রহ্মনির্দেশ পূর্বকং এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ ও তৎ
সদ্ভিত্ত্যেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ নার্য্যাপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টেদর্শিতঃ । তত্রওমিতি সর্বশ্রুতি
প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণোনাম । জগৎকারণত্বেনাতিপসিদ্ধে অতিরিক্সসনেনচ প্রসিদ্ধেত্তদিত্যিচ ।
সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদিত্যিচ শ্রুতেঃ । সদ্ভিত্তি চ । যস্মাৎ ও তৎসংশ্লব্যাচ্যেন ব্রহ্মণেব
ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চবিহিতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৩ ॥

দানের ভেদ এই যে যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্তব্য
বোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচার পূর্বক যে দান করা যায়, তাহা সাধ্বিক ॥ ২০ ॥

প্রতাপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপ সহ-
কারে যে দান, তাহা রাজস ॥ ২১ ॥

যে স্থানে দানের প্রয়োজন নাই সেই স্থানে, যে কালে দান করিলে
কাহার উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্তক বেশ্যা ও অভাব শূন্য
ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহা তামস । সংপাত্রকেও অসংকার
ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও তামস দান হয় ॥ ২২ ॥

তদনং তাৎপর্য্য বলিতেছি শুন । তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার এ
সমুদায়ই সাধ্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ । সপুণ্য অবস্থায়

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ ।

এবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ ॥ ২৫ ॥

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্মণিতথা সচ্ছন্দঃ পার্থ! যুক্ত্যতে ॥ ২৬ ॥

• তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম উদাহৃত্য উচ্চাৰ্য্য বর্তমানানাং ব্রহ্ম বাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ এবর্তন্তে ॥ ২৪ ॥

তদिति উদাহৃতোতি পূর্বস্যানুবঙ্গঃ অনভি সন্ধায় ফলাভিসন্ধিমকুত্বা ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মবাচকঃ সংশ্লষঃ প্রশস্তেষুপিবর্ততে তস্মাৎ প্রশস্ত মাত্রে কর্মণি প্রাকৃতোহপ্রাকৃতোহপি
সংশ্লষঃ প্রয়োক্তব্যঃ ইত্যশয়েনাহ সম্ভাবে ইতি দ্বাত্যাং । সম্ভাবে ব্রহ্মত্বসাধুভাবে ব্রহ্ম-

বাদিভ্যে প্রযুক্ত্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সঙ্গুণ ও অকিঞ্চিংকর । নিগুণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা সহকারে ঐ সকল কর্ম যখন কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্ব সংস্কৃদ্ধি রূপ অভয় লাভের উপযোগী হয় । শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ আছে । ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্ম নির্দেশক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয় । সেই ব্রহ্ম নির্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সমুদায় চিহ্নিত হইয়াছে । শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে তাহা সঙ্গুণ, অব্রহ্ম নির্দেশক এবং কাম ফল দায়ক হইবে । অতএব শাস্ত্র বিধানই পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থা । তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যে সংসয় তাহা কেবল অবিবেক জনিত ॥ ২৩ ॥

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ শব্দ ব্যবহার পূর্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়া সর্বদাই ব্রহ্ম বাদী গণ অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৪ ॥

এই জড় বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতঃ বস্তুর অতীত যে তৎ বস্তু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞ, তপ, দানাদি বিবিধ ক্রিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎ ফল ত্যাগ পূর্বক অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

সংশ্লষে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থ সংগতি হয় । তজ্জগৎ তদ্ব্যবহার প্রশস্ত কর্ম সমূহকে ও সৎ শব্দে বুঝাইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞেতপসিদানে চ স্থিতিঃ সদिति চোচ্যতে ।

কৰ্ম্মচৈবতদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

তশ্চাক্ষর্য হৃতংদতং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহা ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতানুপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সম্বাদে শ্রদ্ধাক্রয় বিভাগযোগো নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞাদৌহিত্যিঃ যজ্ঞাদি তাৎপর্যোন্নাবহান মিতার্থঃ । তদর্থীয়ং কৰ্ম্মব্রহ্ম পরিচর্যো-
পযোগি যৎকৰ্ম্ম ভগবদ্ব্যমির মার্কণাদিকং তদপি ॥ ২৭ ॥

সৎকৰ্ম্ম ক্রতং তথা অসৎকৰ্ম্ম কিমিতাপেক্ষায়ামাহ অশ্রদ্ধয়া ইতি হৃতং হবনং দত্তং দানং
তপস্তপ্তং । কৃতং যদন্যাকাপি কৰ্ম্মকৃতং তৎ সৰ্ব্বমসদिति হৃতমপ্যহতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব
তপোহপ্যতপএব কৃতমপ্যকৃতমেব যতস্তৎ ন প্রেত্য ন পর লোকে কলতি নাপীহলোকে
কলতি ॥ ২৮ ॥

উক্তেবু বিবিধেষেব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়াকৃতং ।

যৎস্যান্ত্রদেবমোক্ষার্থমিত্যধার্য্য ঈরিতঃ ।

ইতি সারার্থ বর্ণিণাঃ হৰ্ষিণাঃ ভক্তচেতসাঃ ।

গীতাস্বয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে সৎ শব্দের তাৎপর্য্য, যেহেতু ঐ সকল ক্রিয়া
তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলে সৎ শব্দ লাভ করে । ব্রহ্মোদ্দেশক না
হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া সমস্তই অসৎ । সমস্ত জড়ীয় কৰ্ম্মই
জীবের স্বরূপ বিরোধী কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কৰ্ম্ম ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়া পরা
ভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে তখন ঐ সকল ক্রিয়াও জীবের
স্ব সংজ্ঞার অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধি রূপ কৃষ্ণ দাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৭ ॥

হে অৰ্জুন ! নিগুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অহুষ্ঠিত হয়,
সে সমুদায়ই অলং । সেই সকল ক্রিয়া ইহ কাল ও পরকাল কোন কালেই
উপকার করে না । অতএব শাস্ত্র সমুদায় নিগুণ শ্রদ্ধার উপদেশ করেন ।
শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নিগুণ শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয় । নিগুণ
শ্রদ্ধাই ভক্তি মতায় একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ সর্বাঙ্গীত শ্রদ্ধা সহকারে কৃত কৰ্ম্ম সকল জীবের
মোক্ষ সাধন করে, ইহাই কথিত হইল । ইতি সপ্তদশ অধ্যায় ।

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো ! তদ্বন্নিচ্ছামি বেদিতুং ।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ ! পৃথক্ কেশিনিমূদন ! ॥ ১ ॥

সন্ন্যাস জ্ঞানকৰ্ম্মাদেত্বেবিধাঃ স্তুতি নির্ণয়ঃ ।

শুভসার তমা ভক্তি রিত্যাষ্টাদশ উচ্যতে ॥

অনন্তরাধ্যায়ে । “তদিতানভিসঙ্কার ফলং যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ । দানক্রিয়ান্ধ বিবিধাঃ
ক্রিয়ন্তেমোককাক্রিতিঃ ইত্যত্র ভবদ্ব্যকো মোক্ষকাক্রিগন্ধেন সন্ন্যাসিন এবোচাচ্ছে অন্যেবা
ষদাচ্ছে এব তে তর্হি সর্ক কৰ্ম ফলত্যাগঃ ততঃ কুরু বতাস্তবান্ । ইতি ঈদ্রুজ্ঞানানং সর্ক কৰ্ম
ফল ত্যাগিনাং তেবাং স ত্যাগঃ কঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ কোবা সন্ন্যাস ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাহরাহ
সন্ন্যাসসোতি পৃথগিতি যদি সন্ন্যাস ত্যাগশকৌ ভিন্নার্থৌতদা সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্তচত্বঃ
পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি । যদি ত্বেকার্থৌ ভাবপিছন্নতে অন্তমতে বা উয়োত্রৈকার্থ্যঃ অর্থ্যৎ
একার্থত্বমিতি পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি । হে হৃষীকেশেতি মহমুক্ষেঃ প্রবর্তকদ্বাং ত্বমেব ইমং
সম্বেহমুখাপয়সি । ‘কেশি নিমূদন ইতি তৎসম্বেহঃ ত্বমেব কেশিনিমিবি বিদারয়সীতি
ভাবঃ । মহাবাহো ইতি ত্বং মহাবাহ বলাদ্বিতোহহং কিঞ্চিদ্বাহ বলাদ্বিত ইত্যে তদং
শেনৈব সন্ন্যাসহ সখ্যং তব নতুসার্কজাদিভিরংশৈঃ অতত্ত্বদন্ত কিঞ্চিৎ লখ্যতাবাদেব
প্রায়ে সম নিঃশকতা ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

সমস্ত কৰ্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল ভক্তি ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট
কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নিগুণ ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত
হইয়াছে । তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক, সঙ্কল্প
নিগুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে একরূপ গীতা শাস্ত্রের
গূঢ় ভাৎপর্য্য পূর্ব মহাজন গণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত সমস্ত
উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল । তাহা শ্রবণ করত অৰ্জুন
মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহার রূপ ঐ সমস্ত শ্রী শ্রুতিতে ইচ্ছা
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । হে হৃষীকেশ ! হে কেশি নিমূদন ! সন্ন্যাস
ও ত্যাগ এই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং স্ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকেকৰ্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সন্তম ! ।

ত্যাগোহি পুরুষ ব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমঃ প্রোক্তো মতঃ সন্ন্যাসঃ ত্যাগঃ শব্দয়োঃ ত্রিবিধঃ কীৰ্ত্তিতঃ কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং স্ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকেকৰ্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ । যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সন্তম ! । ত্যাগোহি পুরুষ ব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমঃ প্রোক্তো মতঃ সন্ন্যাসঃ ত্যাগঃ শব্দয়োঃ ত্রিবিধঃ কীৰ্ত্তিতঃ কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং স্ত্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥ ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকেকৰ্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ । যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সন্তম ! । ত্যাগোহি পুরুষ ব্যাঘ্র ! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

ত্যাগে পুনরপি মতভেদঃ সুপক্ষিপতি ত্যাগ্যমিতি দোষবৎ হিংসাদি দোষবৎ কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ এব ত্যাগ্যমিত্যেকং সংখ্যাঃ । পরে সীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কৰ্ম্মশাস্ত্রে বিহিতভ্যাং ন ত্যাগ্যমিত্যাহঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তমাহ নিশ্চয়মিতি ত্রিবিধঃ সান্ত্বিকো রাজসত্ত্বাসমশ্লেতি অত্র ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎ-
 ন্যাসিতস্য তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপন্নাতে । মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কাম্যকৰ্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মকে নিকাম রূপে অনুষ্ঠান করার নাম সন্ন্যাস । নিত্য নৈমিত্তিক ও সৰ্ব্ব-
 প্রকার কৰ্ম্ম কাম্য অনুষ্ঠান করিয়া ও সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের ফল ত্যাগ করার নাম ত্যাগ ।
 এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বিচক্ষণ কবি সকল বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

ত্যাগ সৰ্ব্বদে কতক গুলি পণ্ডিত একরূপ স্থির করিয়াছেন যে কৰ্ম্মকে
 দোষ বলিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে । অপর কতক গুলি পণ্ডিত
 যজ্ঞ দান, তপ প্রভৃতি কৰ্ম্ম সকলকে অত্যাগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

হে ভরত সন্তম ! ত্যাগ সৰ্ব্বদে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে ত্যাগ ও
 ত্রিবিধ ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ দান তপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।
 যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং ॥ ৫ ॥
 এতান্যপি তু কৰ্ম্মানি সংস্কৃত্য ক্ত্বা ফলানি চ ।
 কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ ! নিশ্চিতং মতমুত্তমং ॥ ৬ ॥
 নিয়তস্তু তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে ।
 মোহান্তস্তু পরিত্যাগ স্ত্যামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

ইতি তত্ত্ব এব তামস ভেদে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগ সন্ন্যাস শব্দয়োরেকার্থ্য
 মেবেত্যবগম্যতে ॥ ৪ ॥

• কাম্যানাংপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ কৰ্ত্তব্যানি
 ইত্যাহ যজ্ঞাদিকং কৰ্ত্তব্যমেব তত্রহেতুঃ পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

যেন প্রকারেণ কৃতান্তেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়তি এতান্যপীতি সঙ্গং
 কৰ্ত্তব্যভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ । ফলাভিসন্ধি কৰ্ত্তব্যভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এবত্যর্থঃ সন্ন্যাস-
 শ্লোচ্যাতে ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতস্য ত্রিবিধত্যাগস্তু তামসং ভেদমাহ নিয়তস্তু নিত্যস্তু । মোহাৎ শাস্ত্র ত্যাগপৰ্য্যা-
 জ্ঞানাৎ । সন্ন্যাসী কাম্য কৰ্ম্মনি আবশ্যকত্বাভাবাৎ পরিত্যজতু নাম নিত্যস্তু কৰ্ম্মণস্ত্যাগো
 নোপপদ্যতে ইতিতু শব্দার্থঃ । মোহাদজ্ঞানাৎ । তামস ইতি তামস স্ত্যাগস্য ফলং অজ্ঞান
 প্রাপ্তিরেব নত্বভীষিত জ্ঞান প্রাপ্তি রিতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

যজ্ঞ, দান, তপ ঐভূতি কৰ্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয় । মানবের সেই
 সকলই কৰ্ত্তব্য কার্য্য । বদ্ধ জীবের সৰ্ব্ব সংশুদ্ধির উপায় স্বরূপ তাহা
 গিকে অমুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক
 কৰ্ত্তব্য বোধে অমুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

নিত্য কৰ্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় । ভ্রম সহকারে বাহ্যে নিত্য কৰ্ম্ম
 পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগ তামস ত্যাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎকৰ্ম্ম কায়ক্ৰেশভয়াত্তজেৎ ।

স কৃদ্ধা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

কাৰ্য্য মিত্যেব যৎকৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন ! ॥

সংস্রংত্যক্ত্ৰাফলং ক্ৰৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বৈষ্ট্য কুশলং কৰ্ম্ম কুশলেনানুষজ্জতে ।

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

নহি দেহ ভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

বস্তুকৰ্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

দুঃখ মিত্যেবেতি যদাপি নিত্যকৰ্ম্মণামাশঙ্ক্যমেব তৎকরণে গুণএব নহু দোষ ইতি জানাত্যেব তদপি তৈঃ শরীরং ময়া কথং বৃথা ক্রেশয়িত্যবং ইতি ভাবঃ । ত্যাগফলং জ্ঞানং ন লভেত ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

কাৰ্য্যমবশ্ত কৰ্ত্তব্যমিতি বৃদ্ধা নিয়তং নিত্যং কৰ্ম্ম সাত্বিক ইতি ত্যাগাত্যাগফলং জ্ঞানং স লভেত ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

এবন্তুত সাত্বিক ত্যাগ পরিনিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ নবোষ্টীতি । অকুশল মনুগদং শীতে প্রাতঃ স্নানাদিকং নবোষ্টী কুশলে সূত্র গ্রীষ্মমানাদৌ ॥ ১০ ॥

ইতোহপি শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম্মণ ত্যাগঃ ইত্যাহ নহীতি ত্যক্তুং শক্যং নশক্যানি তদ্ব্যক্তং নহি-
কশ্চিৎক্ষণমপি ভাভু তিষ্ঠ ত্যক্ত্বৎ ॥ ১১ ॥

নিত্য কৰ্ম্মকে ক্রেশ কর জানিয়া ভয়ের সহিত যিনি তাহা ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ রাজস ত্যাগ হয় । তিনি ত্যাগ ফল প্রাপ্ত হননা ॥ ৮ ॥

হে অর্জুন ! যিনি কৰ্ত্তব্য বোধে নিত্য কৰ্ম্ম অহুষ্ঠান করেন এবং সেই কৰ্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ সাত্বিক ॥ ৯ ॥

অকুশল কৰ্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কৰ্ম্মে আসক্ত হননা । একরূপ মেধাবী সত্ব গুণ পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকেনা ॥ ১০ ॥

দেহ ধারী জীবের সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয় । অতএব যিনি সমস্ত কৰ্ম্ম ফল ত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলং ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কুচিৎ ॥ ১২ ॥

পঞ্চম্যানি মহাবাহো ! কারণানি নিবোধমে ।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টাদৈবকৈবাত্ত্বে পঞ্চমং ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কৰ্ম্মপ্রারভত্রে নরঃ ।

শ্রায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চাতে তন্ত্ৰাহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

এবজুত ত্যাগাভাবে দোষমাহ অনিষ্টং নরক দুঃখং ইষ্টং স্বৰ্গ সুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মান-
সুখদুঃখং অত্যাগিনাং এবজুত ত্যাগ রহিতানাং এব ভবতি প্রেত্য পবলোকে ॥ ১২ ॥

নতু কৰ্ম্ম কুৰ্বতঃ কৰ্ম্মফলং কথং নতবেদিতি অশক্য নিরহংকারভেদীতি কৰ্ম্মলেপোনাস্তী
ভূপাদিরভূমাহ পঞ্চম্যানীতি পঞ্চভিঃ । সৰ্ব্ব কৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিম্পত্তয়ে ইমানিপঞ্চকারণানি
৫ম মমবচনান্নিবোধ জানীহি সমাক্ পরমাত্মনাম্ কথয়তীতি সাংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্ত শাস্ত্রং
তন্নিরনীকীদৃশে কৃতং কৰ্ম্ম তন্ত্ৰাণ্ডোনাশো যস্মাত্তন্নিম্ন প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

তান্যেবগণয়তি অধিষ্ঠানং শরীরং । কৰ্ত্তা চিজ্জড়গ্রন্থিরহংকারঃ । করণং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি-
পৃথগ্বিধমনেক প্রকারং । পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাম্ পৃথকব্যাপারঃ । দৈবং সৰ্ব্ব প্রের-
কোহন্ত্যামীচ ॥ ১৪ ॥

শরীরাদিভিরতি শরীরং বাচিকং মানসং চেতি কৰ্ম্মত্রিবিধং । তচ্চ সৰ্ব্বং ত্রিবিধং ন্যায্যধৰ্ম্মং
বিপরীত মন্ত্যায়ং অধৰ্ম্মং তন্ত্ৰ সলস্রাপি কৰ্ম্মণ এতৎপঞ্চাহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

যাহারা কৰ্ম্ম ফল ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই
তিন প্রকার কৰ্ম্ম ফল ঘটিয়া থাকে । সন্ন্যাসী দিগের উক্ত ত্রিবিধ ফল
ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো ! বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কৰ্ম্ম সকলের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে
পাঁচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি শুন ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কৰ্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড় গ্রন্থি রূপ অহংকার, করণ
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাক্তার নিয়ামকের
সহায়তা এই পাঁচটি কারণ । এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কৰ্ম্মই
অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে কার্য্যই মনুষ্য করিয়া থাকে, তাহা

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ।

পশ্চাত্যকৃত বুদ্ধিহীন স পশ্চতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

যশ্চ নাহং কৃতোভাবোবুদ্ধিৰ্যস্য ন লিপ্যতে ।

হৃদ্যপি স ইমান্নো কামহন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।

করণং কৰ্ম্মকৃর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ কিমত আহ তত্রসৰ্কস্মিন কৰ্ম্মণি পঞ্চৈব হেতব ইতোবং সতি কেবলং বস্তুতোনিঃসঙ্গ-
মেবান্নান জীবৎকৰ্ত্তারং পশ্চতি সোহকৃত বুদ্ধিহাৎ অসংসৃত বুদ্ধিহাৎ দুৰ্ম্মতিনৈব পশ্চতি
সোহজ্ঞানী অক এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কন্তুহি স্মৃতি শৃঙ্খলান্ ইত্যত আহ যন্তেতি । অহঙ্কৃতোহংকারস্ত ভাবঃ স্বভাবঃ
কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্যানাস্তি । অতএব যশ্চ বুদ্ধির্নলিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধাকৰ্ম্মহনাসজ্জতি
সহিকৰ্ম্মফলঃ ন প্রাপ্নোতীতি কিংবক্তব্যং সহিকৰ্ম্ম ভদ্রা ভদ্রং কুর্কন্নপিনৈব করোতীত্যাহ
হৃদ্যপীতি স ইমান্ সৰ্কানপি প্রাণিনোলোক দৃষ্ট্যাহৃদ্যাগি স্বদৃষ্ট্যানৈবহন্তি নিরতিসন্ধিহাদিত-
ভাবঃ অতো নবধ্যতে কৰ্ম্ম মূলং ন প্রাপ্নোতীতি ॥ ১৭ ॥

তদেবং ভগবদ্ব্যতে উক্তলক্ষণঃ সাত্বিক স্ত্যাগ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনাং । ভক্তানান্ত কৰ্ম্ম
যোগস্য স্বরূপেণৈবত্যাগোহবগম্যতে । যদ্বক্তং একাদশে ভগবতৈব । আজ্ঞায়ৈবগুণান্-

ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক; উক্ত পঞ্চ বিধ কারণ দ্বারা
সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

এ স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কৰ্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃত
বুদ্ধি, অতএব দুৰ্ম্মতি । তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পাননা ॥ ১৬ ॥

হে অৰ্জুন ! তোমার যে যুদ্ধ বিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল
অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদয় হয় । উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল কৰ্ম্মের
কারণক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না ।
অতএব যাহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে
হনন করিয়াও কাহাকে হনন করেন না এবং হনন কৰ্ম্ম ফলে আবদ্ধ
হন না ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কৰ্ম্মচোদনা । করণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতেগুণ সংখ্যানে যথাবচ্ছূতান্তুপি ॥ ১৯ ॥

দৌৰ্বান্ মুয়াদিষ্টানপিশ্চকান্ । ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সৰ্বান্ মাংভজ্ঞেংসচসন্তমঃ । ইত্যার্থঃ স্বামিচরণৈবাখ্যাতো যথা ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাংভজ্ঞেং সচ সন্তম ইতি কিমজ্ঞানত নাস্তিক্যাঘা নধৰ্ম্মাহরণে সঙ্ঘ তুচ্ছাদীন গুণান্ বিপক্ষে দৌৰ্বান্ প্রত্যবায়ান্চ আজ্ঞায় জাহাপি মক্ষ্যান বিক্ষেপকতয়া মন্ত্তকৈব সৰ্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় নিশ্চয়েনৈব ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য ইতি । অত্র ধৰ্ম্মান্ ধৰ্ম্মফলানি সংত্যজ্য ইতিতু ব্যাখ্যানঘটতে নহিধৰ্ম্মফল ত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়োভবেদিতব্যধেয়ং । অয়ং ভাবঃ ভগবদ্বাক্যানাং তদ্বাখ্যাতৃণাকজ্ঞানংহি চিত্তশুদ্ধিমবশ্য মেবাপেক্ষতে নিকাম কৰ্ম্মভিঃ চিত্তশুদ্ধি তারিতম্যোবৃত্তে এব জ্ঞানোদয় তারিতমাং ভবেন্নাগ্রথা অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয় সিদ্ধার্থং সন্ন্যাসিত্তিরপি নিকাম কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমেব কৰ্ম্মভিঃ সম্যক্ তয়া চিত্তশুদ্ধৌবৃত্তারং তুতৈরপি কৰ্ম্মণ কৰ্ত্তব্য মেব । যদুক্তং । অক্ষরক্ষোমূনেযোগং কৰ্ম্মকারণমুচ্যতে । যোগারূঢ়স্ততস্তৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে ইতি । যদ্বাস্তরতি রেবসাদাস্ত তুপ্তিশ্চ মানবঃ । আস্তন্যোবচসং তুষ্টস্তস্য কার্ধ্যং নবিদ্যতে । ইতি । ভক্তিগুণ পরমাস্তত্ত্বা মহা প্রবলাচিত্তশুদ্ধিঃ নৈবাপেক্ষতে যদুক্তং । বিকীড়িতঃ ব্রজ বধুভিরিদঞ্চ বিধোঃ শ্রদ্ধাষিতোহুশুণ্যাদিত্যাদৌ । ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামং হ্রদ্রোগ মাধপহিনোতাচিরেণধীরঃ । ইতি । অত্রদ্বাগ্ন প্রত্যয়েণ হ্রদ্রোগবতোবাধিকারিণি পরমায় ভক্তে রপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততস্তত্রৈবকামা-
দীনা মগগমচ্চ । তথা । প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং । ধূনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরদিতি চেত্যতো ভক্ত্যেব যদি তাদৃশী চিত্ত শুদ্ধিঃ স্যাৎ তদা ভক্তেঃ কথং

এই তিনটী কৰ্ম্ম সংগ্রহ । মানব কৰ্ত্তৃক যে কৰ্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ । কৰ্ম্ম কৃত হইবার পূর্বে যে বিধি অবলম্বিত হয় তাহার নাম চোদনা । চোদনা শব্দের অর্থ প্রেরণা । প্রেরণাই কৰ্ম্মের সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ কৰ্ম্মের স্থূল সত্তা প্রাপ্তির পূর্বে যে বৈজ্ঞানিক সত্তা থাকে, তাহাই প্রেরণা । তাহা ক্রিয়ার পূর্ব অবস্থায় কৰ্ম্ম করণের জ্ঞান, কৰ্ম্মের স্বরূপ গত জ্ঞেয়ত্ব ও কৰ্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় । ক্রিয়া গত অবস্থায় স্থূল জ্ঞাকারে কৰ্ম্মের করণত্ব, কৰ্ম্মত্ব ও কৰ্ত্তৃত্ব এই তিনটী বিভাগ ॥ ১৮ ॥

এবমুত্ত জ্ঞান কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তার সত্ত্ব,রজ ও তমগুণভেদে ত্রিবিধত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সৰ্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বিসাঙ্গিকং ॥ ২০ ॥

পৃথক্ভেদেণ তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ধিধান্ ।

বেত্তিসৰ্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বি রাজসং ॥ ২১ ॥

কৰ্ম কৰ্তব্যং ইতি । অথ প্রকৃত মনুসরামঃ কিঞ্চ ন কেবলং দেহাদিভাতিরিক্তস্তান্ননো
জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাস্ততত্ত্বমঙ্গীক্ৰেয়ং তাদৃশ জ্ঞানাত্ম্য এবজ্ঞানী কিস্তেতদ্বিকং কৰ্ম সম্বন্ধা
বর্ততেতদপি সন্ন্যাসিভিঃ ক্ৰেয়ং ইত্যাহ জ্ঞান মিতি । অত্রচোদনা শব্দেন বিধিরূঢ়াতে ।
বহুভং ভট্টেঃ । চোদনা চোপদেশস্ত বিধিচৈকাৰ্থ বাচিনঃ ইতি উক্তং শ্লোককার্দ্দংস্বয়মেব
ব্যাচষ্টে করণমিতি যজ্জ্ঞানং তৎকরণঃ কারকঃ জ্ঞায়তেহেনেনেতি জ্ঞানং ইতি বৃৎপত্তেঃ ॥
যজ্জ্ঞেয়ঃ জীবাত্ত তৎস্বং তদেব কৰ্ম কারকং । যন্তস্য পরিজ্ঞাতা সৰ্ব্বভূতা ইতি ত্রিবিধঃ করণং
কৰ্মকৰ্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কারক মিত্যর্থঃ । কৰ্মসংগ্রহঃ কৰ্মাণা নিকাম কৰ্ম্মামুষ্ঠানে নৈবসংগৃহ্যত
ইতি কৰ্মচোদনা পদ ব্যাখ্যা । জ্ঞানসংজ্ঞেয়ত্বং জাতৃত্বংচ এতদ্রয়ং নিকাম কৰ্ম্মামুষ্ঠান
মূলকমিতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সাঙ্গিকঃ জ্ঞান মাহ সৰ্বভূতেষু । একং ভাবং একমেবজীবাত্ম্যনং নানাবিধ ফলভোগার্থং
ক্রমেণ সৰ্বভূতেষু মনুষ্যা দেব তিৰ্য্যগাদিষু বর্তমান মব্যয়ং নশ্বরেণপিতেষ নশ্বরংবিভক্তেষু
পরম্পরং বিভিন্নেষুপি অবিভক্তং একরূপং যেন কৰ্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেকতে তৎসাঙ্গিকং
জ্ঞানং ॥ ২০ ॥

রাজসঃ জ্ঞানমাহ । সৰ্বভূতেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ভেদেণ যজ্জ্ঞানমিতি দেহনাশঃ ত্রবাত্মনোনাশ
ইত্যমর্য্যগাঃসংতং । অতএব পৃথক পৃথক দেহেযু পৃথক পৃথগেবাত্মা ইতি তথাশাস্ত্র কারণাৎ
পৃথক বিধান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রয়ান্ । আত্মা স্বং দুঃখাত্ম্য ইতি । স্বং দুঃখাদিনাত্ম্য
ইতি । জড় ইতি । চেতন ইতি । ব্যাপক ইতি । অণুস্বরূপ ইতি । অনেক ইতি । ইত্যাদি
কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদে তদ্রাজসং । ২১ ॥

এক জীবাত্ম্যাই নানাবিধ ফল ভোগের জন্ত ক্রমে মনুষ্যাদি সৰ্বভূতে
বর্তমান । তিনি নশ্বর বস্তু মধ্যে থাকিয়াও অনশ্বর । অনেক জীব
পরম্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়সে এক রূপ । এই রূপ জ্ঞানকে
সাঙ্গিক জ্ঞান ক্রলা যায় ॥ ২০ ॥

সৰ্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য তিৰ্য্যগাদি যোনিতে যে সকল জীবে আছেন,
তাহারা পৃথক জাতীয় জীব । তাহাদের স্বরূপ ভাব পৃথগ্ধি । ঐরূপ জ্ঞান
রাজসিক ॥ ২১ ॥

যত্তুকুৎসবদেকস্মিন্ কার্যো সন্তমহৈতুকং ।

অতত্বার্থবদল্পঞ্চ ততামসমুদাহৃতং ॥ ২২ ॥

নিয়তঃ সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতং ।

অফলপ্রেপ্সুনাকর্ষ্ম যত্তৎসাত্ত্বিক মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যত্তুকামেপ্সুনাকর্ষ্মসাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহুলায়ানং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥ ২৪ ॥

ভামসং জ্ঞানমাহ । যত্তুজ্ঞান মহৈতুক মৌৎপত্তিকমেব অতএবৈকস্মিন্ কার্যো লৌকিকে
এবমান ভোজনপান স্ত্রীসংভোগেতং সাধনেচ কর্ণগিসক্তং নতুবৈদিকে কর্ণপি বজ্ঞ দানাদৌ
অতত্ত্ব অতত্বার্থবৎ । তত্ত্বতত্ত্বরূপোহর্থ কোপিনাত্তীত্বার্থঃ । অন্নং পশুনাংমিব যৎকুৎসং তৎ
ভামসং জ্ঞানং দেহাদ্যতিরিক্তত্বেন তৎ পদার্থ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং নানাবাদ প্রতিপাদকং ত্রায়াদি
শাস্ত্র জ্ঞানং রাজসং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানং ভামস মিতং সংক্ষেপঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্তা ত্রিবিধ কর্ণ্যাহ নিয়তঃ নিত্যতয়াবিহিতং সঙ্গরহিতং অতিনিবেশ শূন্যং
অতএবারাগদেষতঃ রাগদেষাভ্যাং বিনৈবকৃতং । অফল প্রেপ্সুনা ফলাকাজ্জারহিতেনৈব
কর্তৃকৃতঃকর্ষ্ম যৎ সাত্ত্বিকং ॥ ২৩ ॥

কামেপ্সুনাংসাহকারবতা ইত্যর্থঃ সাহকারেনাতাহকার বতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া
তাহাতে যিনি আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অন্ন ও ভামস । যেহেতু
সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত
হয় । তাহাতে তৎক রূপ কোন অর্থ লাভ হয় না । সিদ্ধান্ত এই যে
দেহাদি অতিরিক্ত তৎ পদার্থ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, নানা বাদ প্রতিপাদক
ন্যায়াদি শাস্ত্র জ্ঞান রাজস জ্ঞান এবং স্নান ভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞান
ভামস জ্ঞান ॥ ২২ ॥

রাগ দেষ রহিত, সঙ্গ শূন্য, নিষ্কাম নিত্য কর্ণ্যই সাত্ত্বিক কর্ণ্য ॥ ২৩ ॥

কামনা সহিত ও অহকার সহিত, অতিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্ণ্যই
রাজস কর্ণ্য ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্রয়ং হিংসা মনপেক্ষা চ পৌরুষং ।
 মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্ততামস মুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 মুক্তসঙ্গোহনহং বাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ ।
 সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 রাগীকর্মফলপ্রেপ্সুর্লুক্কোহিংসাত্মকোহুশুচিঃ ।
 হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥
 অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃৎতিকোহলসঃ ।
 বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুকর্মানুষ্ঠানানন্তরং আরতাঃ ভাবিনঃ বন্ধ্য রাজদম্ভা যমদূতাভির্বন্ধনং ক্রয়ঃ ধর্মজ্ঞানা-
 দাপচয়ঃ হিংসাসংসা নীশকঃ অনপেক্ষা অপর্য়ালোচ্য পৌরুষং বাবহারিক পুরুষ মাত্র কর্তব্যং
 কর্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যৎ আরভাতে ততামস ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং কর্মোক্তা ত্রিবিধঃ কৰ্ত্তার মাহমুক্ত সঙ্গ ইতি ॥ ২৬ ॥

রাগীকর্মণ্যাসক্তঃ লুক্কো বিষয়াসক্তঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তোহনোচিত্যকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব স্ব ভাবে এব বর্তমানঃ যদেবস্বমনসি আয়তি
 তদেবামুতিষ্ঠতি নতু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীত্যর্থঃ । নৈকৃৎতিকঃ পরাপমান কৰ্ত্তা তদেবঃ
 জ্ঞানভিক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব তাগঃ কৰ্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকমেব কর্মনিষ্ঠঃ জ্ঞানামাত্রায়নীয়ঃ
 সাত্ত্বিক মেব কর্ম কৰ্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকেনৈবকৰ্ত্তা ভবিতব্যঃ এব এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি
 মেবজ্ঞানং প্রকরণার্থং নিকর্ষঃ । ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীত মেবজ্ঞানঃ ত্রিগুণাতীত মে কর্ম

ভাবীক্লেশ, ধর্মজ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা অর্থাৎ আত্মনাশ এই সমুদায়
 আলোচনা না করিয়া মোহ বল্লভ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষ কর্মে প্রবৃত্ত
 হইলে সেই কর্মকে তামস কর্ম বলা যায় ॥ ২৫ ॥

মুক্ত সঙ্গ, অহংকার শূন্য ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত এবং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে
 নির্বিকার একরূপ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

কর্মাঙ্গস্তঃ, কর্ম ফল লুক্ক বিষয়াসক্ত, হিংসা প্রিয়, অশুচি, হর্ষ শোকাতির
 বশীভূত যে কৰ্ত্তা সে রাজস কৰ্ত্তা ॥ ২৭ ॥

অযুক্তিত কার্য প্রিয়, জড় চেষ্টা যুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান কার্যেরত
 অনঙ্গ, সর্বদা বিষাদ যুক্ত, দীর্ঘ সূত্রী যে কৰ্ত্তা সে তামস কৰ্ত্তা ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধেভেদং ধূতৈশ্চৈব গুণত ত্রিবিধং শৃণু ।

প্রোচ্যমান মশেষেণ পৃথক্জেন ধনঞ্জয় ! ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকাৰ্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! সাত্বিকী ॥ ৩০ ॥

যয়াধর্ম্ম মধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকাৰ্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥ ৩১ ॥

• ভক্তিবোধার্থং ত্রিগুণাভীতা এব কর্তারঃ । যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগ বতে । কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রাজো বৈকল্লিকং তু যৎ । প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মল্লিষ্টং নিগুণং স্মৃতং ইতি । লক্ষণং ভক্তিবোধস্ত নিগুণস্তেতুঃদাহতং ইতি । সাত্ত্বিকং কারকোহঙ্গীরাগাকো রাজসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতি বিত্রষ্টোনিগুণোমদপাশ্রয়ঃ । ইতি । কিঞ্চ ন কেবলমেতজিকমেব ভুক্তিমতে গুণাভীত মপি তু ভক্তি সম্বন্ধি সর্বমেব গুণাভীতঃ । যদুক্তং তত্রৈব সাত্ত্বিক্যা-
ধাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা কর্ণ শ্রদ্ধাতু রাজসী । তামস্যা ধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণাঃ । ইতি । বনস্ত সাত্ত্বিকোবাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে । ভামসঃ দ্যুত সদনং মল্লিকेतস্ত নিগুণং ইতি । সাত্ত্বিকং স্থপ্নমাক্সোঞ্চ বিষয়োখস্ত রাজসং । তামসং মোহদৈক্সোঞ্চ নিগুণং মদপা-
শ্রয়ং । ইতি । তদেবং গুণাভীতানাং ভক্তানাং ভক্তি সম্বন্ধীনি জ্ঞান কর্ণ শ্রদ্ধাদৌষস্থাদীনি সর্বাণোব গুণাভীতানি । সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞান সম্বন্ধীনি তানি সর্বাণি সাত্ত্বিকাশ্চেব । রাজসানাং কশ্মিণাং তানি সর্বাণি রাজসাস্চেব । তামসানামুচ্ছ্বলানাং তানি সর্বাণি তামসাস্চেব ইতি শ্রীগীতা ভাগবতার্থদৃষ্টাঞ্জেয়ং । জ্ঞানিনামপি পুনরস্তিম দশায়াং জ্ঞান সন্ন্যাসানন্তরমুর্করি তয়া কেবলয়া ভজৈব গুণাভীতত্বং চতুর্দশাধায়ে উক্তং ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানিভিঃ সর্বমপি বস্ত সাত্ত্বিক মেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতং বুদ্ধাদীনামপি ত্রৈবিধ্য-
মাহ বুদ্ধেরিতি ॥ ২৯ ॥

ভয়াভয়ে সংসারা সন্ন্যাস হেতুকে ॥ ৩০ ॥

অযথাবৎ অসম্যক্ তয়া ইত্যাঃ ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধি ও বৃত্তির সব, রজ ও তমগুণ দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ সম্পূর্ণ রূপে
বলিতেছি । হে ধনঞ্জয় ! তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ মোক্ষ, এই সকলের
পার্থক্য যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত হয় সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ রূপে যে বুদ্ধি
দ্বারা স্থিরী কৃত হয় সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত্য ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাং শ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্য। যন্না ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যাদৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যয়াতু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যধারয়তেহর্জুন !

প্রসঙ্গেন ফলীকাঙ্ক্ষীধৃতিঃ সা পার্থ ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।

ন বিমুক্ততি দুর্মেধাধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ !

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তথ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

যা মন্ততে ইতি কুঠাবশ্বিনভীতি বৎ ঘর্মান্নাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃতে দ্বৈবিধানাহ ধৃতোক্তি ॥ ৩৩ ॥ ৪৩ ॥ ৩৫ ॥

সাত্ত্বিকঃ সুখমাহ সাত্ত্বেন অভ্যাসাৎ পুনঃ পুনবনুশীলনাদেবরমতে নতু বিষয়েষিষ
উৎপত্ত্যাব রমতে ইত্যর্থঃ । দুঃখাস্তং নিগচ্ছতি যস্মিন রমমাণঃ সংসার দুঃখং ভরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

• অধর্মকে ধর্ম এবং ‘অর্থ সমুদায়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃত্ত
বুদ্ধি কার্য্যকরে তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

যে ধৃতি অব্যভিচারী যোগ দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সকলকে ধারণ
করে, হে পার্থ ! সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যে ধৃতি ফলাকাঙ্কার সহিত ধর্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে তাহা
রাজসী ॥ ৩৪ ॥

যে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না সেই
বুদ্ধি হীন ধৃতিই তামসী ॥ ৩৫ ॥

হে ভরতর্ষভ ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর । বদ্ধজীব
পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অভ্যাস ক্রমে সেই সুখে রমণ করেন । কোন
কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসার দুঃখাস্তও লব্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥

যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমং ।

তৎস্বখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজং ॥ ৩৭ ॥

• বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগান্বতদগ্রে হমৃতোপমং ।

পরিণামে বিষমিব তৎস্বখং রাজসংস্মৃতং ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রেচানুবন্ধেচ স্বখং মোহন মাদ্বনঃ ।

নিদ্রালস্য প্রমাদোথং তত্তামসমুদীকৃতং ॥ ৩৯ ॥

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবিদেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভিগুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

বিষমিবেতি ইন্দ্রিয়মনোনিরোধোহি প্রথমং হৃৎসদ এব ভবতি ইতি ভাষ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

যদমৃতোপমং পরন্তী সংভোগাদিকং ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

অমৃত মপি সংগৃহ্যন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি নেতি তৎসত্ত্বং প্রাণিজাত মস্তচ্চ বস্তমাত্রং কাপিনাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈর্ভিগুণৈর্মুক্তং রহিতং স্তাদতঃ সর্বমেব বস্তজাতঃ ত্রিগুণা-
জকং তত্র সাত্ত্বিক মেবোপাদেয়ঃ রাজস তামসেতু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণ তাৎপর্যং ॥ ৪০ ॥

প্রথমে কষ্টকর এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ স্বখই সাত্ত্বিক স্বখ ॥ ৩৭ ॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ক্রমে প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষয়ের ন্যায় অনুভূতি হয় তাহাকে রাজস স্বখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য প্রমাদাদিজনিত ঘো-
স্বখ তাহা তামস ॥ ৩৯ ॥

এই পৃথিবীতে মানব দিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেব গণের মধ্যে এমনতর কোন জীব নাই যে প্রকৃতিজ গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত। জ্ঞানী ও কর্মী সকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগুণ কেবল দেহ-
যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রকৃতিজ গুণকে স্বীকার করেন, বস্তুর তঁাহাদের স্বসত্তা প্রাকৃত গুণ হইতে পৃথক থাকে। অতএব সাক্ষাদৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ !।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈত্ত্বৈঃ ॥ ৪১ ॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং ।

দানমীশ্বর ভীষশ্চ ক্ষত্রকৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজং ।

পরিচর্য্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং ॥ ৪৪ ॥

কিকত্রিগুণাক্ষকপি প্রাণিজাতং স্বাধিকার প্রাপ্তেন বিহিত কৰ্ম্মণা পরমেশ্বর মায়াম্বা কৃতানি ভবতীর্থাহ ব্রাহ্মণেতি বড়্ভিঃ স্বভাবেনোৎপত্ত্যেব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি যেগুণাঃ সত্ত্বাদয়ন্তৈঃ প্রকর্ষণেণ বিভক্তানি পৃথক্ কৃতানি কৰ্ম্মাণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি সত্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র সব প্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ । শম ইতি শমোত্তরিত্রিয় নিগ্রহঃ । দমোবাহেল্লিয় নিগ্রহঃ । তপঃ শারীরাদি । জ্ঞানবিজ্ঞানে শাস্ত্রানুভবোখে । আস্তিক্যঃ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসঃ । এবমাদি ব্রহ্ম কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণস্ত কৰ্ম্মস্বভাবজং স্বভাবিকং ॥ ৪২ ॥

সত্ত্বোপসর্জন রজঃ প্রধানানাং ক্ষত্রিয়ানাং কৰ্ম্মাহ । শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাণলভ্যং ধৃতি ধৈর্য্যং ইশ্বর ভাবোলোক নিয়ন্তৃত্বং ॥ ৪৩ ॥

সব, রজ, তম এই তিনটি গুণই প্রকৃতি বদ্ধ জীবের স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে । হে পরস্তপ ! সেই স্বভাব জনিত গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ও শূদ্রদিগের কৰ্ম্ম সকল বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কএকটি ব্রাহ্মণ দিগের স্বভাবজ কৰ্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাধুত্ব, দান, লোক নিয়ন্তৃত্ব এই কএকটি ক্ষত্র স্বভাবজ কৰ্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

কৃষি, গোরক্ষ, বাণিজ্য এই কএকটি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পরিচর্যাশ্রক কৰ্ম্মই শূদ্র দিগের স্বভাবজ কৰ্ম্ম ।

স্বৈ স্বৈ কর্মণ্যভিরতং সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকর্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং ।

স্বকর্মণাতমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্যাং সমুচ্চিতাং ।

স্বভাবে নিরতং কর্ম কুর্বন্মাধো নতি কিল্বিধং ॥ ৪৭ ॥

তম উপসর্জন রজঃ প্রধানানাং বৈজ্ঞান্যং কর্ম্যহ । কুবীতি গাং রক্ষতীতি গোরক্ষন্তত-
ভাবঃ গোরক্ষাং । রজ উপসর্জন তমঃ প্রধানানাং শূদ্রাণাং কর্ম্যহ । পরিচর্য্যাকং ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্য্যাকং ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

যতঃ পরমেশ্বরাং তমেবভ্যর্চ ইতি অনেন কর্মণা পরমেশ্বর স্তুত্বাহিতি মনসা তদর্পণ
মেব তদভ্যর্চনং ॥ ৪৬ ॥

নচ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্ম্যং রাজসং তামসং চ বীক্ষ্য তজ্ঞানভিক্রিয়া সাধিকং কর্ম কর্তব্য
মিত্যাহ শ্রেয়ানিতি পরধর্ম্যাং শ্রেষ্ঠাদপি সমুচ্চিতাং সমাগমুচ্চিতাংপি স্বধর্মো বিগুণো নিকৃষ্টোপি
সম্যগমুচ্চিভূ মশক্যোপি শ্রেষ্ঠঃ । তেন বন্ধু বধাদি দোষবদ্ভাং স্বধর্ম্যং বুদ্ধং তাক্ষ্য ভিক্টি-
নাদিরূপ পরধর্ম্যং স্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানব গণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল
জন্ম দ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

স্বকর্ম নিরত ব্যক্তি স্বকর্মে অভিরত হইয়া যে রূপে সংসিদ্ধি লাভ
করেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যিনি ব্যাষ্টি ৩৬ সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং বাঁহার
ফলদাতৃত্বতা প্রযুক্ত ভূত সকলের পূর্ব বাসনামূরূপ প্রবৃতি হইয়া থাকে
তাঁহাকে স্বকর্ম দ্বারা অর্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয় ।
যেহেতু স্বভাব বিহিত কর্মের নাম স্বধর্ম । কোন সত্ত্বের তাহা অসম্যক
অনুষ্ঠিত হইলেও সার্ক কালিক উপকার স্বধর্ম হইতে হইয়া থাকে ।
স্বভাব বিহিত কর্ম্যমুষ্ঠান দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে
না ॥ ৪৭ ॥

সহজঃ কৰ্ম কৌন্তেয় ! সদোষ যপি ন ত্যজেৎ ।

সৰ্ব্বাৱন্তাহি দোষণে ধূমেনাফ্লিৰিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

অসক্ত বুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্র জিতান্ধাবিগত স্পৃহঃ ॥ .

নৈকৰ্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিংপ্রাপ্তো যথাত্রক তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানন্য যাপরা ॥ ৫০ ॥

নচ স্বধৰ্ম এব কেবলং দোষোহন্তীতি মন্তব্যং বতঃ পরধৰ্মেযপি দোষঃ কশ্চিত কশ্চিদন্তো বেতাহ । সহজঃ স্বভাব বিহিতঃ হি যতঃ সৰ্ব্বোপায়ন্তাঃ দৃষ্টাদৃষ্ট সাধনানি কৰ্ম্মাণি দোষণ্য বৃত্তা এব যথা ধূমেন দোষণ্যাবৃত্ত এব বহিঃ দৃষ্টতে অতোধূমরূপং দোষবগাকৃত্য তস্য তাপ এব তমঃ শীতাহি নিবৃত্তরে যথ্য সেবাতে তথা কৰ্ম্মণোহপি দোষাংশংবিহার গুণাংশ এক সত্ত্ব গুণ্যে সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

এবং সতি কৰ্ম্মাণি দোষাংশান্ কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশ কলাভিসিদ্ধি লক্ষণান্ ত্যক্তবতঃ প্রথম সম্যাসিনস্তস্য কালেন সাধন পরিপাকতো যোগাক্রমচন্দশায়াঃ কৰ্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগ রূপং দ্বিতীয়ঃ সম্যাসমাহ । অসক্ত বুদ্ধিঃ সৰ্ব্বত্রাপি প্রাকৃত বস্ত্ত্বন সত্তা আসক্তি শূন্তা বুদ্ধিৰ্যস্য সং অতোজিতান্ধা বশীকৃতচিত্তঃ বিগতাত্রকলোক পৰ্বন্তেকপি স্থখে স্পৃহা যস্য সঃ ততশ্চ সম্যাসে ন কৰ্ম্মণাং স্বরূপেণাপিত্যাগেন নৈকৰ্ম্মত পরমাং শ্রেষ্ঠাঃ সিদ্ধিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগাক্রম চন্দশায়াঃ ততঃ নৈকৰ্ম্ম্য অতিশয়েন সিদ্ধিৰ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ততশ্চ যথা বেন একায়েণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ব্রহ্মানু ভবতি ইত্যর্থঃ বৈবজ্ঞানস্য নিষ্ঠা পরাপরমোহন্ত ইত্যর্থঃ নিষ্ঠানিষ্পত্তি শান্তা ইত্যমরঃ । অবিদ্যারামুগত প্রায়ান্যঃ

হে কৌন্তেয় ! সহজ কৰ্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয় । সকল কৰ্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে । অগ্নি থাকিলে ধূম তাহাকে আবরণ করে । তদ্রূপ কৰ্ম্ম যাত্রকেই দোষ আবৃত্ত করে । দোষাংশ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বভাব বিহিত কৰ্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্ব সংস্কৃতির জন্ত আশ্রয় করিবে ॥ ৪৮ ॥

প্রাকৃত বস্ত্তে আসক্তি শূন্ত বুদ্ধি, বশীকৃত চিত্ত, ব্রহ্ম লোক পর্যন্ত স্থখাদিতে নিস্পৃহ হইয়া স্বরূপতঃ কৰ্ম্ম ত্যাগ পূৰ্ব্বক নৈকৰ্ম্ম্য রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করত যে রূপে জীব জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা রূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

বুধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাক্সানং নিয়ম্য চ ।
 শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্য রাগদ্বेषৌষুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
 বিবিক্ত সেবীলঘাশী যতবাক্যায় মানসঃ ।
 ধ্যানযোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং ।
 বিমুচ্য নিশ্চয়ঃ শান্তোব্রহ্ম ভূয়ায়ৈকমতে ॥ ৫৩ ॥
 ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুজ্জিতং লভতে পরাং ॥ ৫৪ ॥

বিদ্যায়া অথ পরমার্থে বেন প্রকারেণ জ্ঞান সন্ন্যাস কৃৎ ব্রহ্মাভিভবন্তঃ বুধ্যা
 ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বুধ্যা বিশুদ্ধয়া সাত্বিকা ধৃত্যপি সাত্বিকা আক্সানং মনো নিয়ম্য ॥ ৫১ ॥

ধ্যানেন তগবচ্চিহ্নেন নৈব যঃ পরোযোগঃ তৎপরায়ণঃ ॥ ৫২ ॥

বলঃ কামরাগ যুক্তঃ নতুসামর্থ্যঃ অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরামঃ শান্তঃ সত্বগুণ
 সাধু পশান্তিমান ইতি কৃত স্নান সন্ন্যাস ইত্যর্থঃ । জ্ঞানকর্মসিদ্ধান্তাদিত্যেকা দশোক্তেঃ ।
 অজ্ঞান জ্ঞানয়োঃ পরাম বিনা ব্রহ্মভূতবানুপপত্তি রিতিভাবঃ । ব্রহ্মভূতায় ব্রহ্মভূতায়
 কল্পতে সমর্গো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চোপাধাপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃত চৈতন্যজেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ । গুণ
 আলিন্যাপগমাৎ । প্রসন্নচাসা বাক্সাচেতিস্ম ততশ্চ পূর্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি ন চা
 আপ্তঃ কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ । সর্বেষু ভূতেষু ভগ্নাত্ত্রেষু বালক

বিশুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, মনকে ধৃতি দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয়
 সকল পরিত্যাগ পূর্বক বিগত রাগ দ্বेष, বিবিক্ত সেবী, লঘুভোজী, সংযত
 কায় বাহ্যানস, ধ্যান বোগ ও বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম,
 ক্রোধ পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নিশ্চয় ও শান্ত পুরুষ ব্রহ্মভূতবের
 সমর্থ হন ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত চৈতন্য স্বরূপে ব্রহ্মতা লক্ষ
 করেন । এবমুত্ত ব্রহ্ম স্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ
 শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না । ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আশ্রিতে
 পরা অর্থাৎ নিগুণা ভক্তি লাভ করেন । ৫৪ ॥

ভক্ত্যামাযতি জানাতি যাবান্‌যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততোমাং তত্ত্বতোজ্জাহা বিশতে তদনন্তরং ॥ ৫৫ ॥

ইবসমঃ বাহ্যমুসন্ধানা ভাবাদিতি ভাবঃ । ততশ্চ নিরিক্ষনাগ্নাবিব জ্ঞানে শীঘ্ৰেহপ্য-
নর্থরাঃ জানাত্তত্ত্বতাং মডক্তিঃ অবণ কীর্তনাদি কপাঃ লভতে তস্যা যৎস্বরূপ শক্তি বৃত্তিভেদে-
ন মায়া শক্তি তিরস্রাৎ অবিদ্যা* বিদ্যায়োরপগমেহপি অনপগমাৎ । অতএব পরাং
জানাদনাং শ্রেষ্ঠা* নিকামকুর্শ্ব জ্ঞানাহারীরিতভেনকেবলা মিতার্থঃ । লভতে ইতি
পূর্বে জ্ঞান বৈরাগ্যাদিহু মৌলিক সিদ্ধার্থ* কলয়' বর্জমানায়া অপি সর্পভূতেষু অন্তর্ধ্যামিন
ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলক্ষিতানীদিতি ভাবঃ । অতএব কুরুত ইতামুক্তা লভতে ইতি প্রযুক্তঃ ।
মাযমুদ্যাদিহু মিলিতা তাঃ তেহু নষ্টেহপি অনর্থরাঃ কাকন মণিকামিবতেভ্যঃ পৃথক তয়া
কেবলাঃ লভতে ইতি বৎ । সম্পূর্ণায়াঃ প্রেম ভক্তেন্দ্রপ্রায় তদানীং লাভ সম্ভবোত্তিনাপি
তস্যা কলঃ সাযুজ্যঃ ইত্যতঃ পরাশঙ্কেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যায় ॥ ৫৪ ॥

নহুতয়া লক্ষয়া ভক্তাতদানীং তসাকিংসাদিতাতোহর্থাত্তরকাসেনাহ ভক্তোতি । অহং
যাবান যশ্চাস্মিতঃ মাং তৎ পদার্থঃ জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যেব তত্ত্বতো-
হতি জানাতি । ভক্ত্যাহ মেবয়া গ্রাহা ইতি মহক্তেঃ বন্দ্যাদেবং তন্মাৎ প্রস্তুতঃ সজ্ঞানী
ততন্তয়া ভক্ত্যেব তদনন্তরঃ বিদ্যোপরামাদুত্তরকাল এব মাংজাহা মাং বিশতে যৎসা-
যুজ্যমুৎসমুভবতি মম মায়াতীতত্বাৎ অবিদ্যায়াম্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যায়োপাহবগমা ইতি ভাবঃ ।
বহু সাংখ্য বোমৌচ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে । পঞ্চ পট্টৈর্ব বিদ্যোতি নারদ
পঞ্চ রাত্রে । বিদ্যা বৃত্তিভেদে ভক্তিঃ ক্ষয়তে তৎখলু হ্লাদিনী শক্তি বৃত্তেভক্তিরেবকলা
কাচিষিদ্ভা সাক্ষ্যার্থঃ বিদ্যায়ঃ প্রবিষ্টা কর্ষ সাক্ষ্যার্থ* কর্ষণযোগেহপি প্রনিশতি তয়া বি না
কর্ষজ্ঞানযোগাদীনঃ অমমাত্রছোক্তেঃ । যতো নিষ্ঠুর্ণা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণমযা বিদ্যায়

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা নিষ্ঠুর্ণ ভক্তি উদিত হইলেই
জীব বিশেষ রূপে জানিতে পারে । আমার স্বয়ংস্বভাব জ্ঞান হইলে
জীব আমাতে প্রবেশ করে । ইহাই মং স্বয়ংস্বভাব জ্ঞান । ইহাকেই
নিকাম কর্ষ যোগ দ্বারা বর্ণী দিগের সন্ন্যাসশ্রম গ্রহণ রূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি
বলে । ইহারও চরম ফল নিষ্ঠুর্ণ ভক্তি বা প্রেম । বিশতে মাং এই
শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুদ্ধ আত্ম বিনাশ রূপ চর্তুদিকে বৃত্তিতে হয় না ।
জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিত্তরূপ আমার স্বরূপ লাভকেই
বিশতে মাং শব্দ দ্বারা বৃত্তিতে হইবে । সেই স্বরূপ লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎ
প্রেম বলিলেও হয় ॥ ১৫ ॥

বৃত্তি বস্ততে ন ভবতি । অতোহজ্ঞান দ্বিার্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণঃ তৎ
 পদার্থ জানেতু ভক্তেরেব । কিংসদ্বাং সংজায়তে জ্ঞানং ইতি শ্রুতেঃ সৰ্বজং জ্ঞানং
 সৰ্বমেব তচ্চ সৰ্বং বিদ্যা শব্দেনোচ্যতে যথা তথা ভক্ত্যাখং জ্ঞানং ভক্তিরেব সৈব কচিৎ
 ভক্তি শব্দেন কচিৎ জ্ঞান শব্দেন চোচ্যতে । ইতি জ্ঞানমপি বিবিধং দ্রষ্টব্যং । তত্র প্রথমং
 জ্ঞানং সংন্যাস্য দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্ম সাংখ্যজ্ঞা মাধ্যম্যাদিত্যেকাদশ স্বল্প পঞ্চবিংশতাব্যায়
 দৃষ্টোপিজ্জয়েৎ । অত্রেকচিৎ ভক্ত্যাবিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাংখ্যজ্ঞাখিনিন্তে জ্ঞানি মানিনঃ
 ক্লেশ মাত্র ফলা অতি বিগীতা এব । অনেতু ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ ইতি
 জ্ঞাতা ভক্তি মিত্রমেব জ্ঞানমভ্যাসাত্তো ভগবাস্তু মায়াপথিরেব ইতি ভগবদ্বপুর্ভগ্নময়ঃ
 মন্য মানা যোগারূঢ় দশমপি প্রাপ্তান্তেহপি জানিনো বিমুক্ত মানিনো বিগীতা এব যদুক্তং ।
 “মুখবাহিরূপাদেভ্যঃ পুরুষসাজ্জৈমঃসহ । চত্বারো বজিরেবর্ণা ণ্ডৈর্গৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।
 যদ্বয়ং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমৌষধং । নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানান্ত্রুষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।”
 ইতি অসার্থঃ যেন ভজন্তি যেচ ভজন্তোহপ্যবজানন্তি তে সন্ন্যাসিনেহপি বিনষ্টা বিদ্যা
 অপাধঃ পতন্তি তথাহ্যুক্তং । “যেহনোহরবিন্দ্যাক্ষ বিমুক্ত মানিন স্বযাস্ততাবা দবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ ।
 আক্লহকৃচ্ছৈ পয়ঃ পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত মুখদম্বয়ঃ ইতি অত্র অজিৎপদং ভক্ত্যেব
 প্রযুক্তং বিবক্ষিতং তু অনাদৃত যুগ্মতনব ইতি । তনোত্তমময় বুদ্ধিরেব তনো রনাদয়ঃ
 যদুক্তং । “অবজানন্তি মাং মূঢ়া মাধুঘীঃ তনুমাশ্রিতাঃ” ইতি । বস্ত তন্ত মাধুঘী সা তনুঃ
 সচ্চিদানন্দ মযেব তস্যাঃ দৃশ্যবস্ত হস্তর্ক তদীয় কৃপা শক্তি প্রত্যাদেব । যদুক্তং
 নারায়ণাধ্যায় বচনঃ “নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্নীকতে নিজ শক্তিত । তাস্মতে পরমানন্দং
 কঃপশ্যেত্তমিমং প্রভুঃ ।” ইতি । এবঞ্চ ভগবন্তনোঃ সচ্চিদানন্দ ময়ত্বৈ কীপ্তঃ ‘সচ্চিদানন্দ
 বিগ্রহঃ শ্রীবৃন্দাবন হর ভূরহতলাসীন ষ্টিমিতি । শাক্য ব্রহ্ম বপুর্দধ দিত্যাদি ক্রতি
 শ্রুতি পরম্‌সহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সং স্বপি “মায়াঃ তু প্রকৃতিঃ বিদ্যাআগ্নিনন্ত মহেৎসবঃ” ইতি
 ক্রতি দৃষ্টোব ভগবানপিমায়াপাধিরিতি মন্তস্তে কিন্তু স্বরূপ ভূতয়ানিতা শক্ত্যামায়াধা-
 রাযুতঃ “অতোমায়াময়ং বিখ্যং প্রবদন্তি সনাতনঃ ইতি মাধ্বতাযা প্রমাণিত ক্রতেঃ । মায়াস্ত
 ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপ ভূতা চিচ্ছক্তিরেষাভিধীয়তে নহু অস্বরূপ ভূতা ত্রিগুণমযেব
 শক্তিরিতি তস্যাঃ ক্রতেরর্থঃ নমন্যন্তে । বদ্য প্রকৃতিঃ চুর্গাঃ মাগ্নিনন্তমহেৎসবঃ শব্দং বিদ্যা
 দিতর্কমপিনৈব মন্তস্তে । অতোভগবদপরাধেন জীবমুক্তত্বদশায়াং প্রাপ্তোঅপিত্তেহঃ পতন্তি ।
 যদুক্তং বাসনাভাযা ধৃতঃ পরিশিষ্ট বচনঃ । “জীবমুক্তাঅপি পুনর্বাণ্ডি সংসার বাসনাঃ । বদ্য
 চিত্তা মহাশক্তৌ ভগবতা পরাধিনঃ ।” ইতি ভেচ ফল প্রাপ্তৌ অর্থাৎ সূচ্যঃ নাস্তি সাধনো-
 পযোগ ইতি মত্বাজ্ঞান সন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তি মপিসংভ্যজ্য মিথ্যেবাগ্নোক্ত
 ব্রহ্মাত্মবংশস্তমন্তস্তে । শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যাঅপি জ্ঞানেনসাক্ষ্যঃ অন্তর্ধানাত্তক্তিঃ তে
 পুনর্নৈবলভ্যন্তে ভক্ত্যাবিনাচ তৎ পদার্থানমুতাবান্ বা সমাধয়ো জীবমুক্ত মানিন এবতে জেয়াঃ ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মন্যপাশ্রয়ঃ ।

মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৫৬ ॥

বহুতং । “যেহন্তেহরবিলাক্ষ-বিযুক্তমানিন” ইতি বেতু ভক্তি মিশ্রঃ জ্ঞান মভ্যন্তস্তো ভগবদুক্তিঃ সক্তিদানন্দময়ী মেব মন্তমানাঃ ক্রমেণাবিধ্যা বিদ্যারোপপরায়ে পরাঃ ভক্তিঃ ন লভন্তে তে জীব-
মুক্তা দ্বিবিধাঃ একে সাযুজ্যার্থঃ ভক্তিঃকুর্বন্ততরৈব তৎ পদার্থ মপরোকীকৃত্য তস্মিন সাযুজ্যঃ
লভন্তে তে সংগীতা এব । অপর তুরিতাণা বাদুচ্ছিক শাস্ত মহাভাগবত সঙ্গ প্রভাবেনতান্ত
মুখ্যঃ শুকাদি বহুভি রস মাধ্বাধ্বাদে এব নিমজন্তি তেতু পরম সংগীতা এব বহুতং ।
“আম্বারামাঙ্গ মুনয়োনিগ্রহা অপারক্রমে । কুর্বাণ্য হৈতুকাঃ ভক্তিমিথ্য ভূত গুণোহরি”
ইতি । তদেব চতুর্বিধাজ্ঞানিনঃষয়ে বিগীতাঃ পতন্তি ঘয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসার মিতি ॥৫৫॥

তদেব জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্মকল সন্ন্যাস কর্ম সন্ন্যাস জ্ঞান সন্ন্যাসৈমৎসাযুজ্য প্রাপ্নো-
তীতুক্তং । মন্তস্ত মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শূন্যতাহ সর্কেতি । মন্যপাশ্রয়ঃ মাংবিশে
যতোহপকর্ষণে সকাষতয়পি য আশ্রয়তে সোহপি কিংপুন নিকাম ভক্ত ইত্যর্থঃ । সর্বকর্মাণ্যপি
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যানি পুত্রকলত্রাদি পোষণ লক্ষণানি ব্যবহারিকান্যপি সর্বাণি কুর্বাণঃ
কিং পুনন্ত্যক্ত কর্মযোগ জ্ঞান দেবতাগুরোপাসনান্যকামানন্য ভক্ত ইত্যর্থঃ । অত্রাশ্রয়তে
মম্যক সেবতে ইতি আঙুপসর্গেণ সেবারাঃ প্রধানীভূতং । কর্মাশ্রয়ীতাপি শব্দেনাপকর্ষ
বোধকেন কর্মণাঃ গুণীভূতং অতোহয়ঃ কর্মমিশ্র ভক্তিমান্ নতুভক্তি মিশ্র কর্মনান্ ইতি
প্রথমবটকোক্তেঃ কর্মণি নাতি ব্যাপ্তিঃ । শাস্বতং মৎপদং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠ মথুরা দ্বারকাহো-
ধ্যাদিকং অবাপ্নোতি নহু মহা প্রলয়ে তন্তুকাম কথং স্বাসাতি তত্রাহবায়ং মহাপ্রলয়ে মদ্ধামঃ
কিমপি ন ব্যয়তি মদতর্ক্য প্রভুরাদিতি ভাবঃ । নহু জ্ঞানী থলু অনেকজন্মভি রনেকত-
পআদি ক্লেশৈঃ সর্গ বিঘ্নেঃপ্রিয়োপারামেনৈব নৈকর্মেসতোব যৎ সাযুজ্য প্রাপ্নোতি তস্যাতে
নিত্যঃখান সর্কর্মকছে সকাষকছেহপিহৃদাশ্রয়ণ মাত্রৈণৈব কথং প্রাপ্নোতি তত্রাহমৎপ্রসাদা-
দিতি মৎপ্রসাদস্তাতর্ক্যঃ এব প্রভাবন্তং জ্ঞানীহি ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

নিকাম কর্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান দ্বারা ভক্তিলভ্য রূপ যে বৈদিক
প্রণালী তাহা মৎ প্রাপ্তির গুহ পথ বলিয়া বলিলাম । যে তিনটি প্রণালীর
কথা আমি স্পষ্টরূপে বলিতেছি তন্মধ্যে এইটি প্রথম প্রণালী । এক্ষণে
ঈশোপাসনা রূপ দ্বিতীয় প্রণালী বলিতেছি শ্রবণ কর । আমাকে বিশেষতঃ
অপকর্ষের সহিত আশ্রয় করত সমস্ত কর্ম আমাতে ঈশ্বর বোধে অর্পণ
করিলে আমার প্রসাদে অব্যয় ও শাস্বত পদ রূপ নিঃশূল ভক্তি চরমে
লাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়িসংযুজ্য মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততংভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিয়সি ।

অথচেদ্ব্যমহঙ্কারাম্ শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্যসি ॥ ৫৮ ॥

যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোংস্মাৎ ইতিমন্তসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিস্তুাং নিয়োক্যতি ॥ ৫৯ ॥

নমু তর্হি মাং প্রতিভং নিশ্চয়েন কিমাঙ্গাপরসি কিমহ মননভক্তো ভবানি কিম্বা অনন্ত-
রোক্ত লক্ষণঃ সকাম ভক্ত এব তত্র সর্গ প্রকৃষ্টোঃনশ্চভক্তো ভবিতুঃ ক্বা নপ্রভবিষ্যসি নাপি সর্ব-
ভক্তেরূপকৃষ্টঃ সকামভক্তোভব কিত্ত্বং মধ্যম ভক্তোভব ইত্যাহ চেতসা ইতি । সর্বকর্মাণিবা
অমধর্মান বাবহারিক কর্মাণিচ ময়ি সংন্যাস সমর্পা মৎপরঃ অহমেব পবঃ প্রাপ্য পুত্রস্বার্থে
বসাসঃ নিকাম ইত্যর্থঃ । যদুক্তং পুসমেব । “যৎকরোদি যদগ্নাসি যচ্ছুঃহাবি দগ্নাসিযৎ । যতপ-
শ্বসিকৌন্তেয় তৎ কুৎসমদর্পণং” ইতি । বুদ্ধিযোগঃ ব্যবসায়ান্তিকর্য বুদ্ধ্যাবোগং সততঃ
মচ্চিত্তঃ কর্মানুষ্ঠান কালেহমুদপিমাং স্মৃন্তব ॥ ৫৭ ॥

ততঃ কিমত আহ মচ্চিত্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

নমু কত্রিয়ন্ত মমযুক্তমেব পরোধর্মঃ তত্র বদ্ধুবধ পাপাভ্যীত এব প্রবর্ত্তিতুং নেচ্ছামীতি তত্র-
সতর্জনমাহ যদহমিতি । প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ । অধুনা ক্বঃ মদচনং ন মানয়সি বদাতু মহাবীরস্য

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার ত্রিবিধ প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম,
পরমাশ্রা ও ভগবান । বুদ্ধি বোগকে আশ্রয় পূর্বক পরমাশ্রা রূপ আমাতে
চিত্ত স্থাপন করত চিত্তবারা সমস্ত কর্ম আমাতে সম্মাস করিয়া
মৎপর হও ॥ ৫৭ ॥

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবন যাত্রার সমস্ত প্রতি
বন্ধক উত্তীর্ণ হইবে । তাহা না করিয়া দেহাশ্রাভিমান রূপ অহঙ্কার
দ্বারা নিজে কর্তা বলিয়া আপনাকে মনে কর, তবে অমৃত স্বরূপ হইতে
চ্যুত হইয়া তুমি সংসার রূপ বিনাশকে লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধ করিবনা মনে কর, তাহা
হইলে তুমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞ হইবে, কেননা তোমার কত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে
অবশ্য সুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেনকৌন্তেয় । নিবন্ধঃ স্মেনকৰ্ম্মণা ।

কৰ্ত্তুং নেচ্ছসি যম্মোহাৎ করিম্যন্তবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদ্যেশেহৰ্জুন ! তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়ায়া ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গৃহ্য সৰ্ব্বভাবেন ভারত ! ।

তৎপ্রসাদাৎ পুরাং শান্তিঃ স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতং ॥ ৬২ ॥

তব স্বভাবিকো যুদ্ধোৎসাহো দুৰ্জীর এব উদ্ভবিষ্যতি তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মাদীন
শুক্রনৃনিযান্ মরাসিধিসাসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

উক্তমেবার্থঃ বিবৃণোতি স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়দে হেতুঃ পূৰ্বসংস্কারঃ তন্মাৎ জাতেন স্বীয়েন
কৰ্ম্মণা শৌৰ্যাদিনা নিবন্ধোবদ্বিতঃ ॥ ৬০ ॥

লোকস্বয়েন স্বভাববাদিনাং মতযুক্তা স্বমত মিতাহ ঈশ্বরোনারায়ণঃ সৰ্বাভূতধামী যঃ
পৃথিবাঃতিষ্ঠন্ পৃথিবা অস্তরো যঃ নবেদঃ যন্ত পৃথিবী শরীরঃ যঃ পৃথিবী মন্তরোঃসময়তি ।
“যচ্চ কিকিৎ জগৎসৰ্বং দৃশ্যতে জয়তেহপিবা । অন্তর্বহিচ্চ তৎ সৰ্বং বাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ”
ইত্যাদি শ্রুতি পাদিত ঈশ্বরোন্তুর্ধামী রূপিত্তিষ্ঠতি কিংকুৰ্ম্ভং সৰ্বাণি ভূতানিমায়া নিজে
শক্তা ভ্রাময়ন্ ভ্রময়ন্ তত্তৎ কৰ্ম্মণি প্রবর্তয়ন্ যথাসূত্র সকারাদি যন্ত্র মারূঢ়ানি কৃত্রিমানি
গাঞ্চালিকারূপাণি সৰ্ব্বভূতানি মায়ায়া ভ্রময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ । যদ্বাযন্ত্রারূঢ়াণি শরীরারূঢ়ান্
সৰ্বজীবানিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

এতজ্জ্ঞাপন প্রয়োজনমাহ তমেবেতি । পরাং অবিদ্যাবিদ্যামো নির্বৃত্তিং । ততশ্চ শাস্বতং
স্থানং বৈকুণ্ঠং । য ইয়মভূতানি শরণাপত্তিরন্তুর্ধাম্যুপাসকানামেব ভগবদুপাসকানান্ত ভগব-

মোহ পূৰ্বক তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না । কিন্তু স্বভাব
জাত স্বকৰ্ম্ম দ্বারা তুমি অবশ হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

সৰ্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে আমি অবস্থিত । পরমাত্মাই
সৰ্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর । জীব সকল যত কৰ্ম্ম করেন তদনুরূপ ঈশ্বর
ফল দান করেন । যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত প্রামিত হয় জীব সকলও তদ্রূপ
ঈশ্বরের সৰ্ব নিয়ন্তৃত্ব ধৰ্ম্ম হইতে জগতে প্রামিত হন, পূৰ্ব কৰ্ম্মানুসারে
তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

হে ভারত ! তুমি সৰ্ব ভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও । তাঁহার
প্রসাদে পরা শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যভরণময়া ।

বিমুশ্চেতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

চ্ছরণাপত্তিরগ্ৰেবক্ষ্যতে এবতি কেচিদাহঃ । অগ্ৰস্ত যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মদগুরু-
 র্মাঃ ভক্তিয়োগঃ তদ্বাকুলঃ হিতাকোপদেশমুপদিশতি চ তমহং শরণং প্রপদো । তথা কৃষ্ণ
 এব মদগুর্বামী সোহপিমাঃ তত্র ভক্ত প্রবর্তয় তু তকাহং শরণং প্রপদো ইতানিশ্ ভাবয়তি ।
 যদ্বক্তঃ উক্তবেন । “নৈবোপযাস্থাপচিতিঃ কবয়ন্তবেশ ব্রহ্মদীদ্যুহপি কৃত যুদ্ধ যুদঃ স্রবসঃ ।
 যোহন্তর্বহিস্তমুভূতা মণ্ডতঃ বিধগুন্ নাচাৰ্ঘ্য চৈতাবপুযাসগতিঃ বানভীতি ॥ ৬২ ॥

সৰ্বসীতার্থ মূপসংহরতি ইতীতি । কর্মযোগস্তান্নযোগস্য জ্ঞানযোগস্ত চ জ্ঞানং
 জ্ঞাততেনেন ইতি জ্ঞানঃ জ্ঞানশাস্ত্রঃ গুহ্যাদ্গুহ্যভরণ ইতি অতিরহস্ত্যং কৈরপি বশিষ্ট বা-
 দরারণ নারদাদৈরপি স্ব স্ব কৃত শাস্ত্রেণাপ্রকাশিতং । যদ্বা তেবাং সৰ্বজ্ঞা মাপেক্ষিকং
 সমস্বাত্মিক মিভাতত্তে তু এতদতি গুহ্যত্বজ্ঞানান্তি ময়াপাতি গুহ্যবাদেবতে সৰ্বথৈব
 নৈতদ্বপিষ্টো ইতি ভাবঃ । এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমুখা যথা যেন প্রকারেণ শাস্ত্রিক-
 চিতঃ তৎকর্তৃমিচ্ছসি তথা তৎকৃতইত্যন্তঃ জ্ঞানবট্কং সম্পূর্ণং । বটকত্রিকমিদং সৰ্ববিদ্যা
 শিরোরত্নঃ শ্রীগীতা শাস্ত্রঃ মহানর্য্য রহস্ততম ভক্তি সম্পূটঃ ভবতি প্রথমঃ কর্মবট্কঃ
 যস্তাধারপিধানঃ কানকঃ ভবতি অন্তঃ জ্ঞানবট্কঃ যস্যোদর পিধানঃ মণিজটিতঃ কানকঃ
 ভবতি তয়োমধা বর্ষিবট্কগতা ভক্তি ব্রিজগদনর্য্য। শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মতল্লিকা
 বিরাজতে । যগ্নাঃ পরিচারিকা তদ্বস্ত্রপিধানার্জ্জ গতামন্ননা ভবেত্যাদি পদ্যবয়ী চতুঃষষ্ঠা-
 ক্ষরা শুদ্ধা ভবতীতি বুধাতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি পূর্বে যে ব্রহ্ম জ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি তাহা গুহ্য । এখন যে
 পরমাত্ম জ্ঞান তোমাকে বলিলাম তাহা গুহ্য তর । অশেষ রূপে বিচার
 করত তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর । তাৎপর্য্য এই যে যদি নিকাম
 কর্ম যোগ দ্বারা জ্ঞান ক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎ ক্রমে আমার নিগুণ ভক্তি
 পাইতে বাসনা কর, তবে নিকাম কর্ম রূপ যুদ্ধ কর । আর যদি পরমাত্মার
 শরণাগত হও তবে ঈশ্বর প্রেরিত নিজ ক্রান্ত স্বভাব হইতে উখিত প্রবৃত্তি
 সহকারে ঈশ্বরে কর্মার্পণ পূর্বক যুদ্ধ কর । তাহা হইলে মদবতার রূপ
 ঈশ্বর তোমাকে ক্রমশঃ নিগুণ মত্তক্তি প্রদান করিবেন । যে প্রকারেই
 সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয় ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমংভূয়ঃ শৃণু মে পরমংবচঃ ।

ইকৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং ॥৬৪॥

মম্মনাভব মদ্বক্তো মদবাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়ৌহসি মে ॥৬৫॥

ততশ্চাতি গভীরার্থঃ গীতা শাস্ত্রঃ পর্য্যালোচয়িতুং অবর্তমানঃ তুক্ষী ভূয়েব হিতং স্ব
প্রিয়সমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রষ্ট্যর্জিত নবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বরস্ত অর্জুন সর্বশাস্ত্র সার-
মহমেব স্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলংতে তত্ত্বং পর্য্যালোচনক্লেশেন ইতাহ । সর্কেতি । ভূম
ইতি রাজ বিদ্যা রাজ গুহ্যাধারাস্তে পূর্বমুক্তং । মম্মনাভবমদ্বক্তো মদবাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসিযুক্তৈবমাত্মানঃ মং পরায়ণঃ । ইতি যত্নদেব বচঃ পরমং সর্ব শাস্ত্রার্থসারস্য গীতা
শাস্ত্রসাপিসারং গুহ্যতমমিতি । নাতঃ পরং কিঞ্চ ন গুহ্যমস্তি কুচিং কুতশ্চিং কথমপাখণ্ড
মিতি ভাবঃ । পুনঃ ক্লেখনেহেতুমাং ইষ্টৌসি দৃঢ়মিতি শয়েন এব প্রিয়ৌমে সখ্যভবসীতি ভত
এব হেতোর্হিতং ৩৩ ইতি সখ্যং বিনাতি রহস্যং ন কমপিকশিদপি ক্রতে ইতি ভাবঃ ।
দৃঢ়মিতি ইতিচ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

মম্মনা ভবেতি মন্তকঃ সরেব মাংচিহ্নয় নতু জ্ঞানী যোগী বা ভূষা মদ্ব্যানঃ কুর্কিত্যর্থঃ ।
যদা মম্মনাভব মমং শ্রাম হৃদরায় হুমিচ্ছাকৃষ্ণিত কুন্তলকায় হৃদরাজ্জবলিমধুর কৃপাকটাক্ষা-
মুত বর্ষিবদন চন্দ্রায় স্বীয়ঃ দেবদেব মনোবস্ত তথা ভূতোভাব অথবা প্রোহাদীন্দ্রিয়ানি
দেহীতাহ মদ্বক্তো ভব প্রবণ কীর্তন মম্মর্জি দর্শন মম্মনিরমাজনলেপন পুষ্পাহরণ মম্মলা

গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বর্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম । এক্ষণে
গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর । আমি এই গীতা
শাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি সে সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ । তুমি
আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্ত আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর । কর্ম যোগী, জ্ঞান-
যোগী ও ধ্যানযোগীগণ যেক্রপ চিন্তা করেন সে রূপ করিবেনা । সমস্ত
কর্মেই আমার ভগবৎ স্বরূপের যজ্ঞ কর । আমার প্রতিজ্ঞা এই
যে তাহা হইলে তুমি আমার এই সক্তিদানন স্বরূপের নিত্য সেবক লাভ
করিবে । তুমি আমার স্মৃতাঙ্গ প্রিয় বলিয়া এই নিগুণ ভক্তির উপদেশ
করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ ।

অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি না শুচঃ ॥৬৬॥

লঙ্কারচ্ছত্র চামরাদিভিঃ সর্বেজ্জিয়করণকং মন্ত্রজনং কুরু অথবা বহুঃ গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবে-
দ্যানীনি দেহীতাহ বহুবাজীভব মংপূজনংকুরু অথবা বহুঃ নমস্কার মাত্রঃ দেহীতাহ মাঃ
নমস্কর ভূমো নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু । ১০ এবং চতুর্থাঃ মতিস্থলং সেবন পূজন
প্রণামানাং সমুচ্চরং সেকতরং বা ঙং কুরু । মামেবৈবাসি প্রাপুঃসি মনঃ প্রদানং শ্রোত্রাদী-
জ্জিয় প্রদানং গন্ধ পুষ্পাদি প্রদানং বা ঙং কুরু ভূত্বা মহামান্নান মেব দান্যামীতি সত্যং
তে তবৈবনাত্ম সংশ্লিষ্টা ইতি ভাবঃ । সত্যঃ শপথ তথায়ো রিতামরঃ । নমু মাধুর্যদেশোক্ত-
তালোকাঃ প্রতি বাক্যমেবশপথং কুরুন্তি সত্যং তর্হি প্রতিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাঃ কৃৎবা ব্রবীমিহং
মে শ্রিয়োসি নহি প্রিয়ং কোহপি বন্ধরতীতি ভাবঃ ॥৬৬॥

নমু স্বাক্ষ্যানাদিকং বৎকরোমি তৎ কিং স্বাশ্রমধর্ম্মাশুষ্ঠান পূর্ব্বকং বা কেবলং বা
ভক্ত্যঃ সর্ব্ব ধর্মান্ বর্ণাশ্রম ধর্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একমামেব শরণং ব্রজ ।
পরিত্যজ্য সংসার্য ইতি নব ধোয়ঃ অর্জুনসাক্ষরিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকার্যং নচ অর্জুনং
লক্ষ্যকৃত্যন্তজন সমুদায়ং এবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যং । লক্ষ্য ভূত মর্জ্জুনং

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর জ্ঞান লাভের উপদেশ স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতি ধর্ম্ম,
বৈরাগ্য, শমদমাদিঃ ধর্ম্ম, ধ্যান যোগ, ঐশ্বরের ঐশিতার বশীভূততা প্রভৃতি
যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি সে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ স্বরূপ আমার
একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর । তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার
দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের যে সকল পাপ সে সমুদায়
হইতে উদ্ধার করিব । তুমি অকৃত কর্ম্ম বলিয়া শোক করিবেনা । আমাতে
নিষ্ঠুর ভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিং স্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে ।
ধর্ম্মাচরণ, বর্তব্যচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানভ্যাস, বোগাভ্যাস ও ধ্যানা-
ভ্যাসে কিছুই আবশ্যক হয় না । বন্ধ অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যা-
ত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্ম নিষ্ঠা ও ঐশ্বর নিষ্ঠা ত্যাগি
পূর্ব্বক ভগবৎ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাকুষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অব-
লম্বন কর । তাৎপর্য্য এই যে শরীরী জীব জীবন নির্বাহের জন্ত যত
প্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায় তিন প্রকার উচ্চ নিষ্ঠা হইতে করে অথবা
ইজ্জিয় স্বথ নিষ্ঠারূপ অধম নিষ্ঠা হইতে করে । অধম নিষ্ঠা হইতে অকর্ম্ম

অতি উপদেশ বাচ্য্য যোঃস্মিতুঃ সৌচিত্তো সন্তোষান্ স্যাপূর্ণদেহবাক্যং সমবেশ-
 ত্বনাথ । নচ পরিত্যজ্য ইত্যস্মা কল ত্যাগ এব তাৎপর্যমিতি ব্যাখ্যায় । অস্মা বাচ্যাসা ।
 “দেবর্ষি ভূতাপ্তংবাং পিতৃণাং ন কিঙ্করোনিরমূচ রাজন্ । সর্বাঙ্গনাথঃ শরণং শরণাং গতৌ-
 মুকুন্সং পরিহত্যাকৃত্যং ।” ইতি । “সর্বোষদাতাক্ত সমস্ত কৰ্ম্ম নিবেদিতাক্তা বিচিকীৰ্ষিতোমে ।
 তদানুতরং অতিপদ্যমানো মরান্নভুয়্যস কল্পতেইব । ভাবৎ কৰ্ম্মাণিকুলীত ন নির্বিন্দ্যোত
 যাবতা । মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাবাবরজ্যায়তে । অজ্ঞানৈবঃ জ্ঞান দোষান্ মরাদিষ্টা-
 নপিষকান্ । ধৰ্ম্মান্ সংতজ্য যৎ লেকান্ মাং ভজেৎ সচ সত্যমঃ । ইতি ভগবদ্বাক্যৈঃ সঙ্কেত-
 সাবিশ্রু ব্যাখ্যায়বাৎ । অত্র পরিশদ প্রয়োগোক্ত । অত একমাং শরণং ব্রজ নতু
 ধৰ্ম্ম জ্ঞানযোগ দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ । পূৰ্ণং হি মদনস্ত ভক্তৌ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠায়াং তথাধিকা-
 রোনাগ্নীভ্যত স্বঃ বৎ করোষি বদন্তাসীতাদি ক্রবানেন মরাকৰ্ম্ম মিত্রায়াং ভক্তৌ তথাধিকার
 উক্তঃ সম্ভ্রতিভূতি কৃপারাতুভ্যামনন্য ভক্তাবেবাধিকারঃ তস্যাঃ অনন্য ভক্তেঃ বাস্তুচ্ছিক মদৈকা-
 ত্তিক ভক্তকৃপৈক লভ্যত্বলক্ষণং । নিয়মং স্বকৃত মপি ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামিবাণীর দত্ত ইতি
 ভাবঃ । নচ মদাঙ্গরা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ত্যাগে তব প্রত্যবায় শঙ্কাসম্ভবেৎ । বেদ
 রূপেণ ময়ৈব নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানমাদিষ্টং অধুনাতুৎস্বরূপে নৈবত ত্যাগ আদিশ্রুতে ইতি অতঃ
 কথংতে নিত্যকৰ্ম্মাকরণেপাণানি সম্ভবন্ত প্রত্যত অতঃপরং নিত্যকৰ্ম্মণিকৃতে এব পাণানি
 ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্নদাজ্ঞানস্বনাদিত্যবধেয়ং । নহু যোহি বছরণৌ ভবতি সহি মূল্যজীতঃ
 পশুরিব তদধীনঃ সঃ তং যৎকারণতি তদেব করোতি বজ্রহাপরতি তদ্রৈবতিষ্ঠতি বজ্রোজয়তি
 তদেব ভুঙ্ক্তে ইতি শরণাপত্তি লক্ষণসাধৰ্ম্মস্য তৎসং । বহুভং বাহু পুরাণে । অর্জুনকুলাস্য
 সংকল্পঃ প্রত্নি কুলাস্য বর্জনঃ । রক্ষিযাতীবিববাসো ভতুর্হে বরণং তথা । নিক্ষেপয়স্বকা-

বিকৰ্ম্ম । তাহা অনর্থ জনক । উত্তম তিন প্রকার নিষ্ঠার নাম ব্রহ্ম নিষ্ঠা,
 ঈশ্বর নিষ্ঠা ও ভগবন্ত্রিষ্ঠা, বর্ণাশ্রম, বৈরাগ্য, ইত্যাদি সমস্ত কৰ্ম্মই এক এক
 প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয় । তাহারাই
 যখন ব্রহ্ম নিষ্ঠার অধীন তখন কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ভাবে প্রকাশ হয় । যখন ঈশ্বর
 নিষ্ঠার অধীন তখন ঈশ্বরার্পিত কৰ্ম্ম ও ধ্যান যোগাদি রূপ ভাবের উদয় হয় ।
 যখন ভগবন্ত্রিষ্ঠার অধীন তখন উহারাই শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিরূপে পরিণত
 হইয়া পড়ে । অতএব এই ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব । এবং প্রেমই জীবের চরম
 প্রয়োজন ইহাই এই গীতায় শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য । কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী
 ও ভক্ত ইহাদের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা অভ্যন্ত
 পৃথক ॥ ৬৬ ॥

ইদৃশ্যে না তপস্কায় নাতক্তায় কদাচন ।

ন চান্তঃক্ৰমবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূরতি ॥ ৬৭ ॥

পূর্ণাং যদ্বিধা শরণাগতিঃ" ইতি ভক্তি শাস্ত্রবিহিতা স্বাভীষ্টদেবার রোচমানা শ্রুতি রাসুকুলাঃ । তদবিপরীতং প্রতিকূলাং । ভক্ত্য ইতি স এব মমস্ককোনাস্ত ইতি যঃ । স্কন্ধযাতীতি স্বরক্ষণ প্রতিকূলা বস্তৃপহিতেষপি স মাং স্কন্ধযাতে বেতি শ্রৌশ্রী গজেন্দ্রাদীনামিব বিশ্বাসঃ । নিক্ষেপণঃ স্বীয় স্থলস্থল দেহসহিতস্ত এব স্বস্ত শ্রীকৃষ্ণাৰ্ঘ এব বিনিয়োগঃ । অকারণাং নাস্ত্যত্রাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনং । ইতিবদ্বাং বস্তূনাং বিধাতৃস্থতানং বস্তাং সা শরণাগতিরীতি । তদদ্যারতা বদাহংস্রাং শরণাগত এববর্তে । তর্হিভুক্তং ভক্তমতস্তং বা বক্তবেত্তদেবমমকর্তব্যং তত্রবিহিং মাং ধর্ম যেন কারয়সি তদা ন কাচিচ্ছিত্তা যদি তু ঐশ্বর্যাত্মং ঐশ্বর্যচারণং মাং ধর্ম যেন কারয়সি তদা কা গতি তত্রাহ অহমিতি প্রাচীনান্যাদীনানি স্রাবস্তিবর্তন্তে বাবপ্তি-বাহং কারয়িষ্যামিতেভ্যঃ সর্বৈভ্য এব পাপেভ্যোমোকিয়িষ্যামি নাহমস্তঃ শরণ্য ইব তত্র-সমর্থ ইতি ভাবঃ । স্বামান্যৈষ্যে শাস্ত্র মিদং লোকমাত্র মেবোপদিষ্টবানস্মি । মা শুচ স্বার্থং পুরার্থং বা শোকং মাকাব্যীঃ যুধনাদিকঃ সর্ব এবলোকঃ স্ব পরধর্মান্ সর্বান্ এব পরিভাজা সচ্ছিত্তমাদিপরাঃ মাং শরণমাপদা স্থথেনৈব বর্ততাং তস্ত পাপমোচন ভারঃ সংসারমোচন ভারঃ প্রাপ্রানোভায়ঃ মরা প্রতিক্রারৈবাকীকৃতঃ কিং বহনা দেহবাবহার ভারোহপি ময়াদী-কৃত এব বহুভং । "অনন্তাচ্ছিত্তরতোমাং বেজনাঃ পর্ষাপাসতে । তেবাং নিত্যান্তিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহনামহং" ইতি । ইহ এতাবানভারোময়াবপ্রভৌ নিক্ষিপ্ত ইতি অপি শোকং মাকাব্যীঃ ভক্তবৎসলস্ত সত্য সঙ্করস্য মদন তজ্জারাস লৌশৌগীতি নাতঃ পরমধিকমুপদেষ্ট-বাদ্যীতি শাস্ত্রং সমাভীকৃতং ॥ ৬৬ ॥

এবং গীতা শাস্ত্রমুপদিষ্টা সংপ্রদার অবর্তনে নিরম মাং ইদমিতি অতপস্কায় অসংযতে-প্রিয়ায় মনসকেপ্রিয়প্রাপ একাত্ম্যং পরমং তপঃ ইতিমুতেঃ । সংযতেপ্রিয়হে সত্যপি অভ-ক্তায় ন বাচ্যং সংযতেপ্রিয়হেপি ভক্ত্যে ইপিচসতি অণ্ড ক্রমবে ন বাচ্যং সংযতেপ্রিয়বাদি ধর্ম ত্রয়বধেপি যো মামভ্যসূরতি ময়িনিরুপাধি পূর্ণ ত্রকপি মায় সাধারণ্য দোষ মারোপসতি তস্মৈ সর্ববৈব ন বাচ্যং ॥ ৬৭ ॥

অতপস্ক, অতপস্ক, পরিচর্যাহীন, ও ভগবৎ সচ্ছিত্তদানন মূর্তির প্রতি অসুমা-বৃত্ত ব্যক্তিবর্ণকে গীতা শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেক । ইহা স্বাঙ্গাগীতায় অধিকারী-নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

যইমং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰক্ৰেযুভিধান্তি ৭
 ভক্তিংময়ি পরাংকুংহা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
 ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।
 ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোভূবি ॥ ৬৯ ॥
 অধ্যেষ্যতে চ যইমংধৰ্ম্ম্যং সন্বাদমাবয়োঃ ।
 জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহ মিষ্টং শ্রামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥
 শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
 সোহপিযুক্তঃ শুভান্লোকান্প্রাপ্নুয়াৎপুণ্যকৰ্ম্মণাং ॥ ৭১ ॥
 কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ! ত্বয়ৈকাগ্র্যেণ চেতসা ।
 কচ্চিদজ্ঞান সন্মোহঃ প্রনষ্টস্তেধনঞ্জয় ! ॥ ৭২ ॥

এতদুপদেষ্টুঃ কলমাহ ব ইতি স্বাভাৱ্যং পরাং ভক্তিং কৃৎসতি প্রথমং পরম ভক্তি প্রাপ্তিঃ
 ততোমং প্রাপ্তিঃ এতদুপদেষ্টু ভবতি ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোহতি প্রিয়করঃ অতি প্রিয়শ্চনাস্তি ॥ ৬৯ ॥

এতদধ্যয়ন কলমাহ অধ্যেষ্যতে ইতি ॥ ৭০ ॥

এতচ্ছ ব্ধ কলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি ॥ ৭১ ॥

নম্যগ্বেদোদানুপপত্তৌ পুনরুপদেশক্যামীত্যশয়ে নাহ কচ্চিদিতি ॥ ৭২ ॥

যিনি আমার ভক্ত দিগকে এই পরম গুহ্য গীতা বাক্য উপদেশ করিবেন
 তিনি আমার নিগুণ ভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্তহইবেন ॥ ৬৮ ॥

এই নরলোকে তাহা অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য সাধক ও
 আমার প্রিয় কেহ নাই ও কখন হইবেনা ॥ ৬৯ ॥

গিনি আমাদের এই পরম ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন তিনি
 জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

যিনি ভক্ত নর, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান ও অনুরা রহিত তিনি গীতা
 শ্রবণ করিলে পাপ মুক্ত হইয়া পুণ্য কৰ্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

ধনঞ্জয় ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে ? আর
 তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে ? ॥ ৭২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

নমোমোহঃ স্মৃতিলীলা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যেবচনং তব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পৰ্থস্যচ মহাত্মনঃ ।

সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্বুতং লোমহর্ষণং ॥ ৭৪ ॥

ব্যাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরং ।

যোগং যোগেশ্বরং কৃষ্ণং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ ! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদ মিমমদ্বুতং ।

কেশবর্জুনয়োঃ পুণ্যং হয্যামিচ মুহুর্শ্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

কিমতঃ পরং পৃচ্ছামি অহন্ত সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য স্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিত্ত এবহুয়িবিপ্রস্তবানুস্মীত্যাহ নষ্ট ইতি করিষ্য ইতি অতঃপরং শরণ্যস্য তবাক্ষায়াং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য মনধর্মো নতুস্বাশ্রমধর্মো নাপিজ্ঞান যোগাদয়ঃ তেহু অদ্যারভ্য ভক্তাএব ততশ্চ ভো প্রিয় সখ অর্জুন মমভূভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্মি তত্ত্বদ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে স তি গাণ্ডীব পাণিরর্জুনঃ বোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি ॥ ৭৩ ॥

অতঃপরং পঞ্চশ্লোকাবাখ্যা সর্ব গীতার্থ তাৎপর্যা নিব্বর্ধেহস্তিমশ্লোকাঃ যত্রবর্তন্তে তাঃ পত্রধর্যো বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা অপহৃতবানিত্যতঃ পুনর্নালিখং । তাংতস্মাত্র বাদাং সঙ্গনীদত্ব তস্মৈনমঃ । ইতি শ্রীভগবদগীতা টীকা সারার্থ বর্ধিনী সমাপ্তীভূতা সত্যাপ্রীত-য়েহস্তাদিতি ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

অর্জুন কহিগেন, হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব ইহা পুনরায় স্বরণ করিতেছি । আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে । তোমার শরণাপত্তিই যে সর্ব প্রধান জৈব ধর্ম তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতি পালনকরিব ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় ঋতরাট্টকে কহিলেন, কৃষ্ণাৰ্জুনের এই অদ্ভুত লোকৈর্হর্ষণ সম্বাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্য তম পরম যোগ আমি ব্যাস প্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

তচ্চ সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য রূপমত্যকুতং হরেঃ ।

বিশ্বয়ে। মে মহান্ রাজন্! হৃদ্যামিচ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধর্ম্মরূপঃ ।

তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি ধুবানীতি শ্রুতি শ্রুতম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসি-
ক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎস্বত্রজ্ঞ বিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সম্বাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশো
হৃদ্যায়ঃ ॥

সাবার্ব বর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান ।

মাধুবীধিমুতাদম্যা মাধুবী ভাতু মে হৃদি ।

ইতি সার্বার্ব বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেষ্টসাং ।

গীতাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্কতঃ সঙ্কতঃ সত্যং ।

হে রাজন! কেশবর্জ্যুনের এই অদ্ভুত সম্বাদ শ্রবণ করিতে কবিতে
আমি বারুন্বার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

হে রাজন! হরির সেই অদ্ভুত রূপ শ্রবণ করিতে করিতে আমি
বিশ্বয় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, এবং যেখানে পার্থ ধর্ম্মরূপ সেই খানেই
শ্রী, বিজয়, ভূতি, ন্যায় ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

সমস্ত গীতার নিকাৰ্ণ এই অধ্যায়ের

তাৎপর্য্য । ইতি অষ্টা-

দশ অধ্যায় ।

সমাপ্তৈষা শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

